কুরআনীয় আরবি শিক্ষা

মূল ঃ আব্দুল ওয়াহিদ হামিদ
অনুবাদ ও সংকলনঃ মোহাম্মদ আবু হেনা
সম্পাদনাঃ মুহাম্মদ ইয়াহিয়া

Access to Qur'anic Arabic- Text Book

by
Abdul Wahid Hamid
Rendered into Bangla by : Muhammad Abu Hena
Edited by : Muhammad Yeahia

Copyright ©
www.studyalqurantounderstand.org
(A non-profit,non-sectarian, organisation working for propagation of Quranic knowledge)
email: info@studyalqurantounderstand.org
Funds generated from the dissemination of this 'Dictionary' will be reinvested in it's reprinting.
149 East Raja Bazar, Sher - E- Bangla Nagor, Tejgoan, Dhaka 1215, Bangladesh

অনুবাদ ও সংকলন
মুহাম্মদ আবু হেনা

সম্পাদক
মুহাম্মদ ইয়াহিয়া (০১৮১৭৫৬৭৬৭৬)
৫২/এ লেকসারকাস কলাবাগান
কলাবাগান, ঢাকা-১২০৫
ফোন ঃ ৯১৪ ৩৫৫৩
ই-মেইল ঃ myeahia87@yahoo.com

প্রকাশক
মোঃ মোশাররফ হোসেন
১৪৯ পূর্ব রাজাবাজার, শের-ই-বাংলা নগর, তেজগাঁও ঢাকা-১২১৫
মোবাইল ঃ ০১৫৫৩৫৬৯২৪৬
ই-মেইল ঃ engmosharraf@yahoo.com

প্রথম প্রকাশ ঃ জুন, ২০০৭
দ্বিতীয় প্রকাশ ঃ জানুয়ারি, ২০০৯
তৃতীয় সংস্করণ ঃ মে, ২০১২

বর্ণ বিন্যাস
সাজিদুর রহমান
১২১/১ আবুল হাসনাত রোড, ঢাকা-১১০০
মোবাইল : ০১১৯১-২৮২৭৩০

মুদ্রণ
ভেকটোরাস
৩/৪-এ, পুরানা পল্টন, ৬ষ্ঠ তলা, ঢাকা-১০০০
ফোন: ৯৫৬৫৬৬৭

বিনিময় ঃ ২৫০.০০ টাকা

ISBN : 984-300-002680-6

Qur'aniya Arabi Shikkhya
Translated & Compiled by : Muhammad Abu Hena
Edited by : Muhammad Yeahia
(Price : Tk 250.00 ; US $ 4.00)

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اسْتَجِيْبُوْا
لِلّٰهِ وَلِلرَّسُوْلِ اِذَا دَعَاكُمْ لِمَا يُحْيِيْكُمْ

দয়াময়, পরম দয়ালু আল্লাহর নামে
হে মু'মিনগণ! তোমরা সাড়া দিবে আল্লাহ ও রাসুলের প্রতি যখন তোমাদেরকে ডাকা হয় ঐ দিকে যা তোমাদেরকে প্রাণবন্ত করে।
(সূরা আনফাল ৮ ঃ ২৪)

Acknowledgement

Acknowledge with thanks the permission (communicated through e-mail of 15th August, 2006) by the author of the three course books titled "Access to Qur'anic Arabic" written in English by Abdul Wahid Hamid to translate in Bangla language, print and market in Bangladesh. May the Almighty Allah bestow proper rewards to him.

Muhammad Abu Hena

সূচীপত্র

বিষয়		পৃষ্ঠা
অনুবাদকের উপস্থাপনা	...	৮
সম্পাদকের নিবেদন	...	১০
মূল লেখকের ভূমিকার সারাংশ	...	১১
তৃতীয় সংস্করণের কথা	...	১৩

অধ্যায়

অধ্যায় ১ : বিশেষ্য, সর্বনাম এবং বিশেষণ- পুংলিঙ্গ	...	১৪
অধ্যায় ২ : বিশেষ্য, সর্বনাম এবং বিশেষণ- স্ত্রীলিঙ্গ	...	১৬
অধ্যায় ৩ : বিশেষ্য, সর্বনাম এবং বিশেষণ- অনির্দিষ্ট	...	১৮
অধ্যায় ৪ : বিশেষ্য ও বিশেষণ- নির্দিষ্ট	...	২০
অধ্যায় ৫ : বিশেষ্য এবং বিশেষণ- বচন	...	২২
অধ্যায় ৬ : বিশেষ্য, বিশেষণ, সর্বনাম	...	২৪
অধ্যায় ৭ : সংযুক্ত সর্বনামসমূহ	...	২৬
অধ্যায় ৮ : সম্বন্ধসূচক অব্যয়	...	২৮
অধ্যায় ৯ : إِنَّ এবং 'তার ভগিনীগণ'	...	৩০
অধ্যায় ১০ : ইদাফা গঠন (অধিকার)	...	৩২
অধ্যায় ১১ : মূল শব্দ, মূল অক্ষর ও শব্দরূপ	...	৩৪
অধ্যায় ১২ : ক্রিয়া দিয়ে বাক্যের প্রারম্ভ	...	৩৬
অধ্যায় ১৩ : ক্রিয়া: অতীতকাল, একবচন	...	৩৮
অধ্যায় ১৪ : ক্রিয়া: অতীতকাল, একবচন, দ্বিবচন ও বহুবচন	...	৪০
অধ্যায় ১৫ : ক্রিয়া: অতীতকাল, লিঙ্গ	...	৪২
অধ্যায় ১৬ : ক্রিয়া: অতীতকাল, পুরুষ	...	৪৪
অধ্যায় ১৭ : ক্রিয়া: অতীতকাল, কর্তৃবাচ্য ও কর্মবাচ্য	...	৪৬
অধ্যায় ১৮ : قَالَ এর অতীতকাল	...	৪৮

অধ্যায় ১৯ : كَانَ এর অতীতকাল	...	৫০
অধ্যায় ২০ : ক্রিয়া: বর্তমানকাল	...	৫২
অধ্যায় ২১ : ক্রিয়া: বর্তমানকাল	...	৫৪
অধ্যায় ২২ : ক্রিয়া: বর্তমান এবং ভবিষ্যৎকাল	...	৫৬
অধ্যায় ২৩ : সাপেক্ষভাব	...	৫৮
অধ্যায় ২৪ : যুসীভভাব	...	৬০
অধ্যায় ২৫ : অনুজ্ঞাভাব	...	৬২
অধ্যায় ২৬ : বর্তমানকাল কর্মবাচ্য	...	৬৪
অধ্যায় ২৭ : قَالَ ক্রিয়ার বর্তমানকাল রূপ	...	৬৬
অধ্যায় ২৮ : كَانَ ক্রিয়ার বর্তমানকাল রূপ	...	৬৮
অধ্যায় ২৯ : কর্তাবাচক বিশেষ্য এবং কর্মবাচক বিশেষ্য	...	৭০
অধ্যায় ৩০ : ক্রিয়া হতে শব্দ গঠন	...	৭২
অধ্যায় ৩১ : ক্রিয়ার উদ্ভাবিত রূপ ২নং	...	৭৪
অধ্যায় ৩২ : ক্রিয়ার উদ্ভাবিত রূপ ৩নং	...	৭৬
অধ্যায় ৩৩ : ক্রিয়ার উদ্ভাবিত রূপ ৪নং	...	৭৮
অধ্যায় ৩৪ : ক্রিয়ার উদ্ভাবিত রূপ ৫নং ও ৬নং	...	৮০
অধ্যায় ৩৫ : ক্রিয়ার উদ্ভাবিত রূপ ৭নং, ৮নং ও ৯নং	...	৮২
অধ্যায় ৩৬ : ক্রিয়ার উদ্ভাবিত রূপ ১০নং	...	৮৪
অধ্যায় ৩৭ : কর্মকারকে বিশেষ্যের সমাপ্তি সন্মন্ধে আরও কিছু	...	৮৬
অধ্যায় ৩৮ : সংযোজক সর্বনাম	...	৮৮
অধ্যায় ৩৯ : বিযুক্ত বহুবচন সম্বন্ধে আরও কিছু	...	৯০
অধ্যায় ৪০ : শর্তযুক্ত বাক্য	...	৯২
শব্দ তালিকা ১	...	৯৫
শব্দ তালিকা ২	...	১০৫
শব্দ তালিকা ৩	...	১১৩
সর্বনাম	...	১২২
শব্দের সঙ্গে সংযুক্ত সর্বনাম	...	১২৪
উদ্ভাবিত ক্রিয়ার বিভিন্ন রূপ ও গঠিত বিশেষ্য	...	১২৬

সংযোজনী

সংযোজনী ১ : বাংলা, ইংরেজী ও আরবি পারিভাষিক শব্দাবলী ... ১২৮

সংযোজনী ২ : পরিভাষা ও তাদের সংজ্ঞা ... ১৩০

সংযোজনী ৩ : মূল ক্রিয়া হতে উদ্ভাবিত ক্রিয়ার বিভিন্ন রূপ ... ১৩৪

সংযোজনী ৪ : মূল ক্রিয়ার ক্রিয়াবাচক বিশেষ্য এর নমুনা (Pattern) ... ১৩৫

সংযোজনী ৫ : উদ্ভাবিত ক্রিয়ার ক্রিয়াবাচক বিশেষ্য এর নমুনা (Pattern) ... ১৩৮

সংযোজনী ৬ : উদ্ভাবিত ক্রিয়া হতে কর্তাবাচক বিশেষ্য ও কর্মবাচক বিশেষ্য গঠনের নমুনা (Pattern) ... ১৩৯

সংযোজনী ৭ : মু'তাল ক্রিয়া اَلْـمِثَالُ এর রূপান্তরের বিশেষ নিয়ম ... ১৪০

সংযোজনী ৮ : মু'তাল ক্রিয়া اَلْأَجْوَفُ এর রূপান্তরের বিশেষ নিয়ম ... ১৪১

সংযোজনী ৯ : মু'তাল ক্রিয়া اَلنَّاقِصُ এর রূপান্তরের বিশেষ নিয়ম ... ১৪৫

সংযোজনী ১০ : মু'তাল ক্রিয়া اَلْـمُضَعَّفُ এর রূপান্তরের বিশেষ নিয়ম ... ১৪৮

সংযোজনী ১১ : চমক ও বিস্ময় প্রকাশক ক্রিয়ার গঠন প্রণালী ... ১৪৯

সংযোজনী ১২ : অব্যয় বা Particles (حُرُوْفٌ) ... ১৫০

অনুবাদকের উপস্থাপনা

বিসমিল্লাহির রাহ্‌মানির রাহীম

কুরআন হল রাসুল (সঃ)-এর প্রাণবন্ত অলৌকিক ঘটনা। এতে জিব্রাইল (আঃ) এর মাধ্যমে আল্লাহর বাণী রাসুল (সঃ) এর কাছে প্রকাশ ব্যতীত অন্য কিছু অন্তর্ভুক্ত নাই। এতে বলা হয়েছে আমরা কোথা থেকে এসেছি, কোথায় যাচ্ছি, মৃত্যুর পরে আমাদের কি হবে। কুরআন আমাদের জান্নাত নামক চিরস্থায়ী পরম সুখের স্থানে নিয়ে যাবার সরল পথ প্রদর্শন করে এবং যে সমস্ত বাঁকা পথ জাহান্নাম নামক চিরস্থায়ী নরক ভোগের স্থানে নিয়ে যায় তা অনুসরণ করা থেকে আমাদেরকে সতর্ক করে দেয়। এটা যেমন ব্যক্তির জন্য তেমন রাষ্ট্রের জন্যও নৈতিক নিয়মাবলী প্রদান করে। যে কুরআনকে তার পথ প্রদর্শক করে নেয় সে বিপথে যেতে পারে না। কুরআনের পথ প্রদর্শন অগ্রাহ্য করে কেউ সমৃদ্ধি লাভ করতে পারে না। আকাংখী

কুরআনকে অবশ্যই আমাদের পথ প্রদর্শক ও নেতৃত্বদানকারী বানাতে হবে। আমাদের অবশ্যই এটা আরবি ভাষায় পড়ে অর্থ বুঝতে হবে ও শিখতে হবে এবং আমাদের সন্তানদেরকেও অবশ্যই শেখাতে হবে। জ্ঞান আহরণ করা প্রত্যেক মুসলিম নরনারীর কর্তব্য প্রায়ই উদ্ধৃত হাদিসে কুরআন পড়তে শেখা এই জ্ঞানের একটি অংশ। এই জ্ঞান অর্জন করতে হলে একজনের সর্বাগ্রে যা অবশ্যই প্রয়োজন তাহল ব্যবহৃত শব্দাবলি, ব্যাকরণ, রূপকালঙ্কার এবং বাগ্‌বৈশিষ্ঠ্যসহ ক্লাসিকাল (প্রাচীন কালে ব্যবহৃত) আরবি ভাষার উপর বলিষ্ঠ কর্তৃত্ব অর্জন করা।

আমাদের দেশের বেশীর ভাগ মুসলমান পরিবারে ছোট বেলাতেই ছেলে মেয়েদের কুরআন পড়া শিক্ষা দেওয়া হয়। কিন্তু আরবি ভাষার ব্যাকরণ ও শব্দার্থ শেখানো হয় না। ফলে এই ছেলেমেয়েরা কুরআনের অর্থ জানতে ও শিখতে পারে না। যে সব ছেলেমেয়েদেরকে মাদরাসায় ভর্তি করা হয় তারা ব্যতীত অন্যান্য সাধারণ লাইনে পাঠরত শিক্ষার্থীদের আর কুরআনের সঙ্গে সংশিষ্টতা থাকে না। এই সব শিক্ষার্থীরা পরবর্তিকালে উচ্চ শিক্ষা গ্রহণ করে বিভিন্ন পেশায় নিয়োজিত হয়ে যায়। এদের অনেকে সারা জীবন ধরে নামায পড়লেও এবং কুরআন আবৃত্তি করলেও সূরা কির-আতের অর্থ না বুঝে মন্ত্রের মত পড়ে যায়। ফলে কুরআনের জ্ঞান তাদের অন্তরে প্রবেশ করে না। বয়সকালে যখন বোধোদয় হয় তখন অনেকে আন্তরিক প্রচেষ্টা গ্রহণ করেন কুরআনের ভাষা শেখার জন্য। কিন্তু আমাদের দেশে এই ধরণের সাধারণ লাইনে বাংলা ইংরেজি শিক্ষায় শিক্ষিত বয়স্ক নরনারীদের আরবি ভাষা ও ব্যাকরণ শেখার জন্য উপযুক্ত কোনো আনুষ্ঠানিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান নাই এবং পাঠ্যক্রমও নাই। প্রবীন ব্যক্তিবর্গ স্ব-উদ্যোগে কুরআনের আরবি ভাষা শেখার প্রচেষ্টা গ্রহণ করলেও মাদরাসায় যে সব ব্যাকরণ শেখানো হয় সেগুলি এই সব বয়স্ক শিক্ষার্থীদের কাছে দুর্বোধ্য মনে হয়, ফলে অচিরেই তারা আগ্রহ হারিয়ে ফেলেন।

একবার এই প্রসঙ্গে আলোচনাকালে বিদেশে চাকরীরত আমার ছেলে প্রকৌশলী আবু সাঈদ বয়স্ক শিক্ষাক্রম হিসাবে বিদেশে ইংরেজি - আরবি ভাষায় সফলভাবে পরিচালিত এবং বহু জনপ্রিয়তা অর্জন করেছে এমন একটি পাঠ্যক্রম সম্বন্ধে উল্লেখ করে। অতঃপর অপ্রতিষ্ঠানিক বয়স্ক শিক্ষাক্রম চালু করার পরামর্শ দিয়ে সে তিনটি বই আমার কাছে পাঠিয়ে দেয়। এই পাঠ্যক্রমটির মাধ্যমে আবদুল হামিদ ওয়াহিদ নামে জনৈক লেখকের Access to Qur'anic Arabic- Text Book, Work Book এবং Selection Book শীর্ষক তিনটি পুস্তক পড়ানো হয়।

উক্ত কোর্সটি পরীক্ষামূলকভাবে কর্মজীবন হতে অবসরপ্রাপ্ত কয়েকজন প্রবীণ শিক্ষার্থীদের মধ্যে চালু করা হলে এই বইগুলির জনপ্রিয়তা ও চাহিদা বাড়তে থাকে। এরপর বেশ কিছু শিক্ষিতা মহিলা এই শিক্ষাক্রমে অংশ গ্রহণ করার আগ্রহ প্রকাশ করেন এবং ইংরেজি-আরবিতে রচিত বইগুলি বাংলা আরবি ভাষায় অনুবাদ করার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করতে থাকেন। অর্থসহকারে কুরআনের জ্ঞান অর্জন করার এই উৎসাহে সাড়া দিয়ে Access to Qur'anic Arabic-Text Book, Work Book এবং Selection Book পাঠ্যক্রমের তিনটি বই বাংলায় অনুবাদ করে বাংলাদেশে প্রকাশ

করার জন্য বইটির মূল লেখক আব্দুল ওয়াহিদ হামিদ সাহেবের কাছে অনুমতি চাইলে তিনি সানন্দে অনুমতি দেন এবং এই মহতি উদ্যোগের সাফল্য কামনা করেন। অতঃপর পাঠ্যক্রমের প্রথম বইটি যথা Text Book বাংলায় অনুবাদ করে নাম দেওয়া হল : **কুরআনীয় আরবি শিক্ষা** ।

আমরা অনেকেই ইংরেজি ও বাংলা ব্যাকরণের সংজ্ঞা ভুলে গিয়েছি। এই জন্য পাঠ্যক্রমটি সহজবোধ্য করার লক্ষ্যে মূল বইটিতে ব্যবহৃত ইংরেজি ও **আরবি** পরিভাষাগুলির যথাযথ বাংলা সংজ্ঞা সংযোজনীতে পরিবেশন করা হয়েছে। শিক্ষার্থীদের সুবিধার্থে বইটিতে আরবি ভাষার ব্যাকরণগত কিছু গুরুত্বপূর্ণ তথ্যাদি সংযোজনী আকারে পরিবেশন করা হয়েছে। এই বইটি সম্পাদনা করেছেন অবসরপ্রাপ্ত উচ্চ পদস্থ সরকারী কর্মকর্তা প্রকৌশলী জনাব মোহাম্মাদ ইয়াহিয়া, যিনি সম্পূর্ণ নিজ উদ্যোগে কুরআনীয় আরবি ভাষায় জ্ঞানার্জন করেছেন এবং কুরআনীয় ব্যাকরণের একজন বিশেষজ্ঞ হিসাবে গত প্রায় ১৮/২০ বৎসর ধরে অপ্রতিষ্ঠানিক পর্যায়ে কুরআন বুঝে পড়ার শিক্ষাক্রমে দক্ষতার সঙ্গে অধ্যাপনার কাজ অব্যাহত রেখেছেন।

এই বইটি প্রণয়ন, মুদ্রণ ও পরিবেশনার কাজে প্রকৌশলী আবু সাঈদ, জনাব রুহুল আমিন ও তাঁর ধর্মনিষ্ঠ সহধর্মিণী জনাবা সালমা আমীন, মেজর (অবঃ) সৈয়দ আবদুল মান্নান, প্রকৌশলী জনাব মঞ্জুর হাসান, জনাব নুরুল হুদা, প্রকৌশলী জনাব মোহাম্মদ ইয়াহিয়া, প্রকৌশলী জনাব আবুল হুসেন, ডাক্তার তানভীর হাসান, জনাব শফিউল আলম এবং আরও অনেকে আমাকে সাহায্য সহযোগিতা করেছেন। হাফেয আবু আহমেদ, জনাব সিদ্দিকুর রহমান এবং জনাব সাজেদুর রহমান আমাকে পাণ্ডুলিপি প্রণয়নে সহযোগিতা করেছেন। আমি এদের সবার কাছে এবং বিশেষ করে এই পাঠ্যক্রমটির মূল লেখক জনাব আব্দুল ওয়াহিদ হামিদ যিনি বাংলায় অনুবাদ, মুদ্রন ও প্রকাশনার অনুমতি দিয়েছেন তার কাছে কৃতজ্ঞ। জাযাকাল্লাহ খায়রুন।

আল্লাহ যেন আমাদের এই নেক প্রচেষ্টাকে গ্রহণ করেন এবং উদ্যোগী শিক্ষার্থীগণকে এই পুস্তকের মাধ্যমে কুরআনের জ্ঞান অর্জন ও অর্থ বুঝে পড়ার প্রচেষ্টাকে সহজ করে দেন এই মোনাজাত করি। আমাদের সকলের উপর আল্লাহর শান্তি ও অনুগ্রহ বর্ষিত হোক। আমীন।

জুন, ২০০৭ মুহাম্মদ আবু হেনা

সম্পাদকের নিবেদন

আলহামদুলিল্লাহ, সমস্ত প্রশংসা একমাত্র আল্লাহর। সালাত ও সালাম বর্ষিত হোক শেষ নবী মুহাম্মাদুর রসুলুল্লাহ (সঃ) এর উপর, তাঁর সহধর্মিনী, বংশধর, সহচরবৃন্দ ও কিয়ামত পর্যন্ত তাঁর পদাঙ্ক অনুসরণকারীদের উপর।

কুরআন আমাদের ইহলৌকিক ও পারলৌকিক জীবনের সংবিধান। তাই কুরআনকে পুনঃপুন ভাল করে বুঝে পড়ে, কুরআন হতে শিক্ষা গ্রহণ করে, আমাদের জীবনকে পরিচালিত করতে হবে। এই কারণে কুরআন বুঝে পড়া আমাদের জন্য জরুরী। যেহেতু কুরআনের ভাষা আরবি, কুরআন বুঝতে হলে আরবি ভাষা জানতে হবে। আমাদের দেশের মাদরাসায় আরবি শিখানো হয়। কিন্তু যেহেতু মাদ্রাসার শিক্ষাপ্রণালী একটি দীর্ঘ মেয়াদী পাঠ্যক্রম অনুসরণ করে সেহেতু কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষিত লোকজনের পক্ষে মাদরাসায় ভর্তি হয়ে আরবি শেখা অথবা ঐ পাঠ্যক্রম অনুসরণ করে নিজে নিজে আরবি শেখা খুব কঠিন। তাই সাধারণ শিক্ষিত লোকদের জন্য কুরআন বুঝে পড়ার সুবিধার্থে আল্লাহর বিশেষ রহমতে কুরআনীয় আরবি শেখার জন্য ইংরেজি ভাষায় আব্দুল ওয়াহিদ হামিদ কর্তৃক ৩ খন্ডে প্রণীত Access to Qur'anic Arabic শীর্ষক আলোড়ন সৃষ্টিকারী পাঠ্যক্রমটির প্রথম খন্ড (Text Book) বাংলায় প্রকাশ পেতে যাচ্ছে। এই বইটির বাংলা নাম দেওয়া হয়েছে- **'কুরআনীয় আরবি শিক্ষা'**।

আলোচ্য পাঠ্যক্রমটি আরবি ভাষায় কথা বলা বা অনুবাদ করা শিক্ষা দেবার জন্য প্রণীত নয়, মূলত কুরআনীয় আরবির অর্থ শেখার জন্য কুরআনীয় শব্দ, বাগ্‌বৈশিষ্ট্য ও বাক্যসমূহ ব্যবহার করে আরবি ভাষার মৌলিক ব্যাকরণ ও কাঠামো সম্বন্ধে পাঠ্যক্রম প্রণয়ন করা হয়েছে। মূল ইংরেজি বই তিনটিতে 'উসমানী মূদ্রাক্ষর' (Uthmani Script) ব্যবহার করে আরবি লেখা হয়েছে। কিন্তু আমাদের উপমহাদেশে প্রচলিত কুরআন 'মাযিদী মূদ্রাক্ষরে' (Majidi Script) লিখিত বিধায় শিক্ষার্থীদের সুবিধার্থে বাংলায় অনূদিত এই পাঠ্যপুস্তকটির আরবিও মাযিদী মূদ্রাক্ষরে লেখা হয়েছে। উলেখ্য যে দুই ধরণের মূদ্রাক্ষরে লেখার পদ্ধতিগত কিছুটা ভিন্নতা থাকলেও উচ্চারণের বেলায় কোনো হেরফের নাই অর্থাৎ দুই পদ্ধতির মূদ্রাক্ষরের উচ্চারণ একই।

শিক্ষার্থীদের সুবিধার্থে মূল ইংরেজি বইতে যে সব ইংরেজি ও আরবি ব্যাকরণগত পরিভাষিক শব্দাবলি ব্যবহার করা হয়েছে সেগুলির কয়েকটির সংজ্ঞা ও তাদের যথাযথ বাংলা ব্যাকরণগত পরিভাষা এই বইটির শেষে সংযোজনী আকারে পরিবেশন করা হয়েছে।

আমরা মনে করি বইখানি প্রকাশিত হলে আগ্রহী শিক্ষার্থীরা যারা মাদরাসায় লেখাপড়া না করে সাধারণ লাইনে শিক্ষিত হয়েছেন এবং কোনো আনুষ্ঠানিক শিক্ষা কার্যক্রমের মাধ্যমে না গিয়ে নিজে নিজে অধ্যয়ন করে (Self- study এর মাধ্যমে) কুরআন পড়তে ও অর্থ বুঝতে ব্রতী হবেন তারা অবশ্যই এই বইটি অনুসরণ করে বিশেষভাবে উপকৃত হবেন এতে কোনো সন্দেহ নেই।

এই বইটি অনুবাদ, মূদ্রণ ও প্রকাশ করতে যাদের বিভিন্নভাবে সংশ্লিষ্টতা রয়েছে তাদের এবং এই বইটি অনুসরণ করে যে সব মুসলিম নরনারী উপকৃত হবেন তাদের সকলকে ইহকালে ও পরকালে আল্লাহ উপযুক্ত পুরস্কার প্রদান করুন। আল্লাহুম্মা আমীন।

মে, ২০০৭ মোহাম্মদ ইয়াহিয়া

মূল লেখকের ভূমিকার সারাংশ

কুরআন এর সরল অর্থ বোঝার জন্য কুরআন পাঠকারীর আরবি ভাষার প্রাথমিক পর্যায় জানা আবশ্যক। Access to Quranic Arabic- Text Book শীর্ষক এই পাঠ্যক্রমটি (যার বাংলা নামকরণ করা হয়েছে **'কুরআনীয় আরবি শিক্ষা)** এই আবশ্যকতার অংশ বিশেষ মেটানোর একটা প্রচেষ্টা মাত্র।

উদ্দেশ্য

কুরআন পাঠকারীগণ যাতে যথাশীঘ্র সহজে কোরআন বুঝতে পারে সেটাই উদ্দেশ্য। এই উদ্দেশ্য সাধনের জন্য পর্যায়ক্রমে ব্যাকরণ এবং কুরআনের আরবি শব্দের গঠনের ধারণা দেয়া হয়েছে এবং কুরআনে যে সমস্ত শব্দ বেশ ঘনঘন আর্বিভূত হয়েছে সেগুলি ব্যবহার করা হয়েছে। এই পাঠ্যক্রমটি আরবিতে কথা বলা বা অনুবাদ করার দক্ষতা অর্জন শিক্ষা দেবে না।

যোগ্যতাঃ

আমরা ধরে নিয়েছি যে এই পাঠ্যক্রমে অংশগ্রহণকারীগণ আরবি পড়তে এবং লিখতে পারেন। যারা পারেন না তাঁদের MEL's Graded steps in Arabic materials for reading and writing the Arabic script and reading the Quran শীর্ষক পাঠ্যক্রমটি অনুসরণ করতে পরামর্শ দেয়া হচ্ছে।

পাঠ্যক্রমের উপাদান

মৌলিক ব্যাকরণ এবং কুরআনের শব্দসমূহ ব্যবহার করে আরবির গঠনপ্রণালী, বাগ্‌বৈশিষ্ট্য (Phrase) এবং বাক্যসমূহ মূল পাঠ্যপুস্তকটিতে প্রায় সম্পূর্ণভাবে অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। কিছু সংখ্যক কুরআন বহির্ভূত বাগ্‌বৈশিষ্ট্য ও বাক্যের ব্যবহারও উল্লেখ করা হয়েছে। পৃষ্ঠা বিন্যাস ও পরিকল্পনা পাঠ্যক্রমের অধ্যায়গুলিকে অনুসরণ করা সহজ করবে।

প্রাথমিক পর্যায়ে কুরআনে পুনঃপূন উল্লেখ করার উপর ভিত্তি করে কেবলমাত্র সীমিত সংখ্যক শব্দসূচি ব্যবহার করা হয়েছে। এই পাঠ্যক্রমে ৩টি শব্দ তালিকা আছে। ১০০ বারের অধিক ব্যবহৃত শব্দ ও সেগুলি থেকে সৃষ্ট শব্দসমূহ প্রথম তালিকায় দেওয়া হয়েছে। ৫০ থেকে ১০০ বার ব্যবহৃত হয়েছে এমন শব্দসমূহ দ্বিতীয় তালিকায় এবং; ৩য় তালিকায় ২৫ থেকে ৪৯ বার ব্যবহৃত শব্দসমূহ রয়েছে। সকল সৃষ্ট শব্দ শব্দতালিকায় আনা হয়নি।

এই পদ্ধতির দুইটা সুফল রয়েছে। শিক্ষার্থীরা প্রথম থেকেই অধিক সংখ্যক শব্দ মনে রাখার চাপের সম্মুখীন হবে না। নির্দিষ্ট সংখ্যক শব্দ আয়ত্তে আনার ফলে শিক্ষার্থীরা সহজে ও অল্প সময়ে বুঝতে পারবে।

পাঠ্যপুস্তকে প্রতিটি অধ্যায়ের জন্য আলাদা অনুশীলনী এবং অতি প্রয়োজনীয় অধিকতর অনুশীলন এবং আরবি ভাষার গঠন প্রণালী রয়েছে। যে সমস্ত বাগ্‌বৈশিষ্ট্য ও বাক্য অনুশীলনীতে ব্যবহার করা হয়েছে সেগুলিও কুরআন থেকে নেওয়া হয়েছে এবং শব্দ তালিকা প্রধানত ঐগুলি যা মূল পাঠ্যপুস্তকে ব্যবহার করা হয়েছে।

নিজে নিজে অধ্যয়ন করা

এই পাঠ্যপুস্তকটি নিজে নিজে পড়া ও শেখা ছাড়াও ক্লাসে শেখানোর জন্য ব্যবহার করা যায়। নিজে নিজে শেখার ক্ষেত্রেও যোগ্য শিক্ষকের নির্দেশনার প্রয়োজন হতে পারে।

আমরা আশা করি এই পাঠ্যপুস্তকের শিক্ষার্থীদের আরও উচ্চতর স্তরের কুরআন ও আরবি ভাষা শিক্ষার ব্যাপারে অনুপ্রাণিত করবে। যারা আরও উচ্চস্তরে অগ্রসর হতে চান তাদের জন্য এই পাঠ্যপুস্তক হচ্ছে অগ্রসর হবার সূচনা। অবশ্য এখানে উলেখ্য যে, ব্যাকরণ, কুরআনের আরবির গঠন এবং প্রাচীন ও আধুনিক সাহিত্যানুগ আরবি বাস্তবিক

অনুরূপ, এর জন্য অতিশয় গুরুত্ব ও কুরআনের নিজেকে সংরক্ষণ বহুলাংশে ধন্যবাদের যোগ্য। উচ্চস্তরে পড়ার জন্য এই পাঠ্য পুস্তকটির শেষে কিছু পরামর্শ দেওয়া হয়েছে।

পরীক্ষা

পরিবার এবং বন্ধুবান্ধবসহ শিশু ও বয়সীদের উপর পরীক্ষা করে এই পাঠ্যপুস্তক প্রণয়ন করা হয়েছে। এই প্রক্রিয়ায় যারা অংশ গ্রহণ করেছেন তাদের প্রতি আমরা কৃতজ্ঞ এবং প্রার্থনা করি যেন তাঁরা এবং অন্য যারা এটা ব্যবহার করবেন তাঁরা কুরআন বেশী বেশী অনুধাবন করতে, উত্তমরূপে উপলব্ধি করতে, অনুসরণ করতে এবং সারা জীবনব্যাপী অনুপ্রাণিত হতে পারবেন।

মন্তব্য ও পরামর্শ

এই পাঠ্যপুস্তকের উৎকর্ষতার জন্য শিক্ষক, ছাত্র ও যারা নিজে নিজে অধ্যয়ন করেন তাদের সহ এই পাঠ্যপুস্তক ব্যবহারকারীদের যে কোন ধরণের মন্তব্য ও পরামর্শ প্রদানের জন্য আমরা বিশেষ কৃতজ্ঞ থাকব।

আমি প্রার্থনা করি আল্লাহ সর্বশক্তিমান যেন আমাদের এই প্রচেষ্টা কবুল করেন এবং কুরআন, যা বাস্তবের সঙ্গে মানবকুলের একমাত্র নির্ভরযোগ্য যোগসূত্র তা আবিস্কারের পথে নিয়ে যেতে এবং এর দ্বারা আমাদের জীবনকে আদর্শানুযায়ী গঠন করতে সাহায্য করেন। এবং যখন বিচার দিবস আগত হবে তখন যেন কুরআন আমাদের বিরুদ্ধে নয়, বরং আমাদের জন্য প্রামাণিক সাক্ষ্য দান করে।

আমরা তাঁর সাহায্য এবং পথনির্দেশ চাই এবং অনুশোচনা এবং কৃতজ্ঞতা নিয়ে তাঁর দিকে ফিরি। এবং তাঁর মহান চরিত্রের বার্তাবহ, দীপ্তিমান আলোক সংকেত, উম্মী রাসূলের উপর যেন তাঁর শান্তি এবং আশীর্বাদ বর্ষিত হয়।

আবদুল ওয়াহিদ হামিদ

হেনডন, লন্ডন, রজব ১৪১৮/নভেম্বর, ১৯৯৭

তৃতীয় সংস্করণের কথা

আল্লাহু সুব্হানাহু তাআ'লা বলেন ঃ

وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَّسُوْلٍ اِلَّا بِلِسَانِ قَوْمِه لِيُبَيِّنَ لَهُمْ

আমি প্রত্যেক রাসুলকেই তাঁর স্বজাতির ভাষাভাষী করে পাঠিয়েছি তাদের নিকট পরিস্কারভাবে ব্যাখ্যা করার জন্য (১৪ঃ৪),

আল্লাহু সুব্হানাহু তাআ'লা আরো বলেন ঃ

وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ

এবং তোমার প্রতি কুরআন অবতীর্ণ করেছি, মানুষকে সুস্পষ্টভাবে বুঝিয়ে দেওয়ার জন্য যা তাদের প্রতি অবতীর্ণ করা হয়েছিল, আর যাতে তারা চিন্তা-গবেষণা করে (১৬ ঃ ৪৪),

আল্লাহু শুব্হানাহু তাআ'লা আরো বলেন ঃ

إِنَّا جَعَلْنٰهُ قُرْءٰنًا عَرَبِيًّا لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُوْنَ

আমি ইহা অবতীর্ণ করেছি আরবি ভাষায় কুরআ'ন, যাতে তোমরা বুঝতে পারো(৪৩ ঃ ৩),

আল্লাহু শুবহানাহু তাআ'লা আরো বলেন ঃ

فَاسْتَمسِكْ بِالَّذِى أُوْحِىَ إِلَيْكَ إِنَّكَ عَلٰى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيْمَ-وَإِنَّهُ لَذِكْرٌ لَكَ وَلِقَوْمِكَ وَ سَوْفَ تُسْئَلُوْنَ

সুতরাং তোমার প্রতি যা ওহী করা হয়েছে তা দৃঢ়ভাবে অবলম্বন কর; তুমি সরল পথেই আছ; কুরআ'ন তো তোমার ও তোমার জাতির জন্য উপদেশ; তোমাদিগকে অবশ্যই এ বিষয়ে প্রশ্ন করা হবে(৪৩ ঃ ৪৩-৪৪)

পরিবর্তীত আংগিকে 'কুরআ'নীয় আরবি শিক্ষা' গ্রন্থটির পরিমার্জন ও পরিশোধিত তৃতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হতে যাচ্ছে, তাই আমরা আল্লাহ রাব্বুল আ'লামীনের দরবারে তাঁর এই অনুগ্রহের জন্য লাখো কোটি কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি।

আলহামদুলিল্লাহ, 'কুরআ'নীয় আরবি শিক্ষা' গ্রন্থটিকে এখন আর কারো সাথে নতুন করে পরিচয় করানোর প্রয়োজন নাই। দুনিয়া ও আখিরাত জীবনের সংবিধানের(আল কুরআ'ন) যথাযথ **'হক'** আদায় করে তেলাওয়াতের লক্ষে যারা আল-কুরআ'ন এর ভাষা শিখতে আগ্রহী তাদের কাছে এই গ্রন্থটি আজ অতি পরিচিত ও প্রয়োজনীয়। এদেশের সর্বস্তরের মানুষের নিকট অতিশয় শুকরিয়া জ্ঞাপন করছি। শোকর করি এই কথা ভেবে যে, এই গ্রন্থটি কিছু মানুষ হলেও কুরআন অনুধাবনে কিছু বাস্তব সহায়তা দিতে সক্ষম হয়েছে।

পাঠকের চাহিদা অনুযায়ী তৃতীয় সংস্করণের পরিমার্জনের জন্য সর্বজনাব কামাল উদ্দীন, মোঃ মোশাররফ হোসেন, এ এম এম ইয়াহ্ইয়া সহ আরো অনেকের সহায়তা প্রণিধানযোগ্য। বইটি সব বয়সের পাঠকদের উপযোগী করে প্রকাশের প্রচেষ্টা সবসময় অব্যাহত থাকবে। এই বই থেকে যথাযথ উপকৃত হওয়ার জন্য পাঠকদের মূল্যবান মতামত আমাদেরকে অনুপ্রাণিত করবে।

এই সংস্করণের কোনো ভুল-ত্রুটি-অসম্পূর্ণতা যদি কারো সতর্ক দৃষ্টিতে ধরা পড়ে, অনুগ্রহ পূর্বক জানিয়ে দিলে আমরা কৃতজ্ঞতাবোধ করব এবং পরবর্তী সংস্করণে তার সংশোধনে যত্নবান হবো।

অধ্যায় - ১
বিশেষ্য, সর্বনাম এবং বিশেষণ: পুংলিঙ্গ

আরবি শব্দের শেষে দুই জবর, দুই যের ও দুই পেশ থাকলে শব্দটির উচ্চারণের শেষে 'ন' যোগ হয়। এই রকম দুই জবর, দুই যের বা দুই পেশকে তানভীন বলে। যেমন: رَجُلٌ (উচ্চারণ) রাজুলু ; رَجُلٌ (উচ্চারণ) রাজুলুন

আরবিতে جِنْسٌ বা লিঙ্গ দুই প্রকার, যথা: مُذَكَّرٌ (পুংলিঙ্গ) এবং مُؤَنَّثٌ (স্ত্রীলিঙ্গ)।

বিশেষ্য- পুংলিঙ্গ:

নীচের তিনটি বিশেষ্যই পুংলিঙ্গ:

رَجُلٌ একজন লোক, كِتَابٌ একটি বই, أَمْرٌ একটি আদেশ/ নির্দেশ।

বাংলায় **একটি** বা **একজন** (ইংরেজিতে a বা an) হচ্ছে Indefinite Article বা **অনির্দিষ্ট আর্টিকেল** এবং **টি, টা, খানা,** (ইংরেজিতে The) হচ্ছে **নির্দিষ্ট আর্টিকেল/** Definite Article, মূল শব্দ হতে আলাদা লেখা হয়। কিন্তু আরবিতে **একজন** বা **একটি** এর অনুরূপ আলাদা কোনো শব্দ নাই। শব্দের শেষে তানভীন চিহ্ন বলে দিচ্ছে যে '**একজন** মানুষ', '**একটি** বই" এবং '**একটি নির্দেশ**' সম্বন্ধে কথা বলা হচ্ছে।

সর্বনাম: পুংলিঙ্গ

যদি আমরা উপরে উল্লেখিত যে কোনো একটি বিশেষ্য সম্বন্ধে কিছু বলি, তখন আমরা সর্বনাম **'সে'** বা **'তিনি'** (he) এর জন্য هُوَ শব্দ ব্যবহার করি। আরবিতে هُوَ সর্বনামটি উপরের সবগুলি বিশেষ্য এর সঙ্গে যুক্ত করে পূর্ণ বাক্য তৈরি করা যেতে পারে।

(১) هُوَ رَجُلٌ তিনি একজন মানুষ, (২) هُوَ كِتَابٌ এটি একটি বই, (৩) هُوَ أَمْـرٌ ইহা একটি আদেশ।

উপরোক্ত ২ ও ৩ নং বাক্যদ্বয়ে লক্ষ্য করুন, هُوَ অনুবাদ করার সময় আমরা **'এটি'** বা **'ইহা'** ব্যবহার করেছি। বাংলা ভাষায় **'সে একটি বই'** অথবা **'সে একটি আদেশ'** বলা হয় না । আরবি ভাষায় তা পারা যায়। هُوَ একজন লোক, একটি বস্তু বা একটি ধারণা বা কল্পনা হতে পারে।

ইংরেজি is **(হয়)** শব্দটির আরবি ভাষায় কোনো প্রতিশব্দ নাই। আরবি ভাষা থেকে ইংরেজি ভাষায় অনুবাদ করতে হলে আমাদেরকে 'is' (বা are', am', was, were অথবা ক্রিয়ার অন্য অংশ) যোগ করতে হবে। অনুরূপ বাংলা ভাষায় অনুবাদ করতে হলেও is এর জায়গায় **'হয়'** ইত্যাদি যোগ করতে হয়।

উপরের শব্দগুলির সংঙ্গে هٰذَا (ইহা/ এটি/ ইনি) অথবা ذٰلِكَ **(ঐটি/ উহা/ উনি)** শব্দ দুটি যোগ করেও পূর্ণ বাক্য গঠন করা যায়।

هٰذَا رَجُلٌ	ইনি একজন মানুষ	ذٰلِكَ رَجُلٌ	উনি একজন মানুষ
هٰذَا كِتَابٌ	এটি একটি বই	ذٰلِكَ كِتَابٌ	ঐটি একটি বই
هٰذَا أَمْرٌ	ইহা একটি আদেশ	ذٰلِكَ أَمْرٌ	উহা একটি আদেশ

বিশেষণ:

অপর পৃষ্ঠায় উল্লেখকৃত ২নং লাইনের বিশেষ্য قُرْاٰنٌ এর বিশেষণ হল مَجِيْدٌ। আরবি ভাষায়, বিশেষণকে অবশ্যই তার বিশেষ্য এর সঙ্গে মানানসই হতে হবে। قُرْاٰنٌ বিশেষ্যটি একবচন, পুংলিঙ্গ এবং তানভীন (দুই পেশ) দিয়ে শেষ হয়েছে; এর বিশেষণ مَجِيْدٌ টিও অবশ্যই একবচন, পুংলিঙ্গ এবং তানভীন (দুই পেশ) দিয়ে শেষ হতে হবে। আপনি অধ্যায় ২ পড়লে বলতে পারবেন একটি শব্দ পুংলিঙ্গ না স্ত্রীলিঙ্গ। অপর পৃষ্ঠায় উল্লেখকৃত ৩, ৫, ৯ ও ১১ নং লাইনের প্রত্যেকটি বিশেষ্য এর বিশেষণ আছে। লক্ষ্য করুন, প্রত্যেকটি বিশেষণ তার বিশেষ্য এর সঙ্গে মানানসই।

قُرْءَانٌ كَرِيْمٌ	সম্মানিত কুর'আন	ذِكْرٌ مُبَارَكٌ	কল্যাণময় উপদেশ
إِلٰهٌ وَاحِدٌ	এক ইলাহ্	صِرَاطٌ مُسْتَقِيْمٌ	একটি সরল পথ

নির্দ্ধারিত আয়াতসমূহ ও তাদের অর্থ

১।	ইহা একটি কুরআন (৮৫ ঃ ২১)	هُوَ قُرْاٰنٌ
২।	ইহা একটি সম্মানিত কুরআন (৮৫ ঃ ২১)	هُوَ قُرْاٰنٌ مَّجِيْدٌ
৩।	নিশ্চয়ই ইহা একটি সম্মানিত কুরআন (৫৬ ঃ ৭৭)	إِنَّهٗ لَقُرْاٰنٌ كَرِيْمٌ
৪।	ইহা একটি উপদেশ (২১ ঃ ২৪)	هٰذَا ذِكْرٌ
৫।	ইহা একটি কল্যাণময় উপদেশ (২১ ঃ ৫০)	هٰذَا ذِكْرٌ مُّبٰرَكٌ
৬।	ইনি একজন মানুষ ব্যতীত কিছু নন (২৩ ঃ ২৪)	مَاهٰذَا إِلَّا بَشَرٌ
৭।	তিনি একজন বান্দা মাত্র (৪৩ ঃ ৫৯)	إِنْ هُوَ إِلَّا عَبْدٌ
৮।	তিনি একজন বিশ্বাসী (২০ ঃ ১১২)	هُوَ مُؤْمِنٌ
৯।	তিনিই একমাত্র ইলাহ্ (৬ ঃ ১৯)	هُوَ اِلٰهٌ وَّاحِدٌ
১০।	ইহা একটি পথ (১৯ ঃ ৩৬)	هٰذَا صِرَاطٌ
১১।	ইহা একটি সঠিক পথ (১৯ ঃ ৩৬)	هٰذَا صِرَاطٌ مُّسْتَقِيْمٌ
১২।	ইহা একটি দিন (১১ ঃ ৭৭)	هٰذَا يَوْمٌ
১৩।	উহা একটি দিন (১১ ঃ ১০৩)	ذٰلِكَ يَوْمٌ
১৪।	ঐটি কিতাব (২ ঃ ২)	ذٰلِكَ الْكِتٰبُ
১৫।	সুতরাং, ধৈর্যই সুন্দর (১২ ঃ ৮৩)	فَصَبْرٌ جَمِيْلٌ

উপরোক্ত পাঠের উপর মন্তব্য

লাইন ৩ : আরবিতে ক্রিয়াবিহীন বহু বাক্য অব্যয় إِنَّ দিয়ে শুরু হয়, যার অনুবাদ করা যায় 'নিশ্চিতভাবে' বা 'সত্যই' বা 'বাস্তবিকপক্ষে'। إِنَّ এবং هُوَ একত্রে যুক্ত হয়ে মিলিত রূপ إِنَّهٗ হয়েছে। إِنَّهٗ এর অর্থ দাঁড়ায় 'বাস্তবিক সে' অথবা 'বাস্তবিক ইহা', অথবা শুধু 'সে হয়' বা 'ইহা হয়'। قُرْاٰنٌ শব্দটির পূর্বে لَ (অবশ্যই) অক্ষরটি রয়েছে। এই لَ কে **'জোরালোভাব প্রকাশক লাম'** (Lam of emphasis) বলা হয়।

লাইন ৬ ও ৭ : এখানে مَا শব্দটির অর্থ ' না'। যখন إِنْ অব্যয় এর পরে اِلَا ('ব্যতীত' বা 'কিন্তু') তখন 'না' অর্থ প্রকাশ করে । مَا বা إِنْ এর পরে যখন اِلَا আসে তখন অর্থ দাঁড়ায় 'কেবল মাত্র,' 'ছাড়া কিছু নয়', 'অধিক নয়'। عَبْدٌ দ্বারা ঈশা নবী (আঃ) কে উল্লেখ করা হয়েছে।

লাইন ১৪ : كِتٰبُ বিশেষ্যটি যেহেতু শুরু হয়েছে নির্দিষ্ট আর্টিকেল اَلْ দিয়ে, সেহেতু শব্দটি শেষ হয়েছে একটি পেশ দিয়ে। اَلْ যুক্ত কোনো শব্দের শেষে তানভীন হয় না।

লাইন ১৫ : فَ অক্ষরটি صَبْرٌ শব্দটির সঙ্গে যুক্ত হয়েছে। فَ এর অর্থ: **অতএব/ তাই/ সুতরাং**।

শব্দার্থ

مَا না ; إِنْ না ; اِلَا ব্যতীত বা কিন্তু ; بَشَرٌ মানুষ (শরীর বিশিষ্ট), جَمِيْلٌ সুন্দর।

অধ্যায় ২

বিশেষ্য, সর্বনাম এবং বিশেষণ ঃ স্ত্রীলিঙ্গ

নিচের তিনটি বিশেষ্যই স্ত্রীলিঙ্গ। শব্দ তিনটিই স্ত্রীলিঙ্গ কারণ এদের শেষে **'তা মারবুতা'** (ـة বা ة) রয়েছে।

اِمْرَأَةٌ একজন মহিলা, جَنَّةٌ একটি বাগান, ءَايَةٌ একটি নিদর্শন বা আয়াত।

যদি আমরা উপরে উল্লেখিত যে কোনো একটি বিশেষ্য সম্বন্ধে কিছু বলি, তখন আমরা স্ত্রীবাচক সর্বনাম هِيَ ব্যবহার করি যার অর্থ **সে** বা **তিনি**। আরবিতে هِيَ সর্বনামটি উপরের সবগুলি বিশেষ্য এর সঙ্গে যুক্ত করে পূর্ণ বাক্য আমরা তৈরি করতে পারি।

(১) هِيَ اِمْرَأَةٌ তিনি একজন মহিলা, (২) هِيَ جَنَّةٌ ইহা একটি বাগান, (৩) هِيَ ءَايَةٌ এটি একটি আয়াত।

উপরোক্ত ২ ও ৩নং বাক্যদ্বয়ে লক্ষ্য করুন, هِيَ অনুবাদ করার সময় আমরা **'তিনি'**, **'এটি'** বা **'ইহা'** ব্যবহার করেছি।

ইংরেজিতে 'She is a garden' বা 'She is a verse' অথবা বাংলায় 'তিনি একটি বাগান' বা 'তিনি একটি আয়াত' বলতে পারি না; কিন্তু আরবিতে বলা যায়।

هِيَ 'একজন নারী', 'একটি বস্তু' বা 'একটি ধারণা' হতে পারে। আরবিতে যখন কোনো বিশেষ্য এর বহুবচনকে উদ্দেশ্য করা হয় তখন هِيَ অর্থে 'তাহারা বা তারা' বলা যেতে পারে; পরবর্তী পৃষ্ঠার লাইন ১৫ দেখুন।

আবার লক্ষ্য করুন ইংরেজিতে a বা বাংলায় **'একটি'** শব্দের মত কোনো পৃথক আরবি শব্দ নাই, এর কারণ অধ্যায়-১ এ উল্লেখ করা হয়েছে।

উপরোল্লিখিত শব্দগুলির সঙ্গেও স্ত্রীলিঙ্গাত্মক শব্দ هٰذِهِ (this বা এইটি/ এটি/ ইনি) এবং تِلْكَ (that বা ঐটি/ উহা/ উনি) যুক্ত করে পূর্ণ বাক্য গঠন করা যেতে পারে।

هٰذِهِ إِمْرَاةٌ	ইনি একজন মহিলা,	تِلْكَ إِمْرَاةٌ	উনি একজন মহিলা,
هٰذِهِ جَنَّةٌ	ইহা একটি বাগান,	تِلْكَ جَنَّةٌ	উহা একটি বাগান,
هٰذِهِ ءَايَةٌ	ইহা একটি আয়াত,	تِلْكَ ءَايَةٌ	উহা একটি আয়াত।

স্ত্রীলিঙ্গাত্মক যে সকল শব্দের শেষে ঃ অক্ষর থাকে না

পরবর্তী পৃষ্ঠার ৯নং লাইনের আয়াতে نَارٌ (আগুন) শব্দটি স্ত্রীলিঙ্গাত্মক, যদিও এটির শেষে ঃ নেই। এই ধরনের আরো কিছু শব্দ আছে যেগুলি স্ত্রীলিঙ্গাত্মক।

(১) যে সমস্ত শব্দ স্ত্রীলিঙ্গের অন্তর্ভুক্ত: أُمٌّ একজন মা, أُخْتٌ একটি বোন;

(২) শরীরের অঙ্গপ্রতঙ্গের মধ্যে যেগুলি জোড়ায় জোড়ায় আছে সেগুলি সাধারণত স্ত্রীলিঙ্গাত্মক: يَدٌ একটি হাত, أُذُنٌ একটি কান, عَيْنٌ একটি চোখ, قَدَمٌ একটি পায়ের পাতা।

(৩) অন্যান্য শব্দসমূহ যেগুলি স্বতন্ত্রভাবে শিখতে হবে:

شَمْسٌ একটি সূর্য, سَمَاءٌ একটি আকাশ, একটি স্বর্গ, سَبِيْلٌ একটি পথ, اَلْاَرْضُ পৃথিবীটি,
حَرْبٌ একটি যুদ্ধ, نَفْسٌ একটি আত্মা, একজন লোক جَهَنَّمُ একটি জাহান্নাম, دَارٌ একটি গৃহ।

নির্দ্ধারিত আয়াত সমূহের সঙ্গে মিলিয়ে দেখুন

১নং লাইনে উদ্ধৃত আয়াতের فِتْنَةٌ অর্থ হল **'একটি পরীক্ষা'** অথবা **'একটি বিচার'**। তবে, প্রয়োগের প্রচলিত ধরণ হিসাবে فِتْنَةٌ শব্দের অর্থের অনেক ভিন্নতা রয়েছে। প্রায়ই শব্দটির অর্থ করা হয় 'দুঃখদুর্দশা', **'মতভেদ'** বা **'বিরোধ'**। কুরআ'নে শব্দটি **'পীড়ন'** এবং **'ধর্মগত বা রাজনৈতিক কারণে নির্যাতন করা'** অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে (২ ঃ ১৯১), যেখানে **'হত্যার থেকেও জঘন্য'** বলে বর্ণনা দেওয়া হয়েছে। শব্দটি **'বিশৃঙ্খলা'** (৩ ঃ ৭), **'প্রলুব্ধ'** (৪ ঃ ৯১), **'ক্ষতি'** (৫ঃ৭১), ইত্যাদি অর্থেও ব্যবহৃত হয়। নির্দ্ধারিত আয়াত সমূহ মিলিয়ে দেখুন যেখানে একটি শব্দ তার অর্থ নির্ধারণ করার জন্য কিভাবে ব্যবহৃত হয়।

পাথর থেকেও শক্ত: ১৫নং লাইনে هِيَ শব্দটি قُلُوْبٌ (হৃদয়) এর উপলক্ষে ব্যবহার করা হয়েছে। আল্লাহ বলেছেন যে, কিছু লোকের

হৃদয় শিলার মত বা তার থেকেও বেশী কঠিন হয়ে যায়। শিলা থেকেও পানি প্রবলভাবে নিঃসৃত হয়, কিন্তু কখনো কখনো একটি কঠিন মানব হৃদয় থেকে বিশ্বস্ততা বা করুণার মত ভাল কিছুই বের হয়ে আসে না।

নির্দ্ধারিত আয়াতসমূহ ও তাদের অর্থ

১।	ইহা একটি পরীক্ষা (৩৯ ঃ ৪৯)	هِيَ فِتْنَةٌ
২।	ইহা বিধ্বস্ত (ছিল) (২ ঃ ২৫৯)	هِيَ خَاوِيَةٌ
৩।	নিশ্চয় ইহা একটি বাক্য (২৩ ঃ ১০০)	إِنَّهَا كَلِمَةٌ
৪।	নিশ্চয় ইহা একটি গাছ (৩৭ ঃ ৬৪)	إِنَّهَا شَجَرَةٌ
৫।	নিশ্চয় ইহা একটি গরু (২ ঃ ৬৮)	إِنَّهَا بَقَرَةٌ
৬।	অতএব অবশ্যই জান্নাত হবে তার আবাস (৭৯ ঃ ৪১)	فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوٰى
৭।	নিশ্চয় ইহা একটি উপদেশ (৭৩ ঃ ১৯)	إِنَّ هٰذِهٖ تَذْكِرَةٌ
৮।	ইহা জাহান্নাম (৩৬ ঃ ৬৩)	هٰذِهٖ جَهَنَّمُ
৯।	ইহা আগুন (৫২ ঃ ১৪)	هٰذِهٖ النَّارُ
১০।	ইহা আমার পথ (১২ ঃ ১০৮)	هٰذِهٖ سَبِيْلِيْ
১১।	উহা একটি উম্মত বা জাতি (ছিল) (২ ঃ ১৩৪)	تِلْكَ أُمَّةٌ
১২।	উহা একটি অনুগ্রহ (ছিল) (২৬ ঃ ২২)	تِلْكَ نِعْمَةٌ
১৩।	উহাএকটি জান্নাত (১৯ ঃ ৬৩)	تِلْكَ الْجَنَّةُ
১৪।	ইহা একটি সাপ (২০ ঃ ২০)	هِيَ حَيَّةٌ
১৫।	অতএব, এটি পাষাণের মত (২ ঃ ৭৪)	فَهِيَ كَالْحِجَارَةِ

উপরোক্ত পাঠের উপর মন্তব্য

লাইন ৩, ৪ এবং **৫ :** إِنَّ এবং إِنَّهَا: اِنَّ এর সঙ্গে هِيَ যুক্ত হয়ে إِنَّهَا গঠিত হয়েছে। إِنَّهَا এর সহজ অনুবাদ করা যায় 'সে (স্ত্রী) হয়' বা 'ইহা হয়'।

লাইন ৬ : اَلْجَنَّةَ শব্দটি যবর দিয়ে শেষ হয়েছে, কারণ এটি إِنَّ দ্বারা নিয়ন্ত্রিত; إِنَّ এর সাথে একটি فَ যুক্ত আছে ।

লাইন ৮ : جَهَنَّمُ শব্দটি একটি পেশ দিয়ে শেষ হয়েছে, সুতরাং তানভীন হয়নি; স্থান এবং লোকের নাম সংক্রান্ত কিছু বিশেষ্যে তানভীন হয় না।

লাইন ১৫ : এখানে هِيَ এর অর্থ **'তাহারা'** এবং قُلُوْبٌ (হৃদয়সমূহ) কে উল্লেখ করে, যা এই আয়াতের পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে; كَ অব্যয়টি নির্দিষ্ট আর্টিকেল اَلْ এর। (আলিফ) এর সঙ্গে যুক্ত হয়ে আছে, অর্থ 'মত'। كَ এর কারণে حِجَارَةِ শব্দটির শেষে **যের** হয়েছে।

শব্দার্থ

كَلِمَةٌ একটি শব্দ, شَجَرَةٌ একটি বৃক্ষ, بَقَرَةٌ একটি গরু, مَأْوٰى আবাস, نِعْمَةٌ একটি অনুগ্রহ, حَيَّةٌ একটি সাপ এবং حِجَارَةٌ একটি পাথর; লক্ষ করুণ সবকটি শব্দ স্ত্রীলিঙ্গ।

অধ্যায় - ৩
বিশেষ্য, সর্বনাম এবং বিশেষণ : অনির্দিষ্ট

যে সকল বিশেষ্য তানভীন দিয়ে শেষ হয় সে সকল বিশেষ্য অনির্দিষ্ট (اَلنَّكِرَةُ / Indefinite)। **তানভীন** অর্থ হল শব্দের শেষে **'ন'** শব্দ যোগ করা। একটি অতিরিক্ত যবর **'ন'** শব্দ চিহ্নিত করে, যেমন: نَفْسُ (উচ্চারণ) নাফ্সু, نَفْسٌ (উচ্চারণ) নাফ্সুন। এই তানভীন (দুই যবর) এর পরে একটি আলিফ যোগ হয়েছে, যেমন: نَفْسًا। কিন্তু যে শব্দের শেষে তা-মারবুতা (ـة বা ة) থাকে তার পরে আলিফ যোগ হয় না। দুই যের ও **'ন'** শব্দ চিহ্নিত করে, যেমন: نَفْسٍ (উচ্চারণ) নাফ্সিন।

ইংরেজি ও বাংলা ভাষায় বিশেষণ বিশেষ্য এর পূর্বে আসে। কিন্তু আরবি ভাষায় বিশেষণ বিশেষ্যের পরে বসে।

একবচন এবং অনির্দিষ্ট

(১) رَسُوْلٌ كَرِيْمٌ একজন সম্মানিত বার্তাবাহক/ রাসুল
(২) وَعْدًا مَفْعُوْلا একটি প্রতিপালিত প্রতিশ্রুতি
(৩) ءَايَةٍ بَيِّنَةٍ একটি স্পষ্ট নির্দশন।

কর্তৃকারক (اَلرَّفْعُ / Nominative Case)

একটি বিশেষণকে অবশ্যই সবসময় তার বিশেষ্য এর সঙ্গে মানানসই (অর্থাৎ গঠন প্রকৃতি ও অন্ত একই) হতে হবে। উপরের **১**নং উদাহরণে رَسُوْلٌ (রাসুলুন) বিশেষ্যটি পুংলিঙ্গ এবং অনির্দিষ্ট, কাজেই বিশেষণ كَرِيْمٌ **(সম্মানিত)** শব্দটিও অবশ্যই পুংলিঙ্গ ও অনির্দিষ্ট হতে হবে। বিশেষ্যটি তানভীন (দুই পেশ) দিয়ে শেষ হয়েছে, তাই বিশেষণটিও তানভীন (দুই পেশ) দিয়ে শেষ হতে হবে।

যে সব বিশেষ্য ও বিশেষণ তানভীন (দুই পেশ) দিয়ে শেষ হয় তাদেরকে কর্তৃকারক এর অন্তর্ভুক্ত বলা হয়, আরবিতে একে مَرْفُوْعٌ বলে।

নিম্নোক্ত অবস্থায় একটি বিশেষ্য কর্তৃকারক এর অন্তর্ভুক্ত হয়

(১) যখন এটি একটি বাক্যের উদ্দেশ্য (Subject) হয়, পরবর্তী পৃষ্ঠার ৫নং লাইনে رَسُوْلٌ كَرِيْمٌ শব্দটি বাক্যটির উদ্দেশ্য। একটি বাক্যের উদ্দেশ্য কি? এ সম্বন্ধে আরও জানার জন্য অধ্যায় **১২** দেখুন।
(২) যখন এটি 'মুবতাদা' বা সাধারণ বাক্যের প্রথম অংশ হয়, যেমন **১১**নং লাইনে عَبْدٌ।
(৩) যখন এটি সাধারণ বাক্যের একটি পূরক (Complement) হয়, যেমন ২নং লাইনে عَذَابٌ। একটি পূরক (Complement) বাক্যের প্রথম অংশের কিছু তথ্য (خَبْرٌ) দেয়।

কর্মকারক (اَلنَّصْبُ / Accusative Case)

উপরে উল্লেখিত ২নং উদাহরণে বিশেষ্য এবং বিশেষণ উভয়ই পুংলিঙ্গ ও অনির্দিষ্ট। وَعْدً বিশেষ্যটি দুই যবর যুক্ত তানভীন দিয়ে শেষ হয়েছে। লক্ষ্য করুন যে, তানভীনের (দুই যবর) সঙ্গে একটি আলিফ যুক্ত হয়েছে। مَفْعُوْلا বিশেষণটি একই বাক্যে এর বিশেষ্য এর সঙ্গে মানানসই হওয়ার প্রয়োজনে দুই যবর (তানভীন) দিয়ে এবং একটি আলিফ যুক্ত করে শেষ হয়েছে।

যেসব বিশেষ্য ও বিশেষণ তানভীন (দুই যবর) দিয়ে শেষ হয় তাদেরকে কর্মকারক এর অন্তর্ভুক্ত বলা হয়; আরবি ভাষায় তাকে مَنْصُوْبٌ বলে।

নিম্নোক্ত অবস্থায় একটি বিশেষ্য কর্মকারক (Accusative) এর অন্তর্ভুক্ত হয়

(১) যখন বিশেষ্যটি إِنَّ (বাস্তবিক), أَنَّ (যে) এবং لَكِنَّ (কিন্তু), ইত্যাদি অব্যয় (Particles) দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়। উদাহরণস্বরূপ, পরবর্তী পৃষ্ঠার ৮নং লাইনে اَللهَ শব্দটি দেখুন। আরো উদাহরণের জন্য অধ্যায় ৯ দেখুন।
(২) যখন বিশেষ্যটি বাক্যের বিধেয় (Object) হয়। উদাহরণস্বরূপ, পরবর্তী পৃষ্ঠার ১০নং লাইনে বাক্যের বিধেয় نَفْسًا زَكِيَّةً 'একজন নির্দোষ ব্যক্তি'। লক্ষ্য করুন, যদিও ة দিয়ে শেষ হয়নি তা সত্যেও نَفْسًا শব্দটি স্ত্রীলিঙ্গ; এর সঙ্গে মানানসই হবার জন্য এর বিশেষণ زَكِيَّةً কে অবশ্যই (ة দিয়ে শেষ হয়ে) স্ত্রীলিঙ্গ হতে হবে। **লক্ষ্য করুন:** তানভীন (দুই যবর) যুক্ত ةً এর সঙ্গে আলিফ যুক্ত হয় নাই।
(৩) যখন বিশেষ্যটি ক্রিয়া-বিশেষণ হিসাবে ব্যবহৃত হয়। উদাহরণস্বরূপ, পরবর্তী পৃষ্ঠায় উল্লেখিত ৯নং লাইনে لَيْلا শব্দটি কর্মকারক, কারণ এটি তানভীন (দুই যবর) দিয়ে শেষ হয়েছে এবং অনুবাদ করা হয়েছে **'রাত্রিতে'**। نَهَارًا শব্দটিও কর্মকারক এবং অনুবাদ করা হয়েছে **'দিনে'**।

সম্বন্ধসূচক কারক (اَلْجَرُّ / Genitive বা Possessive Case)

উপরে উল্লেখিত ৩নং উদাহরণে, বিশেষ্য এবং তার বিশেষণ উভয়ই স্ত্রীলিঙ্গ এবং অনির্দিষ্ট। আমরা কেমন করে জানি এটি স্ত্রীলিঙ্গ ? ءَايَةٍ বিশেষ্যটি তানভীন (দুই যের) দিয়ে শেষ হয়েছে, তাই এর বিশেষণটিও সেই ভাবে দুই যের দিয়ে শেষ হয়েছে।

যে সব বিশেষ্য এবং বিশেষণ তানভীন (দুই যের) দিয়ে শেষ হয় তাদেরকে সম্বন্ধসূচক কারক এর অন্তর্ভূক্ত বলা হয়; আরবি ভাষায় তাকে مَـجْرُوْرٌ বলে।

নিম্নোক্ত অবস্থায় একটি বিশেষ্য সম্বন্ধসূচক কারক (Genitive) **এর অন্তর্ভুক্ত হয়**

(১) যখন বিশেষ্যটি সম্বন্ধসূচক অব্যয় দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়, যেমন: فِيْ , عَلٰى (উপরে বা মধ্যে)।

(২) যখন বিশেষ্যটি মুদাফ-ইলাইহি হয় (দেখুন অধ্যায়-১০); নিম্নের ১৫নং লাইনে رَسُوْلٍ শব্দটি সম্বন্ধকারক এবং এর অর্থ 'একজন রাসূলের'। বিশেষ্য এর সঙ্গে মানানসই হওয়ার জন্য এর বিশেষণ كَرِيْمٍ শব্দটিও সম্বন্ধকারক হয়েছে।

নির্দ্ধারিত আয়াতসমূহ ও তাদের অর্থ

১।	ইহা একটি আশ্চর্য ব্যাপার (৫০ ঃ ২)	هٰذَا شَيْءٌ عَجِيْبٌ
২।	ইহা একটি কষ্টদায়ক শাস্তি (৪৪ ঃ ১১)	هٰذَا عَذَابٌ أَلِيْمٌ
৩।	জলন্ত আগুন (১০১ ঃ ১১)	نَارٌ حَامِيَةٌ
৪।	পবিত্র স্থান এবং ক্ষমাশীল প্রতিপালক (৩৪ ঃ ১৫)	بَلْدَةٌ طَيِّبَةٌ وَّرَبٌّ غَفُوْرٌ
৫।	এলেন তাদের কাছে একজন সম্মানিত রাসুল (৪৪ ঃ ১৭)	جَآءَ هُمْ رَسُوْلٌ كَرِيْمٌ
৬।	তার জন্য (থাকবে) সম্মানিত পুরস্কার (৫৭ ঃ ১১)	لَهٗ أَجْرٌ كَرِيْمٌ
৭।	এবং তিনি প্রস্তুত রেখেছেন তাদের জন্য সম্মানজনক প্রতিদান (৩৩ ঃ ৪৪)	وَأَعَدَّ لَهُمْ أَجْرًا كَرِيْمًا
৮।	নিশ্চয় আল্লাহ ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু (২ ঃ ১৭৩)	إِنَّ اللهَ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ
৯।	দিনে এবং রাত্রিতে (৭১ ঃ ৫)	لَيْلًا وَّنَهَارًا
১০।	আপনি কি হত্যা করলেন এক পবিত্র জীবন (১৮ ঃ ৭৪)	أَقَتَلْتَ نَفْسًا زَكِيَّةً
১১।	এবং অবশ্যই একজন মু'মিন ক্রীতদাস উত্তম একজন মুশরিক হতে (২ ঃ ২২১)	وَلَعَبْدٌ مُّؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكٍ
১২।	এবং অবশ্যই একজন মু'মিন ক্রীতদাসী উত্তম একজন মুশরিক নারী হতে (২ ঃ ২২১)	وَلَأَمَةٌ مُّؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكَةٍ
১৩।	এবং তিনি আছেন সঠিক পথের উপরে (১৬ ঃ ৭৬)	وَهُوَ عَلٰى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيْمٍ
১৪।	এক কল্যাণময় রজনীর মধ্যে (৪৪ ঃ ৩)	فِيْ لَيْلَةٍ مُّبٰرَكَةٍ
১৫।	নিশ্চয়ই একথা (কুর'আন) একজন সম্মানিত রাসুলের (৬৯ ঃ ৪০)	إِنَّهٗ لَقَوْلُ رَسُوْلٍ كَرِيْمٍ

উপরোক্ত পাঠের উপর মন্তব্য

লাইন ৫ : এই বাক্যটি ক্রিয়া দিয়ে শুরু হয়েছে; جَاءَكُمْ এর অর্থ 'তিনি তোমাদের কাছে এসেছে'।

লাইন ১৩ : صِرَاطٍ (একটি পথ) শব্দটি একবচন এবং পুংলিঙ্গ। এটিও শেষ হয়েছে তানভীন (দুই যের) দিয়ে, কাজেই শব্দটি সম্বন্ধকারক এবং অনির্দিষ্ট। এটি সম্বন্ধকারক, কারণ এটি সম্বন্ধসূচক অব্যয় عَلٰى (উপরে) দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। বিশেষণ مُسْتَقِيْمٍ (সঠিক/ সরল), পুংলিঙ্গ এবং সম্বন্ধসূচক, কারণ এটি বিশেষ্য صِرَاطٍ এর সঙ্গে মানানসই।

লাইন ১৪ : لَيْلَةٍ (একটি রাত্রি) শব্দটি স্ত্রীলিঙ্গ। শেষ অক্ষরের নিচে দুই যের থাকার কারণে এটিও সম্বন্ধকারক এবং অনির্দিষ্ট। এটি সম্বন্ধকারক, কারণ এটি সম্বন্ধসূচক অব্যয় فِيْ (ভিতরে) দ্বারা নিয়ন্ত্রিত; مُبٰرَكَةٍ (কল্যাণময়) বিশেষণটি স্ত্রীলিঙ্গ এবং সম্বন্ধকারক, কারণ এটি বিশেষ্যের সঙ্গে মানানসই।

লাইন ১৫ : رَسُوْلٍ (একজন রাসুল) শব্দটি সম্বন্ধকারক, কারণ শব্দটির শেষের অক্ষরে দুই যের দেওয়া হয়েছে। বিশেষণ كَرِيْمٍ (সম্মানিত) বিশেষ্য رَسُوْلٍ এর সঙ্গে মানানসই হওয়ার জন্য সম্বন্ধকারক ।

শব্দার্থ

لِ - জন্য, هٗ ـ - তাকে, هُمْ - তাদের, أَعَدَّ - সে তৈরি করেছিল, قَتَلْتَ - তুমি হত্যা করেছিলে; أَ (আলিফ) দিয়ে একটি প্রশ্ন শুরু করা হয়।

অধ্যায় - ৪
বিশেষ্য এবং বিশেষণ: নির্দিষ্ট

নির্দিষ্ট আর্টিকেল (Definite Article) যুক্ত শব্দে তানভীন যুক্ত হতে পারে না।
যে সমস্ত শব্দগুচ্ছে (Phrases) অধিকার বা মালিকানা বুঝায়, যেমন: كِتَابُ اللهِ (আল্লাহর কিতাব) এর كِتَابُ শব্দটি নির্দিষ্ট কিন্তু কখনও এর সঙ্গে নির্দিষ্ট আর্টিকেল যুক্ত থাকে না। اللهِ শব্দটির অর্থ শেষ অক্ষরে যের দেওয়া- অর্থ 'আল্লাহ-এর' (অধ্যায়- ১০ দেখুন)।

কোনো বিশেষ্য/ বিশেষণের পূর্বে নির্দিষ্ট আর্টিকেল (Definite Article) اَلْ যুক্ত করা হলে, শব্দটি নির্দিষ্ট হয়। اَلْ সব সময় শব্দের পূর্বে যুক্ত হয়, যেমন: مَائِدَةٌ একটি টেবিল, كِتَابٌ একটি বই,
اَلْمَائِدَةُ টেবিলটি, اَلْكِتَابُ বইটি

যখন শব্দটি নির্দিষ্ট হয়, তখন তার তানভীন (**'ন'** শব্দ) লোপ পায়।

যে শব্দের সঙ্গে اَلْ যুক্ত হয় সেই শব্দের প্রথম অক্ষর যদি **হরফে শাম্‌সী (সূর্য অক্ষর)** হয় তাহলে اَلْ এর ل এর সুকুনটি লোপ পায় এবং সূর্য অক্ষরটির উপর তাশদীদ হয়। এর অর্থ হল নির্দিষ্ট আর্টিকেলের ل কে উচ্চারণে বাদ দেওয়া হয় এবং সূর্য অক্ষরটি দুই বার উচ্চারিত হয়, উদাহরণস্বরূপ اَلشَّمْسُ (আশ্‌শাম্‌সু)। আরবি বর্ণমালার ১৪টি অক্ষর হরফে শাম্‌সী যথা: ت ث د ذ ر ز س ش ص ض ط ظ ل ن; অবশিষ্ট অক্ষরগুলি হরফে কামারী।

পুংলিঙ্গ, একবচন এবং নির্দিষ্ট (اَلْمَعْرِفَةُ):

যদি কোনো বিশেষ্য পুংলিঙ্গ, একবচন এবং নির্দিষ্ট হয় তাহলে তার বিশেষণটিও পুংলিঙ্গ, একবচন ও নির্দিষ্ট হতে হবে। বিশেষণটি একই কারক (Case) চিহ্ন দিয়ে সমাপ্ত হয়ে বিশেষ্য এর সঙ্গে অবশ্যই মানানসই হতে হবে। নীচের উদাহরণগুলো লক্ষ্য করুন:

(১) اَلْقُرْءَانُ الْعَظِيْمُ মহান কুরআন (কর্তৃকারক/ Nominative Case) পেশ দিয়ে শেষ হয়েছে।

(২) اَلصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ সঠিক রাস্তাটি (কর্মকারক/ Accuative Case) যবর দিয়ে শেষ হয়েছে।

(৩) اَلشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ বিতাড়িত শয়তানটি (সম্বন্ধসূচক কারক/ Genitive Case) যের দিয়ে শেষ হয়েছে।

উপরোক্ত (১)নং উদাহরণে, اَلْقُرْاٰنُ শব্দটি পুংলিঙ্গ এবং একবচন। এটি নির্দিষ্ট, কারণ এর সঙ্গে রয়েছে নির্দিষ্ট আর্টিকেল اَلْ। এটি কর্তৃকারক, কারণ এটির শেষ অক্ষরে পেশ রয়েছে। বিশেষণ اَلْعَظِيْمُ এর বিশেষ্য اَلْقُرْاٰنُ এর সঙ্গে মানানসই, কারণ এটিও পুংলিঙ্গ এবং একবচন। এর সঙ্গেও নির্দিষ্ট আর্টিকেল রয়েছে এবং পেশ দিয়ে শেষ হয়েছে। উদাহরণ নং (২) ও (৩) দেখুন প্রত্যেকটি বিশেষণ কিভাবে তার বিশেষ্য এর সঙ্গে (নির্দিষ্ট, বচন ও কারক বিষয়ে) মানানসই হয়েছে।

স্ত্রীলিঙ্গ, একবচন এবং নির্দিষ্ট (اَلْمَعْرِفَةُ):

যদি কোনো বিশেষ্য স্ত্রীলিঙ্গ, একবচন ও নির্দিষ্ট হয়, তার বিশেষণটিও অবশ্যই স্ত্রীলিঙ্গ, একবচন ও নির্দিষ্ট হতে হবে। একই ধরণের কারক দিয়ে সমাপ্ত হয়ে বিশেষণ তার বিশেষ্য এর সঙ্গে অবশ্যই মানানসই হতে হবে। নীচের উদাহরণগুলি লক্ষ্য করুন:

(৪) اَلنَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ পরিতৃপ্ত আত্মা (কর্তৃকারক/Nominative Case) পেশ দিয়ে শেষ হয়েছে।

(৫) اَلدَّارَ الْاٰخِرَةَ আখিরাতের আবাসস্থল (কর্মকারক/Accusative Case) যবর দিয়ে শেষ হয়েছে।

(৬) اَلْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ উত্তম উপদেশ (সম্বন্ধকারক/Genitive Case) যের দিয়ে শেষ হয়েছে।

উপরোক্ত (৫) নং উদাহরণে اَلدَّارَ শব্দটির শেষে ة না থাকা সত্বেও এটি স্ত্রীলিঙ্গ; اَلدَّارَ শব্দটি একবচন ও নির্দিষ্ট বটে, এটিও কর্মকারক (Accusative Case), কারণ এটির শেষ অক্ষরে যবর আছে।
اَلْاٰخِرَةَ বিশেষণটি اَلدَّارَ বিশেষ্য এর সঙ্গে মানানসই, কারণ এটি একবচন, اَلْ যুক্ত হওয়ার মাধ্যমে নির্দিষ্ট হয়েছে এবং শেষ অক্ষরে যবর আছে।

লক্ষ্য করুন উপরের (৪) এবং (৬) উদাহরণে প্রত্যেকটি বিশেষণ কেমনভাবে তাদের বিশেষ্য এর সঙ্গে (বচন, লিঙ্গ, নির্দিষ্ট ও কারক বিষয়ে) মানানসই হয়েছে।

নির্দ্ধারিত আয়াতসমূহ ও তাদের অর্থ

১।	নিশ্চয় আল্লাহ ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু (২ ঃ ১৭৩)	إِنَّ اللهَ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ
২।	এবং তিনিই ক্ষমাশীল, প্রেমময় (৮৫ ঃ ১৪)	وَهُوَ الْغَفُوْرُ الْوَدُوْدُ
৩।	উহাই তো মহা অনুগ্রহ (৪২ ঃ ২২)	ذٰلِكَ هُوَ الْفَضْلُ الْكَبِيْرُ
৪।	প্রদর্শন কর আমাদেরকে সঠিক পথটি (১ ঃ ৬)	اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْـمُسْتَقِيْمَ
৫।	তারা ভয় করে মর্মন্তুদ শাস্তিকে (৫১ ঃ ৩৭)	يَخَافُوْنَ الْعَذَابَ الْاَلِيْمَ
৬।	বলুন ইহা এক মহা সংবাদ (৩৮ ঃ ৬৭)	قُلْ هُوَ نَـبَؤٌ عَظِيْمٌ
৭।	সেই মহা সংবাদটির ব্যাপারে (৭৮ ঃ ২)	عَنِ النَّبَإِ الْعَظِيْمِ
৮।	আর তাদের জন্য একটি নিদর্শন (হচ্ছে) মৃত ধরিত্রী (৩৬ ঃ ৩৩)	وَاٰيَةٌ لَّهُمُ الْاَرْضُ الْـمَيْتَةُ
৯।	বস্তুত, পার্থিব জীবন তো কেবল ক্রীড়া ও কৌতুক (৪৭ ঃ ৩৬)	اِنَّمَا الْحَيٰوةُ الدُّنْيَا لَعِبٌ وَّلَهْوٌ
১০।	এবং পরকালের আবাসই উত্তম (৭ ঃ ১৬৯)	وَالدَّارُ الْاٰخِرَةُ خَيْرٌ
১১।	পারলৌকিক আবাসই তো প্রকৃত জীবন (২৯ ঃ ৬৪)	إِنَّ الدَّارَ الْاٰخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ
১২।	তুমি আহ্বান কর (মানুষকে) তোমার প্রতিপালকের পথে হিকমত ও সদুপদেশের মাধ্যমে (১৬ ঃ ১২৫)	اُدْعُ إِلٰى سَبِيْلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَ الْـمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ
১৩।	বলুন, হে কাফিরগণ! (১০৯ ঃ ১)	قُلْ يٰاَيُّهَا الْكَافِرُوْنَ
১৪।	হে পরিতৃপ্ত আত্মা ! (৮৯ ঃ ২৭)	يٰاَيَّتُهَا النَّفْسُ الْـمُطْمَئِنَّةُ
১৫।	শপথ 'তীন' ও 'যায়তুন' এর, শপথ 'সিনাই' পর্বতের এবং শপথ এই নিরাপদ নগরীর (৯৫ ঃ ১-৩)	وَالتِّيْنِ وَالزَّيْتُوْنِ وَطُوْرِسِيْنِيْنَ وَهٰذَا الْبَلَدِ الْاَمِيْنِ

উপরোক্ত পাঠের উপর মন্তব্য

লাইন ৪ : إِهْدِنَا শব্দটির অর্থ **'আমাদেরকে প্রদর্শন কর বা চালিত কর'**।

লাইন ৫ : يَخَافُوْنَ শব্দটির অর্থ **'তারা ভয় করে'**।

লাইন ৭ : عَنْ একটি সম্বন্ধসূচক অব্যয় (Preposition) এবং অর্থ হল **'সম্বন্ধে** বা **বিষয়ে'**। পরবর্তী অক্ষরের সঙ্গে উচ্চারণে সংযোগ দেওয়ার জন ن এর নিচে একটি যের রয়েছে।

লাইন ৯ : إِنَّمَا অর্থ **'বাস্তবিক পক্ষে, বস্তুত'**। اَلدُّنْيَا শব্দটির মধ্যে কোনো পরিবর্তন হয় না। সকল কারকেই এর রূপ একই থাকে।

লাইন ১১ : لَهِيَ হল: هِيَ এর সঙ্গে সংযুক্ত জোরালোভাব প্রকাশক لَ।

লাইন ১২ : اُدْعُ শব্দটির অর্থ **'ডাকো'** বা **'আহ্বান কর'** (ক্রিয়ার অনুজ্ঞাভাব)।

লাইন ১৩ এবং ১৪ : আবেগসূচক অব্যয় (Interjection) يَا অর্থ **'হে !'** এটি হচ্ছে কাউকে উদ্দেশ্য করে বলার জন্য সহজ ও প্রচলিত পন্থা। এখানে অন্য আর একটি আবেগসূচক অব্যয় أَيُّهَا যার অর্থও **'হে!'** (পুংলিঙ্গ, একবচন ও বহুবচন উভয় ক্ষেত্রে) এর সঙ্গে যুক্ত হয়েছে। এটির স্ত্রীলিঙ্গ রূপ أَيَّتُهَا; নির্দিষ্ট আর্টিকেল (Definite Article) اَلْ যুক্ত বিশেষ্যকে সম্বোধন করা হলে أَيُّهَا বা أَيَّتُهَا শব্দ ব্যবহার করা হয়।

লাইন ১৫ : এই লাইনের প্রথম وَ এবং পরবর্তী তিনটি আলাদা আলাদা وَ কসম (হলফ) করার জন্য ব্যবহৃত হয়েছে। এই ধরনের প্রত্যেকটি وَ কে আরবিতে **ওয়াও আল-কসম** বলা হয় এবং এর দ্বারা যে সব শব্দ নিয়ন্ত্রিত হয় সেগুলি সম্বন্ধকারক (Genitive) এর অন্তর্ভুক্ত । আরও দু'টা উদাহরণ হল: وَاللهِ আল্লাহর কসম; وَالْعَصْرِ সময়ের শপথ।

অধ্যায়-৫

বিশেষ্য এবং বিশেষণ: বচন

هُدًى বিশেষ্যটির কোনো পরিবর্তন হয় না; অনির্দিষ্ট সকল কারকেই এই শব্দটির রূপ একই। নির্দিষ্ট আর্টিকেল (Definite Article) এর সঙ্গে এই শব্দটি الْهُدَى হয় এবং এর শেষে কোন পরিবর্তন হয় না; إِنَّ هُدَى اللهِ هُوَ الْهُدَى নিশ্চয় আল্লাহর পথনির্দেশই প্রকৃত পথনির্দেশ।

বচন (اَلْعَدَدُ/ Number):

ইংরেজি বা বাংলায় বিশেষ্য বা সর্বনাম একবচন বা বহুবচন হতে পারে। বহুবচন হল একের অধিক। **আরবি ভাষায়** বিশেষ্য, সর্বনাম, বিশেষণ এবং ক্রিয়াও একবচন, দ্বিবচন ও বহুবচন হতে পারে। দ্বিবচন হল কোনো কিছুর দু'টি। বহুবচন হল দু'টির অধিক।
নীচের শব্দগুলি ডান দিক থেকে বা দিকে পড়ুন: (বিশেষ্যগুলি কর্তৃকারক বা Nominative Case):

বহুবচন (اَلْجَمْعُ)		দ্বিবচন (اَلْمُثَنَّى / اَلتَّثْنِيَةُ)		একবচন (اَلْمُفْرَدُ/ اَلْوَاحِدُ)	
مُسْلِمُوْنَ	মুসলমানগণ	مُسْلِمَانِ	দুইজন মুসলমান	مُسْلِمٌ	একজন মুসলমান
ءَايَاتٌ	আয়াতসমূহ	ءَايَتَانِ	দুইটি আয়াত	ءَايَةٌ	একটি আয়াত
رِجَالٌ	মানুষেরা	رَجُلَانِ	দুইজন মানুষ	رَجُلٌ	একজন মানুষ
أَبْكَمُ	বোবাগণ	أَبْكَمَانِ	দুইজন বোবা	بُكْمٌ	একজন বোবা
هُمْ	তারা (দুই এর অধিক)	هُمَا	তারা (দুইজন)	هُوَ	সে/ তিনি
هُـنَّ	তারা (স্ত্রী, দুই এর অধিক)	هُمَا	তারা (দুইজন, স্ত্রী)	هِيَ	সে/ তিনি (স্ত্রী)
جَعَلُوا	তারা তৈরি করেছিল	جَعَلَا	তারা (দুইজন) তৈরি করেছিল	جَعَلَ	সে/ তৈরি করেছিল

দ্বিবচন (اَلْمُثَنَّى / اَلتَّثْنِيَةُ /Dual)

কর্তৃকারক (Nominative) এর সঙ্গে ـَانِ এবং কর্মকারক (Accusative) ও সম্বন্ধসূচক কারক (Genitive) এর সঙ্গে ـَيْنِ যুক্ত করে বিশেষ্য এবং বিশেষণ গুলিকে একবচন হতে দ্বিবচনে রূপান্তর করা হয়। দ্বিবচনের সংযুক্তির সঙ্গে একবচন শব্দের শেষের ة পরিবর্তন করে স্বাভাবিক ت করা হয়।দ্বিবচন পুংলিঙ্গের জন্য নিচের উদাহরণ দেখুন। দ্বিবচন স্ত্রীলিঙ্গের জন্য পরবর্তী অধ্যায় দেখুন।

বহুবচন (اَلْجَمْعُ /Plural)

আরবি ভাষায় তিন রকম বহুবচন আছে ঃ (১) বহুবচন অটুট পুংলিঙ্গ (جَمْعُ الْمُذَكَّرِ السَّلِمِ /Sound Masculine Plural), (২) বহুবচন অটুট স্ত্রীলিঙ্গ (جَمْعُ الْمُؤَنَّثِ السَّلِمِ /Sound Feminine Plural) এবং (৩) বহুবচন বিযুক্ত/ বিচ্ছিন্ন (اَلْجَمْعُ الْمُكَسَّرُ / Broken Plural) ।

অটুট বহুবচন (اَلْجَمْعُ السَّلِمُ): অটুট বহুবচন গঠন করা সহজ। অটুট বলা হয় এই জন্য যে তাদের একবচন রূপের মূল অক্ষরগুলি সম্পূর্ণ অটুট/ অক্ষত থাকে। এদের সঙ্গে পুংলিঙ্গ বহুবচনের জন্য নির্দিষ্ট করে দেওয়া সমাপ্তি সংযুক্ত করা হয় এবং স্ত্রীলিঙ্গ বহুবচনের জন্য অন্য নির্দিষ্ট করে দেওয়া সমাপ্তি সংযুক্ত করা হয়। কখনো কখনো অটুট বহুবচন গুলিকে বাহ্যিক বহুবচন বলা হয়। নির্দিষ্ট সমাপ্তি ـُوْنَ যুক্ত হয়ে مُسْلِمُوْنَ শব্দটি অটুট পুংলিঙ্গ বহুবচন গঠিত হয়েছে।

বিযুক্ত বহুবচন (اَلْجَمْعُ الْمُكَسَّرُ): একবচন এর গঠন ভেঙ্গে শব্দের মূল অক্ষরগুলির (Root Letters) মাঝে নতুন অক্ষর ও হরকত যুক্ত করা হয় বলেই এই বহুবচনকে বিযুক্ত/ **বিচ্ছিন্ন** বহুবচন বলে। একই সঙ্গে কোনো কোনো ক্ষেত্রে পূর্বে বা শেষে নতুন অক্ষরও যুক্ত করে বিযুক্ত বহুবচন তৈরি করা হয়। رِجَالٌ শব্দটি বিযুক্ত বহুবচনের একটি উদাহরণ।
কিছু শব্দের অটুট বহুবচন এবং **বিযুক্ত বহুবচন উভয়ই** থাকতে পারে।
কিছু কিছু শব্দ প্যার্টান আছে যেগুলি আরবি শব্দের বহুবচনগুলোকে চিনতে ও শিখতে সাহায্য করে (অধ্যায়-১৯ দেখুন)। এই পর্যায়ে প্রত্যেক শব্দের একবচনসহ বহুবচন জেনে নেওয়া উত্তম ।

	বহুবচন (অটুট)	দ্বিবচন	একবচন
কর্তৃকারক	مُسْلِمُوْنَ	مُسْلِمَانِ	مُسْلِمٌ
কর্মকারক	مُسْلِمِيْنَ	مُسْلِمَيْنِ	مُسْلِمًا
সম্বন্ধসূচক কারক	مُسْلِمِيْنَ	مُسْلِمَيْنِ	مُسْلِمٍ

উপরে উল্লেখিত শব্দগুলির শেষের অংশ সাবধানে লক্ষ্য করুন এবং দেখুন দ্বিবচন ও বহুবচনে রূপান্তর করতে কি কি অক্ষর এবং হরকত যুক্ত করা হয়েছে । লক্ষ্য করুন যে, দ্বিবচনের জন্য কর্মকারক ও সম্বন্ধসূচক কারকের শেষের দিক একই। অটুট বহুবচনের জন্য কর্মকারক ও সম্বন্ধসূচক কারকের শেষের দিক একই।

নির্দ্ধারিত আয়াতসমূহ ও তাদের অর্থ

১।	তিনি একজন বিশ্বাসী (৪ ঃ ১২৪)	هُوَ مُؤْمِنٌ
২।	ওরাই তারা যারা বিশ্বাসী (৮ ঃ ৪)	أُولٰئِكَ هُمُ الْـمُؤْمِنُوْنَ
৩।	এবং কাফিররাই জালিম (২ ঃ ২৫৪)	وَالْكٰفِرُوْنَ هُمُ الظّٰلِـمُوْنَ
৪।	ওরাই তারা যারা সফলকাম (২ ঃ ৫)	أُولٰئِكَ هُمُ الْـمُفْلِحُوْنَ
৫।	ওরাই তারা যারা ক্ষতিগ্রস্ত (২ ঃ ২৭)	أُولٰئِكَ هُمُ الْخٰسِرُوْنَ
৬।	নিশ্চয়ই তারা পথভ্রষ্ট (৮৩ ঃ ৩২)	اِنَّ هٰؤُلَآءِ لَضَآلُّوْنَ
৭।	হে আমার প্রতিপালক এই সম্প্রদায় তো ঈমান আনবে না (৪৩ ঃ ৮৮)	يَارَبِّ إِنَّ هٰؤُلَاءِ قَوْمٌ لَّا يُؤْمِنُوْنَ
৮।	নিশ্চয়ই, আল্লাহ ভালবাসেন সৎকর্মপরায়ণদেরকে (২ ঃ ১৯৫)	اِنَّ اللهَ يُحِبُّ الْـمُحْسِنِيْنَ
৯।	এবং আমি মুশরিকদের অন্তর্ভূক্ত নই (৬ ঃ ৭৯)	وَمَا أَنَا مِنَ الْـمُشْرِكِيْنَ
১০।	এবং তোমরা জেনে রাখ যে আল্লাহ মুত্তাকীদের সাথে থাকেন (২ ঃ ১৯৪)	وَاعْلَمُوْا اَنَّ اللهَ مَعَ الْـمُتَّقِيْنَ
১১।	এটি সেই কিতাব যাতে নাই কোনো সন্দেহ (২ ঃ ২)	ذٰلِكَ الْكِتٰبُ لَارَيْبَ فِيْهِ
১২।	পথ-নির্দেশ মুত্তাকীদের জন্য (২ ঃ ২)	هُدًى لِّلْمُتَّقِيْنَ
১৩।	উহাই পুরস্কার সৎকর্মপরায়ণদের (৩৯ ঃ ৩৪)	ذٰلِكَ جَزٰاؤُ الْـمُحْسِنِيْنَ
১৪।	নিশ্চয়ই মুনাফিকগণ (জাহান্নামের) নিম্নতম স্তরে থাকবে (৪ ঃ ১৪৫)	اِنَّ الْـمُنٰفِقِيْنَ فِى الدَّرْكِ الْأَسْفَلِ
১৫।	তারা উভয়েই গুহার মধ্যে (ছিল) (৯ ঃ ৪০)	هُمَا فِى الْغَارِ

উপরোক্ত পাঠের উপর মন্তব্য

উক্ত পাঠের প্রত্যেকটি বহুবচনের কোন্‌টি কর্তৃকারক, কর্মকারক বা সম্বন্ধসূচক কারক এবং কেন, তা আপনার বলতে পারা উচিত। মনে রাখা দরকার যে কোনো বিশেষ্য কর্মকারক হয় যখন বিশেষ্যটি إِنَّ এর মত অব্যয় দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয় অথবা যখন এটি (অধ্যায় **১২** দেখুন) ক্রিয়ার বিধেয় হয়। উদাহরণস্বরূপ, লাইন ১৪তে, اَلْـمُنٰفِقِيْنَ শব্দটি কর্মকারক, কারণ এটি إِنَّ দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। কিছু বিশেষ্য সম্বন্ধসূচক কারক হয়, কারণ তারা مِنْ (**হইতে**), لِ (**জন্য**) অথবা مَعَ (**সহিত**) এই ধরণের সম্বন্ধসূচক অব্যয় (Prepositsion) দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। একটি বিশেষ্য সম্বন্ধসূচক কারকও হতে পারে যখন এটি অধিকার/ মালিকানা বুঝায়। দেখুন লাইন-১৩ তে اَلْـمُحْسِنِيْنَ

লাইন ৪ এবং ৫ : أُولٰئِكَ (**ঐসব**), শব্দটি ذٰلِكَ এবং تِلْكَ (উহা) উভয়েরই বহুবচন।

লাইন ৬ এবং ৭ : هٰؤُلَاءِ (**এইসব**), শব্দটি هٰذَا এবং هٰذِهِ উভয়েরই বহুবচন।

লাইন ৯ : এখানে مَا এর অর্থ **'না'**। সুতরাং এই বাক্যটি না -সূচক বাক্য বলা হয়।

শব্দার্থ

أُولٰئِكَ ঐ সব, هٰؤُلَاءِ এই সব, هُمْ তারা, قَوْمٌ একটি জাতি বা সম্প্রদায়, يُؤْمِنُوْنَ তারা বিশ্বাস করে, رَيْبَ সন্দেহ, يُحِبُّ তিনি ভালবাসেন ।

অধ্যায় - ৬

বিশেষ্য, বিশেষণ, সর্বনাম: বচন ও পুরুষ

মিশ্র দল (Mixed groups): যদি কোনো একটি সর্বনাম দিয়ে স্ত্রী ও পুরুষ মিশ্রিত কোনো একদল লোককে বোঝানো হয়, সে ক্ষেত্রে পুংলিঙ্গ সর্বনাম ব্যবহার করা হয়। বিশেষ্য ও ক্রিয়া উভয়ের জন্যই এই নিয়ম প্রযোজ্য।

বহুবচন স্ত্রীলিঙ্গ অটুট (جَمْعُ الْـمُؤَنَّثِ السَّلِم /Feminine Sound Plural)

স্ত্রীলিঙ্গ বিশেষ্য এবং বিশেষণ সমূহের বহুবচন নিম্নলিখিত প্যাটার্ন বা নমুনা হিসাবে তৈরি করা হয়। দ্বিবচনও এগুলির অন্তর্ভূক্ত:

	বহুবচন	দ্বিবচন	একবচন
কর্তৃকারক	مُسْلِمَاتٌ	مُسْلِمَتَانِ	مُسْلِمَةٌ
কর্মকারক	مُسْلِمَاتٍ	مُسْلِمَتَيْنِ	مُسْلِمَةً
সম্বন্ধসূচক কারক	مُسْلِمَاتٍ	مُسْلِمَتَيْنِ	مُسْلِمَةٍ

লক্ষ্য করুন যে, অটুট স্ত্রীলিঙ্গ বহুবচনের জন্য একবচনের 'তা মারবুতা' কর্তৃকারকে ـَاتٌ এবং কর্মকারক ও সম্বন্ধসূচক কারকে ـَاتٍ এ পরিবর্তীত হয় ।

বহুবচন বিযুক্ত (اَلْـجَمْعُ الْـمُكَسر /Broken Plurals)

পুংলিঙ্গ ও স্ত্রীলিঙ্গ একবচন শব্দের শেষাংশে পরিবর্তন করে **অটুট বহুবচন** তৈরি করা হয়, কিন্তু **বিযুক্ত** বহুবচন তৈরি করার সময় একবচন শব্দের ভিতরে পরিবর্তন করা হয় এবং কখনো কখনো মূল শব্দের প্রারম্ভে এবং শেষে শব্দাংশ যুক্ত করতে হয়।

উদাহরণ:					
	একবচন	أُمٌّ	نَفْسٌ	عَالِـمٌ	قَلْبٌ
	বহুবচন	أُمَّهَاتٌ	أَنْفُسٌ / نُفُوْسٌ	عُلَمَاءُ	قُلُوْبٌ

বি: দ্র: যে সকল বিশেষ্য বিচারশক্তিহীন (non-rational) সত্তা বা বস্তুকে বোঝায় তাদের বিযুক্ত বহুবচনগুলি ব্যাকরণগতভাবে স্ত্রীলিঙ্গ এবং একবচন বলে ধরা হয়; এর অর্থ এই যে,

- এই ধরণের বিযুক্ত বহুবচন বিশেষ্য এর বিশেষণ হবে স্ত্রীলিঙ্গ একবচন,
- বিযুক্ত বহুবচন বিশেষ্যকে উল্লেখ করা সর্বনামগুলি হবে স্ত্রীলিঙ্গ একবচন,
- যদি বিযুক্ত বহুবচন বিশেষ্যটি কোনো ক্রিয়ার উদ্দেশ্য(Subject) হয়, তাহলে তার ক্রিয়াটিও স্ত্রীলিঙ্গ একবচন হবে।

স্বতন্ত্র সর্বনাম (الضَّمَائِـرُ الْـمُنْفَصِلَةُ /Separate Pronouns)

ইতিমধ্যে আমরা هُوَ সে (পুং), هِـىَ সে (স্ত্রী), هُـمْ তারা (পুং) এর মত কয়েকটি সর্বনাম উপস্থাপন করেছি। এইগুলি **'স্বতন্ত্র'** সর্বনাম বলে পরিচিত।

যেহেতু কুরআ'নে ঘন ঘন সর্বনাম দৃষ্ট হয়, নীচে আরবি ভাষার সকল স্বতন্ত্র সর্বনামের একটি তালিকা উপস্থাপন করা হল (ডান দিক থেকে বাম দিকে পড়ুন)।

বহুবচন		দ্বিবচন		একবচন		
هُمْ	তারা	هُمَا	তারা (দুইজন)	هُوَ	সে, ইহা	পুংলিঙ্গ, প্রথম পুরুষ
هُـنَّ	তারা	هُمَا	তারা উভয়ে	هِـىَ	সে, ইহা	স্ত্রীলিঙ্গ, প্রথম পুরুষ
أَنْتُمْ	তোমরা	أَنْتُمَا	তোমরা উভয়ে	أَنْتَ	তুমি	পুংলিঙ্গ, মধ্যম পুরুষ
أَنْتُنَّ	তোমরা	أَنْتُمَا	তোমরা উভয়ে	أَنْتِ	তুমি	স্ত্রীলিঙ্গ, মধ্যম পুরুষ
نَحْنُ	আমরা	نَحْنُ	আমরা	أَنَا	আমি	পুংলিঙ্গ ও স্ত্রীলিঙ্গ, উত্তম পুরুষ

তালিকার প্রথম দুই লাইনের সর্বনামগুলি **'প্রথম পুরুষ'** (Third Person) । ব্যাকরণে যে ব্যক্তি সম্বন্ধে কিছু বলা হয় তাকে প্রথম পুরুষ বা নাম পুরুষ বলা হয়। **লক্ষ্য করুন:** যে আরবি ভাষায় 'তারা' শব্দটির জন্য তিনটি সর্বনাম রয়েছে (هُـنَّ , هُمْ , هُمَا)।

তালিকার দ্বিতীয় দুই লাইনের সর্বনামগুলি **'মধ্যম পুরুষ'** (Second Person) । ব্যাকরণে যে ব্যক্তিকে উদ্দেশ্য করে কিছু বলা হয় তাকে

'মধ্যম পুরুষ' বলা হয়। **লক্ষ্য করুন:** যে আরবি ভাষায় 'তুমি' সর্বনাম দুইটি (أَنْتَ , أَنْتِ) এবং 'তোমরা' সর্বনাম তিনটি (أَنْتُمْ,أَنْتُمَا , أَنْتُنَّ) রয়েছে। তালিকার সর্বশেষ লাইনের সর্বনামগুলিকে **'উত্তম পুরুষ'** (First Person) । ব্যাকরণে যে ব্যক্তি নিজেই বক্তা তাকে **'উত্তম পুরুষ'** বলা হয়। **লক্ষ্য করুন** যে أَنَا শব্দের শেষের আলিফটি হচ্ছে একই ধরণের উচ্চারিত অন্য শব্দ থেকে পৃথক করার জন্য এবং এই আলিফটি উচ্চারিত হয় না। কাজেই أَنَا উচ্চারণ করতে **'আনা'** এর **'না'** কে দীর্ঘায়িত করা হয় না।

নির্দ্ধারিত আয়াতসমূহ ও তাদের অর্থ

১।	আর মু'মিন নর ও মু'মিন নারী একে অপরের বন্ধু (৯ ঃ ৭১)	وَالْمُؤْمِنُوْنَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ
২।	আল্লাহ প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন মু'মিন নর ও মু'মিন নারীকে জান্নাতের (৯ ঃ ৭২)	وَعَدَ اللهُ الْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُؤْمِنَاتِ جَنّٰتٍ
৩।	অবশ্যই আত্মসমর্পণকারী পুরুষ ও আত্মসমর্পণকারী নারী এবং মু'মিন পুরুষ ও মু'মিন নারী (৩৩ ঃ ৩৫)	إِنَّ الْمُسْلِمِيْنَ وَالْمُسْلِمَاتِ وَالْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُؤْمِنَاتِ
৪।	অবশ্যই এতে নিদর্শন রয়েছে মু'মিনদের জন্য (১৫ ঃ ৭৭)	إِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَاٰيَةً لِّلْمُؤْمِنِيْنَ
৫।	অবশ্যই আকাশ মন্ডলী ও পৃথিবীতে নিদর্শন রয়েছে মু'মিনদের জন্য (৪৫ ঃ ৩)	إِنَّ فِي السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ لَاٰيٰتٍ لِّلْمُؤْمِنِيْنَ
৬।	এবং আমি রাত ও দিনকে করেছি দু'টি নিদর্শন (১৭ ঃ ১২)	وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ اٰيَتَيْنِ
৭।	অতএব নিশ্চয়ই জান্নাতই হবে তার আবাস (৭৯ ঃ ৪১)	فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَاْوٰى
৮।	জান্নাতবাসীরাই হবে সফলকাম (৫৯ ঃ ২০)	أَصْحٰبُ الْجَنَّةِ هُمُ الْفَائِزُوْنَ
৯।	দুটি উদ্যান, একটি ডান দিকে, অপরটি বাম দিকে (৩৪ ঃ ১৫)	جَنَّتٰنِ عَنْ يَّمِيْنٍ وَّشِمَالٍ
১০।	(তারা) সুখময় জান্নাতের মধ্যে (২২ ঃ ৫৬)	فِيْ جَنّٰتِ النَّعِيْمِ
১১।	নিশ্চয় মুত্তাকীরা থাকবে জান্নাতে ও অনুগ্রহরাজির মধ্যে (৫২ ঃ ১৭)	اِنَّ الْمُتَّقِيْنَ فِيْ جَنّٰتٍ وَّنَعِيْمٍ
১২।	তারা নয় তাদের মা (৫৮ ঃ ২)	مَاهُنَّ اُمَّهٰتِهِمْ
১৩।	তোমরা মুসলমান (আল্লাহর কাছে আত্মসমর্পিত) (২ ঃ ১৩২)	اَنْتُمْ مُّسْلِمُوْنَ
১৪।	তারা একটি সম্প্রদায় (৫১ ঃ ৫৩)	هُمْ قَوْمٌ
১৫।	আমরা আল্লাহর (রাস্তায়) সাহায্যকারী (হব) (৩ ঃ ৫২)	نَحْنُ أَنْصَارُ اللهِ

উপরোক্ত পাঠের উপর মন্তব্য

উপরোক্ত পাঠের প্রত্যেকটি বহুবচনের কোন্‌টি কর্তৃকারক, কোন্‌টি কর্মকারক এবং কোন্‌টি সম্বন্ধসূচক কারক এবং কেন তা আপনার বলতে পারা উচিৎ। দ্বিবচনে দুইটি বিশেষ্য আছে।

লাইন ১ : আক্ষরিকভাবে بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ কথাটির অর্থ 'তাদের মধ্যে কয়েকজন কয়েকজনের রক্ষক'।

লাইন ৪ : اٰيَةً শব্দটি কর্মকারক (Accusative), কারণ এটি اِنَّ দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। জোরালোভাব প্রকাশক لِ লক্ষ্য করুন। لِلْمُؤْمِنِيْنَ শব্দটির لِ একটি সম্বন্ধসূচক অব্যয় (Preposition), لِ এর অর্থ **'দিকে'** বা **'জন্য'**। لِ পূর্বে থাকায় اَلْ এর আলিফ বাদ দেওয়া হয়েছে, لِلْمُؤْمِنِيْنَ = اَلْمُؤْمِنِيْنَ + لِ।

লাইন ৯ : সম্বন্ধসূচক অব্যয় (Preposition) عَنْ সাধারণত অর্থ করে **'সম্বন্ধে'** বা **'ব্যাপারে'** কিন্তু এখানে অনুবাদ করা হয়েছে **'দিকে'**।

অধ্যায় - ৭

সংযুক্ত সর্বনাম: পুরুষ ও বচন

সংযুক্ত সর্বনাম (الضَّمَائِرُ الْمُتَّصِلَةُ/ Attached Pronouns) বিশেষ্য, সম্বন্ধসূচক অব্যয় (Preposition), ক্রিয়া এবং অব্যয় (Particles) এর শেষে যুক্ত হয়ে থাকে। إِنَّ এর মত অব্যয় এর পরে **স্বতন্ত্র** সর্বনাম যুক্ত হয় এবং যুক্ত হওয়ার পরে সংযুক্ত সর্বনাম এর রূপ গ্রহণ করে।

পূর্ববর্তী অধ্যায়ে আমরা স্বতন্ত্র সর্বনাম (Separate Pronouns) উপস্থাপন করেছি। এগুলি ছাড়াও কিছু সর্বনাম রয়েছে যেগুলি শব্দের শেষে সংযুক্ত থাকে। এদের **'সংযুক্ত সর্বনাম** অথবা **'শব্দের অন্তে যুক্ত সর্বনাম'** (Pronoun Suffix) বলা হয়।
বিভিন্ন ধরণের শব্দের শেষে সংযুক্ত সর্বনাম কি ভাবে যুক্ত হয় তা **লক্ষ্য করুন** (ডান দিক থেকে পড়ুন):

(১) বিশেষ্য এর শেষে সংযুক্ত অধিকারসূচক বা মালিকানাসূচক সর্বনাম (Possessive Pronoun), যেমন:

(তাঁর রাসুল) رَسُوْلُهُ = (তাঁর) هُ + رَسُوْلُ (রাসুল)
(তার প্রতিপালক) رَبُّهَا = (তার, স্ত্রী) هَا + رَبُّ (প্রতিপালক)

(২) সম্বন্ধসূচক অব্যয় (Preposition) এর সঙ্গে করে যুক্ত যেমন:

(তার থেকে) مِنْهُ = (তার) هُ + مِنْ (থেকে)
(তার থেকে) مِنْهَا = (তার ,স্ত্রী) هَا + مِنْ (থেকে)

(৩) إِنَّ এর মত অব্যয় এর পরে **স্বতন্ত্র** সর্বনাম যুক্ত হয়, যেমন:

إِنَّ+هُوَ = إِنَّهُ বাস্তবিক সে; إِنَّ+هِيَ = إِنَّهَا বাস্তবিক সে; إِنَّ+نَحْنُ = إِنَّنَا বাস্তবিক আমরা;
إِنَّ+أَنْتَ = إِنَّكَ বাস্তবিক তুমি; إِنَّ+أَنْتُمْ = إِنَّكُمْ বাস্তবিক তোমরা

(৪) ক্রিয়ার কর্ম (Object), যেমন:

(সে এটি তৈরি করেছিল) جَعَلَهُ = (এটি) هُ + جَعَلَ (সে তৈরি করেছিল)

নীচে সংযুক্ত সর্বনাম (الضَّمَائِرُ الْمُتَّصِلَةُ) সমূহের একটি তালিকা দেওয়া হল। ডান দিক থেকে বাম দিকে পড়ুন।

বহুবচন	দ্বিবচন	একবচন	
هُمْ/ هِمْ তাদেরকে/ তাদের	هُمَا/ هِمَا তাদের/ তাদেরকে (দুইজন)	هُ/ هِ ـهُ ـهِ তাকে/ তার/ ইহার	প্রথম পুরুষ, পুংলিঙ্গ
هُنَّ / هِنَّ ঐ	هُمَا / هِمَا ঐ	هَا ঐ	প্রথম পুরুষ, স্ত্রীলিঙ্গ
كُمْ তোমাদের/ তোমাদেরকে	كُمَا তোমাদের/তোমাদেরকে (দুইজন)	كَ তোমার, তোমাকে	মধ্যম পুরুষ,পুংলিঙ্গ
كُنَّ ঐ	كُمَا ঐ	كِ তোমার, তোমাকে	মধ্যম পুরুষ, স্ত্রীলিঙ্গ
نَا আমাদের/ আমাদেরকে		ـى/ ـيَ/ ـنِى আমাকে/আমার	উত্তম পুরুষ পুং ও স্ত্রী

লক্ষ্য করুন যে, (هَا ব্যতীত) প্রথম পুরুষ ভুক্ত সংযুক্ত সর্বনাম সমূহের দু'টি ভিন্ন রূপ রয়েছে, উদাহরণস্বরূপ ـهُ এবং ـهِ। যদি পূর্ববর্তী হরকত (vowel) পেশ বা যবর থাকে তাহলে পেশ যুক্ত রূপ ব্যবহার করা হয়, উদাহরণস্বরূপ رَبُّهُ এবং رَبَّهُ। যদি পূববর্তী হরকতে যের থাকে অথবা পূর্বে ى এর উপর সুকুন থাকে তাহলে যের যুক্ত রূপ ব্যবহার হয়, উদাহরণস্বরূপ رَبِّهِ এবং عَلَيْهِ ।

উত্তম পুরুষ (First Person) পুংলিঙ্গ ও স্ত্রীলিঙ্গের সংযুক্ত সর্বনাম ـى । যে শব্দের সঙ্গে ى যুক্ত করা হয় সেটি অবশ্যই যের দিয়ে শেষ হতে হবে এবং তার সঙ্গে এই ى টি হরকতবিহীন থাকে। উদাহরণস্বরূপ, رَبِّى (আমার প্রভু) ! এই নিয়মের ব্যতিক্রম হল عَلَيَّ (عَلَى + ـيَ) যেখানে যবরযুক্ত يَ ব্যবহার করা হয়। ক্রিয়ার সঙ্গে এবং ن দিয়ে শেষ হওয়া অব্যয় (Particle) অথবা সম্বন্ধসূচক অব্যয় (Preposition) এর পরে نِى রূপ ব্যবহার করা হয়, উদাহরণস্বরূপ: جَعَلَنِى (তিনি আমাকে করেছিলেন); مِنْ + نِى = مِنِّى (আমার কাছ থেকে)।

নির্দ্ধারিত আয়াতসমূহ ও তাদের অর্থ

১।	আপনি নিশ্চয়ই আল্লাহর রাসুল (৬৩ ঃ ১)	اِنَّكَ لَرَسُوْلُ الله
২।	আপনি নিশ্চয়ই তাঁর রাসুল (৬৩ ঃ ১)	اِنَّكَ لَرَسُوْلُهٗ
৩।	তাঁরই, যা কিছু আকাশ মন্ডলী ও যা কিছু পৃথিবীতে আছে (৪২ ঃ ৪)	لَهٗ مَافِى السَّمٰوٰتِ وَمَافِى الْأَرْضِ
৪।	তিনি তার (যে স্ত্রীলোকের) ঘরের মধ্যে ছিলেন (১২ ঃ ২৩)	هُوَ فِىْ بَيْتِهَا
৫।	কেবলমাত্র আপনারই আমরা ইবাদত করি (১ ঃ ৫)	إِيَّاكَ نَعْبُـدُ
৬।	(হে মরিয়াম) তোমার প্রতিপালক বানিয়েছেন তোমার পাদদেশে এক নহর (১৯ ঃ ২৪)	قَدْ جَعَلَ رَبُّكِ تَحْتَكِ سَرِيًّا
৭।	তিনি বললেন (তাকে)'কেবলমাত্র আমি সংবাদবাহক তোমার প্রতিপালকের' (১৯ ঃ ১৯)	قَالَ إِنَّمَا أَنَا رَسُوْلُ رَبِّكِ
৮।	আমার শাস্তি অতি মর্মন্তুদ শাস্তি (১৫ ঃ ৫০)	عَذَابِىْ هُوَ الْعَذَابُ الْأَلِيْمُ
৯।	নিশ্চয়ই আমি আত্মসমর্পণকারীদের অন্তর্ভূক্ত (৪১ ঃ ৩৩)	إِنَّنِىْ مِنَ الْـمُسْلِمِيْنَ
১০।	নিশ্চয়ই আমি আল্লাহর বান্দা (১৯ ঃ ৩০)	إِنِّىْ عَبْدُ الله
১১।	নিশ্চয়ই আমি তোমাদের (উভয়ের) জন্য হিতাকাংক্ষীদের একজন (৭ ঃ ২১)	إِنِّىْ لَكُمَا لَمِنَ النّٰصِحِيْنَ
১২।	তারা (তোমাদের স্ত্রীগণ) তোমাদের পরিচ্ছদ এবং তোমরা তাদের পরিচ্ছদ (২ ঃ ১৮৭)	هُنَّ لِبَاسٌ لَّكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَّهُنَّ
১৩।	তোমাদের দ্বীন তোমাদের জন্য এবং আমার দ্বীন আমার জন্য (১০৯ ঃ ৬)	لَكُمْ دِيْنُكُمْ وَلِىَ دِيْنِ
১৪।	আমরা নিশ্চয়ই তোমাদের সাথে রয়েছি (২ ঃ ১৪)	اِنَّا مَعَكُمْ
১৫।	আল্লাহ আমাদের প্রতিপালক এবং তোমাদেরও প্রতিপালক। আমাদের কর্মফল আমাদের জন্য এবং তোমাদের কর্মফল তোমাদের জন্য (৪২ ঃ ১৫)	اللهُ رَبُّنَا وَرَبُّـكُمْ لَنَا اَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ

উপরোক্ত পাঠের উপর মন্তব্য

লাইন ১ এবং ২ : জোরালোভাব প্রকাশক لَ লক্ষ্য করুন। এখানে لَ এর অর্থ অবশ্যই।

লাইন ৫ : إِيَّا অব্যয়টি: إِيَّا -এর সঙ্গে كَ সর্বনাম যুক্ত হয়েছে বিধায় সর্বনামটির অর্থের প্রতি জোর দেওয়া হয়েছে, তাই এর অর্থ জ্ঞাপন করে **'কেবলমাত্র তোমার'**।

কুরআনে إِيَّا -এর সঙ্গে অন্যান্য যে সব সর্বনাম যুক্ত করা হয়েছে সেগুলি হল ঃ
إِيَّاهُ একমাত্র তাকে, إِيَّاىَ একমাত্র আমাকে, إِيَّاهُمْ একমাত্র তাদের, إِيَّاكُمْ কেবলমাত্র তোমাদের إِيَّانَا একমাত্র আমরা।

লাইন ৯ : إِنَّنِى (নিশ্চয়ই আমি) হল إِنَّ এবং أَنَا এর সংযুক্তি।

লাইন ১০ : إِنِّى (নিশ্চয়ই আমি) হল إِنَّ এবং أَنَا এর সঙ্কোচন ।

লাইন ১৩ : دِينِ (আমার ধর্ম) হল دِيْنِى এর সংক্ষেপ। কখনও অন্যান্য শব্দের শেষের ـِى সর্বনামটি বাদ দেওয়া হয়; উদাহরণস্বরূপ رَبِّى এর সংক্ষিপ্ত হল رَبِّ ।

লাইন ১৪ : اِنَّا = إِنَّ +نَحْنُ

শব্দার্থ

سَرِيًّا (কর্মবাচক) একটি ছোট নদী, نَاصِحٌ একজন খাঁটি উপদেষ্টা, لِبَاسٌ একটি পোশাক।

অধ্যায় - ৮

সম্বন্ধসূচক অব্যয় (حُرُوْفُ الْجَرِّ)

সম্বন্ধসূচক অব্যয় (Preposition) বিশেষ্য বা সর্বনামের পূর্বে বসে। এটা আপনাকে কোনো কিছুর স্থান বা সময় সম্বন্ধে জানায়। আরবি ভাষায় মালিকানা দেখাতে কিছু সম্বন্ধসূচক অব্যয় ব্যবহার করা হয়।

ইতিমধ্যে আমরা কয়েকটি সম্বন্ধসূচক অব্যয় সম্বন্ধে জেনেছি যেমন: عَلٰى (উপরে), فِيْ (মধ্যে), عَنْ (ব্যাপারে)। আমরা লক্ষ্য করেছি যে সম্বন্ধসূচক অব্যয় দ্বারা নিয়ন্ত্রিত শব্দসমূহ **সম্বন্ধসূচক কারক** (Genitive) হয়।

এই অধ্যায়ে কুরআনে ব্যবহৃত আরও কিছু সম্বন্ধসূচক অব্যয়ের তালিকা দেওয়া হয়েছে। কিছু সম্বন্ধসূচক অব্যয় ভিন্ন ভাবে অনুবাদ করা যায়। সঠিক অর্থ নির্দ্ধারণের জন্য একটি সম্বন্ধসূচক অব্যয় কি বর্ণনা প্রসঙ্গে ব্যবহার করা হয়েছে তা আমাদের লক্ষ্য করা প্রয়োজন।

সম্বন্ধসূচক অব্যয় সংযুক্ত (Preposition Attached)

দু'টি সম্বন্ধসূচক অব্যয় আছে যা এক অক্ষর বিশিষ্ট এবং তারা যে শব্দসমূহকে নিয়ন্ত্রণ করে তাদের সঙ্গে যুক্ত থাকে । এই দু'টি অব্যয় হল :

لِ দিকে, এর (belonging to), জন্য ; بِ দ্বারা, সঙ্গে, ভিতরে।

كَـ (মত) অক্ষরটি সম্বন্ধসূচক অব্যয় নয়, তবে এর মত কাজ করে।

لِ + مَنْ = لِـمَنْ	কার জন্য	بِ + قَلْبٌ = بِقَلْبٍ	অন্তর দিয়ে
لِ + اَلنَّاسُ = لِلنَّاسِ	মানুষের প্রতি	بِ + القَلَمُ = بِالْقَلَمِ	কলম দিয়ে
لِ + اللهُ = لله	আল্লাহর জন্য	بِ + اِسْمُ = بِسْمِ	নাম নিয়ে

লক্ষ্য করুন, নির্দিষ্ট আর্টিকেল (Definite article) اَلْ এর পূর্বে لِ বসলে اَلْ এর আলিফ বাদ দেওয়া হয়, যেমন:

لِ + الرَّسُوْلُ = لِلرَّسُوْلِ এবং لِ + النَّاسُ = لِلنَّاسِ

যদি কোনো শব্দ لِ দিয়ে শুরু হয়, সম্পূর্ণ নির্দিষ্ট আর্টিকেল اَلْ বাদ দেওয়া হয়,

যেমন: لِ + اَللَّيْلُ = لِلَّيْلِ

لِ যখন কোন সংযুক্ত সর্বনাম (Attached Pronoun) এর পূর্বে যুক্ত হয়, তখন لَ এ পরিবর্তীত হয়, যেমন: لَكَ , لَكُمْ , لَهُ , لَهَا , একমাত্র ব্যতিক্রম لِى ।

সম্বন্ধসূচক অব্যয়সমূহ স্বতন্ত্র (Prepositions Seperate)

إِلٰى / إِلَيْـ	তে , প্রতি	خَلْفَ	পিছনে	فِيْ	মধ্যে, ভিতরে
بَعْدَ	পরে	عَنْ	প্রায় কাছাকাছি, সম্পর্কিত	قَبْلَ	পূর্বে
بَيْنَ	দুইয়ের মধ্যে	عَلٰى/ عَلَيْـ	উপরে, বিরুদ্ধে	مَعَ	সঙ্গে
تَحْتَ	নীচে	عِنْدَ	প্রতি, সঙ্গে	مِنْ	হইতে
حَـتَّى	যতক্ষণ পর্যন্ত না, তবু	فَوْقَ	উপরে		

مَعَ , لِ এবং عِنْدَ সম্বন্ধসূচক অব্যয় সমূহ মালিকানা প্রদর্শন করতেও ব্যবহৃত হয়, যেমন:

لَهُ , مَعَهُ এবং عِنْدَهُ শব্দগুলির অর্থ করা যেতে পারে **'তার আছে'**।

আরবি ভাষায় কিছু ক্রিয়া আছে যার পরে কোনো বিশেষ সম্বন্ধসূচক অব্যয় বসলে তার অনুবাদ করার প্রয়োজন হয় না, যেমন: غَفَرَ لَهُ অর্থ **'তিনি তাকে ক্ষমা করেছিলেন'** (আক্ষরিক অর্থে : 'তিনি তার প্রতি ক্ষমা করেছিলেন')।

নির্দ্ধারিত আয়াতসমূহ ও তাদের অর্থ

১।	অতএব আশ্রয় চাও আল্লাহর নিকট বিতাড়িত শয়তান হতে (১৬ ঃ ৯৮)	فَاسْتَعِذْ بِاللهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ
২।	আল্লাহর নামে যিনি করুণাময় পরম দয়ালু (১ ঃ ১)	بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ
৩।	আর মানুষের মধ্যে এমন লোক রয়েছে যারা বলে 'আমরা বিশ্বাস করি আল্লাহে ও পরকালে' (২ ঃ ৮)	وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَّقُوْلُ اٰمَنَّا بِاللهِ وَبِالْيَوْمِ الْأٰخِرِ
৪।	এবং না তারা বিশ্বাসী (নয়) (২ ঃ ৮)	وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِيْنَ
৫।	এবং আল্লাহর জন্যই সম্মান (ইজ্জত) এবং তাঁর রাসুল এবং মু'মিনদের জন্য (৬৩ ঃ ৮)	وَلِلّٰهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُوْلِهٖ وَلِلْمُؤْمِنِيْنَ
৬।	মসজিদুল হারাম হতে মসজিদুল আকসা পর্যন্ত (১৭ ঃ ১)	مِنَ الْـمَسْجِدِ الْحَرَامِ إِلَى الْـمَسْجِدِ الْأَقْصَا
৭।	রৌপ্যপাত্রে (৭৬ ঃ ১৫)	بِأَنِيَةٍ مِّنْ فِضَّةٍ
৮।	ফজরের সালাতের পুর্বে, (২৪ ঃ ৫৮)	مِنْ قَبْلِ صَلٰوةِ الْفَجْرِ
৯।	এবং এশার সালাতের পর (২৪ ঃ ৫৮)	وَمِنْ بَعْدِ صَلٰوةِ الْعِشَاءِ
১০।	তোমাদের সম্পদ ও তোমাদের সন্তানাদি কেবলমাত্র একটি পরীক্ষা (৬৪ ঃ ১৫)	إِنَّمَا اَمْوَالُكُمْ وَاَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ
১১।	অথচ আল্লাহর নিকট রয়েছে মহান পুরস্কার (৬৪ ঃ ১৫)	وَاللهُ عِنْدَهٗٓ أَجْرٌ عَظِيْمٌ
১২।	মসজিদুল হারামের নিকট (২ ঃ ১৯১)	عِنْدَ الْـمَسْجِدِ الْحَرَامِ
১৩।	নিশ্চয় দ্বীন আল্লাহর নিকট (গ্রহণযোগ্য) হচ্ছে ইসলাম (৩ ঃ ১৯)	إِنَّ الدِّيْنَ عِنْدَ اللهِ الْإِسْلَامُ
১৪।	নিশ্চয় আল্লাহ ধৈর্যশীলদের সাথে আছেন (২ ঃ ১৫৩)	اِنَّ اللهَ مَعَ الصّٰبِرِيْنَ
১৫।	সালাম তোমাদের উপর; (৩৯ ঃ ৭৩)	سَلٰمٌ عَلَيْكُمْ

উপরোক্ত পাঠের উপর মন্তব্য

লাইন ১ : পরবর্তী শব্দের সঙ্গে সংযোগ করার জন্য সম্বন্ধসূচক অব্যয় (Preposition) مِنْ এর ن এর উপর **সুকুন** এর পরিবর্তে **যবর** রয়েছে অর্থাৎ مِنَ লেখা হয়েছে।

সম্বন্ধসূচক অব্যয় بِ দ্বারা নিয়ন্ত্রিত বিধায় الله শব্দটি সম্বন্ধসূচক কারক (Genitive) ।

লাইন ২ : الله শব্দটি সম্বন্ধসূচক কারক (Genitive) কারণ এটা অধিকার বা মালিকানার ইঙ্গিত দেয়।

লাইন ৪ : مَا দিয়ে শুরু হওয়া বাক্যটি না-সূচক বাক্য । **লক্ষ্য করুন** مُؤْمِنِيْنَ শব্দটির পূর্বে ب এর সংযুক্তি। مَا (না) অথবা لَيْسَ (সে নয়), لَسْتُ (আমি নই), لَسْتَ (তুমি নও) দিয়ে শুরু হওয়া না-সূচক বাক্যের পরবর্তী বিশেষ্য-এর আগে প্রায় সময়ই সম্বন্ধসূচক অব্যয় بِ সংযুক্ত হয়, যার অনুবাদ করা হয় না, উদাহরণস্বরূপ ঃ مَاهُوَ بِشَاعِرٍ - সে কবি নয়; أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ - আমি কি তোমার প্রতিপালক নয় ?

শব্দার্থ

إِسْتَعِذْ তুমি আশ্রয় চাও; اٰمَنَّا আমরা বিশ্বাস করেছিলাম; عِزَّةٌ সম্মান; حَرَامٌ পবিত্র; اَلْاَقْصٰى দূরবর্তী।

অধ্যায় - ৯
إِنَّ এবং তার সমজাতীয় শব্দ (ভগিনী)

বিধেয় (Predicate) একটি বাক্যের প্রথমাংশের সংবাদ দেয়। আরবি ভাষায় বিধেয় (Predicate) কে خَبَرٌ বলে যার অর্থ সংবাদ।

পূর্বেকার অধ্যায়গুলিতে আমরা কিছু শব্দগুচ্ছে (Phrases) এবং বাক্যে إِنَّ অব্যয় এর ব্যবহার দেখেছি। আমরা আরও জেনেছি যে إِنَّ দ্বারা নিয়ন্ত্রিত বিশেষ্যটি কর্মবাচক (Accusative) হয়। এই অধ্যায়ে আমরা إِنَّ ব্যবহারের আরও কিছু উদাহরণ দিতে চাই। আরবি ভাষায় একটি সরল বাক্য (Simple Sentence) যার কোনো ক্রিয়া থাকে না এবং যেটা একটি বিশেষ্য দিয়ে শুরু হয় তাকে **বিশেষ্যসম্বন্ধী বাক্য** (Nominal Sentence) বলে, যেমন: إِنَّ اللهَ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ

উপরি উক্ত বাক্যে, اللهَ শব্দটিকে إِنَّ এর **বিশেষ্য** বলা হয়। এটি একবচন এবং একটি যবর দিয়ে শেষ হয়েছে। إِنَّ এর বিশেষ্যটি সব সময়ই কর্মবাচক (Accusative) বিশেষ্য হয়।

غَفُوْرٌ শব্দটিকে إِنَّ এর **বিধেয়** (Predicate) বলা হয়। Predicate কে আরবি ভাষায় خَبَرٌ বলে এবং এর অর্থ **'সংবাদ'**। إِنَّ এর বিধেয় যদি বিশেষ্য বা বিশেষণ হয় তাহলে তা হবে কর্তৃকারকে (Nominative)।

আরও কিছু উদাহরণ (ডান দিক থেকে বাম দিকে পড়ুন):

إِنَّ এর বিধেয়	إِنَّ এর বিশেষ্য		
عَلِيْمٌ حَكِيْمٌ	اللهَ	إِنَّ	নিশ্চয়ই আল্লাহ জ্ঞানী এবং প্রজ্ঞাময়।
وَاسِعَةٌ	أَرْضَ الله	إِنَّ	নিশ্চয়ই আল্লাহর পৃথিবী প্রশস্ত।
لَكَاذِبُوْنَ	الْـمُنَافِقِيْنَ	إِنَّ	নিশ্চয় মুনাফিকরা মিথ্যাবাদী।

আরবি ব্যাকরণে আরও কিছু অব্যয় অছে যেগুলি إِنَّ এর **ভগিনী** (বা **সমজাতীয়**) বলে পরিচিত এবং إِنَّ এর মতই সেগুলির প্রভাব রয়েছে। কুরআনে ঘনঘন ব্যবহৃত অব্যয়গুলি নীচে দেওয়া হল:

أَنَّ যে كَأَنَّ যেমন لٰكِنَّ কিন্তু لَعَلَّ সম্ভবত:

বিধেয়	বিশেষ্য		
بِيَدِ الله	الْفَضْلَ	وَاَنَّ	এবং সমস্ত অনুগ্রহ আল্লাহর হাতে।
قَرِيْبٌ	السَّاعَةَ	وَلَعَلَّ	এবং সম্ভবতঃ কিয়ামত অত্যাসন্ন।
لَا يَعْلَمُوْنَ	أَكْثَرَ النَّاسِ	وَلٰكِنَّ	কিন্তু বেশীরভাগ লোক অবগত নয়।
لَا يَفْقَهُوْنَ	الْـمُنَافِقِيْنَ	وَلٰكِنَّ	কিন্তু মুনাফিক্‌রা বোঝে না।

إِنَّ এবং তার সমজাতীয় অব্যয়গুলি প্রায়ই সংযুক্ত-সর্বনামের সঙ্গে ব্যবহৃত হয়। নিম্নোক্ত সংযুক্তিগুলি কুরআনে দেখা যায়:

إِنَّ –	إِنَّهُ	إِنَّهَا	إِنَّكَ	إِنَّكُمْ
أَنَّ –	أَنَّهُ	أَنَّهَا	أَنَّكَ	أَنَّكُمْ
لٰكِنَّ –	لٰكِنَّهُ	لٰكِنَّى	لٰكِنَّهُمْ	لٰكِنَّكُمْ
لَعَلَّ–	لَعَلِّى	لَعَلَّكُمْ	لَعَلَّهُمْ	لَعَلَّنَا

নির্দ্ধারিত আয়াতসমূহ ও তাদের অর্থ

১।	নিশ্চয় পৃথিবীটি আল্লাহর জন্য (৭ ঃ ১২৮)	إِنَّ الْأَرْضَ لِلّٰهِ
২।	সময়/ মহাকালের শপথ, অবশ্যই মানুষ ক্ষতির মধ্যে আছে (১০৩ ঃ ১, ২)	وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنْسَانَ لَفِيْ خُسْرٍ
৩।	নিশ্চয়ই আল্লাহর দয়া নিকটবর্তী (৭ ঃ ৫৬)	إِنَّ رَحْمَةَ اللهِ قَرِيْبٌ
৪।	অবশ্যই উহার মধ্যে নিদর্শন রয়েছে মু'মিনদের জন্য (১৫ ঃ ৭৭)	إِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَاٰيَةً لِّلْمُؤْمِنِيْنَ
৫।	অবশ্যই পুণ্যবানগণ থাকবে পরম সুখের মধ্যে এবং অবশ্যই পাপাচারীরা থাকবে জাহান্নামে (৮২ ঃ ১৩,১৪)	إِنَّ الْأَبْرَارَ لَفِيْ نَعِيْمٍ وَإِنَّ الْفُجَّارَ لَفِيْ جَحِيْمٍ
৬।	অবশ্যই মুনাফিকগণ মিথ্যাবাদী (৬৩ ঃ ১)	إِنَّ الْـمُنٰفِقِيْنَ لَكٰذِبُوْنَ
৭।	নিশ্চয় মুত্তাকীরা থাকবে জান্নাতে ও নিয়ামত রাজির মাঝে (৫২ ঃ ১৭)	إِنَّ الْـمُتَّقِيْنَ فِيْ جَنّٰتٍ وَّ نَعِيْمٍ
৮।	এবং তোমরা জেনে রাখ যে, তোমাদের মাঝে আল্লাহর রাসুল রয়েছেন (৪৯ ঃ ৭)	وَاعْلَمُوْا أَنَّ فِيْكُمْ رَسُوْلَ اللهِ
৯।	এবং দান/ অনুগ্রহ আল্লাহরই হাতে (৫৭ ঃ ২৯)	وَ أَنَّ الْفَضْلَ بِيَدِ اللهِ
১০।	এবং কিন্তু মুনাফিকগণ বোঝে না (৬৩ ঃ ৭)	وَلٰكِنَّ الْـمُنٰفِقِيْنَ لَا يَفْقَهُوْنَ
১১।	নিশ্চয়ই সত্য (কুরআন) তোমার প্রতিপালক হতে, কিন্তু অধিকাংশ মানুষ বিশ্বাস করে না (১১ ঃ ১৭)	اِنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَّبِّكَ وَلٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لا يُؤْمِنُوْنَ
১২।	সম্ভবত কিয়ামত আসন্ন (৪২ ঃ ১৭)	لَعَلَّ السَّاعَةَ قَرِيْبٌ
১৩।	এবং আল্লাহ সকল কিছুর ব্যাপারে ক্ষমতাবান (২ ঃ ২৮৪)	وَاللهُ عَلٰى كُلِّ شَىْءٍ قَدِيْرٌ
১৪।	নিশ্চয়ই আল্লাহ সর্ব বিষয়ে ক্ষমতাবান (২ ঃ ২০)	إِنَّ اللهَ عَلٰى كُلِّ شَىْءٍ قَدِيْرٌ
১৫।	কিন্তু আল্লাহ জগৎসমূহের প্রতি অনুগ্রহশীল (২ ঃ ২৫১)	وَلٰكِنَّ اللهَ ذُوْفَضْلٍ عَلَى الْعٰلَمِيْنَ

উপরোক্ত পাঠের উপর মন্তব্য

লাইন ৮ : اِعْلَمُوْا অর্থ **'তোমরা জেনে রাখ'**। এই শব্দটি عَلِمَ ক্রিয়ার অনুজ্ঞাভাব, পুং, বহুবচন ।

লাইন ১০ : لَا يَفْقَهُوْنَ শব্দগুলির অর্থ **'তারা বোঝে না'**।

লাইন ১১ : لَا يُؤْمِنُوْنَ অর্থ, **'তারা বিশ্বাস করে না'**।

লাইন ১৫ : ذُوْ শব্দটির অর্থ **'অধিকারী'**। এটি পুংলিঙ্গ এবং কর্তৃকারক (Nominative) । এটির পরে যে শব্দ আসে তা সম্বন্ধসূচক কারক (Genitive) এর অন্তর্ভুক্ত হয়।

শব্দার্থ

عَصْرٌ সময়, মধ্য-অপরাহ্নে; خُسْرٌ ক্ষতি; قَرِيْبٌ নিকট; فَاجِرٌ কলুষিত, বহুবচন فُجَّارٌ; فَقِهَ উপলব্ধি করা, বর্তমানকাল রূপ يَفْقَهُ।

অধ্যায় - ১০
অধিকার (أَلْإِضَافَةُ)

ইংরেজি ভাষায় শব্দগুচ্ছ (Phrase) হচ্ছে ক্রিয়া বিহীন কয়েকটি শব্দ যা সম্পূর্ণ অর্থ প্রকাশ করে না। একটি **উপবাক্য** (Clause) হল একটি ক্রিয়াসহ এক দল শব্দ যা সম্পূর্ণ অর্থ প্রকাশ করতে পারে বা নাও করতে পারে। একটি **বাক্য** (Sentence) হল একটি ক্রিয়াসহ একটি শব্দ বা এক দল শব্দ যা সম্পূর্ণ অর্থ প্রকাশ করে।

পূর্বের অধ্যায়ে আমরা সংক্ষেপে শব্দগুচ্ছ, যেমন: كِتَابُ اللّٰهِ (আল্লাহর বই) উল্লেখ করেছি। এই শব্দগুচ্ছটি এমন দু'টি বিশেষ্য দ্বারা গঠিত যারা নিবিড়ভাবে সম্পৃক্ত এবং সাধারণভাবে পৃথক করা যায় না। كِتَابُ اللّٰهِ শব্দগুচ্ছের, প্রথম বিশেষ্য كِتَابُ কে مُضَافٌ (মুদাফ) বলা হয় এবং অর্থ 'বইটি'। **মুদাফ** (অর্থ: সম্পর্কীত) সর্বদাই নির্দিষ্ট যদিও এর নির্দিষ্ট আর্টিকেল اَلْ থাকে না।

দ্বিতীয় বিশেষ্য اللّٰهِ কে مُضَافٌ اِلَيْهِ (মুদাফ ইলাইহি) বলা হয় এবং (অর্থ: এর সঙ্গে সম্বন্ধকৃত)। এটি অধিকার বুঝায় এবং এখানে অর্থ হল: **'আল্লাহর'**। **মুদাফ ইলাইহি** সব সময়ই সম্বন্ধসূচক কারক (Genitive) হয়। দুইটি বিশেষ্যের এইরূপ মিলনকে ইদাফা (أَلْإِضَافَةُ) বলা হয়। ইদাফা গঠনের কয়েকটি উদাহরণ নীচে দেওয়া হল। ডান দিক থেকে বাম দিকে পড়ুন:

		মুদাফ ইলাইহি	মুদাফ
১।	কদর এর রাত্রি	الْقَدْرِ	لَيْلَةُ
২।	মানুষের প্রতিপালক	النَّاسِ	بِرَبِّ
৩।	একজন হিংসুকের অমঙ্গল (হতে)	حَاسِدٍ	(مِنْ) شَرِّ
৪।	দুই পূর্বাঞ্চলের প্রতিপালক	الْـمَشْرِقَيْنِ	رَبُّ
৫।	জগৎসমূহের প্রতিপালক	الْعٰلَمِيْنَ	رَبُّ
৬।	আকাশমন্ডলীর প্রতিপালক	السَّمٰوٰتِ	رَبُّ
৭।	তোমার প্রতিপালকের রাসুলদ্বয়	رَبِّكَ	رَسُوْلَا
৮।	তারা নিজেদের ক্ষতিকারী	أَنْفُسِهِمْ	ظَالِـمِى

দ্বিবচন এবং পুংলিঙ্গ অটুট বহুবচন (Sound Plural) এর বিশেষ্যসমূহর শেষোক্ত ن লোপ পায় যখন তারা মুদাফ হয়। উপরের ৭নং উদাহরণে, দ্বিবচন رَسُوْلَانِ শব্দটি হতে نِ লোপ পেয়েছে।

উপরের ৮নং উদাহরণে, বহুবচন ظَالِـمِيْنَ শব্দটি হতে نَ লোপ পেয়েছে।

সাধারণভাবে 'মুদাফ' এবং 'মুদাফ ইলাইহি' এর মাঝখানে কোনো শব্দ আসা উচিত নয়।

তবে পরবর্তী পৃষ্ঠায় উল্লেখকৃত ১০নং লাইন লক্ষ্য করুন هٰذَا (এই), শব্দটি মুদাফ رَبَّ এবং মুদাফ ইলাইহি الْبَيْتِ এর মাঝে এসেছে। সর্বনাম **هٰذَا এবং هٰذِهِ শব্দ দু'টি হল একমাত্র উদাহরণ** যারা ইদাফা গঠনে দুই বিশেষ্য এর মাঝে আসতে পারে।

সংযুক্ত সর্বনাম (Attached Pronoun) এর সঙ্গে যুক্ত বিশেষ্যকে মুদাফ গণ্য করা হয় এবং তাই নির্দিষ্ট। তাই এই ধরনের শব্দের বর্ণনাকারী বিশেষণ এর নির্দিষ্ট আর্টিকেল (Definite Article) থাকবে, যথা: عِنْدَ بَيْتِكَ الْـمُكَرَّمِ অর্থ **'তোমার পবিত্র ঘরের নিকটে।'** بَيْتِ শব্দটি নির্দিষ্ট, কারণ এটি 'মুদাফ'; এর বিশেষণ مُكَرَّمِ অবশ্যই নির্দিষ্ট হতে হবে এবং তাই اَلْ রয়েছে; আরও একটি উদাহরণের জন্য পরবর্তী পৃষ্ঠায় ১৪নং লাইন দেখুন।

নির্দ্ধারিত আয়াতসমূহ ও তাদের অর্থ

১।	আল্লাহর নামে, যিনি করুণাময় পরম দয়ালু (১ ঃ ১)	بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ
২।	সকল প্রশংসা জগৎসমূহের প্রতিপালক, আল্লাহর জন্য যিনি করুণাময়, পরম দয়ালু (১ ঃ ২, ৩)	اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ. الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ
৩।	কর্মফল দিবসের মালিক (১ ঃ ৪)	مٰلِكِ يَوْمِ الدِّيْنِ
৪।	বল,'আমি আশ্রয় গ্রহণ করছি মানুষের প্রতিপালকের নিকট, মানুষের অধিপতির নিকট (১১৪ ঃ ১, ২)	قُلْ اَعُوْذُ بِرَبِّ النَّاسِ مَلِكِ النَّاسِ
৫।	মানুষের ইলাহের নিকট, আত্মগোপনকারী, কুমন্ত্রণাদাতা এর অনিষ্ট হতে (১১৪ ঃ ৩, ৪)	إِلٰهِ النَّاسِ مِنْ شَرِّ الْوَسْوَاسِ الْخَنَّاسِ
৬।	যে কুমন্ত্রণা দেয় মানুষের অন্তরসমুহে(১১৪ ঃ ৫)	الَّذِىْ يُوَسْوِسُ فِىْ صُدُوْرِ النَّاسِ
৭।	জিন এবং মানুষের মধ্য হতে (১১৪ ঃ ৬)	مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ
৮।	যখন আসবে আল্লাহর সাহায্য (১১০ ঃ ১)	إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللّٰهِ
৯।	কুরায়েশদের নিরাপত্তার জন্য, তাদের নিরাপত্তা শীত ও গ্রীষ্মে সফরের (১০৬ ঃ ১, ২)	لِاِيْلٰفِ قُرَيْشٍ اٖلٰفِهِمْ رِحْلَةَ الشِّتَآءِ وَالصَّيْفِ
১০।	অতএব তারা ইবাদাত করুক এই ঘরের প্রতিপালকের (১০৬ ঃ ৩)	فَلْيَعْبُدُوْا رَبَّ هٰذَا الْبَيْتِ
১১।	কদরের রাত্রি হাজার মাস অপেক্ষা উত্তম (৯৭ ঃ ৩)	لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ اَلْفِ شَهْرٍ
১২।	তিনি প্রতিপালক দুই উদয়াচল ও দুই অস্তাচলের (৫৫ ঃ ১৭)	رَبُّ الْمَشْرِقَيْنِ وَرَبُّ الْمَغْرِبَيْنِ
১৩।	নিশ্চয় আমরা তোমার প্রতিপালকের রাসুল (দুইজন) (২০ ঃ ৪৭)	إِنَّا رَسُوْلَا رَبِّكَ
১৪।	প্রতিপালক আকাশমন্ডলীর, পৃথিবীর ও তাদের মধ্যবর্তী স্থানে যাকিছু আছে তার (৭৮ ঃ ৩৭)	رَبِّ السَّمٰوٰتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا
১৫।	তোমাদের প্রতিপালক এবং তোমাদের পূর্ববর্তী বাপদাদাদের প্রতিপালক (২৬ ঃ ২৬)	رَبُّكُمْ وَرَبُّ اٰبَآءِ كُمُ الْاَوَّلِيْنَ

উপরোক্ত পাঠের উপর মন্তব্য

লাইন ২ : لِلّٰهِ শব্দটি যের দিয়ে শেষ হয়েছে এবং সম্বন্ধকারক (Genitive), কারণ এটা لِ দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। الرَّحْمٰنِ, الرَّحِيْمِ এবং مٰلِكِ শব্দগুলি لِلّٰهِ শব্দটির সঙ্গে সমভাবে অন্বিত করে প্রয়োগ করা। তাই সবগুলি সম্বন্ধকারকে হয়েছে।

লাইন ৪ : رَبِّ শব্দটি সম্বন্ধকারকে (Genitive), কারণ এটি بِ সম্বন্ধসূচক অব্যয় (Preposition) দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। مٰلِكِ এবং اِلٰهِ শব্দ দু'টি সম্বন্ধকারকে, কারণ তারা رَبِّ শব্দটির সঙ্গে সমভাবে অন্বিত করে প্রয়োগ করা (in apposition)। লাইন ৪, ৫ এবং ৬ এ উল্লেখিত النَّاسِ শব্দটি সম্বন্ধকারকে, কারণ তারা মুদাফ-ইলাইহি।

লাইন ৭ : النَّاسِ সম্বন্ধকারকে, কারণ এটা সম্বন্ধসূচক অব্যয় (Preposition) مِنْ (**হইতে**) দ্বারা নিয়ন্ত্রিত।

লাইন ৯ : رِحْلَةَ শব্দটি কর্মবাচক বিশেষ্য (Accusative) এবং ক্রিয়া বিশেষণ (Adverb) হিসাবে ব্যবহৃত হয়েছে, এর অর্থ **'ভ্রমণকালে'**।

লাইন ১৫ : বিশেষণ اَلْأَوَّلِيْنَ এর বিশেষ্য اٰبَآءِ এর সঙ্গে মানানসই হবার জন্য সম্বন্ধকারকে (Genitive) হয়েছে; اٰبَآءِ শব্দটি رَبُّ এর মুদাফ-ইলাইহি।

শব্দার্থ

أَعُوْذُ আমি আশ্রয় প্রার্থনা করি, يُوَسْوِسُ /وَسْوَسَ কুমন্ত্রণা দেওয়া, أَلْفٌ এক হাজার, وَسْوَاس কুমন্ত্রণাদানকারীগণ, صُدُوْرٌ /صَدْرٌ অন্তর, বুক/ বহুবচন

অধ্যায় - ১১

মূল শব্দ এবং মূল অক্ষর

আরবি শব্দের মূল **অক্ষর** সমূহকে কখনো কখনো **রেডিক্যাল** (Radicals) বলা হয়। **মূল শব্দকে** কখনো কখনো শুধু **'মূল** (Root)' বলেও উল্লেখ করা হয়। **শুদ্ধতা/ সূক্ষ্মতা:** কুরআ'নে কিছু সংখ্যক শব্দ আছে যেমন: خَلَقَ , بَدَأَ , بَرَأَ , جَعَلَ , فَطَرَ , بَدَعَ যাদের অর্থ সাধারণভাবে **'তৈরি করা বা সৃষ্টি করা'**। প্রতিটি শব্দের যথাযথ/ শুক্ষ্ম অর্থ আছে যা বাংলা বা ইংরেজি অনুবাদে প্রায়ই যথাযথভাবে প্রকাশ পায় না। خَلَقَ- সকল কিছু সৃষ্টির ব্যাপারে এই শব্দটি প্রযোজ্য, কোনো কিছু প্রথম অস্তিত্বে আনয়ন করা এবং ঐ সৃষ্টির প্রকৃতি ও বিন্যাস নির্ধারণ করা; بَدَأَ- আরাম্ভ করা বা কোনো কিছু থেকে সৃষ্টির সূচনা করা; بَرَأَ - পূর্বে বিদ্যমান থাকা কোনো বস্তু হতে তৈরি করা বা কোনো পরিস্থিতি/ অবস্থার প্রেক্ষিতে কোনো কিছু **তৈরি করা;** جَعَلَ- সাধারণভাবে তৈরি করা, কিন্তু শব্দটির অর্থের মধ্যে বেশ ব্যাপকতা আছে, 'কোনো কিছু পরিবর্তন করা বা নিয়োগ করা' ও এর অন্তর্ভূক্ত; فَطَرَ- অস্তিত্বে থাকা কোনো উপাদান ব্যতীতই কোনো কিছু সৃষ্টি করা, আদি বস্তু সমুহও এর বেলায় প্রযোজ্য, যা থেকে পরবর্তী অন্য প্রক্রিয়া শুরু করা হয়; শব্দটির বুনিয়াদি অর্থ 'ভাঙ্গা বা লম্বালম্বি চিরে ফেলা'; بَدَعَ- অস্তিত্বে থাকা কোনো উপাদান এবং অস্তিত্বে থাকা নমুনা ছাড়াই কোনো কিছু সৃষ্টি প্রবর্তন/আবিষ্কার করা। فَطَرَ , بَرَأَ , خَلَقَ এই শব্দ তিনটি কেবল মাত্র আল্লাহ তাআ'লার জন্য ব্যবহার করা হয়।

অধিকাংশ আরবি শব্দের প্রধান অক্ষর তিনটি; এগুলিকে মূল অক্ষর বলা হয়; এই তিন মূল অক্ষর দ্বারা সবচেয়ে সহজ যে ক্রিয়াটি গঠিত হয় তার অর্থ করা হয় **'সে + অতীতকাল'**। خَلَقَ একটি ক্রিয়া; এই ক্রিয়াটির অর্থ **'তিনি সৃষ্টি করেছিলেন'**। خَلَقَ ক্রিয়াটির মূল অক্ষরগুলি হল خ ل ق । خَلَقَ একটি মূল শব্দ। এতে শুধু মূল অক্ষরগুলি রয়েছে।

মূল শব্দসমূহ হতে **বৃক্ষের ডালপালার ন্যায় নতুন শব্দাবলি** গঠন হয়। নতুন শব্দ গঠন করতে মুল অক্ষর সমুহের সঙ্গে অতিরিক্ত অক্ষর যোগ করতে হয় এবং হরকত (Vowel) ও প্রতীক (Signs) যোগ করে অথবা পরিবর্তন করে নতুন শব্দাবলি গঠন করা হয়।

অতিরিক্ত অক্ষর যুক্ত করার ক্ষেত্র নিম্নরূপ

(১) প্রথম মূল অক্ষরের পূর্বে يَـخْلُقُ,

(২) মূল অক্ষরসমূহের মাঝে خَالِقٌ,

(৩) শেষ মুল অক্ষরের শেষে خَلَقُوْا,

(৪) অক্ষরসমূহ দ্বিগুণ করে (তাশদীদ ব্যবহার করে) خَلَّاقَ,

(৫) উপরের গুলি সংমিশ্রণ করে إِخْتِلَاقٌ

মূল শব্দের সঙ্গে যোগ করার জন্য যে সকল অক্ষর ব্যবহার করা হয় সেগুলি হল:

أ ا ت ة س ل م ن هـ و ي

ة **(তা-মারবুতা)** ছাড়া এই অক্ষরগুলি سَأَلْتُمُوْنِيْهَا শব্দটির মধ্যে অন্তর্ভুক্ত আছে যার অর্থ হল **'তোমরা আমাকে তাদের সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করেছিলে'**। আমরা আশা করি শীঘ্রই আপনি জানতে পারবেন আরবি ভাষায় একটি শব্দ কেমন করে বিভিন্ন অর্থ প্রকাশ করে।

মূল শব্দ থেকে বিভিন্ন প্যার্টানের নতুন শব্দ তৈরি করা হয়ে থাকে। আপনি প্রায় সময়েই শব্দের প্যাটার্ন দেখে একটি শব্দের অর্থ বলতে পারবেন। আমরা যত এগিয়ে যাব তখন দেখতে পাব এটি কিভাবে ঘটে। তবে আমরা ফিরে যাই خَلَقَ শব্দে। خَلَقَ শব্দের অর্থ **'তিনি সৃষ্টি করেছিলেন'**। **'তিনি'** সর্বনামটি خَلَقَ ক্রিয়ার মধ্যে নিহিত আছে। সুতরাং **'তিনি'** শব্দটির জন্য সাধারণত আলাদা কোনো শব্দের প্রয়োজন নাই। আরবি ভাষা হল প্যাটার্ন বা বিন্যাসের ভাষা এবং আপনি যদি এক বিন্যাসের সঙ্গে অন্য বিন্যাস একত্রিত করেন তাহলে আপনি একটি শব্দের অর্থ সম্বন্ধে কিছু ধারণা পেতে পারেন। خَلَقَ ক্রিয়ার মত একই বিন্যাসের তবে ভিন্ন মুল অক্ষর দ্বারা গঠিত অন্যান্য ক্রিয়ারও অর্থ হতে পারে **'সে + অতীতকাল'**। সুতরাং:

جَعَلَ সে তৈরি করেছিল, دَخَلَ সে প্রবেশ করেছিল, خَرَجَ সে বাহির হয়েছিল।

خَلَقَ এর মাঝখানের মূল অক্ষরের উপর যবর রয়েছে। আবার কিছু কিছু মুল শব্দের মাঝখানের মূল অক্ষরের নীচে **যের** রয়েছে, যেমন:

عَمِلَ সে কাজ করেছিল, عَلِمَ সে জানত, سَمِعَ সে শুনেছিল।

এবং কিছু কিছু ক্ষেত্রে মাঝখানের মূল অক্ষরের উপর পেশ রয়েছে, যেমন:

كَبُرَ এটি বৃহৎ ছিল, كُتُبٌ এগুলি অনেক ছিল।

আরবি মুল শব্দ হতে আরম্ভ করে নীচের ছকটি পড়ুন। **'মূল শব্দ হতে তৈরিকৃত শব্দ'** শীর্ষক সারিতে মূল শব্দাবলির সঙ্গে যে অক্ষরসমূহ যুক্ত হয়েছে তা লক্ষ্য করুন।

মূল শব্দাবলি		যুক্ত করা অক্ষরসমূহ	মূল শব্দ হতে তৈরিকৃত শব্দ	
أَكَلَ	সে খেয়েছিল	م و	مَأْكُوْلٌ	যা খাওয়া হয়েছে
ضَرَبَ	সে আঘাত করেছিল	و ا	ضَرَبُوْا	তারা আঘাত করেছিল
أَمَرَ	সে আদেশ করেছিল	ت و ن	تَأْمُرُوْنَ	তোমরা আদেশ করেছিলে
جَمَعَ	সে একত্রিত করেছিল	ة	جُمُعَةٌ	সমাবেশ
خَرَجَ	সে বের হয়ে গিয়েছিল	و	خُرُوْجُ	ত্যাগ করা, বের হওয়ার পথ
خَلَقَ	সে সৃষ্টি করেছিল	ا	خَالِقٌ	সৃষ্টিকর্তা
دَخَلَ	সে ঢুকেছিল	ي و ن	يَدْخُلُوْنَ	তারা প্রবেশ করে
سَجَدَ	সে সাজদাহ কয়েছিল	م	مَسْجِدٌ	মসজিদ
عَلِمَ	সে জানত	দ্বিত্ব ل	عَلَّمَ	সে শিখিয়েছিল
قَامَ	সে দাঁড়িয়েছিল	م س ت + ي	مُسْتَقِيْمٌ	সরল
كَتَبَ	সে লিখেছিল	ا	كِتَابٌ	বই
كَفَرَ	সে অবিশ্বাস করেছিল	ف ا	كُفَّارٌ	অবিশ্বাসীরা
كَانَ	সে ছিল	م	مَكَانٌ	স্থান
نَصَرَ	সে সাহায্য করেছিল	ا أ	اَنْصَارٌ	সাহায্যকারী
غَفَرَ	সে ক্ষমা করেছিল	ا س ت	اِسْتَغْفَرَ	সে ক্ষমা চেয়েছিল
نَزَلَ	সে অবতারিত হয়েছিল	ت ز	تَنَزَّلَ	ধাপে ধাপে নেমে এসেছিল
قَتَلَ	সে হত্যা করেছিল	ا	قَاتَلَ	সে যুদ্ধ করেছিল
دَخَلَ	সে প্রবেশ করেছিল	أ	أَدْخَلَ	সে প্রবেশ করিয়েছিল
رَضِيَ	সে রাজি হয়েছিল	ت ا	تَرَاضى	পরস্পরে রাজি হয়েছিল
حَرَقَ	সে প্রজ্জ্বলিত করেছিল	ا ت	اِحْتَرَقَ	সে প্রজ্জ্বলিত হয়েছিল
فَعَلَ	সে করেছিল	ان	فَعَلْنَ	আমরা করেছিলাম
حَسُنَ	সে সুন্দর হয়েছিল	ى ن	حُسْنَيْنِ	তারা দু'জন সুন্দর হয়েছিল
حَكَمَ	সে বিচার চেয়েছিল	ا ت	تَحَاكَمَ	পরস্পরের বিরুদ্ধে বিচার চেয়েছিল
قَلَبَ	সে ঘুরেছিল	ا ن	اِنْقَلَبَ	সে নিজে ঘুরেছিল
عَرَجَ	সে আরোহন করেছিল	ا م	مِعْرَجٌ	সিঁড়ি / মই

লক্ষ্য করুন: مُسْتَقِيْمٌ শব্দটিতে قَامَ এর ا কে একটি ى তে রূপান্তর করা হয়েছে।

অধ্যায় - ১২
মূল ক্রিয়া দিয়ে শুরু বাক্য

কোনো বাক্যের ক্রিয়া হল 'করা' অথবা 'কাজ করার' শব্দ এবং ক্রিয়ার কাল (Tense) কাজ সম্পন্ন করার সময় উল্লেখ করে।

পরবর্তী পৃষ্ঠায় প্রত্যেকটি বাক্য অতীতকালের ক্রিয়া দিয়ে শুরু হয়েছে। প্রত্যেক ক্রিয়ার কেবল তিনটি মূল অক্ষর রয়েছে এবং তাই অর্থ দাঁড়ায় **'সে + অতীতকালের অর্থ'**।

বাক্য (جُمْلَةٌ / Sentence)

বাক্য হল এক বা একদল শব্দ যা পূর্ণভাবে ভাব প্রকাশ করে। পূর্ববর্তী অধ্যায়গুলিতে, আমরা আরবি ভাষায় ক্রিয়া ছাড়া বাক্য পড়েছি, যেগুলি সম্পূর্ণ মনোভাব প্রকাশ করে। আমরা শিখেছি যে বিশেষ্য দ্বারা শুরু করা বাক্যসমূহ কে **'বিশেষ্যসম্বন্ধী বাক্য'** (Nominal Sentence) বলে।

ক্রিয়াপদ সম্বন্ধী বাক্য (Verbal Sentence)

আরবি ভাষায় প্রায়ই ক্রিয়া দিয়ে বাক্য শুরু করা হয়। ক্রিয়া দিয়ে শুরু করা বাক্যসমূহকে **'ক্রিয়াপদ সম্বন্ধী বাক্য** বলে। এই ধরণের বাক্যের উদাহরণ হল:

خَلَقَ اللهُ الْأَرْضَ আল্লাহ পৃথিবী সৃষ্টি করেছিলেন।

এই বাক্যে خَلَقَ হল ক্রিয়া। কোনো বাক্যের উদ্দেশ্য (Subject) হল বাক্যের ঐ অংশ যা **'কে বলেন'** তা উল্লেখ করে। আপনি যদি ক্রিয়াকে **(কে ?)** বা (**কি ?**) প্রশ্ন করেন তাহলে একটি বাক্যের **উদ্দেশ্য** চিনতে পারবেন। আপনি যদি প্রশ্ন করেন **'কে সৃষ্টি করেছিল'?** উত্তর হল: اَللهُ। اَللهُ **'আল্লাহ'** হল এই বাক্যের উদ্দেশ্য। আরবি ভাষায় একটি বাক্যের উদ্দেশ্য কর্তৃকারক (Nominative Case) হয়ে থাকে। সুতরাং উপরোক্ত اَللهُ শব্দটি কর্তৃকারকীয় এবং তাই পেশ দিয়ে শেষ হয়েছে; এটি একবচনও । একটি বাক্যের **'মুখ্যকর্ম '** (Direct Object) হল সেই ব্যক্তি বা বস্তু যা ক্রিয়া দ্বারা সরাসরি প্রভাবিত হয়। উপরোক্ত বাক্যে اَلْأَرْضَ **'পৃথিবী'** হল কর্ম (Object)। ক্রিয়ার কাছে যদি প্রশ্ন করেন (**কি ?**) বা (**কাকে ?**) তাহলে **'মুখ্যকর্ম'** চিনতে পারবেন। যদি আপনি প্রশ্ন করেন, **'কি সৃষ্টি করেছিল ?'** উত্তর হল اَلْأَرْضَ **'পৃথিবী।'** পৃথিবী' হল এই বাক্যের কর্ম। আরবি ভাষায় বাক্যের কর্ম (Object) কর্মকারক (Accusative) এর মধ্যে অন্তর্ভুক্ত। সুতরাং اَلْأَرْضَ শব্দটি কর্মকারকীয় এবং শেষ অক্ষরে যবর দেওয়া হয়েছে।

শব্দ বিন্যাস (Word Order)

আরবি ভাষায় যখন কোনো বাক্যের মধ্যে ক্রিয়ার উদ্দেশ্য (Subject) সুনির্দিষ্টভাবে উল্লেখ থাকে, যেমন উপরোক্ত বাক্যে اَللهُ, তখন সাধারণত ক্রিয়া প্রথমে আসে তার অব্যবহিত পরে উদ্দেশ্য (Subject) এবং তারপর বাক্যের বাকি অংশ আসে।

আমরা এই বিষয়টি পরবর্তী পৃষ্ঠার ৮নং বাক্যে লক্ষ্য করতে পারি। বাক্যের উদ্দেশ্য 'মূসা' শব্দটি ক্রিয়ার পরে এসেছে। আপনি ইংরেজি বা বাংলা ভাষায় যে ধরনের শব্দ বিন্যাসের সঙ্গে পরিচিত আরবি ভাষায় **'শব্দগুচ্ছ'** (Phrases) এবং বাক্যাবলির জন্য তার থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন শব্দ বিন্যাসের জন্য প্রস্তুত থাকুন।

নির্দ্ধারিত আয়াতসমূহ ও তাদের অর্থ

১।	সে জমা করেছিল ধনদৌলত (১০৪ ঃ ২)	جَمَعَ مَالا
২।	তিনি সৃষ্টি করেছিল জমিন (২০ ঃ ৪)	خَلَقَ الْأَرْضَ
৩।	সে প্রবেশ করেছিল নগরীতে (২৮ ঃ ১৫)	دَخَلَ الْـمَدِيْنَةَ
৪।	সে বের হয়েছিল সেখান (নগরী) হতে (২৮ ঃ ২১)	خَرَجَ مِنْهَا
৫।	সে ডেকেছিল তার প্রতিপালককে (৩৯ ঃ ৮)	دَعَا رَبَّهٗ
৬।	অতএব সে ডেকেছিল তার প্রতিপালককে (৪৪ ঃ ২২)	فَدَعَا رَبَّهٗ
৭।	এবং সে স্মরণ করেছিল আল্লাহকে অধিক (৩৩ ঃ ২১)	وَذَكَرَ اللهَ كَثِيْرًا
৮।	অতএব ফেরত আসল মূসা তাঁর জাতির কাছে (২০ ঃ ৮৬)	فَرَجَعَ مُوْسٰى اِلٰى قَوْمِه
৯।	সে করেছিল সৎকর্ম (১৮ ঃ ৮৮)	عَمِلَ صَالِـحًا
১০।	সে ইবাদত করেছিল তাগূতের (৫ ঃ ৬০)	عَبَدَ الطَّاغُوْتَ
১১।	অতএব তিনি ক্ষমা করলেন তাকে (২৮ ঃ ১৬)	فَغَفَرَلَهٗ
১২।	কে করল এরূপ আমাদের ইলাহ্দের প্রতি? (২১ ঃ ৫৯)	مَنْ فَعَلَ هٰذَا بِاٰلِـهَتِنَا
১৩।	সে বলল আমি শ্রেষ্ঠ তার থেকে (৩৮ ঃ ৭৬)	قَالَ أَنَا خَيْرٌ مِّنْهُ
১৪।	সে পেয়েছিল তার (স্ত্রী) নিকট খাদ্যসামগ্রী (৩ ঃ ৩৭)	وَجَدَ عِنْدَهَا رِزْقًا
১৫।	ইহাই যার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন রাহ্মান (আল্লাহ) (৩৬ ঃ ৫২)	هٰذَا مَا وَعَدَ الرَّحْمٰنُ

উপরোক্ত পাঠের উপর মন্তব্য

লাইন ৫ : دَعَا ক্রিয়াটি দুর্বল ক্রিয়া (Week Verb) বলে পরিচিত। دَعَا এর। (আলিফ) و অক্ষরের প্রতিনিধিত্ব করে। دَعَا এর মূল অক্ষরগুলি হল د ع و ।

লাইন ৬ ও ৮ : فَ (অতএব) অক্ষরটি সব সময়ই শব্দের পূর্বে সংযুক্ত হয়। مُوسَى শব্দটির পরিবর্তন হয় না। সকল ক্ষেত্রে এর রূপ একই থাকে।

লাইন ১০ : ইংরেজি ও বাংলা ভাষায় الطَّاغُوْتُ শব্দটির এক কথায় কোনো প্রতি শব্দ নাই। তাগুত শব্দটি উপাসনার জন্য ব্যবহৃত কোনো মূর্তি অথবা কোনো মিথ্যা বস্তুকে উল্লেখ করতে পারে, যা মানুষকে আল্লাহর আজ্ঞানুবর্তিতার সরল পথ হতে দূরে সরিয়ে নিয়ে যায়। এটি অত্যাচারী শাসক বা প্রথারও উল্লেখ করতে পারে।

লাইন ১২ : بِـاٰلِـهَتِنَا = نَا + اٰلِـهَةِ + بِ শব্দটির অর্থ **'আমাদের দেবতাদের সঙ্গে'**।

লাইন ১৩ : قَالَ **(সে বলল)** ক্রিয়াটি **'আজওয়াফ ক্রিয়া'** নামে পরিচিত; এটি كَانَ **(সে ছিল)** ক্রিয়াটির মত; قَالَ এর মূল অক্ষরগুলি হল ق و ل ; كَانَ এর মূল অক্ষরগুলি হল ك و ن ।

লাইন ১৫ : مَا অব্যয়টির অর্থ **'যা কিছু'**; مَا এর অর্থ **'না'** ও হতে পারে; লক্ষ্য করুন যে, অতীতকালের ক্রিয়ার সঙ্গে না সূচক অর্থ করে ।

শব্দার্থ

مَالٌ ধনদৌলত, مَدِيْنَةٌ নগর/ শহর, طَاغُوْتٌ মিথ্যা দেবতা, رَجَعَ প্রত্যাবর্তন করা।

অধ্যায় - ১৩

ক্রিয়া: অতীতকাল, একবচন

কোনো কাজের সময় উল্লেখ করাকে **কাল (Tense)** বলে। আরবি ভাষায় অতীতকালকে اَلْمَاضِيْ বলা হয়। বহু ব্যাকরণ বইতে **'মাদী'**কে **পুরাঘটিত কাল (Perfect Tense)** বলেও উল্লেখ করা হয়; যেহেতু এটি এমন কাজকে উল্লেখ করে যা সম্পন্ন হয়েছে বা সমাপ্ত হয়ে গেছে। এটা স্মরণ রাখা অতি গুরুত্বপূর্ণ যে আরবি ভাষায় **মাদী** সব সময় অতীতের কাজ উল্লেখ করে না। এটি কামনা করা অথবা **'শর্তাধীন বাক্যাবলি'** (Conditional Sentences) হিসাবেও ব্যবহার করা যেতে পারে (অধ্যায় ৪০ দেখুন)। ক্রিয়ার প্রকৃত কাল অবশ্যই এর বর্ণনাপ্রসঙ্গ হতে নির্ধারণ করতে হবে।

كَتَبَ ক্রিয়াটি একটি মূল শব্দ। এটি অতীতকালের অর্থ প্রকাশ করে। এর অর্থ **'সে লিখেছিল'; 'সে'** সর্বনামটি كَتَبَ শব্দটির মধ্যে নিহিত আছে। আপনি যদি সুকুন সহ ت অক্ষরটি মূল শব্দের সঙ্গে যোগ দেন তাহলে আপনি كَتَبَتْ নামে একটি নতুন শব্দ পাবেন। শব্দান্তে সুকুনসহ ت যোগ করায় كَتَبَتْ এর অর্থ হয় **'সে (স্ত্রী) লিখেছিল'**। একটি শব্দের শেষে একটি অক্ষর বা কয়েকটি অক্ষর যোগ করাকে **'শব্দান্তে যুক্ত প্রত্যয়'** (Suffix) বলা হয়।

ক্রিয়ার অন্তে تْ যোগ করলে অর্থ দাঁড়ায় **'সে (স্ত্রী) + অতীত কাল'**। এতদনুসারে:

سَمِعَ সে শুনেছিল, عَلِمَ সে জানত, سَمِعَتْ সে (স্ত্রী) শুনেছিল, عَلِمَتْ সে (স্ত্রী) জানত।

كَتَبَ শব্দটির অন্তে বিভিন্ন অক্ষর যুক্ত করে অন্যান্য শব্দ পাওয়া যায়, যেমন:

كَتَبْتَ তুমি (পুং) লিখেছিলে, كَتَبْتِ তুমি (স্ত্রী) লিখেছিলে, كَتَبْتُ আমি লিখেছিলাম।

লক্ষ্য করুন, উপরের তিনটি শব্দের শেষ মূল অক্ষরের উপর **সুকুন** বসানো হয়েছে। প্রত্যেকটা শব্দের শেষে ت যুক্ত রয়েছে। কিন্তু প্রত্যেকটি ت অক্ষরের ভিন্ন ভিন্ন হরকত রয়েছে।

كَتَبْتَ শব্দটিতে যবর যুক্ত	تَ 'তুমি' পুংলিঙ্গ, একবচনের প্রতিনিধিত্ব করে।
كَتَبْتِ শব্দটিতে যের যুক্ত	تِ 'তুমি' স্ত্রীলিঙ্গ, একবচনের প্রতিনিধিত্ব করে।
كَتَبْتُ শব্দটির পেশ সহ শেষ	تُ 'আমি' এর প্রতিনিধিত্ব করে।

অতীতকালের একবচনের অন্যান্য ক্রিয়াসমূহের মত একই ধরনের সমাপ্তি হবে; এতদনুসারে:

خَرَجْتَ তুমি (পুংলিঙ্গ, একবচন) বের হয়েছিলে,	دَخَلْتَ তুমি (পুংলিঙ্গ, একবচন) প্রবেশ করেছিলে,
خَرَجْتِ তুমি (স্ত্রীলিঙ্গ, একবচন) বের হয়েছিলে,	دَخَلْتِ তুমি (স্ত্রীলিঙ্গ, একবচন) প্রবেশ করেছিলে
خَرَجْتُ আমি বের হয়েছিলাম,	دَخَلْتُ আমি প্রবেশ করেছিলাম ।

নীচে একবচন রূপের অতীতকালের দু'টি ক্রিয়ার ছক দেওয়া হল। ডান দিক থেকে বাম দিকে পড়ুন:

একবচন		**একবচন**		
فَعَلَ	সে করেছিল	قَتَلَ	সে হত্যা করেছিল	প্রথম পুরুষ, পুংলিঙ্গ
فَعَلَتْ	সে করেছিল	قَتَلَتْ	সে হত্যা করেছিল	প্রথম পুরুষ, স্ত্রীলিঙ্গ
فَعَلْتَ	তুমি করেছিল	قَتَلْتَ	তুমি হত্যা করেছিলে	মধ্যম পুরুষ,পুংলিঙ্গ
فَعَلْتِ	তুমি করেছিল	قَتَلْتِ	তুমি হত্যা করেছিলে	মধ্যম পুরুষ,স্ত্রীলিঙ্গ
فَعَلْتُ	আমি করেছিলাম	قَتَلْتُ	আমি হত্যা করেছিলাম	উত্তম পুরুষ, পুং ও স্ত্রী

নির্দ্ধারিত আয়াতসমূহ ও তাদের অর্থ

১।	শুনেছেন আল্লাহ (৫৮ ঃ ১)	سَمِعَ اللهُ
২।	অতএব যখন সে (স্ত্রী) শুনল তাদের(স্ত্রী) ষড়যন্ত্রের (কথা) (১২ ঃ ৩১)	فَلَمَّا سَمِعَتْ بِمَكْرِهِنَّ
৩।	সে (স্ত্রী) বহন করল একটি বোঝা (৭ ঃ ১৮৯)	حَمَلَتْ حَمْلا
৪।	অতএব সে (স্ত্রী) দেখছিল তাকে দূর হতে (২৮ ঃ ১১)	فَبَصُرَتْ بِهٖ عَنْ جُنُبٍ
৫।	এবং আসল এক যাত্রীদল (১২ ঃ ১৯)	وَجَاءَتْ سَيَّارَةٌ
৬।	এবং নিশ্চয়ই এসেছিল আমার রাসূলগণ ইব্রাহীমের (কাছে) সুসংবাদ নিয়ে (১১ ঃ ৬৯)	وَلَقَدْ جَآءَتْ رُسُلُنَا إِبْرٰهِيْمَ بِالْبُشْرٰى
৭।	তুমি সৃষ্টি করেছিলে আমাকে আগুন দিয়ে..... (৭ ঃ ১২)	خَلَقْتَنِىْ مِنْ نَّارٍ
৮।	এবং তুমি সৃষ্টি করেছিলে তাকে কাদা দিয়ে (৭ ঃ ১২)	وَّخَلَقْتَهٗ مِنْ طِيْنٍ
৯।	তাহলে কি তুমি দেখেছিলে তাকে যে আমার আয়াতসমূহ অবিশ্বাস করেছিল? (১৯ ঃ ৭৭)	اَفَرَءَيْتَ الَّذِىْ كَفَرَ بِاٰيٰتِنَا
১০।	এবং তুমি হত্যা করেছিলে এক ব্যক্তিকে (২০ ঃ ৪০)	وَقَتَلْتَ نَفْسًا
১১।	তারা বলল, হে মরিয়াম! অবশ্যই তুমি (নিয়ে) এসেছ এক অদ্ভুত জিনিষ (১৯ ঃ ২৭)	قَالُوْا يٰمَرْيَمُ لَقَدْ جِئْتِ شَيْئًا فَرِيًّا
১২।	তিনি বললেন, 'হে আমার প্রতিপালক! নিশ্চয় আমি হত্যা করেছি তাদের একজনকে (২৮ ঃ ৩৩)	قَالَ رَبِّ إِنِّىْ قَتَلْتُ مِنْهُمْ نَفْسًا
১৩।	আমি বানিয়েছি তার জন্য বিপুল ধন-সম্পদ (৭৪ ঃ ১২)	وَجَعَلْتُ لَهٗ مَالًا مَّمْدُوْدًا
১৪।	আমি দেখেছিলাম এগারটি তারকা এবং সূর্য ও চন্দ্রকে..... (১২ ঃ ৪)	رَأَيْتُ أَحَدَ عَشَرَ كَوْكَبًا وَّالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ
১৫।	আমি সৃষ্টি করি নাই জ্বিন ও মানুষকে, আমার ইবাদত করা ছাড়া (৫১ ঃ ৫৬)	مَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُوْنِ

উপরোক্ত পাঠের উপর মন্তব্য

লাইন ৬ : رُسُلُ (রসুলগণ) শব্দটি رَسُوْلٌ শব্দটির একটি বিযুক্ত বহুবচন (Broken Plural) এবং এখানে স্ত্রীলিঙ্গ একবচন বলে গণ্য হয়েছে। সুতরাং جَاءَتْ ক্রিয়াটিও স্ত্রীলিঙ্গ একবচন; اَلْبُشْرٰى শব্দটির অর্থ **'ভাল খবর'**।

লাইন ৯ : أَ অব্যয়টি একটি প্রশ্ন উপস্থাপন করে।

بِاٰيٰتِنَا = بِـ + اٰيٰتِـ + نَا আমাদের নিদর্শনের মধ্যে

লাইন ১১ : يٰمَرْيَمُ = يَا + مَرْيَمُ (হে মরিয়াম)

লাইন ১২ : সম্বন্ধসূচক অব্যয় مِنْ কে অনুবাদ করা হয় **'মধ্য হতে'**।

লাইন ১৫ : لِيَعْبُدُوْنِ = لِـ + يَعْبُدُو + نِ (আমাকে + তারা ইবাদত করে + যাতে); نِ হল نِى এর সংক্ষিপ্ত রূপ।

শব্দার্থ

فَرِيًّا বিস্ময়বিহ্বল করে এমন, مَكْرٌ ফন্দি, চালাকি, أَحَدَ عَشَرَ এগার, طِيْنٌ মাটি, কাদা, كَوْكَبٌ গ্রহ, তারকা, اَلَّذِىْ যে, যিনি।

অধ্যায় - ১৪

ক্রিয়া: অতীতকাল, একবচন, দ্বিবচন ও বহুবচন

ক্রিয়ার ধাতুরূপ (Conjugate) করার অর্থ হল একটি নির্দিষ্ট কালে (Tense) একবচন, দ্বিবচন এবং বহুবচনে পুংলিঙ্গ এবং স্ত্রীলিঙ্গে ঐ ক্রিয়ার বিভিন্ন রূপ প্রদর্শন করা।

নীচে كَتَبَ ক্রিয়ার অতীতকালে ধাতুরূপের একটি সম্পূর্ণ তালিকা দেওয়া হল। একটি ক্রিয়ার ধাতুরূপ করার অর্থ হল ঐ ক্রিয়ার বিভিন্ন রূপ প্রদর্শন করা।

ক্রিয়ার মূল শব্দের অন্তে প্রত্যয় (Suffix) যুক্ত করে অতীতকালের সকল পরিবর্তন করা হয়। অন্তে যুক্ত প্রত্যয় থেকে বলা যায় কে কাজটি করেছিল। উদাহরণস্বরূপ; অন্তে যুক্ত প্রত্যয় تُ **'আমি'** উল্লেখ করে এবং অন্তে যুক্ত প্রত্যয় نَا **'আমাদের'** উল্লেখ করে।

আপনি নীচের তালিকাটি অভিসম্বন্ধ (Reference) হিসাবে ব্যবহার করতে পারেন। আরও অগ্রসর হবার পূর্বে এই পর্যায়ে আপনার কাছ থেকে অতীতকালের ক্রিয়ার সকল সমাপ্তি (Endings) স্বরণ রাখা আশা করা যায় না। তবে, যত তাড়াতাড়ি তা করতে পারবেন ততই ভাল।

বহুবচন	**দ্বিবচন**	**একবচন**		
তারা লিখেছিল	كَتَبُوْا	كَتَبَا	كَتَبَ	সে লিখেছিল	প্রথম পুরুষ পুং
তারা লিখেছিল	كَتَبْنَ	كَتَبَتَا	كَتَبَتْ	সে (স্ত্রী) লিখেছিল	প্রথম পুরুষ স্ত্রী
তোমরা লিখেছিলে	كَتَبْتُمْ	كَتَبْتُمَا	كَتَبْتَ	তুমি লিখেছিলে	মধ্যম পুরুষ পুং
তোমরা লিখেছিলে	كَتَبْتُنَّ	كَتَبْتُمَا	كَتَبْتِ	তুমি লিখেছিলে	মধ্যম পুরুষ স্ত্রী
আমরা লিখেছিলাম	كَتَبْنَا	كَتَبْنَا	كَتَبْتُ	আমি লিখেছিলাম	উত্তম পুরুষ পুং ও স্ত্রী

উপরোক্ত চার্ট হতে আপনি দেখতে পাবেন যে, নিম্নোক্তভাবে ক্রিয়ার রূপগুলিকে শ্রেণীভূক্ত করা হয়:

(১) বচন: একবচন, দ্বিবচন বা বহুবচন
(২) লিঙ্গ: পুংলিঙ্গ বা স্ত্রীলিঙ্গ
(৩) পুরুষ: প্রথম পুরুষ, মধ্যম পুরুষ বা উত্তম পুরুষ।

ক্রিয়া রূপগুলির **কাল** (Tense) অতীত বা বর্তমান, **বাচ্য** (Voice) কর্তৃবাচ্য বা কর্মবাচ্য এবং **ভাব** (Mood) হিসাবেও তাদেরকে শ্রেণীবদ্ধ করা হয়; এই বিষয়ে আমরা পরবর্তীতে ব্যাখ্যা করব।

বচন (Number)

আমরা ইতোমধ্যে অধ্যায় ১ হতে জেনেছি যে আরবি ভাষায় শব্দাবলি একবচন, দ্বিবচন এবং বহুবচন হতে পারে। একবচন একককে, দ্বিবচন দ্বৈতকে এবং বহুবচন দুয়ের অধিককে উল্লেখ করে। এটি ক্রিয়ার জন্যও প্রযোজ্য।

পূর্ববর্তী অধ্যায়ে আমরা অতীতকালের একবচনের ক্রিয়ার রূপ আলোচনা করেছি। দ্বিবচন রূপ অতি ঘন ঘন আসে না। পরবর্তী প্রষ্ঠার ২ এবং ৫ নং লাইনে উল্লেখিত ক্রিয়াগুলি দ্বিবচন।

বহুবচনে (অতীতকাল, প্রথম পুরুষ, পুংলিঙ্গ,), লক্ষ্য করুন যে كَتَبُوْا রূপেএকটি আলিফ (ا) ক্রিয়াটির শেষে লেখা আছে, কিন্তু তা উচ্চারিত হয় না। মদীনা মুশহাফ পদ্ধতিতে লেখায় আলিফ এর উপর একটি ছোট বৃত্ত/ শূন্য স্থাপন করা হয়; এটা বুঝাতে যে এটা উচ্চারণ করতে হবে না।

كَتَبْنَ (তারা (স্ত্রী) লিখেছিল) এবং كَتَبْنَا (আমরা লিখেছিলাম') এই দু'টির মধ্যে উচ্চারণ ও অর্থের পার্থক্য লক্ষ্য করুন।

আভাস (Hint) : মধ্যম পুরুষ অতীতকালের সকল ক্রিয়ার স্ব স্ব স্বতন্ত্র সর্বনামের (Seperate Pronoun) মত একই ধরনের সমাপ্তি রয়েছে। সর্বনামসহ প্রত্যেক ক্রিয়া ঘন ঘন পড়লে মুখস্ত করতে সাহায্য করতে পারে, উদাহরণস্বরূপ:

اَنْتَ كَتَبْتَ، اَنْتِ كَتَبْتِ ، اَنْتُمْ كَتَبْتُمْ

নির্দ্ধারিত আয়াতসমূহ ও তাদের অর্থ

১।	তিনি বানিয়েছেন অন্ধকার ও আলো (৬ ঃ ১)	جَعَلَ الظُّلُمٰتِ وَالنُّوْرَ
২।	তারা উভয়ে করেছিল তাঁর জন্য (আল্লাহর) শরীক (৭ ঃ ১৯০)	جَعَلَا لَهٗ شُرَكَآءَ
৩।	এবং তারা করেছিল আল্লাহর জন্য শরীক (১৩ ঃ ৩৩)	وَجَعَلُوْا لِلّٰهِ شُرَكَآءَ
৪।	এবং তিনি তোমাকে পেয়েছিলেন পথ সম্পর্কে অনবহিত, অতঃপর তিনি পথ দেখালেন (৯৩ ঃ ৭)	وَوَجَدَكَ ضَآلًّا فَهَدٰى
৫।	এবং তারা (উভয়ে) আমার বান্দাদের একজনকে (১৮ ঃ ৬৫)	فَوَجَدَا عَبْدًا مِّنْ عِبَادِنَا
৬।	তারা পেলেন তাদের পণ্যদ্রব্য (১২ ঃ ৬৫)	وَجَدُوْا بِضَاعَتَهُمْ
৭।	বিশ্বাস স্থাপন করেছেন রাসূল (২ ঃ ২৮৬)	اٰمَنَ الرَّسُوْلُ
৮।	নিশ্চয় আমি ঈমান এনেছি তোমাদের প্রতিপালকের উপর (৩৬ ঃ ২৫)	إِنِّىْ اٰمَنْتُ بِرَبِّكُمْ
৯।	হে আমাদের প্রতিপালক! আমরা ঈমান এনেছি (৫ ঃ ৮৩)	رَبَّنَا اٰمَنَّا
১০।	কি তারা সৃষ্টি করেছে পৃথিবীর? (৩৫ ঃ ৪০)	مَاذَا خَلَقُوْا مِنَ الْأَرْضِ
১১।	এবং যারা ঈমান এনেছে (২ ঃ ৮২)	وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا
১২।	এবং সৎ কাজ করেছে (২ ঃ ৮২)	وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ
১৩।	তারাই জান্নাতের সঙ্গী (২ ঃ ৮২)	أُولٰٓئِكَ أَصْحٰبُ الْجَنَّةِ
১৪।	এবং যারা অবিশ্বাস করেছ ও আমার নির্দশনসমূহকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করেছে (২ ঃ ৩৯)	وَالَّذِيْنَ كَفَرُوْا وَكَذَّبُوْا بِاٰيٰتِنَا.
১৫।	তারাই আগুনের সঙ্গী (২ ঃ ৩৯)	أُولٰٓئِكَ أَصْحٰبُ النَّارِ

উপরোক্ত পাঠের উপর মন্তব্য

লাইন ৭ : اٰمَنَ ক্রিয়াটি মূল ক্রিয়ার ৪নং ফরম; এই ক্রিয়ার অতীতকালের অন্যান্য রূপ লাইন ৮, ৯ এবং **১১** তে উল্লেখ রয়েছে।

লাইন ৯ : رَبَّ শব্দটি কর্মকারকে (Accusative)। নিম্নোক্ত ক্ষেত্রে কাউকে সম্বোধন করতে কর্মকারক ব্যবহার করা হয় যেমন:

(১) যখন শব্দটিতে সংযুক্ত-সর্বনাম যুক্ত থাকে, যেমন: رَبَّنَا (আমাদের প্রতিপালক) !

(২) যখন এটির পরে কোনো সম্বন্ধসূচক কারক (Genitive) এর শব্দ আসে, যেমন:

يَا مَعْشَرَ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ (হে জ্বিন ও মানব সম্প্রদায়)।

এছাড়া, কর্তৃকারক (Nominative) ব্যবহৃত হয়: একবচনের বাক্যসমূহে একটি পেশ, যথা: يَا مُحَمَّدُ **(হে মুহাম্মদ !)**

লাইন ১০ : مِنْ অব্যয়টি অনুবাদ করা হয় **'হতে'** বা **'মধ্যে'**।

লাইন ১১ এবং ১৪ : الَّذِينَ **(যারা)** বহুবচন, الَّذِى **(যে)** একবচন, পুংলিঙ্গ।

অধ্যায় - ১৫

ক্রিয়া ঃ অতীতকাল, বচন এবং লিঙ্গ

اللهُ শব্দটি ব্যাকরণগত ভাবে পুংলিঙ্গ একবচন, কিন্তু এর কোনো লিঙ্গ অর্থ নাই। ইংরেজি God (দেবতা) এবং আরবি اِلٰهٌ এর মত اللهُ শব্দটির কোনো বহুবচন রূপ নাই।

বচন -পূর্বের অনুবর্তন (Number continued)ঃ

ক্রিয়ারূপ স্ত্রীলিঙ্গ, বহুবচন অতীতকাল এর শেষে ـنَ আসে, যেখানে কোনো মাদ্দ হয় না (অর্থাৎ টান হয় না)। উদাহরণ:

دَخَلْنَ তারা (স্ত্রীলোক) প্রবেশ করেছিল।

كَتَبْنَ তারা (স্ত্রীলোক) লিখেছিল।

তবে, উত্তম পুরুষ বহুবচন ক্রিয়াসমূহ نَا দিয়ে শেষ হয়, যেখানে যবর, যবরের পর খালি আলিফ থাকার কারণে মাদ্দের টান হয়:

دَخَلْنَا আমরা প্রবেশ করেছিলাম।

كَتَبْنَا আমরা লিখেছিলাম।

পড়ার সময় মাদ্দ বিহীন শব্দকে খাট এবং মাদ্দসহ শব্দকে প্রলম্বিত করার ব্যাপারে সতর্ক থাকুন। যদি আপনি শব্দকে টান দিয়ে পড়েন তাহলে অর্থের পরিবর্তন হয়ে যায়। লক্ষ করুন যে আরবি ভাষায় শব্দসমুহের সমাপ্তি খুব গুরুত্বপূর্ণ।

লিঙ্গ (جِنْسٌ / Gender)

আরবি ভাষায় সর্বনামের মত ক্রিয়াসমূহ হয় পুংলিঙ্গ কিংবা স্ত্রীলিঙ্গ হতে পারে। আরবিতে ক্লীবলিঙ্গ নাই। নীচের উদাহরণগুলি পড়ুন:

جَاءَ	সে এসেছিল	جَاءَ	এটি এসেছিল	جَاءَ رَجُلٌ	একজন লোক এসেছিল
جَاءَ الْحَقُّ	সত্য এসেছে	جَاءَتْ	সে (স্ত্রী) এসেছিল	جَاءَتْ سَيَّارَةٌ	একটি মরু যাত্রীদল এসেছিল

পুংলিঙ্গ একবচন বিশেষ্য এর সঙ্গে পুংলিঙ্গ ক্রিয়া প্রযোজ্য হয়। اَلْحَقُّ বিশেষ্যটি পুংলিঙ্গ এবং جَاءَ ক্রিয়াটিও পুংলিঙ্গ।

একইভাবে স্ত্রীলিঙ্গ একবচন বিশেষ্য স্ত্রীলিঙ্গ ক্রিয়া গ্রহণ করে। سَيَّارَةٌ বিশেষ্যটি স্ত্রীলিঙ্গ কারণ 'তা- **মারবুতা'** ة দিয়ে শেষ হয়েছে, এর جَاءَتْ ক্রিয়াটিও স্ত্রীলিঙ্গ تْ দিয়ে শেষ হয়েছে।

উদ্দেশ্য (Subject) **এবং ক্রিয়ার সামঞ্জস্যতা**

(১) যখন কোনো ক্রিয়া বাক্যের প্রথমে আসে এবং উদ্দেশ্য (Subject) প্রথম পুরুষ হয়, তখন ক্রিয়াটি সব সময় একবচন হবে, যদিও উদ্দেশ্য একবচন, দ্বিবচন বা বহুবচন হয়; (লাইন ১২- ১৫ দেখুন)।

(২) যখন কোনো ক্রিয়া বাক্যের প্রথমে আসে, এটি পুংলিঙ্গ হতে পারে যদিও ব্যাকরণগতভাবে উদ্দেশ্য স্ত্রীলিঙ্গ হয়। ১৪নং লাইনে, اَلْمُؤْمِنَاتُ। উদ্দেশ্যটি স্ত্রীলিঙ্গ বহুবচন, কিন্তু এর ক্রিয়া جَاءَ পুংলিঙ্গ একবচন।

(৩) বাক্যের প্রথমে আসা ক্রিয়া একবচন যদিও উদ্দেশ্য বহুবচন হয়। কিন্তু একই বহুবচন উদ্দেশ্য (Subject) এর পরবর্তী ক্রিয়া বহুবচন হবে। ১৫নং লাইনে, প্রথম ক্রিয়া جَاءَ একবচন, কিন্তু দ্বিতীয় ক্রিয়া دَخَلُوْا বহুবচন। উভয় ক্রিয়ার উদ্দেশ্য إِخْوَةٌ **(ভাইগণ)**।

অনুবাদ করার পরামর্শ

প্রথমে আরবি বাক্যে উদ্দেশ্য চিহ্নিত করুন। যদি উদ্দেশ্য বিশেষ্য হয়, এটি অবশ্যই কর্তৃকারকে হবে। উদাহরণ পরবর্তী পৃষ্ঠা লাইন ১৩, উদ্দেশ্য অবশ্যই رُسُلُنَا যা কর্তৃকারক; লাইন ১৪ তে جَاءَ ক্রিয়ার উদ্দেশ্য হল اَلْمُؤْمِنَاتُ যেটি কর্তৃকারক।

নির্দ্ধারিত আয়াতসমূহ ও তাদের অর্থ

১।	তারা (স্ত্রী) তোমাদের কাছ থেকে দৃঢ় প্রতিশ্রুতি নিয়েছিল (৪ ঃ ২১)	أَخَذْنَ مِنْكُمْ مِّيْثَاقًا غَلِيْظًا
২।	অতএব যখন তারা (স্ত্রী) দেখল তাকে (১২ ঃ ৩১)	فَلَمَّا رَأَيْنَه
৩।	আমরা সৃষ্টি করেছি আকাশ ও পৃথিবী (৫০ ঃ ৩৮)	خَلَقْنَا السَّمٰوٰتِ وَالْأَرْضَ
৪।	এবং আমরা সৃষ্টি করেছি পানি হতে সমস্ত কিছু প্রাণবন্ত (২১ ঃ ৩০)	وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ
৫।	আমরা বর্ষণ করেছিলাম আকাশ হতে বিশুদ্ধ পানি (২৫ ঃ ৪৮)	أَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُوْرًا
৬।	আমরা শুনেছিলাম এবং মান্য করেছিলাম (২ ঃ ২৮৫)	سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا
৭।	নিশ্চয়ই আমি পাঠিয়েছি আমার রাসূলগণকে স্পষ্ট প্রমাণসহ (৫৭ ঃ ২৫)	لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ
৮।	এবং নিশ্চয়ই আমি পাঠিয়েছিলাম মুসাকে আমার নিদর্শনাবলীসহ (১১ ঃ ৯৬)	وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوْسٰى بِاٰيٰتِنَا
৯।	এসেছিল এক ব্যক্তি (২৮ ঃ ২০)	جَاءَ رَجُلٌ
১০।	এসেছে সত্য (১৭ ঃ ৮১)	جَاءَ الْحَقُّ
১১।	আসল এক যাত্রীদল (১২ ঃ ১৯)	جَاءَتْ سَيَّارَةٌ
১২।	অবশ্যই এসেছিল রসূলগণ তোমাদের কাছে আমার পূর্বে (৩ ঃ ১৮৩)	قَدْ جَاءَكُمْ رُسُلٌ مِّنْ قَبْلِيْ
১৩।	এবং অবশ্যই আমার রসূলগণ এসেছিল ইব্রাহিমের (কাছে) সুসংবাদ নিয়ে (১১ ঃ ৬৯)	وَلَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُنَا إِبْرَاهِيْمَ بِالْبُشْرٰى
১৪।	হে নবী! যখন আসে তোমার (কাছে) মু'মিন নারীগণ... (৬০ ঃ ১২)	يٰأَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا جَاءَكَ الْمُؤْمِنٰتُ
১৫।	এবং আসল ভাইগণ ইউসুফের কাছে অতঃপর তার নিকট প্রবেশ করল তখন তিনি তাদেরকে চিনলেন (১২ ঃ ৫৮)	وَجَاءَ إِخْوَةُ يُوْسُفَ فَدَخَلُوْا عَلَيْهِ فَعَرَفَهُمْ

উপরোক্ত পাঠের উপর মন্তব্য

লাইন ৩, ৪, ৫, ৭ এবং ৮ : **'আমরা'** এবং **'আমাদের '** শব্দ দু'টি আল্লাহকে বুঝানো হয়েছে। আল্লাহ কুরআনে ঘন ঘন নিজেকে **'আমরা'** এবং **'আমাদের'** বলে উল্লেখ করেছেন, কিন্তু **এতে** এই কথার উপর প্রভাব পড়ে না যে আল্লাহ একক।

লাইন ৭, ৮ এবং ১৩ : لَقَدْ শব্দটি জোরালো لَ এবং قَدْ এর সংযুক্তি; একটি প্রক্রিয়া সমাপ্ত হয়েছে এটা জোর দেবার জন্য, অতীতকালের ক্রিয়ার পূর্বে قَدْ অথবা لَقَدْ অব্যয়টি স্থাপন করা হয়। قَدْ অতীতকালের ক্রিয়ার সঙ্গে অনেক সময় পুরাঘটিত অতীত কাল (Past Perfect Tense) এর অর্থ জ্ঞাপন করে, যেমন قَدْ كَتَبَ (সে লিখেছিল)। قَدْ হল বহু অব্যয়ের মধ্যে একটি যা আরবি ভাষার ক্রিয়াকে নিয়ন্ত্রণ করে এবং সম্পূর্ণ নির্ভুল কাল জ্ঞাপন করতে সাহায্য করে। তবে, একটি ক্রিয়ার যথাযথ কাল নির্ণয় করতে হয় তার বর্ণনাপ্রসঙ্গ দিয়ে।

লাইন ১৫ : يُوْسُفَ শব্দটি সম্বন্ধকারকে আছে। অধ্যায় ১৬, লাইন ২ দেখুন ।

শব্দার্থ

مِيْثَاقٌ অঙ্গীকার, চুক্তিনামা; غَلِيْظٌ ভাবগম্ভীর, কঠোর, বলিষ্ঠ; طَهُوْرٌ বিশুদ্ধ; بَيِّنَاتٌ স্পষ্ট প্রমাণ।

অধ্যায় - ১৬
ক্রিয়া: অতীতকাল, পুরুষ

পুরুষ (شَخْصٌ, Person): যখন কোনো ক্রিয়ার রূপ বর্ণনা করা হয় তখন সর্বনামের মতই উত্তম পুরুষ (First Person), মধ্যম পুরুষ (Second Person) বা প্রথম পুরুষ (Third Person) অভিব্যক্তিগুলি ব্যবহার করা হয়।

প্রথম পুরুষ (Third Person)**:**

যার সম্বন্ধে কিছু বলা হয় তাই প্রথম পুরুষ। আরবি ভাষায় প্রথম পুরুষগুলি হচ্ছে: তিনি/সে (পুং), তিনি/সে (স্ত্রী), তারা (দুইজন, পুং), তারা (দুইজন,স্ত্রী), তারা (পুং,বহুবচন) বা তারা (স্ত্রী, বহুবচন) ।

লক্ষ করুন **'তারা + ক্রিয়া'** এই অর্থে আরবি ভাষায় ক্রিয়ার চারটি রূপ আছে:

كَتَبُوْا তারা (পুংলিঙ্গ, বহুবচন) লিখেছিল ; كَتَبْنَ তারা (স্ত্রীলিঙ্গ, বহুবচন) লিখেছিল

كَتَبَا তারা (পুংলিঙ্গ, দ্বিবচন) লিখেছিল ; كَتَبَتَا তারা (স্ত্রীলিঙ্গ, দ্বিবচন) লিখেছিল

পুরুষ লোক এবং পুরুষ ও মহিলাদের মিশ্রিত দলের জন্যও পুংলিঙ্গ বহুবচন রূপ ব্যবহার করা হয়।

মধ্যম পুরুষ (Second Person)**:**

যাকে উদ্দেশ্য করে কিছু বলা হয় তাকে মধ্যম পুরুষ বলে। **'তুমি'** শব্দটি পুরুষ অথবা স্ত্রী একজন এবং **'তোমরা'** একদল লোক পুং ও স্ত্রী বুঝাতে পারে। আমরা ইতোমধ্যেই শিখেছি যে **'তোমরা'** উল্লেখ করা এমন ছয়টি সর্বনাম আছে, **'তুমি'** উল্লেখ করা দুইটি রূপ আছে এবং ক্রিয়ার পাঁচটি রূপ আছে।

كَتَبْتُمْ তোমরা (পুংলিঙ্গ, বহুবচন) লিখেছিলে ;

كَتَبْتُنَّ তোমরা (স্ত্রীলিঙ্গ, বহুবচন) লিখেছিলে।

كَتَبْتَ তুমি (পুংলিঙ্গ, একবচন) লিখেছিলে;

كَتَبْتِ তুমি (স্ত্রীলিঙ্গ, একবচন) লিখেছিলে।

পুংলিঙ্গ ও স্ত্রীলিঙ্গ দ্বিবচন হল كَتَبْتُمَا অর্থ : 'তোমরা (পুংলিঙ্গ এবং স্ত্রীলিঙ্গ, দ্বিবচন) লিখেছিলে'।

আভাস (Hints) ঃ সকল মধ্যম পুরুষ ক্রিয়াসমূহের তাদের স্ব স্ব স্বতন্ত্র-সর্বনাম (Seperate Pronoun) সমূহের ভিত্তিতে একই সমাপ্তি হয়। সর্বনামসহ প্রত্যেকটি ক্রিয়া ঘনঘন স্মরণ করলে মুখস্ত করতে সাহায্য করতে পারে।

أَنْتَ كَتَبْتَ أَنْتُمْ كَتَبْتُمْ

أَنْتِ كَتَبْتِ أَنْتُنَّ كَتَبْتُنَّ

পুংলিঙ্গ এবং স্ত্রীলিঙ্গ দ্বিবচনের জন্য, ক্রিয়ার সঙ্গে সর্বনাম হল أَنْتُمَا : أَنْتُمَا كَتَبْتُمَا

উত্তম পুরুষ (First Person)

বক্তা নিজেকে বুঝাতে যে পুরুষ ব্যবহার করে সেটাই উত্তম পুরুষ। যথা আমি, আমরা ইত্যাদি। এখানে পুংলিঙ্গ ও স্ত্রীলিঙ্গে কোন পার্থক্য নাই। দ্বিবচন ও বহুবচনের একই রূপ; যেমন:

كَتَبْتُ আমি (পুংলিঙ্গ ও স্ত্রীলিঙ্গ) লিখেছিলাম ;

كَتَبْنَا আমরা (পুংলিঙ্গ ও স্ত্রীলিঙ্গ দ্বিবচন ও বহুবচন) লিখেছিলাম

إِحْسَانٌ শব্দটি প্রায়ই অনুবাদ করা হয় শুধু **'উত্তম'** অথবা **'ধার্মিকতা'** হিসাবে। এটার আরও অর্থ হয়, যেমন: শ্রেষ্ঠত্ব এবং পরোক্ষভাবে একজনের সক্ষমতার যথাসাধ্য চেষ্টা দিয়ে কিছু করাকে প্রকাশ করে । রাসুল (সঃ) এর একটি হাদীস অনুসারে إِحْسَانٌ হল আল্লাহর ইবাদত এমনভাবে করা উচিত যেন আপনি যদি তাকে নাও দেখেন, তিনি আপনাকে দেখছেন।

নির্দ্ধারিত আয়াতসমূহ ও তাদের অর্থ

১।	তিনি বললেন, তোমরা কি জান, তোমরা কি করেছিলে (১২ ঃ ৮৯)	قَالَ هَلْ عَلِمْتُمْ مَّافَعَلْتُمْ
২।	ইউসুফ ও তার ভাইএর সহিত? (১২ ঃ ৮৯)	بِيُوْسُفَ وَأَخِيْهِ
৩।	তোমরা কুফরী করেছ ঈমান আনার পর (৯ ঃ ৬৬)	قَدْ كَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيْمَانِكُمْ
৪।	অতএব তোমরা কি পানি(সম্বন্ধে চিন্তা করেছ)দেখেছ (৫৬ ঃ ৬৮)	أَفَرَأَيْتُمُ الْـمَـآءَ
৫।	যা তোমরা পান কর (৫৬ ঃ ৬৮)	الَّذِىْ تَشْرَبُوْنَ
৬।	অতএব তুমি কি লক্ষ্য করেছ তাকে, যে আমার আয়াত সমূহ প্রত্যাখ্যান করে ? (১৯ ঃ ৭৭)	اَفَرَءَيْتَ الَّذِىْ كَفَرَ بِاٰيٰـتِـنَا
৭।	উত্তম কাজের জন্য পুরস্কার উত্তম ব্যতীত কি হতে পারে (৫৫ ঃ ৬০)	هَلْ جَزَآءُ الْإِحْسَانِ إِلَّا الْإِحْسَانُ
৮।	অতঃপর তোমরা পেয়েছ কি যা (৭ ঃ ৪৪)	فَهَلْ وَجَدْتُّمْ مَّا
৯।	যার প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন তোমাদের প্রতিপালক সত্যি সত্যি? (৭ ঃ ৪৪)	مَا وَعَدَ رَبُّكُمْ حَقًّا
১০।	এবং সে (স্ত্রীলোক, ইউসুফকে) বলল: বের হও 'তাদের(স্ত্রী) সম্মুখে (১২ ঃ ৩১)	وَقَالَتِ اخْرُجْ عَلَيْهِنَّ
১১।	অতঃপর (যখন) তারা (স্ত্রী) দেখল তাকে (তখন) তার উচ্ছসিত প্রশংসা করল (১২ ঃ ৩১)	فَلَمَّا رَاَيْنَهٗ أَكْبَرْنَهٗ
১২।	এবং তারা (স্ত্রী) কেটে ফেলল তাদের হাত (১২ ঃ ৩১)	وَقَطَّعْنَ أَيْدِيَهُنَّ
১৩।	এবং তারা (স্ত্রী) বলল, আল্লাহর জন্যই মহিমা (১২ ঃ ৩১)	وَقُلْنَ حَاشَ لِلّٰهِ
১৪।	না ইহা মানুষ নয় (১২ ঃ ৩১)	مَاهٰذَا بَشَرٌ
১৫।	এতো এক সম্মানিত ফেরেশতা (ছাড়া অন্য কিছু নয়) (১২ ঃ ৩১)	إِنْ هٰذَا إِلَّا مَلَكٌ كَرِيْمٌ

উপরোক্ত পাঠের উপর মন্তব্য

লাইন ১, ৪, ও ৬ : কোনো প্রশ্ন করতে أَ বা هَلْ শব্দ ব্যবহার করা হয়। তাদেরকে প্রশ্নবোধক অব্যয় বলা হয়। কুরআনে هَلْ এর থেকে أَ ব্যবহার বেশী ঘনঘন।

লাইন ২ : يُوْسُفَ শব্দটি সম্বন্ধপদীয় (Genitive), কারণ এটি সম্বন্ধসূচক অব্যয় (Preposition) দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। বহু নির্দিষ্ট নামবাচক বিশেষ্য (Proper Noun) সহ কিছু শব্দাবলির কর্মকারক (Accusative) ও সম্বন্ধসূচক কারক (Genitive) এর একটি মাত্র রূপ আছে। উদাহরণ: إِبْرَاهِيْمَ ، مَرْيَمَ، إِسْرَائِيْلَ ।

লাইন ৫ : تَشْرَبُوْنَ **'তোমরা** (মধ্যম পুরুষ, পুংলিঙ্গ, বহুবচন) **পান কর'** শব্দটি বর্তমান কাল। অধ্যায় ২১ দেখুন।

লাইন ৮ : وَجَدتُّمْ শব্দে দাল- এর উপর যে **সুকুন** থাকার কথা ছিল তা বাদ দেওয়া হয়েছে এবং **'তা'** এর উপর একটি **তাশদীদ** বসানো হয়েছে।

লাইন ১০ : اُخْرُجْ শব্দটি অনুজ্ঞাভাব (Imperative) পুংলিঙ্গ, একবচন। অধ্যায় ২৫ এ দেখুন।

লাইন ১১ : أَكْبَرْنَهٗ **'তার উচ্ছসিত প্রশংসা করল বলে অনুবাদ করা হয়েছে। কিন্তু শাব্দিক অর্থে 'তারা তাকে অতি বড় মনে করল'।**

লাইন ১৫ : إِنْ একটি না-সূচক অব্যয় (Negative Particle) এবং إِلَّا (ছাড়া/ ব্যতিত) শব্দ দ্বারা অনুসরণকৃত।

শব্দার্থ

شَرِبَ/يَشْرَبُ পান করা, قَطَّعَ/يُقَطِّعُ কাটা, حَاشَ لله অদ্ভুত আল্লাহর মাহাত্ম, بَشَرٌ মানুষ, মানব সম্প্রদায়, مَلَكٌ ফিরিশ্‌তা।

অধ্যায় - ১৭

ক্রিয়া: অতীতকাল-কর্তৃবাচ্য এবং কর্মবাচ্য

ক্রিয়া কর্তৃবাচ্যীয় (Active) হয় তখন যখন তার কর্তা (Subject) নিজেই কার্য সম্পাদনকারী হয়। একটি ক্রিয়া কর্মবাচ্যীয় হয় যখন তার কর্তা উহ্য থাকে এবং কর্মের উপর কার্য সম্পাদন করা হয় ।

ক্রিয়ার রূপ কর্তৃবাচ্যীয় (Active) কিংবা কর্মবাচ্যীয় (Passive) হয়ে থাকে। এ পর্যন্ত আমরা আরবি ভাষায় অতীতকালের ক্রিয়া নিয়ে আলোচনা করছিলাম যেগুলি কর্তৃবাচ্যীয়। ক্রিয়া কেবলমাত্র কর্তৃবাচ্যীয় অথবা কর্মবাচ্যীয় হতে পারে।

নিম্নের বাক্যটি লক্ষ্য করুন:

خَلَقَ اللهُ الْأَرْضَ আল্লাহ পৃথিবী সৃষ্টি করেছিলেন

এই বাক্যে خَلَقَ ক্রিয়াটি কর্তৃবাচ্যীয় (Active); বাক্যের কর্তা (Subject), اللهُ শব্দটি এখানে কার্য সম্পাদনকারী।

লক্ষ্য করুন নিম্নের বাক্যটিতে:

خُلِقَ الْإِنْسَانُ সৃষ্টি করা হয়েছিল মানুষকে

এই বাক্যে خُلِقَ ক্রিয়াটি কর্মবাচ্যীয় (Passive), অর্থ **'সৃষ্টি করা হয়েছিল';** উদ্দেশ্যের প্রতিনিধি اَلْإِنْسَانُ , যার উপর কাজ করা হয়েছিল। এখানে اَلْإِنْسَانُ কে কর্তার প্রতিনিধি বলা হয়।

লক্ষ্য করুন: কর্তৃবাচ্যীয় বাক্যে (পরবর্তী পৃষ্ঠা লাইন-১) কর্ম হিসাবে اَلْإِنْسَانَ। শব্দটির শেষ অক্ষরে যবর এবং কর্মবাচ্যীয় উপরের বাক্যে কর্তার প্রতিনিধি হিসাবে اَلْإِنْسَانُ। শব্দটির শেষ অক্ষরে পেশ হয়েছে; কর্মবাচ্যীয় বাক্যে প্রকৃত কর্তা তিনি (বা اللهُ) উহ্য থাকে।

কর্মবাচ্যীয় ক্রিয়া সহজে চেনা যায় কারণ এটা **'হয়েছিল + সৃষ্টি করা'** এর সংযুক্তি। **'আমাকে সৃষ্টি করা হয়েছে', 'আমাদের সৃষ্টি করা হয়েছে,' 'তাদের সৃষ্টি করা হয়েছিল'** ইত্যাদি বাক্যাবলিতে ক্রিয়াগুলি সব কর্মবাচ্যীয় (Passive)।

আরবি ভাষায় অতীতকালের সরল ক্রিয়া (Simple Verb) এর কর্মবাচ্যীয় প্যাটার্ন خُلِقَ এর মত। **প্রথম মূল অক্ষরে 'পেশ'** থাকে এবং **দ্বিতীয় মূল অক্ষরে 'যের'** হয়।

কর্তৃবাচ্যীয়		কর্মবাচ্যীয়	
قَتَلَتْ	সে (স্ত্রীলিঙ্গ) হত্যা করেছিল	قُتِلَتْ	তাকে (স্ত্রীলিঙ্গ) হত্যা করা হয়েছিল,
ذَكَرَ	সে স্মরণ করেছিল	ذُكِرَ	তাকে স্মরণ করা হয়েছিল
اَمَرْتَ	তুমি আদেশ করেছিলে	اُمِرْتَ	তোমাকে আদেশ করা হয়েছিল
قَتَلْتُمْ	তোমরা হত্যা করেছিলে	قُتِلْتُمْ	তোমাদেরকে হত্যা করা হয়েছিলে
كَرُمَ	সে সম্মানিত হয়েছিল	كُرِمَ	তাকে সম্মানিত করা হয়েছিল

পূর্ববর্তী অধ্যায়সমূহে উল্লেখকৃত অতীতকালের কর্তৃবাচ্যীয় ক্রিয়াসমূহের মত কর্মবাচ্যীয় ক্রিয়াসমূহের শেষের সংযুক্তিসমূহ একই ধরণের।

শব্দার্থ

ضَعِيْفٌ দুর্বল, اَلْمَوْءُوْدَةُ জীবন্ত প্রথিত কন্যা সন্তান, سَأَلَ জিজ্ঞাসা করা, وَجِلَ ভয়ে কেঁপে উঠা, صِيَامٌ রোজা, সিয়াম, اِسْتَقِمْ দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত হও।

নির্দ্ধারিত আয়াত ও তাদের অর্থ

১।	তিনি সৃষ্টি করেছেন মানুষ (৫৫ ঃ ৩)	خَلَقَ الْإِنْسَانَ
২।	সৃজিত হয়েছে মানুষ দূর্বলতাসহ (৪ ঃ ২৮)	خُلِقَ الْإِنْسَانُ ضَعِيفًا
৩।	সে জমা করেছিল ধনসম্পদ (১০৪ ঃ ২)	جَمَعَ مَالا
৪।	অতঃপর একত্রিত করা হল যাদুকরদেরকে (২৬ ঃ ৩৮)	فَجُمِعَ السَّحَرَةُ
৫।	এবং হত্যা করল দাউদ জালুতকে (২ ঃ ২৫১)	وَ قَتَلَ دَاوٗدُ جَالُوْتَ
৬।	এবং যাকে হত্যা করা হয়েছিল অন্যায়ভাবে (১৭ ঃ ৩৩)	وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُوْمًا
৭।	এবং যখন জীবন্ত সমাধিস্থ কন্যা জিজ্ঞাসিত হবে, কোন অপরাধে তাকে হত্যা করা হয়েছিল? (৮১ ঃ ৮, ৯)	وَاِذَا الْمَوْءٗدَةُ سُئِلَتْ بِاَيِّ ذَنْبٍ قُتِلَتْ
৮।	মানুষ ধ্বংস হোক ! সে কতই না অকৃতজ্ঞ (৮০ ঃ ১৭)	قُتِلَ الْإِنْسَانُ مَاأَكْفَرَهٗ
৯।	(যুদ্ধের) অনুমতি দেওয়া হল, তাদেরকে যাদের প্রতি অন্যায় করা হয়েছে (২২ ঃ ৩৯)	اُذِنَ لِلَّذِيْنَ يُقٰتَلُوْنَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوْا
১০।	তবে কি তারা দৃষ্টিপাত করে না উটের দিকে, কিভাবে তাকে সৃষ্টি করা হয়েছে ? (৮৮ ঃ ১৭)	أَفَلَا يَنْظُرُوْنَ اِلَى الْاِبِلِ كَيْفَ خُلِقَتْ
১১।	যখন আল্লাহর নাম স্মরণ করা হয়, তখন তাদের হৃদয় কেঁপে উঠে (২২ ঃ ৩৫)	إِذَا ذُكِرَ اللهُ وَجِلَتْ قُلُوْبُهُمْ
১২।	বিধান (লিখে) দেওয়া হল তোমাদের উপর সিয়ামের (২ ঃ ১৮৩)	كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ
১৩।	এবং যদি তোমরা নিহত হও আল্লাহর পথে বা মারা যাও (৩ ঃ ১৫৭)	وَلَئِنْ قُتِلْتُمْ فِيْ سَبِيْلِ اللهِ أَوْ مُتُّمْ
১৪।	অবশ্যই আল্লাহর ক্ষমা ও দয়া উত্তম তা থেকে যা (ধনসম্পদ) তারা জমা করে (৩ ঃ ১৫৭)	لَمَغْفِرَةٌ مِّنَ اللهِ وَرَحْمَةٌ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُوْنَ
১৫।	এবং দৃঢ় প্রতিষ্ঠিত থাক, যেভাবে তোমাকে আদেশ করা হয়েছিল (৪২ ঃ ১৫)	وَاسْتَقِمْ كَمَآ اُمِرْتَ

উপরোক্ত পাঠের উপর মন্তব্য

লাইন ৪ : কর্তৃবাচ্যীয় হোক বা কর্মবাচ্যীয় হোক ক্রিয়াটি বাক্যের প্রথমে বসলে একবচন হয়। বাক্যের কর্ম একবচন, দ্বিবচন বা বহুবচন হোক, ক্রিয়া একবচনই থাকবে। উদাহরণস্বরূপ, কর্তা اَلسَّحَرَةُ **(জাদুকররা)** বহুবচন, কিন্তু ক্রিয়া جُمِعَ একবচন।

লাইন ৭ : اَلْمَوْءٗدَةُ শব্দটি **'অবাঞ্ছিত'** কন্যা সন্তানকে উল্লেখ করে যাকে তার পিতামাতা বা অন্যেরা হত্যা করে এবং যে কিয়ামতের দিনে তার আঙ্গুল দিয়ে দোষীদের চিহ্নিত করবে। কুরআনে এই ধরনের নবজাত শিশুহত্যা প্রথার নিন্দা করা হয়েছে। যারা এই জঘন্য অপরাধের জন্য দায়ী তাদেরকে রোজ কিয়ামতের দিনে বিচারের সম্মুখীন হতে হবে। অতীতের এই মর্মস্পর্শী প্রথা সুবিচারপূর্ণ ছিল না। প্রকৃতপক্ষে, জন্ম সম্বন্ধীয় বাছাই , সামাজিক কৌশল এবং পূর্ব পছন্দ গোপনে প্রভাব বিস্তারের মাধ্যমে জগৎব্যপী গর্ভপাত অবাধ বিস্তারলাভ করার ফলে, এই অভ্যাস অতীতে যে মাপের ছিল তার থেকে এখন বহু বিশাল মাপের হয়েছে।

লাইন ৮ : قُتِلَ ক্রিয়াটি একটি কামনা বা অভিলাষ প্রকাশ করতেও ব্যবহার হয়। আরবি ভাষায় ক্রিয়ার অতীতকাল, কর্তৃবাচ্যীয় হোক বা কর্মবাচ্যীয় হোক, অনেক সময় একটি কামনা বা অভিলাষ প্রকাশ করতে ব্যবহার হয়। কুরআন হতে নয়, এমন একটি উদাহরণ হল, رَحِمَهُ اللهُ **আল্লাহ তার উপর করুণা করুক**। مَا اَكْفَرَهُ শব্দ গঠনটি বিস্ময়সূচক উক্তি হিসাবে প্রকাশ করা হয়: **'সে কতই না অকৃতজ্ঞ'**। শব্দটি এই ভাবে গঠিত: مَا + তুলনামূলক বিশেষণ + সর্বনাম ـهُ (তুলনামূলক বিশেষণ সম্বন্ধে অধ্যায় - ১৮ দেখুন) ।

লাইন ১০ : সাধারণত اِبِل শব্দটির অর্থ করা হয় **'স্ত্রীজাতীয় উট'**। মুহাম্মদ আসাদ (তাঁর লিখিত The Meaning of the Qur'an শীর্ষক পুস্তকের ৯৪৯ পৃষ্ঠায়) উল্লেখ করেছেন যে শব্দটির বিরল (সাধারণত ব্যবহার হয় না) এমন অর্থ হল **'বৃষ্টির পানি বহনকারী মেঘমালা'**। যে বর্ণনা প্রসঙ্গে আসমান সমূহ, পাহাড় সমূহ এবং পৃথিবী সম্বন্ধে উল্লেখ করা হয়েছে সেখানে এই অর্থ বেশী মানানসই হয়।

লাইন ১১ : এটা إِذَا অব্যয় দিয়ে সুত্রপাত করা একটা শর্তমূলক বাক্য (Conditional Sentence), যার অর্থ **'যদি'** অথবা **'যখন'**। (অধ্যায় ৪০ দেখুন)।

লাইন ১৩ : لَئِنْ = لَ + إِنْ

অধ্যায় - ১৮
قَالَ ক্রিয়ার অতীতকাল

বৃহৎ, বৃহত্তর এবং বৃহত্তম এর মত বিশেষণকে যথাক্রমে নির্দিষ্টরূপ (Positive), দুইয়ের মধ্যে তুলনামূলক (Comparative) এবং তিন বা ততোধিকের সঙ্গে সম্পর্কবাচক (Superlative) বলা হয়। কিন্তু আরবি ভাষায় দুইয়ের মধ্যে ও তিন বা ততোধিকের সঙ্গে তুলনার জন্য একটাই মাত্র রূপ আছে।

দুইটি ক্রিয়া যা কুরআনে বিভিন্ন রূপ নিয়ে বেশ ঘনঘন আসে তা হল قَالَ এবং كَانَ; قَالَ এবং كَانَ এর আলিফ (ا)টি ওয়াও (و) অক্ষরের পরিবর্তে বসেছে। সেজন্য قَالَ এর মূল অক্ষরসমূহ হল ق و ل এবং كَانَ এর মূল অক্ষরসমূহ হল ك و ن। অর্থাৎ আপনি যদি অভিধানে قَالَ শব্দটি বের করতে চান, আপনাকে ق و ل এর অধীনে দেখতে হবে, ق ا ل এর অধীনে নয়। যে সমস্ত ক্রিয়ার যে কোনো একটি মূল অক্ষর و কিংবা ي থাকে তাদেরকে দুর্বল ক্রিয়া বলা হয়। যখন আমরা قَالَ ক্রিয়াটির বর্তমানকাল নিয়ে আলোচনা করি তখন দ্বিতীয় মূল অক্ষর و ও গুরুত্বপূর্ণ বিবেচিত হয়। নীচে قَالَ ক্রিয়াটির অতীতকালের সম্পূর্ণ ধাতুরূপ দেওয়া হল। আপনি দেখতে পাবেন যে, সকল উত্তম পুরুষ ও মধ্যম পুরুষ রূপের এবং প্রথম পুরুষ স্ত্রীলিঙ্গ বহুবচনের 'আলিফ' ত্যাগ করা হয়েছে। যখনই **আলিফ** ত্যাগ করা হয় তখন قـ এর উপর একটি **পেশ** বসে।

বহুবচন	দ্বিবচন	একবচন	
قَالُوْ	قَالا	قَالَ	প্রথম পুরুষ, পুংলিঙ্গ
قُلْنَ	قَالَتَا	قَالَتْ	প্রথম পুরুষ, স্ত্রীলিঙ্গ
قُلْتُمْ	قُلْتُمَا	قُلْتَ	মধ্যম পুরুষ, পুংলিঙ্গ
قُلْتُنَّ	قُلْتُمَا	قُلْتِ	মধ্যম পুরুষ, স্ত্রীলিঙ্গ
قُلْنَا	قُلْنَا	قُلْتُ	উত্তম পুরুষ, পুং ও স্ত্রী

قَالَ এর কর্মবাচক (Passive) রূপ হল قِيْلَ (যা বলা হয়েছে, যা বলা হয়েছিল) ।

বিশেষণঃ দুইয়ের মধ্যে তুলনামূলক এবং তিন বা ততোধিকের সঙ্গে সম্পর্কবাচক

নীচের লাইন নং ১ এ উল্লেখকৃত أَكْبَرُ শব্দটি (অর্থ **'বৃহত্তর'** বা **'বিশিষ্টতর'**), كَبِيْرٌ (অর্থ **'বৃহৎ'** বা **'বিশিষ্ট'**) বিশেষণটির দুইয়ের মধ্যে তুলনামূলক (Comparative) রূপ। বহু বিশেষণ একই প্যার্টান অনুসরণ করে। আরবি ভাষায় পুংলিঙ্গ বিশেষণের দুইয়ের মধ্যে তুলনামূলক রূপ গঠনের জন্য প্রথম মুল অক্ষরের পূর্বে একটি আলিফ বসানো হয়। তারপর প্রথম মূল অক্ষরের উপর একটি সুকুন বসানো হয়। দ্বিতীয় মূল অক্ষর একটি যবর গ্রহণ করে। ডান দিক থেকে বামদিকে পড়ুন।

দুইয়ের মধ্যে তুলনামূলক রূপ (Comparative)		**নির্দিষ্ট রূপ** (Positive)	
বৃহত্তর	أَكْبَرُ	كَبِيْرٌ	বৃহৎ
ক্ষুদ্রতর	أَصْغَرُ	صَغِيْرٌ	ক্ষুদ্র
নিকটতর	أَقْرَبُ	قَرِيْبٌ	নিকট
অধিকতর	أَكْثَرُ	كَثِيْرٌ	অধিক
বিশিষ্টতর	أَعْظَمُ	عَظِيْمٌ	বিশিষ্ট

আরবি ভাষায় তিন বা ততোধিকের সঙ্গে সম্পর্কবাচক (Superlative) রূপের জন্য দুইয়ের মধ্যে তুলনামূলক (Comparative) রূপটিই ব্যবহার করা হয়। সুতরাং أَكْبَرُ শব্দটির অর্থ **'বৃহত্তর'** এবং **'বৃহত্তম'** উভয় হতে পারে। বর্ণনা প্রসঙ্গ থেকে আপনি বলতে পারবেন বিশেষণটি দুইয়ের মধ্যে তুলনামূলক (Comparative) না তিন বা ততোধিকের সঙ্গে সম্পর্কবাচক (Superlative)।

كَبِيْرٌ এর স্ত্রীলিঙ্গ হল كَبِيْرَةٌ , যার দুইয়ের সঙ্গে তুলনামূলক রূপ হল كُبْرٰى , যার অর্থ 'বিশিষ্টতর' বা 'বিশিষ্টতম' যেমন: اَلْاٰيَةَ الْكُبْرٰى (বিশিষ্টতম নিদর্শন)।

নির্দ্ধারিত আয়াত ও তাদের অর্থ

১।	তিনি বললেন, ইনি আমার প্রতিপালক, ইনি সর্ববৃহৎ (৬ ঃ ৭৮)	قَالَ هٰذَا رَبِّى هٰذَا أَكْبَرُ
২।	সে বলল: আমি উত্তম তার থেকে (৭ ঃ ১২)	قَالَ أَنَا خَيْرٌ مِّنْهُ
৩।	তিনি (স্ত্রী) বললেন এটি আল্লাহর নিকট হতে (৩ ঃ ৩৭)	قَالَتْ هُوَ مِنْ عِنْدِ الله
৪।	তিনি (স্ত্রী) বললেন: হে আমার প্রতিপালক ! নিশ্চয় আমি জুলুম করেছিলাম নিজের প্রতি (২৭ ঃ ৪৪)	قَالَتْ رَبِّ إِنِّىْ ظَلَمْتُ نَفْسِىْ
৫।	তাঁরা (দুজনে) বললেন: হে আমাদের প্রতিপালক! আমরা জুলুম করেছি আমাদের নিজেদের প্রতি (৭ ঃ ২৩)	قَالَا رَبَّنَا ظَلَمْنَا أَنْفُسَنَا
৬।	তারা (স্ত্রীলোক দুজনে) বললেন: .... আমাদের পিতা অতি বৃদ্ধ (২৮ ঃ ২৩)	قَالَتَا..... أَبُوْنَا شَيْخٌ كَبِيْرٌ
৭।	তারা বলল: আমরা শ্রবণ করলাম ও অমান্য করলাম (২ ঃ ৯৩)	قَالُوْا سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا
৮।	এবং তাঁরা বললেন: আমরা শুনলাম এবং মেনে নিলাম (২ ঃ ২৮৫)	وَقَالُوْا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا
৯।	তুমি কি বলেছিলে লোকদেরকে ... (৫ ঃ ১১৬)	أَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ .....
১০।	আমি বলি নাই তাদেরকে (৫ ঃ ১১৭)	مَاقُلْتُ لَهُمْ .....
১১।	তা ব্যতীত যা তুমি আমাকে আদেশ করেছ (৫ ঃ ১১৭)	اِلَّا مَآ اَمَرْتَنِىْ بِهٖ
১২।	এবং যখন আমরা ফিরিশ্‌তাদের বললাম (২ ঃ ৩৪)	وَاِذْ قُلْنَا لِلْمَلٰٓئِكَةِ
১৩।	এবং যখন তোমরা বলেছিলে ! হে মুসা (২ ঃ ৬১)	وَاِذْ قُلْتُمْ يٰمُوسٰى
১৪।	কখনই আমরা ধৈর্য ধারণ করবো না এক রকম খাদ্যে (২ ঃ ৬১)	لَنْ نَّصْبِرَ عَلٰى طَعَامٍ وَّاحِدٍ
১৫।	এবং যখন বলা হল তাদেরকে, তোমরা বিশ্বাস কর ান যেমনভাবে বিশ্বাস করেছে মানুষেরা (২ ঃ ১৩)	وَإِذَا قِيْلَ لَهُمْ اٰمِنُوْا كَمَآ اٰمَنَ النَّاسُ

উপরোক্ত পাঠের উপর মন্তব্য

লাইন ১০ : প্রথম مَا শব্দটি না বোধক ; قُلْتُ আমি বললাম, مَاقُلْتُ আমি বলি নাই।

লাইন ১১ : مَا **'কি'** بِهٖ **'এর সঙ্গে'** আরবির মধ্যে অন্তর্ভুক্ত করতে হয় কিন্তু ইংরেজী বা বাংলায় অনুবাদ হয় না।

লাইন ১৪ : لَنْ শব্দটির অর্থ **'কখনও না'** ; সাপেক্ষ ভাব (Subjunctive) ক্রিয়া উক্ত শব্দটিকে অনুসরণ করে। দেখুন অধ্যায় ২৩।

লাইন ১৫ : اٰمِنُوْا শব্দটি অনুজ্ঞাভাব (Imperative) বহুবচন, পুং ক্রিয়া,অর্থ: 'তোমরা ঈমান আন'। **মীম**- এর নীচে **যের** লক্ষ্য করুন। অধ্যায় ৩৩ দেখুন।

সন্ধান করুন (Finding out)**:** কুরআনের একটি অনুবাদ ব্যবহার করে বক্তা বের করুন:

লাইন নং ১, ২, ৩, ৪ এবং ১০ এ বক্তা কারা ? লাইন ৫, ৬ এবং ১৩-১৪৭ এ বক্তা কারা ? এই লাইনগুলির প্রত্যেকটির বর্ণনা প্রসঙ্গের বর্ণনা দিন।

শব্দার্থ

شَيْخٌ একজন বৃদ্ধ লোক, عَصٰى অমান্য করা, أَطَاعَ মান্য করা, طَعَامٌ খাদ্য।

অধ্যায় - ১৯
كَانَ এর অতীতকাল

كَانَ এর বিশেষ্য কর্তৃকারকে (Nominative) হয় এবং كَانَ এর বিধেয় (Predicate) কর্মকারকে (Accusative) হয়।

নীচে كَانَ ক্রিয়াটির অতীতকালের ধাতুরূপের সম্পূর্ণ তালিকা দেওয়া হল। ইহা قَالَ এর মত একই প্যাটার্ন অনুসরণ করে।

বহুবচন	দ্বিবচন	একবচন	
كَانُوْا	كَانَا	كَانَ	প্রথম পুরুষ, পুংলিঙ্গ
كُنَّ	كَانَتَا	كَانَتْ	প্রথম পুরুষ, স্ত্রীলিঙ্গ
كُنْتُمْ	كُنْتُمَا	كُنْتَ	মধ্যম পুরুষ, পুংলিঙ্গ
كُنْتُنَّ	كُنْتُمَا	كُنْتِ	মধ্যম পুরুষ, স্ত্রীলিঙ্গ
كُنَّا	كُنَّا	كُنْتُ	উত্তম পুরুষ,পুং ও স্ত্রী

প্রথম পুরুষ (Third Person) স্ত্রীলিঙ্গ বহুবচনের كُنَّ হল كُنْنَ এর সংকুচিত রূপ। উত্তম পুরুষ (First Person) বহুবচনের كُنَّا হল كُنْنَا এর সংকুচিত রূপ।

كَانَ এর বিশেষ্য (Noun) এবং বিধেয় (Predicate):

বাক্যটি লক্ষ্য করুন: كَانَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً মানবজাতি এক সম্প্রদায় ছিল । এই বাক্যে اَلنَّاسُ শব্দটিকে আরবিতে كَانَ এর বিশেষ্য বলা হয়। اَلنَّاسُ শব্দটি পেশ দিয়ে শেষ হওয়ায় কর্তৃকারক (Nominative)। كَانَ এর বিশেষ্য কর্তৃবাচক।

أُمَّةً শব্দটি كَانَ এর বিধেয় বা خَبَرٌ। এটা কর্মকারক (Accusative), যবর দিয়ে শেষ হয়েছে। كَانَ এর বিধেয় কর্মবাচক।

(وَاحِدَةً শব্দটি أُمَّةً এর বিশেষণ এবং লিঙ্গ ও কারকের এর সঙ্গে মানানসই)।

নীচে كَانَ-এর আরও উদাহরণ দেওয়া হয়েছে। লক্ষ্য করুন যে كَانَ এর সকল বিশেষ্য কর্তৃবাচক এবং সকল বিধেয় কর্মবাচক। ডান দিক থেকে বাম দিকে পড়ুন।

كَانَ এর বিধেয়	كَانَ এর বিশেষ্য	كَانَ ক্রিয়া	
أُمَّةً	النَّاسُ	كَانَ	মানবজাতি এক সম্প্রদায় ছিল
غَفُوْرًا	اللهُ	كَانَ	আল্লাহ ক্ষমাশীল।
مُـؤْمِنِيْنَ		كَانُوْا	তারা মু'মিন ছিল।
يَهُوْدِيًا	إِبْرَاهِيْمُ	مَاكَانَ	ইব্‌রাহিম(আঃ) ইয়াহুদি ছিলেন না।
صَادِقِيْنَ		إِنْ كُنْتُمْ	যদি তুমি হতে সত্যবাদী ।

নির্দ্ধারিত আয়াতসমূহ ও তাদের অর্থ

১।	সকল মানুষ ছিল একই উম্মতভূক্ত (২ ঃ ২১৩)	كَانَ النَّاسُ أُمَّةً وَّاحِدَةً
২।	এবং সে কাফেরদের অন্তর্ভূক্ত ছিল (২ ঃ ৩৪)	وَكَانَ مِنَ الْكٰفِرِيْنَ
৩।	নিশ্চয়ই সে (স্ত্রীলোক) ছিল কাফের জাতির অন্তর্ভূক্ত (২৭ ঃ ৪৩)	إِنَّهَا كَانَتْ مِنْ قَوْمٍ كٰفِرِيْنَ
৪।	এবং তিনি ছিলেন বিনয়ীদের অন্তর্ভূক্ত (৬৬ ঃ ১২)	وَكَانَتْ مِنَ الْقٰنِتِيْنَ
৫।	নাই কোনো ইলাহ্ তুমি ব্যতীত, তুমি পবিত্র মহান (২১ ঃ ৮৭)	لَآ اِلٰهَ اِلَّآ اَنْتَ سُبْحٰنَكَ
৬।	নিশ্চয়ই আমি ছিলাম অন্যায়কারীদের অন্তর্ভূক্ত (২১ ঃ ৮৭)	إِنِّىْ كُنْتُ مِنَ الظّٰلِمِيْنَ
৭।	তারা ছিল মুসলমান (আল্লাহর কাছে আত্মমর্পণকারী) (৪৩ ঃ ৬৯)	كَانُوْا مُسْلِمِيْنَ
৮।	বস্তুত তারা ছিল উহার পূর্বে সৎকর্মপরায়ণ (৫১ ঃ ১৬)	إِنَّهُمْ كَانُوْا قَبْلَ ذٰلِكَ مُحْسِنِيْنَ
৯।	তোমরাই শ্রেষ্ঠ উম্মত, বের করা হয়েছে মানবজাতির জন্য (৩ ঃ ১১০)	كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ
১০।	তারা বলল: পবিত্র মহান আমাদের প্রতিপালক, আমরা তো ছিলাম অন্যায়কারী (৬৮ ঃ ২৯)	قَالُوْا سُبْحٰنَ رَبِّنَآ إِنَّاكُنَّا ظٰلِمِيْنَ
১১।	অতঃপর সে বহিস্কার করল তাঁদের(২জন)কে সেখান হতে যেখানে তাঁরা ছিলেন (২ ঃ ৩৬)	فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَا فِيْهِ
১২।	অতএব যদি না থাকত আল্লাহর অনুগ্রহ ও অনুকম্পা তোমাদের উপর (২ ঃ ৬৪)	فَلَوْلَا فَضْلُ اللهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ
১৩।	অবশ্যই তোমরা হতে ক্ষতিগস্তদের অন্তর্ভুক্ত (২ ঃ ৬৪)	لَكُنْتُمْ مِّنَ الْخٰسِرِيْنَ
১৪।	এবং কাফের বলবে: হায় আমি যদি হয়ে যেতাম মাটি (৭৮ ঃ ৪০)	وَيَقُوْلُ الْكٰفِرُ يٰلَيْتَنِىْ كُنْتُ تُرٰبًا
১৫।	এবং আল্লাহ হচ্ছেন ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু (৪ ঃ ৯৬)	وَكَانَ اللهُ غَفُوْرًا رَّحِيْمًا

উপরোক্ত পাঠের উপর মন্তব্য

লাইন ১ : أُمَّةً (বহুবচনে أُمَمٌ) শব্দটির অর্থ হল সম্প্রদায় বা জাতি। এটা কুরআ'নে ব্যবহৃত হয় মু'মিনগণের সম্প্রদায় অথবা বিশ্বজনীন মুসলমান সম্প্রদায়, যাকে মধ্যবর্তী সম্প্রদায় বলে বর্ণনা করা হয়েছে, তাদের উল্লেখ করার জন্য। সৃষ্টির অন্যান্য প্রজাতিকেও (যেমন পাখী) কুরআ'নে **'উম্মাহ'** বা **'সম্প্রদায়'** বলে উল্লেখ করা হয়।

লাইন ৭ : مُسْلِمِيْنَ শব্দটি কর্মকারক কারণ এটা كَانُوْ শব্দের বিধেয়।

লাইন ৯ : خَيْرَ শব্দটি কর্মকারক কারণ এটা كُنْتُمْ শব্দের বিধেয়।

লাইন ১০ : ظَالِمِيْنَ শব্দটি কর্মকারক কারণ এটা كُنَّا শব্দের বিধেয়।

লাইন ১২ : لَوْ **(যদি)** একটি শর্তমূলক বাক্য উপস্থাপন করে। لَكُنْتُمْ শব্দটি অনুবাদ করা হয় 'তুমি অবশ্যই হতে', প্রথম لَ হল জোরালো (Lam of Emphasis) ।

লাইন ১৪ : تُرَابًا শব্দটি কর্মকারক, কারণ এটা كُنْتُ শব্দের বিধেয়। يٰلَيْتَنِى শব্দটি যার অর্থ **'ওহ ! ওটা কি!'** হল এই অক্ষরগুলির সংমিশ্রণ ঃ يٰـ + لَيْتَ + نِـى

লাইন ১৫ : اللهُ শব্দটি কর্তাকারক কারণ এটা كَانَ এর বিশেষ্য। লক্ষ্য করুন যে كَانَ ক্রিয়াটি শুধু অতীতকালকেই উল্লেখ করে না, বর্তমানকালকেও উল্লেখ করে। এর ভাবার্থ হল **'ছিল'** এবং **'অব্যাহত থাকে'**। আরবি ভাষায় ক্রিয়ার অতীতকালের রূপ প্রায়ই অতীতকাল এবং ঘটমান বর্তমানকাল (Present Continuous Tense) এ ব্যবহৃত হয়। একটি ক্রিয়ার কাল নির্ণয় করার জন্য ক্রিয়াটি কি প্রসঙ্গে ব্যবহার করা হয়েছে তা জানা গুরুত্বপূর্ণ।

অধ্যায় - ২০
ক্রিয়া: বর্তমানকাল

অতীতকাল (Past Tense) এর আরবি শব্দ হল اَلْمَاضِيْ এবং **বর্তমানকাল** (Present Tense) এর আরবি হল اَلْمُضَارِعُ ।

এযাবৎ আমরা আরবি ভাষায় অতীতকালের সরল ক্রিয়া (Simple Verb) আলোচনা করে এসেছি । এই অধ্যায়ে আমরা বর্তমানকাল উপস্থাপন করব যা প্রকৃতপক্ষে সকল বর্তমানকাল এবং ভবিষ্যৎকালের প্রতিনিধিত্ব করে।

মূল ক্রিয়ার পূর্বে এবং শেষে অক্ষর সংযোজন করে বর্তমানকালের রূপ তৈরি করা হয়। এ ক্ষেত্রে পূর্বে-সংযোজন (Prefix) হল প্রথম মূল অক্ষরের পূর্বে একটি অক্ষর (হরকতসহ) যোগ করা।

অন্তে সংযোজন (Suffix) (১) হরকত বা (২) মূল অক্ষর সমূহের পরে অক্ষর (হরকতসহ) যোগ করে হতে পারে ।

নীচের উদাহরণে দেখুন, মূল শব্দ হতে কিভাবে বর্তমানকাল (প্রথম পুরুষ, পুংলিঙ্গ) তৈরি করা হয়। ডান দিক থেকে বাম দিকে পড়ুন:

বর্তমানকাল (বহুবচন)	বর্তমানকাল (একবচন)	মূলক্রিয়া অতীতকাল (একবচন)	
يَكْتُبُوْنَ	يَكْتُبُ	كَتَبَ	প্রথম পুরুষ, পুংলিঙ্গ,
তারা লিখে/ তারা লিখছে	সে লিখে/ সে লিখছে	সে লিখেছিল	

আপনি উপরোক্ত বর্তমানকালের উদাহরণ লক্ষ্য করলে দেখবেন:

(১) একবচন ও বহুবচন অর্থাৎ উভয় বচনের প্রথম পুরুষ এর পূর্বে يَـ যুক্ত হয়েছে।

(২) প্রথম মূল অক্ষর كـ এর উপর একটি সুকুন রয়েছে ।

(৩) দ্বিতীয় মূল অক্ষর تـ এর উপর একটি পেশ রয়েছে। কিছু ক্রিয়ার দ্বিতীয় মূল অক্ষরের উপর যবর বা নীচে যের হতে পারে, উদাহরণস্বরূপ:

جَعَلَ / يَجْعَلُ সে তৈরি করেছিল/ সে তৈরি করে; يَجْعَلُ এর দ্বিতীয় মূল অক্ষরের উপর যবর রয়েছে।

رَجَعَ/ يَرْجِعُ সে ফিরে এসেছে / সে ফিরে আসে; يَرْجِعُ এর দ্বিতীয় মুল অক্ষরের নীচে যের রয়েছে।

প্রত্যেক ক্রিয়ার জন্য, আপনার মুল অক্ষর সমূহের বর্তমানকালের রূপ শেখা প্রয়োজন, এই জন্য যে যাতে দ্বিতীয় মূল অক্ষরের উপর বা নীচে আপনি সঠিক হরকত নিশ্চিত করতে পারেন।

(৪) একবচন রূপটি একটি পেশ দিয়ে শেষ হয়েছে।

(৫) বহুবচন রূপ ـُوْنَ দিয়ে শেষ হয়েছে।

নীচে প্রদত্ত سَجَدَ ক্রিয়ার বর্তমানকালের কিছু একবচন ও বহুবচনের অংশের রূপান্তর লক্ষ্য করুন। ডান দিক থেকে বাম দিকে পড়ুন।

বহুবচন		একবচন		
তারা সাজদাহ করে, তারা সাজদাহ করছে	يَسْجُدُوْنَ	সে সাজদাহ করে, সে সাজদাহ করছে	يَسْجُدُ	প্রথম পুরুষ,পুংলিঙ্গ
তোমারা সাজদাহ কর, তোমরা সাজদাহ করছ	تَسْجُدُوْنَ	তুমি সাজদাহ কর, তুমি সাজদাহ করছ,	تَسْجُدُ	মধ্যম পুরুষ, পুংলিঙ্গ
আমরা সাজদাহ করি, আমরা সাজদাহ করছি	نَسْجُدُ	আমি সাজদাহ করি, আমি সাজদাহ করছি	أَسْجُدُ	উত্তম পুরুষ, পুং ও স্ত্রী

লক্ষ্য করুন, যে:

- পূর্ব সংযুক্তি تَـ এখানে মধ্যম পুরুষ,**'তুমি'** উল্লেখ করে।
- পূর্ব সংযুক্তি أ অক্ষরটি **'আমি'** উল্লেখ করে ; পূর্ব সংযুক্তি نَـ অক্ষরটি **'আমরা'** উল্লেখ করে।
- সবক্ষেত্রে প্রথম মূল অক্ষর س এর উপর **সুকুন** রয়েছে।
- প্রথম পুরুষ, পুংলিঙ্গ বহুবচন ও মধ্যম পুরুষ, পুংলিঙ্গ বহুবচন উভয় রূপ ـُوْنَ দিয়ে শেষ হয়েছে।

লক্ষ্য করুন যে উপরোক্ত ক্রিয়ার বর্তমানকালের রূপান্তর হয়েছে নির্দেশক ভাব (Indicative Mood) এ। এটা পরবর্তী অধ্যায়ে ব্যাখ্যা করা হবে।

নির্দ্ধারিত আয়াতসমূহ ও তাদের অর্থ

১।	তিনি সৃষ্টি করেন, যা তোমরা জান না (১৬ ঃ ৮)	يَخْلُقُ مَآ لَا تَعْلَمُوْنَ
২।	তিনি জানেন, যা কিছু ভূমিতে প্রবেশ করে ও যা কিছু বের হয় তা থেকে (৫৭ ঃ ৪)	يَعْلَمُ مَايَلِجُ فِى الْاَرْضِ وَمَا يَخْرُجُ مِنْهَا
৩।	এবং যা কিছু নামে আকাশ হতে ও যা কিছু উঠে যায় উহাতে (৫৭ ঃ ৪)	وَمَا يَنْزِلُ مِنَ السَّمَآءِ وَمَا يَعْرُجُ فِيْهَا
৪।	এবং তিনি তোমাদের সঙ্গে আছেন, যেখানেই থাক না কেন তোমরা (৫৭ ঃ ৪)	وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَ مَاكُنْتُمْ
৫।	আর আল্লাহ তা দেখেন তোমরা যা কিছূ কর (৫৭ ঃ ৪)	وَاللهُ بِمَا تَعْمَلُوْنَ بَصِيْرٌ
৬।	নিশ্চয় আল্লাহ জুলুম করেন না অনু পরিমাণও (৪ ঃ ৪০)	إِنَّ اللهَ لَا يَظْلِمُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ
৭।	তারা জানে না সত্য (হক) (২১ ঃ ২৪)	لَا يَعْلَمُوْنَ الْـحَقَّ
৮।	তাদের জন্য রয়েছে পুরস্কার তাদের প্রতিপালকের কাছে (৩ ঃ ১৯৯)	لَـهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ
৯।	এবং তাদের (কোনো) ভয় নেই এবং তারা চিন্তিতও হবে না (২ ঃ ২৬২)	وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُوْنَ
১০।	তিনি বললেন, আমি যা জানি তোমরা তা জান না (২ ঃ ৩০)	قَالَ اِنِّىْ أَعْلَمُ مَالَا تَعْلَمُوْنَ
১১।	তোমরা কি চিন্তা করে দেখেছ) পানি (সম্পর্কে), যা তোমরা পান কর? (৫৬ ঃ ৬৮)	اَفَرَءَيْتُمُ الْـمَـآءَ الَّذِىْ تَشْرَبُوْنَ
১২।	এবং গৃহপালিত পশু তিনি উহা সৃষ্টি করেছেন, তোমাদের জন্য তাতে উষ্ণতা (গরম কাপড়ের জন্য উল) রয়েছে (১৬ ঃ ৫)	وَالْاَنْعَامَ خَلَقَهَا لَكُمْ فِيْهَا دِفْءٌ
১৩।	এবং (অন্যান্য) উপকারীতা রয়েছে এবং তাদের থেকে তোমরা খাও (১৬ ঃ ৫)	وَمَنَافِعُ وَمِنْهَا تَاْكُلُوْنَ
১৪।	আমি ইবাদত করি না তার, তোমরা যার ইবাদত কর (১০৯ ঃ ২)	لَآ أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُوْنَ
১৫।	কেবলমাত্র তোমারই আমরা ইবাদত করি (১ ঃ ৫)	اِيَّاكَ نَعْبُدُ

উপরোক্ত পাঠের উপর মন্তব্য

লাইন ২ : يَلِجُ ক্রিয়াটি وَلَجَ (প্রবেশ করা, ঢোকা) ক্রিয়ার বর্তমানকাল এবং একটি দুর্বল ক্রিয়া ।

লাইন ৩ : عَرَجَ (আরোহণ করা) ক্রিয়াটির বর্তমানকাল হল يَعْرُجُ। এর থেকে مِعْرَاجٌ (**সিঁড়ি**) শব্দটি এসেছে।

লাইন ৮ ও ৯ : لَهُمْ (**তাদের জন্য**) শব্দটির **'তাদের আছে'** এই অর্থও হতে পারে। এখানে ভবিষ্যৎকে উল্লেখ করা হয়েছে এবং তাই অনুবাদ করা হয় **'তাদের থাকবে'** । يَحْزَنُوْنَ (**তারা** চিন্তিত হয়) আরবি ভাষায় বর্তমানকালের রূপ যা ভবিষ্যৎকে উল্লেখ করে।

লাইন ১২ : ব্যাকরণগত ভাবে أَنْعَامَ শব্দটি স্ত্রীলিঙ্গ একবচন এবং তাই এর জন্য هَا সর্বনাম ব্যবহৃত হয়েছে। শব্দটি সকল গৃহপালিত পশু: গরু, ছাগল, ভেড়া, উট, ইত্যাদি উল্লেখ করে। তাদের মধ্যে মানবজাতির বহু উপকার রয়েছে, যেমন: খাদ্য, পানীয়, পোশাকাদি, ভার বহন করা ইত্যাদি। তাদেরকে আল্লাহর সৃষ্ট জীব বলে যত্ন নিতে হবে কারণ তারাও আমাদের মত সম্প্রদায় (**উমাম**)। তাদের সঙ্গে খারাপ আচরণ এবং তাদেরকে অপব্যবহার করা যাবে না। সেই সঙ্গে, প্রাণীকুলের উপর অতিপ্রাকৃত শক্তির পদমর্যাদা বা বৈশিষ্ট্যমূলক গুণ আছে বলে গণ্য করা যাবে না। কুরআনের ৬নং সূরাকে আল-আ'নাম বলা হয়। ১৩৬ নং আয়াতে, গবাদি পশুকে পবিত্র বলে গণ্য করাকে নিন্দা করা হয়েছে, যেমন করা হয়েছে সৃষ্ট বস্তুর উপর স্বর্গীয় গুণ অথবা কাল্পনিক শক্তি আরোপ করার প্রবণতাকে।

লাইন ১৫ : إِيَّاكَ শব্দটির জন্য অধ্যায় ৭ এর ৫নং লাইন দেখুন। إِيَّا এর সঙ্গে সংযুক্ত সর্বনাম সমূহকে সাধারণত ক্রিয়ার পূর্বে স্থাপন করা হয়।

অধ্যায় ২১

ক্রিয়া: বর্তমানকাল

পূর্ববর্তী অধ্যায়ে আমরা উল্লেখ করেছি যে বর্তমানকালের ক্রিয়ার মাঝের মূল অক্ষরে পেশ, **যবর** বা **যের** হতে পারে। নীচে উদাহরণসহ বর্তমানকালের كَتَبَ ক্রিয়ার রূপগুলি উপস্থাপন করা হল।

আপনি সকল ক্ষেত্রে লক্ষ্য করবেন যে:

(১) পূর্বসংযুক্তি يَـ প্রথম পুরুষ (Third Person) এর প্রতিনিধিত্ব করে,
(২) পূর্বসংযুক্তি تَـ মধ্যম পুরুষ এর প্রতিনিধিত্ব করে (ব্যতিক্রম হল প্রথম পুরুষ, স্ত্রীলিঙ্গ, একবচন ও দ্বিবচন),
(৩) পূর্বসংযুক্তি أَ উত্তম পুরুষ **'আমি'** এর প্রতিনিধিত্ব করে,
(৪) পূর্বসংযুক্তি نَـ উত্তম পুরুষ **'আমরা'** এর প্রতিনিধিত্ব করে,
(৫) সাধারণ নিয়মের ব্যতিক্রম নয় এমন ক্রিয়া (Regular Verb) এর প্রথম মূল অক্ষর সর্বাংশে **সুকুন** গ্রহণ করে।

বহুবচন	দ্বিবচন	একবচন	
يَكْتُبُوْنَ	يَكْتُبَانِ	يَكْتُبُ	প্রথম পুরুষ, পুংলিঙ্গ
يَكْتُبْنَ	تَكْتُبَانِ	تَكْتُبُ	প্রথম পুরুষ, স্ত্রীলিঙ্গ
تَكْتُبُوْنَ	تَكْتُبَانِ	تَكْتُبُ	মধ্যম পুরুষ, পুংলিঙ্গ
تَكْتُبْنَ	تَكْتُبَانِ	تَكْتُبِيْنَ	মধ্যম পুরুষ, স্ত্রীলিঙ্গ
نَكْتُبُ	نَكْتُبُ	أَكْتُبُ	উত্তম পুরুষ, পুং ও স্ত্রী

বর্তমানকালের ক্রিয়া يَعْلَمُ এর মাঝের মূল অক্ষরে **যবর** গ্রহণ করে।

يَعْلَمُوْنَ	يَعْلَمَانِ	يَعْلَمُ	প্রথম পুরুষ, পুংলিঙ্গ
يَعْلَمْنَ	تَعْلَمَانِ	تَعْلَمُ	প্রথম পুরুষ, স্ত্রীলিঙ্গ
تَعْلَمُوْنَ	تَعْلَمَانِ	تَعْلَمُ	মধ্যম পুরুষ, পুংলিঙ্গ
تَعْلَمْنَ	تَعْلَمَانِ	تَعْلَمِيْنَ	মধ্যম পুরুষ, স্ত্রীলিঙ্গ
نَعْلَمُ	نَعْلَمُ	أَعْلَمُ	উত্তম পুরুষ পুং ও স্ত্রী

বর্তমানকালের ক্রিয়া يَرْجِعُ এর মাঝের মূল অক্ষরে **যের** গ্রহণ করে।

يَرْجِعُوْنَ	يَرْجِعَانِ	يَرْجِعُ	প্রথম পরুষ, পুংলিঙ্গ
يَرْجِعْنَ	تَرْجِعَانِ	تَرْجِعُ	প্রথম পুরুষ, স্ত্রীলিঙ্গ
تَرْجِعُوْنَ	تَرْجِعَانِ	تَرْجِعُ	মধ্যম পুরুষ, পুংলিঙ্গ
تَرْجِعْنَ	تَرْجِعَانِ	تَرْجِعِيْنَ	মধ্যম পুরুষ, স্ত্রীলিঙ্গ
نَرْجِعُ	نَرْجِعُ	أَرْجِعُ	উত্তম পুরুষ, পুং ও স্ত্রী

নির্দেশকভাব (مَرْفُوْعٌ /Indicative Mood)

উপরে প্রদত্ত বর্তমানকালের ক্রিয়ার রূপগুলি 'নির্দেশকভাব' এ আছে। আপনি লক্ষ্য করুন যে এই ভাব (Mood) এ:

(১) সকল একবচন রূপ (মধ্যম পুরুষ স্ত্রীলিঙ্গ ব্যতীত) এবং উত্তম পুরুষ বহুবচনের শেষ মূল অক্ষরের উপর **পেশ** রয়েছে।
(২) দ্বিবচন রূপ ـَانِ দিয়ে শেষ হয়েছে।
(৩) পুংলিঙ্গ বহুবচন রূপগুলি (প্রথম পুরুষ ও মধ্যম পুরুষ) ـُوْنَ দিয়ে শেষ হয়েছে।
(৪) স্ত্রীলিঙ্গ বহুবচন রূপগুলি نَ দিয়ে শেষ হয় তবে তার পূর্বের অক্ষরে (তৃতীয় মূল অক্ষর) **সুকুন** বসে।

উপরোক্ত (১), (২) এবং (৩) পয়েন্টগুলি মনে রাখা গুরুত্বপূর্ণ, বিশেষ করে যখন আমরা ক্রিয়ার অন্যান্য ভাব (Mood) আলোচনা করব অর্থাৎ সাপেক্ষভাব (مَنْصُوْبٌ /Subjuctive), যুসীভভাব (مَـجْزُوْمٌ / Jussive) এবং অনুজ্ঞাভাব (أَمْرٌ / Imperative)।

নির্দ্ধারিত আয়াতসমূহ ও তাদের অর্থ

১।	তোমরা কি আদেশ কর মানুষকে সৎ কাজের অথচ তোমরা ভূলে যাও নিজেরা (২ ঃ ৪৪)	أَتَأْمُرُوْنَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ أَنْفُسَكُمْ
২।	অথচ তোমরা কিতাব তেলাওয়াত কর, তবে কি তোমরা বুঝ না ? (২ ঃ ৪৪)	وَأَنْتُمْ تَتْلُوْنَ الْكِتٰبَ أَفَلَا تَعْقِلُوْنَ
৩।	তোমরাই শ্রেষ্ঠ উম্মত, যাদের বের করা হয়েছে মানবজাতির (মঙ্গলের) জন্য, (যাতে) তোমরা আদেশ কর (৩ ঃ ১১০)	كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُوْنَ
৪।	সৎ কাজের এবং নিষেধ কর অসৎ কাজের এবং বিশ্বাস কর আল্লাহর উপর (৩ ঃ ১১০)	بِالْـمَعْرُوْفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْـمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُوْنَ بِاللهِ
৫।	নিশ্চয়ই আল্লাহ অনুগ্রহশীল মানুষের প্রতি (২ ঃ ২৪৩)	اِنَّ اللهَ لَذُوْا فَضْلٍ عَلَى النَّاسِ
৬।	কিন্তু অধিকাংশ মানুষ শোকর করে না (২ ঃ ২৪৩)	وَلٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَايَشْكُرُوْنَ
৭।	আল্লাহ মু'মিন নর ও নারীকে প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন জান্নাতের (৯ ঃ ৭২)	وَعَدَ اللهُ الْـمُؤْمِنِيْنَ وَالْـمُؤْمِنٰتِ جَنّٰتٍ
৮।	প্রবাহিত হয় তার নীচে দিয়ে নদীসমূহ (৯ ঃ ৭২)	تَجْرِىْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْـهٰـرُ
৯।	উভয়ের (উদ্যান) মধ্যে রয়েছে প্রবাহমান দুই প্রস্রবণ (৫৫ ঃ ৫০)	فِيْهِمَا عَيْنٰنِ تَجْرِيٰنِ
১০।	তারকারাজি ও বৃক্ষাদি (তাঁকে) সিজদা করে (৫৫ ঃ ৬)	وَالنَّجْمُ وَالشَّجَرُ يَسْجُدٰنِ
১১।	এবং গৃহপালিত পশু, তিনি সৃষ্টি করেছেন তাদের, তোমাদের জন্য রয়েছে তাতে শীত নিবারক উপকরণ (১৬ ঃ ৫)	وَالْاَنْعَامَ خَلَقَهَا لَكُمْ فِيْهَادِفْءٌ
১২।	এবং (অন্যান্য) উপকারিতা এবং তোমরা তা হতে খেয়ে থাক (১৬ ঃ ৫)	وَمَنَافِعُ وَمِنْهَا تَاْكُلُوْنَ
১৩।	এবং তারা ভার বহন করে তোমাদের (বিভিন্ন) স্থানে নিয়ে যায় (১৬ ঃ ৭)	وَتَحْمِلُ أَثْقَالَكُمْ إِلٰى بَلَدٍ
১৪।	অতঃপর তিনি (মরিয়াম) আসলেন তার সম্প্রদায়ের কাছে তাঁকে (তাঁর সন্তান) বহন করে (১৯ ঃ ২৭)	فَاَتَتْ بِهٖ قَوْمَهَا تَحْمِلُهٗ
১৫।	তারা বলল: হে মরিয়াম, তুমিতো নিয়ে এসেছ অদ্ভুত এক জিনিস (১৯ ঃ ২৭)	قَالُوْا يٰمَرْيَمُ لَقَدْ جِئْتِ شَيْئًا فَرِيًّا

উপরোক্ত পাঠের উপর মন্তব্য

লাইন ২ : এখানে وَ অক্ষরটিকে অনুবাদ করা হয়েছে **অথচ** এই **'ওয়াও'** কে **'ওয়াও আল-হাল'** বলে এবং অন্য একটি কাজ করার একই সময়ে তার অবস্থা বর্ণনা করে।

লাইন ৮ : تَجْرِىْ ক্রিয়াটি جَرَى (প্রবাহিত হওয়া) ক্রিয়াটির বর্তমানকাল, প্রথম পুরুষ, একবচন স্ত্রীলিঙ্গ। এর উদ্দেশ্য (Subject) হল أَنْهَارٌ যা نَهْرٌ এর বিযুক্ত বহুবচন (Broken Plural); ইহা এই জন্য স্ত্রীলিঙ্গ একবচন বলে গণ্য করা হয়। শাব্দিক অর্থে تَحْتِهَا শব্দটির অর্থ **'তারে নীচে দিয়ে'** (অর্থাৎ উদ্যানসমূহ) ।

লাইন ৯ : تَجْرِيَانِ শব্দটির একটি ভবিষ্যৎ অর্থ রয়েছে।

লাইন ১০ : اَلنَّجْمُ শব্দটি সাধারণত অনুবাদ করা হয় **'নক্ষত্রসমূহ'**। এটার অর্থ **'ভূমি হতে গজিয়ে উঠা উদ্ভিদ'** ও হতে পারে।

লাইন ১৪ : أَتَتْ 'সে (স্ত্রীলোক) এসেছিল' শব্দটি أَتَى ক্রিয়ার অতীতকাল, একবচন, স্ত্রীলিঙ্গ যা একটি মুখ্যকর্ম (Direct Object) গ্রহণ করে। সে (স্ত্রীলোক): মারিয়াম(আঃ) কে উল্লেখ করে; بِهٖ এর ٖ শিশু ঈশা (আঃ) কে উল্লেখ করে।

অধ্যায় - ২২
ক্রিয়া: বর্তমানকাল এবং ভবিষ্যৎকাল

দুর্বল ক্রিয়া (اَلْـمُعْتَلُّ / Weak Verb) অর্থাৎ যে সমস্ত ক্রিয়ায় মূল অক্ষর হিসাবে و বা ى থাকে; এদের রূপান্তর আলাদাভাবে শেখা প্রয়োজন। এই পর্যায়ে, বর্ণনা প্রসঙ্গে যে সমস্ত দুর্বল ক্রিয়াসমূহের ব্যবহার করা হয় সেগুলিকে ভালভাবে পড়ে নেওয়া যায়।

كَتَبَ ক্রিয়াকে একটি সুষম/ নিয়মানুগ (سَالِـمٌ / Regular Verb) ক্রিয়া হিসাবে বর্ণনা করা হয়।

পরবর্তী পৃষ্ঠার **১**নং লাইনে বর্ণিত ক্রিয়া يَشَاءُ (**সে ইচ্ছা করে**), شَاءَ ক্রিয়ার বর্তমানকাল রূপ যা একটি দুর্বল ক্রিয়া (Weak Verb)।

কোনো ক্রিয়াকে اَلْـمُعْتَلُّ (দুর্বল/ Weak) ক্রিয়া বলা হবে তখনই:

(১) যখন ক্রিয়াটির যে কোনো একটি মূল অক্ষর দুর্বল অক্ষর (Week letter) অর্থাৎ و বা ى হয় ।

(২) যখন দ্বিতীয় ও তৃতীয় মূল অক্ষরদ্বয় একই অক্ষর হয়, যেমন ضَلَّ (ضَلَلَ সে বিপথে চলে গিয়েছিল)।

شَاءَ একটি দুর্বল ক্রিয়া কারণ এর মূল شَيِأَ বা شَيِيَ ; رَأَيَ (সে দেখেছিল) ও একটি দুর্বল ক্রিয়া, বর্তমানকাল রূপ يَرَى (সে দেখে); প্রায়শই বিভিন্ন রূপে কুর'আনে ব্যবহার হয়েছে। অতীতকালে এটা নিয়মিত সম্পূর্ণভাবে রূপান্তর (conjugate) করা হয়। তবে, বর্তমানকালে, মাঝের মূল অক্ষর **হাম্‌যা সহ আলিফ** বাদ দেওয়া হয়। তখন প্রথম মূল অক্ষর ر **যবর** গ্রহণ করে।

	বর্তমানকাল	**অতীতকাল**	
সে দেখে	يَرَى	رَأَي	সে দেখেছিল
সে (স্ত্রীলোক) দেখে	تَرَى	رَاَتْ	সে (স্ত্রীলোক) দেখেছিল
তুমি (পুংলিঙ্গ, একবচন) দেখ	تَرَى	رَأَيْتَ	তুমি (পুংলিঙ্গ, একবচন) দেখেছিলে
তুমি (স্ত্রীলিঙ্গ, একবচন) দেখ	تَرِيْنَ	رَأَيْتِ	তুমি (স্ত্রীলিঙ্গ, একবচন) দেখেছিলে
আমি দেখি	أَرَى	رَأَيْتُ	আমি (পুংলিঙ্গ ও স্ত্রীলিঙ্গ) দেখেছিলাম

দুর্বল ক্রিয়াসমূহের রূপগুলি আলাদা আলাদা ভাবে শেখার প্রয়োজন। এই পর্যায়ে এই ক্রিয়াগুলি সম্ভবত সবচেয়ে ভালভাবে শেখা যায় সেগুলি যেখানে ব্যবহার হয়েছে তার বর্ণনাপ্রসঙ্গ থেকে।

ভবিষ্যৎকাল (Future)**:**

(১) বর্তমানকালের রূপ থেকেই ভবিষ্যৎকাল প্রকাশ করা হয়: বর্ণনা প্রসঙ্গ আপনাকে বলে দেবে উল্লেখিত ক্রিয়াটি ভবিষ্যৎ কি না। পরবর্তী পৃষ্ঠার **১১**নং লাইনে يَجْمَعُ ক্রিয়াটির অর্থ হল 'তিনি একত্র **করবেন**'। **১৪**নং লাইনে تَكْسِبُ শব্দটির অর্থ, 'তুমি অর্জন করবে', যেখানে এটি نَفْسٌ (স্ত্রীবাচক) শব্দটির প্রতিনিধিত্ব করে।

(২) سَوْفَ শব্দটি দিয়েও ভবিষ্যত বুঝানো হয় এবং তা বর্তমানকাল ক্রিয়ারূপের পুর্বে বসানো হয়, যেমন: سَوْفَ تَعْلَمُوْنَ (তুমি জানতে পারবে)। পূর্ব-সংযুক্তি (Prefix) হিসাবে سَوْفَ অব্যয়টির সংক্ষিপ্ত রুপ سَـ হিসাবেও ব্যবহৃত হয়, যেমন **১২**নং লাইনে سَيَجْعَلُ اللهُ (আল্লাহ তৈরি করবেন) ।

শব্দার্থ:

سُوْقٌ/ أَسْوَاقٌ	বাজার/ বাজার সমূহ	عُسْرٌ	কাঠিন্য, প্রতিবন্ধক	رَأْسٌ	মাথা
غَدًا	আগামী কাল	يُسْرٌ	আরাম, শান্তি	خُبْزٌ	রুটি, জীবিকা

নির্দ্ধারিত আয়াতসমূহ ও তাদেরঅর্থ

১।	তিনি সৃষ্টি করেন, যা তিনি ইচ্ছা করেন (৫ ঃ ১৭)	يَخْلُقُ مَا يَشَآءُ
২।	এবং তুমি জীবনোপকরণ দান কর, যাকে ইচ্ছা হিসাব ছাড়া (৩ ঃ ২৭)	وَ تَرْزُقُ مَنْ تَشَآءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ
৩।	তাদের জন্য রয়েছে, যা তারা ইচ্ছা করে তাদের প্রতিপালকের কাছে (৩৯ ঃ ৩৪)	لَهُمْ مَّا يَشَآءُوْنَ عِنْدَ رَبِّهِمْ
৪।	এবং তারা বলে: কি রকম এই রাসুল ? (২৫ ঃ ৭)	وَقَالُوْا مَالِ هٰذَا الرَّسُوْلِ
৫।	তিনি খান খাদ্য এবং চলাফেরা করেন হাটে বাজারে (২৫ ঃ ৭)	يَاْكُلُ الطَّعَامَ وَيَمْشِىْ فِى الْاَسْوَاقِ
৬।	অবশ্যই তোমার প্রতিপালক জানেন, কে ভ্রষ্ট হয়েছে তাঁর পথ হতে (৬ ঃ ১১৭)	اِنَّ رَبَّكَ هُوَ اَعْلَمُ مَنْ يَّضِلُّ عَنْ سَبِيْلِهٖ
৭।	নিশ্চয় যারা ভ্রষ্ট হয়েছে আল্লাহর পথ হতে, তাদের জন্য রয়েছে কঠিন শাস্তি (৩৮ ঃ ২৬)	اِنَّ الَّذِيْنَ يَضِلُّوْنَ عَنْ سَبِيْلِ اللهِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيْدٌ
৮।	নিশ্চয়ই আমি দেখি, যা তোমরা দেখতে পাও না, নিশ্চয়ই আমি আল্লাহকে ভয় করি (৮ ঃ ৪৮)	اِنِّىْٓ اَرٰى مَا لَا تَرَوْنَ اِنِّىْٓ اَخَافُ اللهَ
৯।	এবং অপরজন বলল, 'নিশ্চয় আমি আমাকে দেখলাম(স্বপ্নে), আমি বহন করছি আমার মাথার উপরে রুটি (১২ ঃ ৩৬)	وَقَالَ الْاٰخَرُ اِنِّىْٓ اَرٰنِىْٓ اَحْمِلُ فَوْقَ رَاْسِىْ خُبْزًا
১০।	এবং আপনি বলুন, তোমরা আমল করতে থাক, অতএব আল্লাহ তোমাদের আমল দেখবেন এবং তাঁর রসুল ও মু'মিনগণও (৯ ঃ ১০৫)	وَقُلِ اعْمَلُوْا فَسَيَرَى اللهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُوْلُهٗ وَالْمُؤْمِنُوْنَ
১১।	তারপর তিনি একত্রিত করবেন তোমাদেরকে কিয়ামতের দিনে (৪৫ ঃ ২৬)	ثُمَّ يَجْمَعُكُمْ اِلٰى يَوْمِ الْقِيٰمَةِ
১২।	আল্লাহ তৈরি করবেন কঠিনের পর সহজ(পরিস্থিতি) (৬৫ ঃ ৭)	سَيَجْعَلُ اللهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُّسْرًا
১৩।	কখনই না, তোমরা জানতে পারবে, তারপরও সাবধান তোমরা জানতে পারবে (১০২ ঃ ৩, ৪)	كَلَّا سَوْفَ تَعْلَمُوْنَ ثُمَّ كَلَّا سَوْفَ تَعْلَمُوْنَ
১৪।	এবং জানে না কোনো আত্মা(মানুষ), কি জিনিস সে অর্জন করবে আগামীকাল (৩১ ঃ ৩৪)	وَمَا تَدْرِىْ نَفْسٌ مَّاذَا تَكْسِبُ غَدًا
১৫।	এবং জানে না কোনো মানুষ, কোন্ জায়গায় সে মারা যাবে (৩১ ঃ ৩৪)	وَمَا تَدْرِىْ نَفْسٌ بِاَىِّ اَرْضٍ تَمُوْتُ

উপরোক্ত পাঠের উপর মন্তব্য

লাইন ৪ : مَا অব্যয়কে অনুসরণকৃত لَـ অথবা لِـ একটি অভিব্যক্তি যার অর্থ **' কি হয়েছে ....?'** উদাহরণস্বরূপ ঃ مَا لَكَ -তোমার ব্যাপার কি**?**

লাইন ১০ : فَسَيَرَى = ف + س + يرى । এখানে س হল سَوْفَ এর সংক্ষিপ্ত রূপ। লক্ষ্য করুন يَرَى একবচন ক্রিয়াটির বহুবিধ উদ্দেশ্য রয়েছে - **আল্লাহ, তাঁর রাসূল, মু'মিনগণ।**

লাইন ১৩ : كَلَّا শব্দটির অর্থ হল 'সম্পূর্ণ বিপরীতে/'সাবধান/ কখনও নয়'। এখানে অনুবাদ করা হয়েছে **'কখনও নয়/ সাবধান'** শব্দ দিয়ে।

লাইন ১৪ এবং ১৫ : نَفْسٌ শব্দটি স্ত্রীলিঙ্গ এবং তাই تَدْرِى ক্রিয়াটিও স্ত্রীলিঙ্গ।

অধ্যায় - ২৩
সাপেক্ষভাব

আরবি ভাষার **সাপেক্ষভাব** তৈরির জন্য বর্তমানকালের ক্রিয়ার নির্দেশকভাব এর সামান্য পরিবর্তন করতে হয় ।
বাক্যের প্রধান ক্রিয়ার পরে সাপেক্ষভাব এর ক্রিয়া ব্যবহৃত হয়।

- সাপেক্ষভাব এর একটি সাধারণ ব্যবহার হল আদেশ করা, কামনা করা, ভয় করা এবং অনুরূপ ক্রিয়াসমূহের পরে বসা। উদাহরণস্বরূপ পরবর্তী পৃষ্ঠার **১**নং লাইন আরবি ভাষার ক্রিয়া যার অনুবাদ করা হয়েছে 'খেতে' হল সাপেক্ষভাব যার প্রধান ক্রিয়া **'আমরা চাই'** এর পরে রয়েছে।
- সাপেক্ষভাব পূর্ববর্তী অব্যয় এর সঙ্গে যুক্ত থাকে বা এর দ্বারা নিয়ন্ত্রিত; এই অব্যয়গুলিকে আমরা নিয়ামক (Controller) বলব। কখনও কখনও 'করা উচিত'; 'করিত', 'পারে', 'পারত' ক্রিয়ার অংশ হিসাবে দেখে সাপেক্ষভাব চিহ্নিত করা যায়।

বর্তমানকালের ক্রিয়ার রূপের তিনটি **ভাব** (Mood) আছে, যথা: **নির্দেশকভাব** (مَرْفُوْعٌ / Indicative), **সাপেক্ষভাব** (مَنْصُوبٌ / Subjunctive) এবং **যুসীভভাব** (مَـجْزُوْمٌ / Jussive) । আমরা অধ্যায়-**২১** এ দেখেছি যে নির্দেশকভাব এ বর্তমানকালের যে ক্রিয়া রূপগুলি মূল অক্ষর দিয়ে শেষ হয়, ঐ অক্ষরের উপর **পেশ** থাকে। উদাহরণস্বরূপ يَعْلَمُ এবং يَنْزِلُ শব্দ দু'টি নির্দেশকভাব এ রয়েছে। তাদের প্রত্যেকে **পেশ** দিয়ে শেষ হয়েছে। يَعْلَمُ مَا يَنْزِلُ مِنَ السَّمَاءِ তিনি জানেন আসমান থেকে কি নেমে আসে।

যখন বর্তমানকালের ক্রিয়া, কোনো শব্দ বা অব্যয় দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয় তখন ক্রিয়াসমূহের সমাপ্তি বা অন্ত-সংযুক্তি (Suffix) প্রভাবান্বিত হয়। নীচের উপবাক্যে (Clause), لِ (**যাতে**) অব্যয়টি يَعْلَمُ ক্রিয়াটিকে নিয়ন্ত্রণ করার কারণে **পেশ** এর পরিবর্তে **যবর** দিয়ে শেষ হয়েছে:-

لِيَعْلَمَ اللهُ مَنْ يَنْصُرُهُ যাতে আল্লাহ জানতে পারেন তাকে কে সাহায্য করে।

يَعْلَمَ শব্দটি সাপেক্ষভাব এ রয়েছে বলে বলা হয়। সাপেক্ষভাব এর পূর্বে নিম্নোক্ত অব্যয়গুলি ব্যবহৃত হয়। এই অব্যয়গুলিকে আমরা নিয়ামক (Controller) বলব:

أَنْ যে; أَلَا = لَا + أَنْ যে না; لَنْ কখনও না; لِئَلَا যাতে না; لِ যাতে;

كَيْ যাতে; حَتَّى যতক্ষণ পর্যন্ত; كَيْلَا যাতে না

ক্রিয়ার **সাপেক্ষভাব** (مَنْصُوبٌ)- এ كَتَبَ রূপান্তর নিম্নরূপ:

বহুবচন	দ্বিবচন	একবচন	
يَكْتُبُوْا	يَكْتُبَا	يَكْتُبَ	প্রথম পুরুষ, পুং
يَكْتُبْنَ	تَكْتُبَا	تَكْتُبَ	প্রথম পুরুষ, স্ত্রী
تَكْتُبُوْا	تَكْتُبَا	تَكْتُبَ	মধ্যম পুরুষ, পুং
تَكْتُبْنَ	تَكْتُبَا	تَكْتُبِى	মধ্যম পুরুষ, স্ত্রী
نَكْتُبَ	نَكْتُبَ	أَكْتُبَ	উত্তম পুরুষ, পুং ও স্ত্রী

নিয়ামকসমূহ (Controllers): أَنْ لا, لِئَلا, كَيْ, حَتَّى, إِذَنْ, لَنْ, أَنْ এবং لِ

আপনি লক্ষ্য করুন যে সাপেক্ষভাব এ:

(১) ক্রিয়ার যে সকল রূপের শেষ মূল অক্ষরের পরে কোনো সংযুক্তি অক্ষর নেই, তাদের নির্দেশকভাব এর শেষে মূল অক্ষরে **পেশ** পরিবর্তীত হয়ে **যবর** হয়েছে, যেমন: يَكْتُبُ হতে يَكْتُبَ।

(২) ক্রিয়ার যে সকল রূপ শেষ হয়েছে نَ দিয়ে এবং এই نَ এর পূর্বে শেষ মূল অক্ষরের পরে একটি মাদ্দ এর অক্ষর আছে, সেগুলির نَ বিলুত হয় । তখন মধ্যম পুরুষ এবং প্রথম পুরুষ পুংলিঙ্গ বহুবচনের পরে, একটি মাদ্দ এর অক্ষরের পর আলিফ যোগ হয়, যেমন: يَكْتُبُوْنَ হতে يَكْتُبُوْا ।

(৩) মধ্যম পুরুষ ও প্রথম পুরুষ বহুবচন স্ত্রীলিঙ্গ রূপগুলি অপরিবর্তীত থাকে অর্থাৎ নির্দেশকভাব সাপেক্ষভাব ও যুসীভভাব এর রূপ একই।

নির্দ্ধারিত আয়াতসমূহ ও তাদের অর্থ

১।	তারা বলল: আমরা খেতে চাই যে ওটা থেকে কিছু (৫ ঃ ১১৩)	قَالُوْا نُرِيْدُ أَنْ نَّأْكُلَ مِنْهَا
২।	তুমি কি চাও আমাকে হত্যা করতে, যেমন তুমি হত্যা করেছ এক ব্যক্তিকে গতকাল (২৮ ঃ ১৯)	أَتُرِيْدُ أَنْ تَقْتُلَنِىْ كَمَا قَتَلْتَ نَفْسًا بِالْأَمْسِ
৩।	তারা চাইবে বের হতে আগুন থেকে (৫ ঃ ৩৭)	يُرِيْدُوْنَ أَنْ يَّخْرُجُوْا مِنَ النَّارِ
৪।	যাতে আল্লাহ জানতে পারেন, কে তাঁকে ও তাঁর রাসূলগণকে সাহায্য করে (৫৭ ঃ ২৫)	لِيَعْلَمَ اللهُ مَنْ يَّنْصُرُهٗ وَرُسُلَهٗ
৫।	ওটা এই জন্য যে, তোমরা যেন জানতে পার যে আল্লাহ জানেন (৫ ঃ ৯৭)	ذٰلِكَ لِتَعْلَمُوْا أَنَّ اللهَ يَعْلَمُ
৬।	যা কিছু আসমান ও যা কিছু যমীনে আছে (৫ ঃ ৯৭)	مَا فِى السَّمٰوٰتِ وَمَا فِى الْأَرْضِ
৭।	এবং আমি সৃষ্টি করেছি জ্বিন ও মানুষকে এই জন্য যে, তারা কেবল আমারই ইবাদত করবে (৫১ ঃ ৫৬)	وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُوْنِ
৮।	আর যদি তারা ধৈর্য ধারণ করত, তুমি বের হয়ে আসা পর্যন্ত তাদের কাছে (৪৯ ঃ ৫)	وَلَوْ أَنَّهُمْ صَبَرُوْا حَتّٰى تَخْرُجَ إِلَيْهِمْ
৯।	অবশ্যই তা হত উত্তম তাদের জন্য (৪৯ ঃ ৫)	لَكَانَ خَيْرًا لَّهُمْ
১০।	যাতে আমরা তোমার পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করতে পারি বেশী বেশী এবং তোমাকে স্বরণ করতে পারি অধিক (২০ ঃ ৩৩, ৩৪)	كَىْ نُسَبِّحَكَ كَثِيْرًا وَّنَذْكُرَكَ كَثِيْرًا
১১।	এবং নিশ্চয় আমরা কখনই প্রবেশ করব না সেখানে, যতক্ষণ পর্যন্ত তারা বের হয়ে যায় সেখান হতে (৫ ঃ ২২)	وَإِنَّا لَنْ نَّدْخُلَهَا حَتّٰى يَخْرُجُوْا مِنْهَا
১২।	তোমাদের উপকারে আসবেই না, তোমাদের আত্মীয়-স্বজন ও সন্তান-সন্ততি কিয়ামতের দিন (৬০ ঃ ৩)	لَنْ تَنْفَعَكُمْ اَرْحَامُكُمْ وَلَآ أَوْلَادُكُمْ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ
১৩।	এবং তারা বলে, তারা কখনই প্রবেশ করবে না জান্নাতে যদি না কেহ ইহুদী বা খৃষ্টান হয় (২ ঃ ১১১)	وَقَالُوْا لَنْ يَّدْخُلَ الْجَنَّةَ إِلَّا مَنْ كَانَ هُوْدًا أَوْ نَصٰرٰى
১৪।	সে কি মনে করে যে, কখনও তার উপর ক্ষমতাবান হবে না কেহই (৯০ ঃ ৫)	أَيَحْسَبُ أَنْ لَّنْ يَّقْدِرَ عَلَيْهِ أَحَدٌ
১৫।	এবং তোমাদের কি হয়েছে যে, তোমরা আল্লাহর পথে খরচ করবে না (৫৭ ঃ ১০)	وَمَا لَكُمْ أَلَّا تُنْفِقُوْا فِىْ سَبِيْلِ اللهِ

উপরোক্ত পাঠের উপর মন্তব্য

লাইন ১ : أَنْ نَّأْكُلَ শব্দগুলির ভাষাগত অর্থ হল **'যা আমাদের খাওয়া উচিত'**; এটা অনুবাদ করা হয় শুধু **'খাওয়া'** বলে ; সাপেক্ষভাব এর একই ধরণের ব্যবহার লাইন নং ২ এবং লাইন নং ৩ এ রয়েছে।

লাইন ৭ : لِيَعْبُدُوْنِ শব্দটির শেষ অক্ষর نِ হল সংযুক্ত সর্বনাম نِىْ (**আমাকে**) এর সংক্ষিপ্ত রূপ। يَعْبُدُوْ অর্থাৎ প্রথম পুরুষ (Third Person), পুংলিঙ্গ, বহুবচনের সাপেক্ষভাব এর শেষ و এর সঙ্গে সংযুক্ত সর্বনাম বসার কারণে و এর পরের ।(আলিফ) বাদ পড়েছে।

লাইন ১৪ : আক্ষরিকভাবে, 'কেউই তার উপরে ক্ষমতাবান হবে না'।

লাইন ১৫ : تُنْفِقُوْا শব্দটি نَفَقَ ক্রিয়ার ৪নং ফরমের বর্তমানকাল সাপেক্ষভাব, অধ্যায় ৩২ দেখুন।

অধ্যায় - ২৪
যুসীভভাব

যুসীভভাব (مَـجْزُوْمٌ) এর মৌলিক অর্থ হল কামনা করা বা আদেশ করা, যেমন: **'তাকে লিখতে দেওয়া হোক'**; আরবি ভাষায় এই ভাব এর অন্যান্য ব্যবহারও আছে: * নিষেধাজ্ঞা বা Negative Command,
* অতীতকালে কোনো কাজ করার অস্বীকৃতি (Negating the past tense) প্রকাশ করা।
সাপেক্ষভাব এর মত, নির্দিষ্ট কয়েকটি অব্যয় নিয়ামক (Controller) হিসাবে যুসীভভাব এর পূর্বে বসে।

বর্তমানকালের নির্দেশকভাব ক্রিয়া রূপ থেকে বর্তমানকালের **যুসীভভাব** এর ক্রিয়া রূপ গঠন করা হয়:

- যে সকল ক্রিয়ার রূপ মূল অক্ষর দিয়ে শেষ হয় সে সকল ক্রিয়ার শেষ অক্ষরে হরকত উঠে গিয়ে সুকুন বসে, যেমন: يَكْتُبْ ;
- অন্যান্য রূপ সাপেক্ষভাব (Subjunctive Mood) এর মত একই।

كَتَبَ ক্রিয়ার যুসীভভাব (مَـجْزُوْمٌ / Jussive Mood) এর রূপান্তর নীচে দেওয়া হলো:

বহুবচন	দ্বিবচন	একবচন	
يَكْتُبُوْا	يَكْتُبَا	يَكْتُبْ	প্রথম পুরুষ, পুংলিঙ্গ
يَكْتُبْنَ	تَكْتُبَا	تَكْتُبْ	প্রথম পুরুষ, স্ত্রীলিঙ্গ
تَكْتُبُوْا	تَكْتُبَا	تَكْتُبْ	মধ্যম পুরুষ, পুংলিঙ্গ
تَكْتُبْنَ	تَكْتُبَا	تَكْتُبِى	মধ্যম পুরুষ, স্ত্রীলিঙ্গ
نَكْتُبْ	نَكْتُبْ	أَكْتُبْ	উত্তম পুরুষ, পুং/ স্ত্রী

নিয়ামকসমূহ (Controllers)**:** لَـمْ, لا, لِـ, فَلْ এবং وَ لَ
নিম্নোক্ত ক্ষেত্রে যুসীভভাব (مَـجْزُوْمٌ) ব্যবহৃত হয়:

(১) একটি কামনা প্রকাশ (Expressing a wish)
একটি কামনা অথবা একটি আদেশ প্রকাশ করার জন্য যুসীভভাব ব্যবহৃত হয়; পরবর্তী পৃষ্ঠার লাইন নং ১০, ১১ এবং ১৩ দেখুন। এই সব ক্ষেত্রে لِـ অথবা فَلْـ বাক্যের প্রথমেই বসে। তখন এটাকে অনুবাদ করা হয় **'সে করুক বা তার করা উচিত '**; فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِـحًا - অতএব সে নেক কাজ করুক (১৮ ঃ ১১০)।

(২) নিষেধাজ্ঞা (Prohibition)
যুসীভভাব এর মধ্যম পুরুষ এর প্রথমে لَا বসিয়ে নিষেধাজ্ঞা প্রকাশ করা হয়। পরবর্তী পৃষ্ঠার লাইন নং ১, ২, ৩, ৪, ৫ এবং ৬ দেখুন।

لَا تَجْعَلْ তুমি করো না (একবচন)
لَا تَجْعَلُوْا তোমরা করো না (বহুবচন)

(৩) অতীতকালে কোনো কাজ না করার অস্বীকৃতি (Negation of the past)
অতীতকালে কোনো কাজ না করার ভাব প্রকাশ করার জন্য যুসীভভাব এর একটি সাধারণ ব্যবহার। এই সব ক্ষেত্রে لَـمْ অব্যয় দ্বারা যুসীভ নিয়ন্ত্রিত হয়। পরবর্তী পৃষ্ঠার লাইন নং ৭, ৮, ৯, ১৪ এবং ১৫ দেখুন। لَـمْ يَعْلَمْ সে জানত না।

যুসীভভাব এর অভিব্যক্তিকে জোরদারকরণ (Strengthening of the Jussive)

কুর'আনে বিভিন্ন সমাপ্তির সঙ্গে نَّ যোগ করে সচরাচর যুসীভভাব এর বাক্যের অভিব্যক্তিকে জোরদার করা হয় এবং অনুবাদ করা হয় **'নিশ্চয়ই/ অবশ্যই'**।

وَلَيَعْلَمَنَّ اللهُ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا এবং অবশ্যই আল্লাহ জানেন তাদেরকে যারা ঈমান এনেছিল... (২৯ ঃ ১১)
لَتَدْخُلَنَّ الْـمَسْجِدَ الْحَرَامَ অবশ্যই তুমি পবিত্র মসজিদে প্রবেশ করবে (৪৮ ঃ ২৭)

নির্দ্ধারিত আয়াতসমূহ ও তাদের অর্থ

১।	তুমি স্থির করো না আল্লাহর সহিত অপর কোনো ইলাহ্ (ইবাদতের সত্ত্ব) (১৭ ঃ ২২)	لَا تَجْعَلْ مَعَ اللّٰهِ إِلٰـهًا اٰخَرَ
২।	অতএব তোমরা স্থির করো না আল্লাহর জন্য (কোনো) সমকক্ষ (২ ঃ ২২)	فَلَا تَجْعَلُوْا لِلّٰهِ أَنْدَادًا
৩।	তোমরা সাজদাহ্ করো না সূর্য অথবা চন্দ্রকে (৪১ ঃ ৩৭)	لَا تَسْجُدُوْا لِلشَّمْسِ وَلَا لِلْقَمَرِ
৪।	তোমরা (দুইজন) নিকটবর্তী হয়ো না এই বৃক্ষের (২ ঃ ৩৫)	وَلَا تَقْرَبَا هٰذِهِ الشَّجَرَةَ
৫।	ঐগুলি আল্লাহর সীমারেখা, সুতরাং তোমরা উহার নিকটবর্তী হয়ো না (২ ঃ ১৮৭)	تِلْكَ حُدُوْدُ اللهِ فَلَا تَقْرَبُوْهَا
৬।	আর তোমরা মিশিও না সত্যকে মিথ্যার সঙ্গে (২ ঃ ৪২)	وَلَا تَلْبِسُوا الْـحَقَّ بِالْبَاطِلِ
৭।	তিনি কি পর্যবসিত করেন নাই তাদের কৌশল ব্যর্থতায়? (১০৫ ঃ ২)	أَلَـمْ يَجْعَلْ كَيْدَهُمْ فِيْ تَضْلِيْلٍ
৮।	আমরা কি করি নাই জমিনকে শয্যা (৭৮ ঃ ৬)	أَلَـمْ نَجْعَلِ الْأَرْضَ مِهٰدًا
৯।	তুমি কি জানো না যে, আল্লাহ অবগত আছেন যা কিছু আকাশ ও পৃথিবীতে আছে? (২২ ঃ ৭০)	أَلَـمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللهَ يَعْلَمُ مَافِى السَّمَـآءِ وَ الْأَرْضِ
১০।	সুতরাং লক্ষ্য করুক মানুষ কি হতে সে সৃজিত হয়েছে (৮৬ ঃ ৫)	فَلْيَنْظُرِ الْإِنْسَانُ مِمَّ خُلِقَ
১১।	সুতরাং তারা ইবাদত করুক এই গৃহের প্রতিপালকের (১০৬ ঃ ৩)	فَلْيَعْبُدُوْا رَبَّ هٰذَا الْبَيْتِ
১২।	যে কেউ করবে অণু পরিমাণ সৎ কাজ সে দেখতে পাবে তা (৯৯ ঃ ৭)	فَمَنْ يَّعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَّرَهٗ
১৩।	অতএব সে করুক সৎ কাজ (১৮ ঃ ১১০)	فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِـحًا
১৪।	তিনি শিক্ষা দিয়েছেন মানুষকে যা সে জানতো না (৯৬ ঃ ৫)	عَلَّمَ الْإِنْسَانَ مَا لَـمْ يَعْلَمْ
১৫।	তিনি কাউকে জন্ম দেন নাই এবং তাঁকেও জন্ম দেওয়া হয় নাই (১১২ ঃ ৩)	لَـمْ يَلِدْ وَلَـمْ يُوْلَـدْ

উপরোক্ত পাঠের উপর মন্তব্য

লাইন ৮ : نَجْعَلْ শব্দটির ل এর উপরের **সুকুন**কে **যের** দিয়ে প্রতিস্থাপন করা হয়েছে পরবর্তী শব্দের সঙ্গে উচ্চারণের সংযোগ স্থাপনের জন্য। এটা করা হয় পড়া এবং আবৃত্তি সাবলীল করার জন্য। একই নীতি প্রয়োগ করা হয় অন্যান্য শব্দ ও অব্যয়সমূহের উপর, যেগুলি সাধারণত **সুকুন** দিয়ে শেষ হয়, যেমন লাইন নং ১০ এর প্রথম শব্দের শেষ অক্ষর।

লাইন ১০ : مِمَّ **(কি হতে)**, শব্দটি مِنْ + مَا এর সংক্ষিপ্ত রূপ।

লাইন ১৫ : 'তিনি জন্ম দেন না' অর্থ হল 'তিনি কারোর পিতা নহেন'। 'তাঁকে কেউ জন্ম দান করেনি' অর্থ হল 'কারোর থেকে তাঁর জন্ম হয়নি'। يَلِدْ এবং يُوْلَدْ (কর্মবাচ্যীয় বা Passive) শব্দ দুটি দূর্বল ক্রিয়া وَلَدَ (তিনি জন্ম দেন) হতে গঠিত হয়েছে।

অধ্যায় - ২৫

অনুজ্ঞাভাব

ইংরেজি Imperative Mood শব্দটির বাংলা হল **অনুজ্ঞাভাব**। ইংরেজি Imperative শব্দটি ল্যাটিন 'to command' কথা থেকে এসেছে, যার বাংলা হল **'আদেশ করা'** এবং এর যথাযথ আরবি প্রতিশব্দ হল أَمْرٌ (আমর)।
আরবি ভাষায় অবশ্য أَمْرٌ (একটি আদেশ), طَلَبٌ (একটি অনুরোধ) এবং دُعَاءٌ (একটি মিনতি/ দু'আ) এর মধ্যে পার্থক্য করে। তবে এই তিনটির জন্য ক্রিয়ার রূপ একই।

যুসীভভাব (مَـجْزُوْمٌ/ Jussive) এর মধ্যম পুরুষ থেকে নিম্নে বর্ণিত পদ্ধতিতে **অনুজ্ঞাভাব** (Imperative) গঠন করা হয়।

(১) পূর্ব সংযুক্তি تَـ এবং এর হরকত বিলুপ্ত করতে হবে।

(২) ت বাদ দেওয়ার পর প্রথম মূল অক্ষরটি যদি **সুকুন** বিশিষ্ট হয়, তাহলে প্রথমেই একটি **আলিফ** সংযোজন করতে হবে ।

(৩) এই **আলিফ** এর উপরে **পেশ** দিতে হবে যদি পরবর্তী দ্বিতীয় মূল অক্ষরে **পেশ** থাকে এবং যদি পরবর্তী দ্বিতীয় মূল অক্ষরে **যবর** বা **যের** থাকে তা হলে **আলিফ** এর নীচে **যের** দিতে হবে।

অনুজ্ঞাভাব এর সমাপ্তি যুসীভ মধ্যম পুরুষের মত একই। অনুজ্ঞাভাব ব্যবহার করা হয় শুধু মাত্র যুসীভভাব এর মধ্যম পুরুষ হতে ।

যুসীভভাব	تَغْفِرْ	تَجْعَلْ	تَدْخُلْ
অনুজ্ঞাভাব	اِغْفِرْ	اِجْعَلْ	اُدْخُلْ
	ক্ষমা কর	কর	প্রবেশ কর

পূর্ব সংযুক্তি تَـــ বাদ দেওয়ার পর যা থাকে তা যদি হরকত যুক্ত অক্ষর হয়, তাহলে পূর্বসংযুক্তি **আলিফ** এর প্রয়োজন হবে না।

যুসীভভাব	تَقُمْ	تَقُلْ	تَكُنْ
অনুজ্ঞাভাব	قُمْ	قُلْ	كُنْ
	দাঁড়াও	বল	হও

আবৃত্তি করার সময় যদি পূর্ববর্তী অক্ষর ও হরকতের সঙ্গে অনুজ্ঞাভাব যুক্ত হয়, তাহলে উচ্চারণে অনুজ্ঞাভাবের যোগকৃত আলিফ **(হামযাতুল-ওয়াস্‌ল)** এর উচ্চারণ করার প্রয়োজন হয় না।

অনুজ্ঞাভাব	اِغْفِرْ	اِجْعَلُوْا	اُخْرُجْ
অক্ষর + অনুজ্ঞাভাব	وَاغْفِرْ	وَاجْعَلُوْا	فَاخْرُجْ

পরের পৃষ্ঠায় লাইন নং ১২তে مُتَّقِيْنَ শব্দটি বাংলায় অনুবাদ না করে আরবি উচ্চারণ বাংলায় লেখা হয়েছে, مُتَّـقِى এর বহুবচন যার মুল অর্থ করা হয় **'যিনি সতর্ক'**। আল্লাহর নির্দ্ধারিত সীমা লঙ্ঘন না করা সম্বন্ধে এবং তার নিজের ও অন্যের ক্ষতি করা সম্বন্ধে সে সতর্ক। 'মুত্তাকীন' শব্দটি বিভিন্নভাবে অনুবাদ করা হয়- **'আল্লাহ সচেতন', 'যাঁরা আল্লাহকে ভয় করেন', 'ধার্মিক একজন', 'ন্যায়পরায়ণ একজন'** অথবা **'সচেতন একজন'**। **'সচেতন একজন'** অনুবাদটি **'মুত্তাকীন'** এর মৌলিক অর্থের খুব কাছাকাছি আসে।

নির্দ্ধারিত আয়াতসমূহ ও তাদের অর্থ

১।	সুতরাং বিচার কর লোকদের মাঝে সততার সঙ্গে (৩৮ ঃ ২৬)	فَاحْكُمْ بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ
২।	এবং তুমি ক্ষমা কর আমাদেরকে হে আমাদের প্রতিপালক ! (৬০ ঃ ৫)	وَاغْفِرْ لَنَا رَبَّنَا
৩।	এবং তুমি স্বরণ কর তোমার প্রতিপালককে অধিক (৩ ঃ ৪১)	وَاذْكُرْ رَّبَّكَ كَثِيْرًا
৪।	হে মরিয়াম, তুমি বিনয়ী হও তোমার প্রতিপালকের প্রতি (৩ ঃ ৪৩)	يٰمَرْيَمُ اقْنُتِيْ لِرَبِّكِ
৫।	এবং তুমি সাজদাহ কর ও রুকু কর, রুকুকারীদের সঙ্গে (৩ ঃ ৪৩)	وَاسْجُدِيْ وَارْكَعِيْ مَعَ الرّٰكِعِيْنَ
৬।	এবং (তাদেরকে) বলা হবে, তোমরা (দুইজন) প্রবেশ কর আগুনে প্রবেশকারীদের সঙ্গে (৬৬ ঃ ১০)	وَ قِيْلَ ادْخُلَا النَّارَ مَعَ الدّٰخِلِيْنَ
৭।	তিনি বললেন, 'হে আমার পিতা, তুমি করে ফেল, যা তুমি আদিষ্ট হয়েছ (৩৭ ঃ ১০২)	قَالَ يٰٓأَبَتِ افْعَلْ مَاتُؤْمَرُ
৮।	সুতরাং তোমরা তাই কর যা তোমরা আদিষ্ট হয়েছ (২ ঃ ৬৮)	فَافْعَلُوْا مَاتُؤْمَرُوْنَ
৯।	এবং তোমরা স্মরণ কর আল্লাহকে অধিক যাতে তোমরা সফলকাম হতে পার (৬২ ঃ ১০)	وَاذْكُرُوا اللهَ كَثِيْرًا لَّعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ
১০।	সুতরাং তোমরা আমাকে স্মরণ কর, আমিও তোমাদেরকে স্মরণ রাখব (২ ঃ ১৫২)	فَاذْكُرُوْنِيْ اَذْكُرْكُمْ
১১।	এবং তোমরা কৃতজ্ঞ হও আমার প্রতি এবং অস্বীকার কর না আমাকে (২ ঃ ১৫২)	وَاشْكُرُوْا لِيْ وَلَا تَكْفُرُوْنِ
১২।	এবং তোমরা জেনে রাখ যে, আল্লাহ মুত্তাকীদের সঙ্গে আছেন (৯ ঃ ৩৬)	وَاعْلَمُوْٓا أَنَّ اللهَ مَعَ الْـمُتَّقِيْنَ
১৩।	এবং বল, 'তোমরা আমল করতে থাক, অতএব আল্লাহ তোমাদের আমল দেখবেন (৯ ঃ ১০৫)	وَقُلِ اعْمَلُوْا فَسَيَرَى اللهُ عَمَلَكُمْ
১৪।	তোমরা রুকু কর, সাজ্‌দাহ কর এবং ইবাদত কর তোমাদের প্রতিপালকের (২২ ঃ ৭৭)	اِرْكَعُوْا وَاسْجُدُوْا وَاعْبُدُوْا رَبَّكُمْ
১৫।	এবং তোমরা কর সৎকর্ম যাতে সফলকাম হতে পার (২২ ঃ ৭৭)	وَافْعَلُوا الْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ

উপরোক্ত পাঠের উপর মন্তব্য

লাইন ৭ ও ৮ : تُؤْمَرُ (তুমি আদেশ প্রাপ্ত) শব্দটি এবং ইহার বহুবচন লাইন নং ৮ এ, বর্তমানকাল কর্মবাচ্যীয় (Passive) রূপ। বর্তমানকালের কর্মবাচ্যীয় ক্রিয়া রূপ এর জন্য দেখুন অধ্যায় ২৬ ।

লাইন ৯ ও ১৫ : تُفْلِحُوْنَ শব্দটি ৪নং ফরম ক্রিয়া, দেখুন অধ্যায় ৩৩ ।

লাইন ১০ : فَاذْكُرُوْنِى শব্দটির বহুবচনের **'ওয়াও'** এর পরে **'আলিফ'** নাই (লাইন নং ৯ এর মত), কারণ এর পরে একটি সংযুক্ত সর্বনাম نِىْ রয়েছে। মধ্যম পুরুষের বহুবচনে শেষের আলিফ লোপ পায় যখন তার সঙ্গে সংযুক্ত-সর্বনাম যুক্ত হয়।

লাইন ১১ : تَكْفُرُوْنِ শব্দটির শেষের نِ হল نِىْ এর সংক্ষিপ্ত রূপ, যার অর্থ **'আমাকে'**।

অধ্যায় - ২৬
বর্তমানকালের কর্মবাচ্য

বর্তমানকালের কর্মবাচ্যীয় ক্রিয়ার শেষে সংযুক্ত (Suffix), কর্তৃবাচ্যীয় (Active) রূপ এর মত একই।
বর্তমানকালের সরল নিয়ামানুগ ক্রিয়া (Simple regular verb) এর কর্মবাচ্যীয় রূপ তৈরি করতে:

- পূর্বে সংযুক্ত অক্ষরের উপর **পেশ** দিতে হবে,
- প্রথম মূল অক্ষরের উপর **সুকুন** দিতে হবে,
- দ্বিতীয় মূল অক্ষরের উপর **যবর** দিতে হবে।

বর্তমানকালের কর্মবাচ্যীয় (Passive of the Present Tense) ক্রিয়ার শেষে সংযুক্তি (Suffix) কর্তৃবাচ্যীয় (Active Voice) এর মতই হয়। নীচে পড়ুন:

	কর্তৃবাচ্যীয় (Active)	**কর্মবাচ্যীয়** (Passive)	
সে জিজ্ঞাসা করে	يَسْأَلُ	يُسْأَلُ	সে জিজ্ঞাসিত হবে
সে জানে	يَعْرِفُ	يُعْرَفُ	সে পরিচিত হবে
তারা সৃষ্টি করে।	يَخْلُقُوْنَ	يُخْلَقُوْنَ	তারা সৃষ্টিকৃত
তারা বহন করে।	تَحْمِلُوْنَ	تُحْمَلُوْنَ	তারা বাহিত হবে
তোমরা অত্যাচার করবে	تَظْلِمُوْنَ	تُظْلَمُوْنَ	তোমরা অত্যাচারিত হবে
তুমি লিখছ	تَـكْتُبُ	تُكْتَبُ	তোমাকে লিখা হবে
তুমি ফ্যাসাদ করছ	يَفْسُدُ	يُفْسَدُ	ফ্যাসাদ করা হবে
তুমি বহন করছ	تَحْمِلُ	تُحْمَلُ	তোমাকে বহন করা হবে
সে বাধা দিয়েছে	يَحْجُرُوْنَ	يُحْجَرُوْنَ	তাকে বাধা দেওয়া হয়েছে
তুমি হত্যা করেছ	يَقْتُلُ	يُقْتَلُ	তোমাকে হত্যা করা হয়েছে

মনে রাখা দরকার যে, ক্রিয়ার বর্তমানকাল রূপ ব্যবহার করা হয় বর্তমান ও ভবিষ্যৎ উভয় কাল প্রকাশ করার জন্য।

ঘটমান অতীতকাল অথবা অভ্যাসগত কাজ (Past Continous or habitual action)

পরবর্তী পৃষ্ঠার লাইন নং ৮ এ অতীতকালের ক্রিয়া كُنْتُمْ একটি উদাহরণ যা অপর একটি বর্তমানকাল রূপ ক্রিয়া تَعْمَلُوْنَ এর সঙ্গে ব্যবহার করা হয়েছে।

আরবিভাষায় ‘ كَانَ + বর্তমান কাল’ এর এই সংযুক্তি অতীতকালের একটানা কাজ অথবা অভ্যাসগত কাজের ধারণা প্রদান করার জন্য ব্যবহার হয় ।

كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ - তারা করতেছিল (অতীত ঘটমান)

كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ - তারা করতে অভ্যস্ত ছিল (অভ্যাসগত কাজ)

নির্দ্ধারিত আয়াতসমূহ ও তাদের অর্থ

১।	অতএব সেই দিন কেউ জিজ্ঞাসিত হবে না তার অপরাধ সম্বন্ধে (৫৫ ঃ ৩৯)	فَيَوْمَئِذٍ لَّا يُسْئَلُ عَنْ ذَنْبِهٖ
২।	না কোনো মানুষ এবং না জ্বীন (৫৫ ঃ ৩৯)	إِنْسٌ وَّلَا جَآنٌّ
৩।	সুতরাং কোন্ অনুগ্রহ তোমাদের উভয়ের প্রতিপালকের তোমরা উভয়ে অস্বীকার করবে (৫৫ ঃ ৪০)	فَبِأَيِّ اٰلَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبٰنِ
৪।	চিহ্নিত হবে অপরাধীগণ তাদের চিহ্ন (দাগ) দ্বারা (৫৫ ঃ ৪১)	يُعْرَفُ الْمُجْرِمُوْنَ بِسِيْمٰهُمْ
৫।	অতএব তারা ধৃত হবে তাদের মাথার ঝুঁটি ও পা দ্বারা (৫৫ ঃ ৪১)	فَيُؤْخَذُ بِالنَّوَا صِىْ وَالْاَقْدَامِ
৬।	লিপিবদ্ধ হবে তাদের সাক্ষ্য এবং তারা জিজ্ঞাসিত হবে (৪৩ ঃ ১৯)	سَتُكْتَبُ شَهَادَتُهُمْ وَيُسْئَلُوْنَ
৭।	অতএব আজ অত্যাচারীত হবে না কেহই (৩৬ ঃ ৫৪)	فَالْيَوْمَ لَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا
৮।	এবং তোমরা প্রদত্ত হবে না প্রতিফল তা ব্যাতিত যা তোমরা করতে (৩৬ ঃ ৫৪)	وَلَا تُجْزَوْنَ اِلَّا مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُوْنَ
৯।	এবং আমরা জিজ্ঞাসিত হবো না সে সম্পর্কে যা তোমরা করতে (৩৪ ঃ ২৫)	وَلَا نُسْئَلُ عَمَّا تَعْمَلُوْنَ
১০।	তোমরা অত্যাচার করবে না এবং তোমরাও অত্যাচারিত হবে না (২ ঃ ২৭৯)	لَا تَظْلِمُوْنَ وَلَا تُظْلَمُوْنَ
১১।	তারা সৃষ্টি করে নাই কিছুই এবং তারাই সৃজিত হয়েছে (১৬ ঃ ২০)	لَا يَخْلُقُوْنَ شَيْئًا وَّهُمْ يُخْلَقُوْنَ
১২।	এবং যে যুদ্ধ করে আল্লাহর পথে, অতঃপর সে নিহত হোক বা বিজয়ী হোক (৪ ঃ ৭৪)	وَمَنْ يُّقَاتِلْ فِىْ سَبِيْلِ اللهِ فَيُقْتَلْ أَوْ يَغْلِبْ
১৩।	অতএব আমরা দান করব পুরস্কার তাকে বিরাট (৪ ঃ ৭৪)	فَسَوْفَ نُؤْتِيْهِ أَجْرًا عَظِيْمًا
১৪।	এবং তোমরা আনুগত্য কর আল্লাহর এবং রাসূলের (৩ ঃ ১৩২)	وَأَطِيْعُوْا اللهَ وَالرَّسُوْلَ
১৫।	যাতে তোমরা অনুগৃহীত হতে পারো (৩ ঃ ১৩২)	لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُوْنَ

উপরোক্ত পাঠের উপর মন্তব্য

প্রথম পাঁচটি লাইন সূরা আর-রহমান (সূরা নং ৫৫) থেকে নেওয়া।

লাইন ৩ : তোমার প্রতিপালকের কোন্ নিয়ামতকে তুমি অস্বীকার করবে ? সূরা আর-রহমানে এই প্রশ্নটি ৩১ বার পুনরাবৃত্তি করা হয়েছে। লক্ষ্য করুন যে **'রাব্বিকুমা'** এর সঙ্গে সংযুক্ত সর্বনাম এবং **'তুকাজ্জিবানী'** ক্রিয়া হল দ্বিবচনে। এটা এই জন্য যে, এই পুনরাবৃত্তির প্রশ্নে মানব জাতি ও জ্বিন উভয়কে সম্বোধন করা হয়েছে।

লাইন ৪ : লক্ষ্য করুন যে يُعْرَفُ ক্রিয়াটি ব্যাকরণগতভাবে একবচন অথচ উদ্দেশ্য مُجْرِمُوْنَ হল বহুবচন।

লাইন ৭ : نَفْسٌ শব্দটি স্ত্রীলিঙ্গ এবং তাই تُظْلَمُ ক্রিয়াটিও স্ত্রীলিঙ্গ।

লাইন ৯ : عَمَّا শব্দটি عَنْ (বিষয়ে) এবং مَا (কি) এর সংমিশ্রণ।

লাইন ১২ : يُقَاتِلْ হল ৩নং ফরম ক্রিয়ার কর্তৃবাচ্যীয় বর্তমানকাল যুসীভ রূপ। ক্রিয়ার ৩নং ফরম এর জন্য দেখুন অধ্যায় ৩২ ।

লাইন ১৩ : نُؤْتِيْهِ হল ৪নং ফরম ক্রিয়ার কর্তৃবাচ্যীয় বর্তমানকাল রূপ।

লাইন ১৪ : أَطِيْعُوْا হল ৪নং ফরম ক্রিয়ার অনুজ্ঞাভাব বহুবচন রূপ।

অধ্যায় - ২৭

ক্রিয়া قَالَ এর বর্তমানকাল

যেহেতু قَالَ ক্রিয়াটির বিভিন্ন রূপ কুর'আনে ঘনঘন আসে, সেহেতু নীচে এই ক্রিয়ার বর্তমানকালের তিন ধরণের ধাতুরূপ উল্লেখ করা হল: নির্দেশকভাব (مَرْفُوْعٌ / Indicative mood), সাপেক্ষভাব (مَنْصُوْبٌ / Subjunctive mood) এবং যুসীভভাব (مَـجْزُوْمٌ / Jussive mood)। এর সঙ্গে অনুজ্ঞাভাব (أَمْرٌ / Imperative mood) ও দেওয়া হল।

নির্দেশকভাব (مَرْفُوْعٌ)

বহুবচন	দ্বিবচন	একবচন	
يَقُوْلُوْنَ	يَقُوْلَانِ	يَقُوْلُ	প্রথম পুরুষ, পুংলিঙ্গ
يَقُلْنَ	تَقُوْلَانِ	تَقُوْلُ	প্রথম পুরুষ, স্ত্রীলিঙ্গ
تَقُوْلُوْنَ	تَقُوْلَانِ	تَقُوْلُ	মধ্যম পুরুষ, পুংলিঙ্গ
تَقُلْنَ	تَقُوْلَانِ	تَقُوْلِيْنَ	মধ্যম পুরুষ, স্ত্রীলিঙ্গ
نَقُوْلُ	نَقُوْلُ	أَقُوْلُ	উত্তম পুরুষ, পুং ও স্ত্রী

সাপেক্ষভাব (مَنْصُوْبٌ)

يَقُوْلُوْا	يَقُوْلا	يَقُوْلَ	প্রথম পুরুষ, পুংলিঙ্গ
يَقُلْنَ	تَقُوْلا	تَقُوْلَ	প্রথম পুরুষ, স্ত্রীলিঙ্গ
تَقُوْلُوْا	تَقُوْلا	تَقُوْلَ	মধ্যম পুরুষ, পুংলিঙ্গ
تَقُلْنَ	تَقُوْلا	تَقُوْلِيْ	মধ্যম পুরুষ, স্ত্রীলিঙ্গ
نَقُوْلَ	نَقُوْلَ	أَقُوْلَ	উত্তম পুরুষ, পুং ও স্ত্রী

নিয়ামকসমূহ: أَنْ , لَنْ , حَتَّى এবং لِ

যুসীভভাব (مَـجْزُوْمٌ)

يَقُوْلُوْا	يَقُوْلا	يَقُلْ	প্রথম পুরুষ, পুংলিঙ্গ
يَقُلْنَ	تَقُوْلا	تَقُلْ	প্রথম পুরুষ, স্ত্রীলিঙ্গ
تَقُوْلُوْا	تَقُوْلا	تَقُلْ	মধ্যম পুরুষ, পুংলিঙ্গ
تَقُلْنَ	تَقُوْلا	تَقُوْلِيْ	মধ্যম পুরুষ, স্ত্রীলিঙ্গ
نَقُلْ	نَقُلْ	أَقُلْ	উত্তম পুরুষ, পুং ও স্ত্রী

নিয়ামকসমূহ: وَلْـ فَلْـ , لا , لَـمْ এবং

অনুজ্ঞাভাব (أَمْرٌ)

قُوْلُوْا	قُوْلا	قُلْ	মধ্যম পুরুষ, পুংলিঙ্গ
قُلْنَ	قُوْلا	قُوْلِيْ	মধ্যম পুরুষ, স্ত্রীলিঙ্গ

মধ্যম পুরুষ যুসীভভাব থেকে تَـ অবলুপ্ত করে অনুজ্ঞাভাব গঠন করা হয়েছে।

নির্দ্ধারিত আয়াতসমূহ ও তাদের অর্থ

১।	মানুষ বলবে, 'আজ কোথায় পালাবার জায়গা'? (৭৫ঃ ১০)	يَقُوْلُ الْإِنْسَانُ يَوْمَئِذٍ أَيْنَ الْـمَفَرُّ
২।	এবং আমি বলি না তোমাদেরকে যে নিশ্চয় আমি ফিরিশ্‌তা (৬ ঃ ৫০)	وَلَآ أَقُوْلُ لَكُمْ إِنِّىْ مَلَكٌ
৩।	সে দিন আমরা বলব জাহান্নামকে, 'তুমি কি পূর্ণ হয়েছ' ? (৫০ ঃ ৩০)	يَوْمَ نَقُوْلُ لِـجَهَنَّمَ هَلِ امْتَلَأْتِ
৪।	এবং সে (জাহান্নাম) বলবে, 'আরও আছে কি ?' (৫০ ঃ ৩০)	وَتَقُوْلُ هَلْ مِنْ مَّزِيْدٍ
৫।	তোমরা কি বলছ আল্লাহ সম্বন্ধে, যা তোমরা জানো না ? (১০ ঃ ৬৮)	اَتَقُوْلُوْنَ عَلَى اللهِ مَالَا تَعْلَمُوْنَ
৬।	এবং তারা (এমন ভাবে) প্রকম্পিত হয়েছিল, (শেষ) পর্যন্ত রাসূল বললেন.. (২ ঃ ২১৪)	وَزُلْزِلُوْا حَتّٰى يَقُوْلَ الرَّسُوْلُ
৭।	অতিশয় ঘৃণিত আল্লাহর দৃষ্টিতে, যে তোমরা যা বলো তা করো না (৬১ ঃ ৩)	كَبُرَ مَقْتًا عِنْدَ اللهِ أَنْ تَقُوْلُوْا مَا لَا تَفْعَلُوْنَ
৮।	আমি কি বলি নি তোমাদেরকে, আমি জানি আকাশ মন্ডল ও পৃথিবীর অদৃশ্য বিষয় (বাস্তবতা) (২ ঃ ৩৩)	أَلَـمْ أَقُلْ لَّكُمْ إِنِّىْ أَعْلَمُ غَيْبَ السَّمٰوٰتِ وَالْأَرْضِ
৯।	সুতরাং তাদের উভয়কে (তোমার পিতামাতা) বলো না **'উফ'** (বিরক্তিসূচক) (১৭ ঃ ২৩)	فَلَا تَقُلْ لَّـهُـمَا أُفٍّ
১০।	সুতরাং তোমরা ঈমান আন আল্লাহ ও রাসূলগণের উপর এবং তোমরা বলো না তিনজন (ইলাহ) (৪ ঃ ১৭১)	فَاٰمِنُوْا بِاللهِ وَرُسُلِهٖ وَلَا تَقُوْلُوْا ثَلٰثَةٌ
১১।	সুতরাং তাদের সচেতন হওয়া উচিত আল্লাহর ব্যাপারে এবং বলা উচিত সোজাসুজি কথা (৪ ঃ ৯)	فَلْيَتَّقُوا اللهَ وَلْيَقُوْلُوْا قَوْلًا سَدِيْدًا
১২।	বল, 'তিনিই আল্লাহ, এক (১১২ ঃ ১)	قُلْ هُوَ اللهُ أَحَـدٌ
১৩।	সুতরাং তুমি (স্ত্রী) বল, 'নিশ্চয় আমি মানত করেছি দয়াময়ের উদ্দেশ্যে সওমের(রোজা)। (১৯ ঃ ২৬)	فَقُوْلِىْ إِنِّىْ نَذَرْتُ لِلرَّحْمٰنِ صَوْمًا
১৪।	অতএব তোমরা উভয়ে বল তার সঙ্গে নম্র কথা (২০ ঃ ৪৪)	فَقُوْلَا لَهٗ قَوْلًا لَّـيِّنًا
১৫।	এবং তোমরা কথা বল মানুষের সঙ্গে উত্তমভাবে (২ ঃ ৮৩)	وَقُوْلُوْا لِلنَّاسِ حُسْنًا

উপরোক্ত পাঠের উপর মন্তব্য

লাইন ১১ : قَوْلًا سَدِيْدًا - এটি বিশুদ্ধ-কর্ম (مَفْعُوْلٌ مُطْلَقٌ / Absolute Accusatives) এর একটি উদাহরণ; ইহা বাক্যের ক্রিয়ার ক্রিয়াবাচক বিশেষ্য (Verbal Noun) قَوْلٌ দ্বারা গঠিত; ইংরেজি ব্যাকরণে এই **কর্মকে** Cognate Object, বাংলা ব্যাকরণে যাকে অকর্মক ক্রিয়া থেকে উদ্ভুত এবং ক্রিয়ার কর্মরূপে ব্যবহৃত শব্দ বলা হয়। এই শব্দের একটি উদাহরণ হল **'**সে একটি কাজ করেছিল' এই ব্যক্যটির **'কাজ'** শব্দটি । سَدِيْدًا বিশেষণটির অর্থ হল **'স্পষ্টাস্পটি'** এবং **'সত্যনিষ্ঠ'** উভয়ই।

লাইন ১৪ : قَوْلًا لَّيِّنًا যার আক্ষরিক অর্থ 'একটি নম্র উক্তি', বিশুদ্ধ কর্ম (Absolute Accusative) এর অপর একটি উদাহরণ।

লাইন ১৫ : حُسْنًا - 'উত্তম আদব কায়দায়' কর্ম (Accusative) এর বিশেষণ হিসাবে ব্যবহারের একটি উদাহরণ ।

অধ্যায় - ২৮

ক্রিয়া كَانَ এর বর্তমানকাল

يَكُنْ، تَكُنْ، أَكُنْ যুসীভভাব (Jussive) শব্দগুলির সংক্ষিপ্ত রূপ হল যথাক্রমে يَكُ، تَكُ ، أَكُ ।

যেহেতু كَانَ ক্রিয়াটির বিভিন্ন রূপ খুব ঘন ঘন কুরআ'নে আসে, সেহেতু নীচে এই ক্রিয়াটির বর্তমানকালের তিন ধরনের ক্রিয়ারূপ উল্লেখ করা হল, যথা: নির্দেশকভাব (مَرْفُوْعٌ / Indicative mood), সাপেক্ষভাব (مَنْصُوْبٌ / Subjunctive mood) এবং যুসীভভাব (مَجْزُومٌ / Jussive mood) । এর সঙ্গে অনুজ্ঞাভাব (أَمْرٌ / Imperative) ও যোগ দেওয়া হল।

নির্দেশকভাব (مَرْفُوْعٌ)

বহুবচন	দ্বিবচন	একবচন	
يَكُوْنُوْنَ	يَكُوْنَانِ	يَكُوْنُ	প্রথম পুরুষ, পুংলিঙ্গ
يَكُنَّ	تَكُوْنَانِ	تَكُوْنُ	প্রথম পুরুষ, স্ত্রীলিঙ্গ
تَكُوْنُوْنَ	تَكُوْنَانِ	تَكُوْنُ	মধ্যম পুরুষ, পুংলিঙ্গ
تَكُنَّ	تَكُوْنَانِ	تَكُوْنِيْنَ	মধ্যম পুরুষ, স্ত্রীলিঙ্গ
نَكُوْنُ	نَكُوْنُ	أَكُوْنُ	উত্তম পুরুষ, পুং ও স্ত্রী

সাপেক্ষভাব (مَنْصُوْبٌ)

বহুবচন	দ্বিবচন	একবচন	
يَكُوْنُوْا	يَكُوْنَا	يَكُوْنَ	প্রথম পুরুষ, পুংলিঙ্গ
يَكُنَّ	تَكُوْنَا	تَكُوْنَ	প্রথম পুরুষ, স্ত্রীলিঙ্গ
تَكُوْنُوْا	تَكُوْنَا	تَكُوْنَ	মধ্যম পুরুষ, পুংলিঙ্গ
تَكُنَّ	تَكُوْنَا	تَكُوْنِيْ	মধ্যম পুরুষ, স্ত্রীলিঙ্গ
نَكُوْنَ	نَكُوْنَ	أَكُوْنَ	উত্তম পুরুষ, পু ও স্ত্রী

নিয়ামক সমূহ: أَنْ , لَنْ , حَتّٰى , لِ, كَيْ, এবং كَيْلا

যুসীভভাব (مَجْزُومٌ)

বহুবচন	দ্বিবচন	একবচন	
يَكُوْنُوْا	يَكُوْنَا	يَكُنْ/ يَكُ	প্রথম পুরুষ, পুংলিঙ্গ
يَكُنَّ	تَكُوْنَا	تَكُنْ / تَكُ	প্রথম পুরুষ, স্ত্রীলিঙ্গ
تَكُوْنُوْا	تَكُوْنَا	تَكُنْ / تَكُ	মধ্যম পুরুষ, পুংলিঙ্গ
تَكُنَّ	تَكُوْنَا	تَكُوْنِيْ / تَكُ	মধ্যম পুরুষ, স্ত্রীলিঙ্গ
نَكُنْ / نَكُ	نَكُنْ	أَكُنْ / أَكُ	উত্তম পুরুষ, পুং ও স্ত্রী

নিয়ামক সমূহ : لَمْ, لا, فَلْ এবং وَلْ

অনুজ্ঞাভাব (أَمْرٌ)

বহুবচন	দ্বিবচন	একবচন	
كُوْنُوْا	كُوْنَا	كُنْ	মধ্যম পুরুষ, পুংলিঙ্গ
كُنَّ	كُوْنَا	كُوْنِيْ	মধ্যম পুরুষ, স্ত্রীলিঙ্গ

যুসীভভাব থেকে পূর্ব-সংযুক্তি (Prefix) تَـ অবলুপ্ত করে অনুজ্ঞাভাব গঠন করা হয়েছে।

নির্দ্ধারিত আয়াতসমূহ ও তাদের অর্থ

১।	যখন তিনি স্থির করেন কোনো কাজ করার তখন কেবলমাত্র তিনি বলেন তাকে 'হও' সুতরাং তা হয়ে যায় (৩ ঃ ৪৭)	إِذَا قَضٰى أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُوْلُ لَهٗ كُنْ فَيَكُوْنُ
২।	সে দিন হবে মানুষ বিক্ষিপ্ত পতঙ্গের মত (১০১ ঃ ৪)	يَوْمَ يَكُوْنُ النَّاسُ كَالْفَرَاشِ الْمَبْثُوْثِ
৩।	এবং হবে পর্বতসমূহ ধুনিত পশমের মত (১০১ ঃ ৫)	وَتَكُوْنُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ الْمَنْفُوْشِ
৪।	সে অস্বীকার করল অন্তর্ভূক্ত হতে সাজদাহকারীদের (১৫ ঃ ৩১)	أَبٰى أَنْ يَّكُوْنَ مَعَ السّٰجِدِيْنَ
৫।	এবং আমি আদিষ্ট হয়েছি তাদের একজন হতে যারা মু'মিন (১০ ঃ ১০৪)	وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُوْنَ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ
৬।	তবে কি তুমি জবরদস্তি করবে মানুষের উপর যতক্ষণ না তারা মু'মিন হয় ? (১০ ঃ ৯৯)	أَفَأَنْتَ تُكْرِهُ النَّاسَ حَتّٰى يَكُوْنُوْا مُؤْمِنِيْنَ
৭।	সে ছিল না উল্লেখ করার মত কিছু (৭৬ ঃ ১)	لَمْ يَكُنْ شَيْئًا مَّذْكُوْرًا
৮।	এবং আমি তোমাকে সৃষ্টি করেছি পূর্বেই যখন তুমি কিছুই ছিলে না (১৯ ঃ ৯)	وَقَدْ خَلَقْتُكَ مِنْ قَبْلُ وَلَمْ تَكُ شَيْئًا
৯।	তারা বলল, আমরা কি ছিলাম না তোমাদের সঙ্গে ? (৪ ঃ ১৪১)	قَالُوْٓا أَلَمْ نَكُنْ مَّعَكُمْ
১০।	এবং আমি ব্যভিচারিণীও নই (১৯ ঃ ২০)	وَلَمْ أَكُ بَغِيًّا
১১।	এবং তোমরা হয়ো না তাদের মত যারা আল্লাহকে ভূলে গিয়েছে (৫৯ ঃ১৯)	وَلَا تَكُوْنُوْا كَالَّذِيْنَ نَسُوا اللهَ
১২।	এবং হয়ে যাও শোকরকারীদের অন্তর্ভুক্ত (৭ ঃ ১৪৪)	وَكُنْ مِّنَ الشّٰكِرِيْنَ
১৩।	এবং অবশ্যই হয়ো না তাদের অন্তর্ভুক্ত যারা মিথ্যা প্রতিপন্ন করেছে আল্লাহর আয়াতকে (১০ ঃ ৯৫)	وَلَا تَكُوْنَنَّ مِنَ الَّذِيْنَ كَذَّبُوْا بِاٰيٰتِ اللهِ
১৪।	তাহলে তুমি হয়ে যাবে ক্ষতিগ্রস্তদের অন্তর্ভুক্ত (১০ ঃ ৯৫)	فَتَكُوْنَ مِنَ الْخٰسِرِيْنَ
১৫।	হে মু'মিনগণ! তোমরা হয়ে যাও আল্লাহর (দ্বীনের) সাহায্যকারী (৬১ ঃ ১৪)	يٰٓأَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا كُوْنُوْٓا أَنْصَارَ اللهِ

উপরোক্ত পাঠের উপর মন্তব্য

মনে রাখবেন যে كَانَ ক্রিয়ার বিধেয় (Predicate) / কর্ম (Accusative) এ হয়। উদাহরণ হিসাবে দেখুন লাইন নং ৬, ৭, ৮, ১০, ১৫।

লাইন ৬ : تُكْرِهُ (তুমি জবরদস্তি কর) ক্রিয়াটি বর্তমানকাল কর্তৃবাচ্যীয় ৪নং ফরম; (দেখুন অধ্যায় ৩৩)। এই লাইনের প্রশ্ন, অর্থ প্রকাশ করে যে মানুষকে জোর জবরদস্তি করে আল্লাহতে বিশ্বাস স্থাপন করানো ইসলামের নীতি নয়। বিশ্বাস, অন্তরে গভীর চিন্তাপ্রসূত ফল ও বিচারবুদ্ধি থেকে আসতে হবে। কুরআ'নের বহুল পরিচিত আয়াত (২ ঃ ২৫৬) উল্লেখ করে যে' **'দ্বীনের ক্ষেত্রে কোনো জবরদস্তি নেই, কারণ সঠিক পথ পরিষ্কার হয়ে গেছে ভুল পথ হতে'**। উক্ত আয়াত দ্বারা ইসলাম কাফেরদের **'ধর্মান্তরিত হও অথবা তরবারি'** এই বহুবিস্তৃত প্রতারণামূলক উক্তি মিমাংসিত হয়।

লাইন ৮ : تَكُنْ এর সংক্ষিপ্ত রূপ হল تَكُ ।

লাইন ১০ : أَكُنْ এর সংক্ষিপ্ত রূপ হল أَكُ ।

লাইন ১৩ : تَكُوْنَنَّ শব্দটির জোরাল সমাপ্তি রয়েছে এবং অনুবাদে **'অবশ্যই'** শব্দটির অর্থ প্রকাশ করে।

অধ্যায়- ২৯

কর্তাবাচক বিশেষ্য এবং কর্মবাচক বিশেষ্য

আরবি ভাষায় কর্তাবাচক বিশেষ্য(اِسْم فَاعِلٌ) কর্ম এবং যে কর্ম করে উভয়কে বুঝায়। কর্তাবাচক বিশেষ্যকে একটি বিশেষ্য (Noun) বলে গণ্য করা হয়; যার গঠন, সমাপ্তি, লিঙ্গ, বচন এবং কারক (Case) বিভিন্ন হতে পারে। আরবি ভাষায় কর্মবাচক বিশেষ্য (اِسْمِ مَفْعُوْلٌ) কেও একটি বিশেষ্য (Noun) হিসাবে গণ্য করা হয়। فَعَلَ ক্রিয়াকে নমুনা ধরে اِسْمِ فَاعِلٌ এবং اِسْمِ مَفْعُوْلٌ এর নামকরণ করা হয়েছে।

কর্তাবাচক বিশেষ্য (اِسْم فَاعِلٌ / Active Participle)

আরবি ভাষায়, كَتَبَ এর মত তিনটি মূল অক্ষর বিশিষ্ট সাধারণ ক্রিয়া (১নং ফরম) এর কর্তাবাচক বিশেষ্য كَاتِبٌ। এটা فَاعِلٌ প্যাটার্নের মত। প্রথম মূল অক্ষরের পরে একটি **মাদ্দের আলিফ** যোগ করা হয়; দ্বিতীয় মূল অক্ষরে **যের** দিতে হয়। আরবি ভাষায় কর্তাবাচক বিশেষ্য কর্ম (Action) এবং যে কর্ম করে উভয়কে বুঝায়। এই ভাবে:

কর্তাবাচক বিশেষ্য	অর্থ	ক্রিয়া	অর্থ
كَاتِبٌ	যিনি লেখেন	كَتَبَ	লেখা
عَابِدٌ	যিনি ইবাদত করেন	عَبَدَ	ইবাদত করা
كَافِرٌ	যে অবিশ্বাসী	كَفَرَ	অবিশ্বাস করা

তা-মারবুতা' যোগ করলে কর্তাবাচক বিশেষ্য স্ত্রীলিঙ্গ হয়ে যায়। কর্তাবাচক বিশেষ্য প্রায়ই অটুট বহুবচন (sound plural) সমাপ্তি হিসাবে গ্রহণ করে ঃ

বহুবচন (কর্ম/ সম্বন্ধ কারক)	বহুবচন (কর্তৃকারক)	একবচন	লিঙ্গ
عَابِدِيْنَ	عَابِدُوْنَ	عَابِدٌ	পুংলিঙ্গ
عَابِدَاتٍ	عَابِدَاتٌ	عَابِدَةٌ	স্ত্রীলিঙ্গ

কর্তাবাচক বিশেষ্য এর বহুবচন বিযুক্ত বহুবচন (Broken Plural)ও হতে পারে:

বিযুক্ত বহুবচন	অটুট বহুবচন	একবচন
عُلَمَاءُ	عَالِمُوْنَ	عَالِمٌ
كُفَّارٌ	كَافِرُوْنَ	كَافِرٌ

কর্মবাচক বিশেষ্য(اِسْمِ مَفْعُوْلٌ/ Passive Participle**):**

'পত্রটি লিখিত হয়েছিল' এই বাক্যে **'পত্রটি '** অংশটুকুকে **'লেখা'** ক্রিয়ার কর্মবাচক বিশেষ্য।

আরবি ভাষায় ক্রিয়ার **১**নং ফরম এর কর্মবাচক বিশেষ্য مَفْعُوْلٌ পার্টানের। এই কর্মবাচক বিশেষ্যগুলি অটুট বহুবচনের সমাপ্তির মত। কর্মবাচক বিশেষ্য এর উদাহরণ:

অর্থ	কর্মবাচক বিশেষ্য	ক্রিয়া
যা লিখিত হয়েছে	مَكْتُوْبٌ	كَتَبَ
যে সাক্ষ্য দেওয়া হয়েছে	مَشْهُوْدٌ	شَهِدَ
যা জ্ঞাত	مَعْلُوْمٌ	عَلِمَ

কর্মবাচক বিশেষ্যকে বিশেষ্য হিসাবেও গণ্য করা হয়। **'তা-মারবুতা'** দিয়ে সমাপ্তি হলে কর্মবাচক বিশেষ্য স্ত্রীলিঙ্গ হয়ে যায় এবং এটি অটুট বহুবচন (Sound Plural) সমাপ্তি গ্রহণ করে।

অর্থ	বহুবচন(কর্ম/ সম্বন্ধ কারক)	বহুবচন (কর্তৃকারক)	একবচন	লিঙ্গ
যা একত্রিত করা হয়েছে	مَجْمُوْعِيْنَ	مَجْمُوْعُوْنَ	مَجْمُوْعٌ	পুংলিঙ্গ
যা লিখিত হয়েছে	مَكْتُوْبَاتٍ	مَكْتُوْبَاتٌ	مَكْتُوْبَةٌ	স্ত্রীলিঙ্গ

নির্দ্ধারিত আয়াতসমূহ ও তাদের অর্থ

১।	হে আমাদের প্রতিপালক ! নিশ্চয় আপনি মানবকে একত্রিত করবেন একদিনে কোনো সন্দেহ নেই যাতে (৩ ঃ ৯)	رَبَّنَآ إِنَّكَ جَامِعُ النَّاسِ لِيَوْمٍ لَّا رَيْبَ فِيهِ
২।	উহা সেই দিন, যার জন্য মানুষ একত্রিত হবে এবং উহাই প্রত্যক্ষ্য করার দিন (১১ ঃ ১০৩)	ذٰلِكَ يَوْمٌ مَّجْمُوْعٌ لَّهُ النَّاسُ وَذٰلِكَ يَوْمٌ مَّشْهُوْدٌ
৩।	এবং যখন তোমার প্রতিপালক ফিরিশ্তাদের বললেন, 'নিশ্চয় আমি পৃথিবীতে প্রতিনিধি সৃষ্টি করছি' (২ ঃ ৩০)	وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلٰٓئِكَةِ إِنِّيْ جَاعِلٌ فِى الْاَرْضِ خَلِيْفَةً
৪।	বরুন, আল্লাহ স্রষ্টা সকল জিনিসের (১৩ ঃ ১৬)	قُلِ اللهُ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ
৫।	অথবা তারা কি সৃজিত হয়েছে কোনো কিছু ছাড়াই না কি তারা নিজেরাই স্রষ্টা? (৫২ ঃ ৩৫)	أَمْ خُلِقُوْا مِنْ غَيْرِ شَىْءٍ أَمْ هُمُ الْخٰلِقُوْنَ
৬।	নাই (কোনো) ইলাহ তিনি ব্যতীত, অদৃশ্য ও দৃশ্যের পরিজ্ঞাতা (৫৯ ঃ ২২)	لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ عٰلِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ
৭।	নিশ্চয় উহাতে নিদর্শন রয়েছে জ্ঞানীদের জন্য (৩০ ঃ২২)	إِنَّ فِىْ ذٰلِكَ لَاٰيٰتٍ لِّلْعٰلِمِيْنَ
৮।	বাস্তবিক পক্ষে তারাই ভয় করে আল্লাহকে, বান্দাদের মধ্যে যারা জ্ঞানী (৩৫ ঃ ২৮)	إِنَّمَا يَخْشَى اللهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمٰٓؤُا
৯।	অবশ্যই পূর্ববর্তীগণ ও পরবর্তীগণকে একত্রিত করা হবে (৫৬ ঃ ৪৯, ৫০)	إِنَّ الْاَوَّلِيْنَ وَالْاٰخِرِيْنَ لَمَجْمُوْعُوْنَ
১০।	হজ্জ (পালিত) হয় সুবিদিত মাস সমুহে (২ ঃ ১৯৭)	اَلْحَجُّ أَشْهُرٌ مَّعْلُوْمٰتٌ
১১।	এবং সে প্রবেশ করল তার উদ্যানে ঐ অবস্থায় সে নিজের প্রতি জুলুমকারী ছিল (১৮ ঃ ৩৫)	وَدَخَلَ جَنَّتَهٗ وَهُوَ ظَالِمٌ لِّنَفْسِهٖ
১২।	এবং আমরা যুলুম করি নাই তাদের প্রতি, কিন্তু তারা নিজেরাই ছিল যালিম (৪৩ ঃ ৭৬)	وَمَا ظَلَمْنٰهُمْ وَلٰكِنْ كَانُوْا هُمُ الظّٰلِمِيْنَ
১৩।	এবং যে কেউ নিহত হবে অন্যায়ভাবে, আমরা তার অভিভাবকদেরকে (প্রতিশোধ গ্রহণের) অধিকার দিয়েছি/ ক্ষমতাবান করেছি (১৭ ঃ ৩৩)	وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُوْمًا فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهٖ سُلْطٰنًا
১৪।	তাদের মালামালের মধ্যে হক (অধিকার) রয়েছে নির্ধারিত পরিমাণ যাঞ্চাকারী ও বঞ্চিতদের জন্যে (৭০ ঃ ২৪,২৫)	فِىْٓ أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَّعْلُوْمٌ لِّلسَّآئِلِ وَالْمَحْرُوْمِ
১৫।	অবশ্যই ফযরের কুরআন (সালাত) পরিলক্ষিত হয়ে থাকে (১৭ ঃ ৭৮)	إِنَّ قُرْاٰنَ الْفَجْرِ كَانَ مَشْهُوْدًا

উপরোক্ত পাঠের উপর মন্তব্য

লাইন ৭ : عَالَمِيْنَ (**যারা জানে**) এবং عَالَمِيْنَ (**জগৎসমূহ**) শব্দ দুইটির মধ্যে পার্থক্য করুন। একটি **যবর** অথবা **যের** কত বড় পার্থক্য তৈরি করতে পারে।

লাইন ৮ : إِنَّمَا (একমাত্র) শব্দটি الْعُلَمٰؤُا কে শব্দকে ইঙ্গিত করে যা বাক্যের উদ্দেশ্য (Subject)। আল্লাহকে **ভয় করা** একটি গুণ যা একমাত্র সত্যিকার জ্ঞানীদের আছে।

লাইন ১৩ : **'ওয়ালী'** শব্দটি **'বন্ধু'** বা **'অভিভাবক, রক্ষাকারী'** বলে অনুবাদ করা যেতে পারে। এটা সাধারণত **'নিকট আত্মীয়'** অথবা **'সরকার'** অথবা **'কর্তৃত্বকারী কর্তৃপক্ষ'** হিসাবে উল্লেখ করে বলে ধরে নেওয়া হয়।

লাইন ১৫ : كَانَ ক্রিয়াটির অর্থ করা হয় **'ছিল'** ও **'করতে থাকে'** এবং তাই এখানে অনুবাদ করা হয়েছে 'হয়ে থাকে'।

অধ্যায় - ৩০
ক্রিয়া থেকে শব্দাবলি

ক্রিয়াবাচক বিশেষ্য (Verbal Noun/Noun of Action), স্থানবাচক বিশেষ্য (Noun of Place) এবং সময়বাচক বিশেষ্য (Noun of Time) সাধারণত নির্দ্ধারিত প্যাটার্ন অনুসারে গঠিত হয়। এই প্যার্টানগুলি সম্বন্ধে জ্ঞান, আপনাকে শব্দের জ্ঞান ও সঠিকভাবে পড়ার ক্ষমতা বৃদ্ধি করতে সাহায্য করতে পারে।

আরবি ভাষায় কর্তাবাচক বিশেষ্য ও কর্মবাচক বিশেষ্য (পূর্ববতী অধ্যায় দেখুন) ছাড়াও ক্রিয়া থেকে অন্যান্য শব্দ গঠিত হয়ে থাকে। এই অধ্যায়ে আমরা ক্রিয়াবাচক বিশেষ্য, স্থানবাচক ও কালবাচক বিশেষ্য এবং যন্ত্রবাচক বিশেষ্য নিয়ে আলোচনা করব।

ক্রিয়াবাচক বিশেষ্য (أَسْمَاءُ الْفِعْل / اَلْـمَصْدَرُ Verbal Noun বা Noun of Action)

পূর্ববর্তী অধ্যায়গুলিতে এবং শব্দ তালিকায়, পরামর্শ দেওয়া হয়েছে যে ক্রিয়া শিখতে হবে তার অতীতকাল এবং বর্তমানকালের রূপসহ। এর সঙ্গে ক্রিয়াবাচক বিশেষ্য শেখাও দরকার। এটি আপনার শব্দ পরিচিতি বৃদ্ধি করার একটি উত্তম পন্থা। একটা ভাল আরবি অভিধান ক্রিয়াবাচক বিশেষ্যসমূহের তালিকা প্রদান করবে।

অর্থ	ক্রিয়াবাচক বিশেষ্য	ক্রিয়া-বর্তমানকাল	ক্রিয়া-অতীতকাল
বাইরে যাওয়া, প্রস্থান	خُرُوْجٌ	يَخْرُجُ	خَرَجَ
স্মৃতি	ذِكْرٌ	يَذْكُرُ	ذَكَرَ
ধৈর্য	صَبْرٌ	يَصْبِرُ	صَبَرَ

লক্ষ্য করুন যে উপরোক্ত ক্রিয়াবচক বিশেষ্যগুলি فُعُوْلٌ , فِعْلٌ এবং فَعْلٌ প্যাটার্নের। অন্যান্য ক্রিয়ার **১**নং ফরমের ক্রিয়াবাচক বিশেষ্য فَعَلٌ প্যার্টানেরও হতে পারে, উদাহরণস্বরূপ بَصَرٌ।

ক্রিয়াবাচক বিশেষ্য এর অনুবাদ

(১) ক্রিয়াবাচক বিশেষ্যকে কখনও পুরুষ বা বচন ব্যতিরেকে ক্রিয়াভাব-প্রকাশক (Infinitive) হিসাবে অনুবাদ করা হয়, যেমন: فَاسْتَئْذَنُوْكَ لِلْخُرُوْجِ সুতরাং তারা চলে যেতে তোমার অনুমতি চেয়েছিল (আক্ষরিকভাবে, চলে যাবার) (৯ ঃ ৮৩)।

(২) আরবি ভাষায় ক্রিয়াবাচক বিশেষ্যকে উপবাক্য (Clause) হিসাবেও অনুবাদ করা যায়, যেমন: قَدْ كَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيْمَانِكُمْ এবং তোমরা ঈমান আনার পর কুফরী করেছ; (৯ ঃ ৬৬)।

(৩) ক্রিয়াবাচক বিশেষ্য এর কর্মকারক রূপ (Accusstive) বিশেষণ এর মাধ্যমে বৈশিষ্টযুক্ত করা যায়, যেমন: فَقُوْلَا لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا - এবং তার সঙ্গে নম্রভাবে কথা বল (আক্ষরিকভাবে: এবং তার সঙ্গে কথা বল নম্র কথা)।

স্থানবাচক বিশেষ্য ও কালবাচক বিশেষ্য (أَسْمَاءُ الزَّمَانِ এবং أَسْمَاءُ الْـمَكَانِ /Nouns of Place & Time)

فَعَلَ ক্রিয়াকে নমুনা হিসাবে ব্যবহার করে ক্রিয়ার **১**নং ফরম থেকে **'মিম'** অক্ষর যুক্ত করে তিনটি প্যাটার্নে এই বিশেষ্যগুলি গঠন করা হয়: مَفْعَلٌ , مَفْعِلٌ , مَفْعَلَةٌ

এই সকল বিশেষ্যগুলির বহুবচনের রূপ مَفَاعِلُ প্যাটার্নের যা **তানভীন গ্রহণ করে** না।

একবচনে অর্থ	বহুবচন	স্থানবাচক বিশেষ	ক্রিয়া অতীতকাল	অর্থ
সাজদাহ করার স্থান বা সময়	مَسَاجِدُ	مَسْجِدٌ	سَجَدَ	সাজদাহ করা
বাসস্থান, আবাস	مَسَاكِنُ	مَسْكَنٌ/ ـَةٌ	سَكَنَ	বাস করা
কবর	مَقَابِرُ	مَقْبَرَةٌ	قَبَرَ	কবর দেওয়া

যন্ত্রবাচক বিশেষ্য (أَسْمَاءُ الْاٰلَة/Nouns of Instrument)

ক্রিয়ার **১**নং ফরম হতে مِفْعَالٌ প্যাটার্ন অনুসারে এই বিশেষ্যগুলি গঠন করা হয়। এর বহুবচন مَفَاعِلُ **'মাফাইল'** প্যার্টানের।

চাবি	مَفَاتِحُ	مِفْتَاحٌ	فَتَحَ	খোলা
মই, সিড়ি	مِعْرَاجٌ	مِعْرَاجٌ	عَرَجَ	আরোহণ করা

নির্দ্ধারিত আয়াতসমূহ ও তাদের অর্থ

১।	যখন তারা অনুমতি প্রার্থনা করবে তোমার (অভিযানে)বের হওয়ার জন্য, তখন তুমি বলবে, 'তোমরা বের হবে না আমার সঙ্গে কখনও (৯ ঃ ৮৩)	فَاسْتَأْذَنُوْكَ لِلْخُرُوْجِ فَقُلْ لَّنْ تَخْرُجُوْا مَعِىَ أَبَدًا
২।	তোমরা তো অবিশ্বাস করেছ ঈমান আনার পরে (৯ ঃ ৬৬)	قَدْ كَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيْمَانِكُمْ
৩।	এবং যে কেউ শরীক করে আল্লাহর, ফলে সে পথভ্রষ্ট হয় ভীষণভাবে (৪ ঃ ১১৬)	وَمَنْ يُّشْرِكْ بِاللهِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلٰلًا بَعِيْدًا
৪।	হে মু'মিনগণ, তোমরা স্মরণ করবে আল্লাহকে অধিক পরিমানে (৩৩ ঃ ৪১)	يٰـاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اذْكُرُوا اللهَ ذِكْرًا كَثِيْرًا
৫।	সুতরাং তুমি ধৈর্যধারণ কর, সুন্দর ধৈর্য (৭০ ঃ ৫)	فَاصْبِرْ صَبْرًا جَمِيْلا
৬।	এবং তোমরা বল, ন্যায় ও সত্য কথা (৩৩ ঃ ৭০)	وَقُوْلُوْا قَوْلًا سَدِيْـدًا
৭।	এবং সাহায্য করেছেন তোমাকে আল্লাহ, বলিষ্ঠ সাহায্য (৪৮ ঃ ৩)	وَيَنْصُرَكَ اللهُ نَصْرًا عَزِيْزًا
৮।	সুতরাং যে আশা করে সাক্ষাৎ তার প্রতিপালকের, তাহলে তার সৎকর্ম করা উচিৎ (১৮ ঃ ১১০)	فَمَنْ كَانَ يَرْجُوْا لِقَـآءَ رَبِّهٖ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِـحًا
৯।	হে আদম সন্তানগণ! তোমরা নিজেদেরকে সৌন্দর্যমন্ডিত কর(ভিতর ও বাহির) প্রত্যেক সালাতের ক্ষেত্রে (৭ ঃ ৩১)	يٰبَنِيْٓ اٰدَمَ خُذُوْا زِيْنَـتَـكُمْ عِندَ كُلِّ مَسْجِدٍ
১০।	এবং কে (হতে পারে) অধিক যুলুমকারী তার থেকে যে আল্লাহর মসজিদে বাধা প্রদান করে(আল্লার স্মরণ থেকে) (২ ঃ ১১৪)	وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَّنَعَ مَسٰجِدَ اللهِ
১১।	স্মরণ করতে সেখানে তাঁর নাম (২ ঃ ১১৪)	أَنْ يُّذْكَرَ فِيْهَااسْمُهٗ
১২।	অবশ্যই সাবা (বাসীদের) জন্য তাদের বাসভূমিতে ছিল এক নিদর্শন (আল্লাহর করুণা) (৩৪ ঃ ১৫)	لَقَدْ كَانَ لِسَبَإٍ فِىْ مَسْكَنِهِمْ اٰيَـةٌ
১৩।	অতএব ঐগুলি তাদের বাসস্থান, বসবাস করে নাই (কেহ) তাদের পর (২৮ ঃ ৫৮)	فَتِلْكَ مَسٰكِنُهُمْ لَـمْ تُسْكَنْ مِنْ بَعْدِهِمْ
১৪।	তোমাদেরকে মোহাচ্ছন্ন রেখেছে প্রাচুর্যের প্রতিযোগিতা, যতক্ষণ না তোমরা উপনীত হও কবরসমুহে (১০২ ঃ ১, ২)	اَلْـهٰكُمُ التَّكَاثُرُ حَتّٰى زُرْتُمُ الْـمَقَابِرَ
১৫।	এবং তাঁর নিকটই রয়েছে অদৃশ্যের চাবিসমুহ (কেউ) জানে না তিনি ব্যতীত (৬ ঃ ৫৯)	وَعِنْدَهٗ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَايَعْلَمُهَآ إِلَّا هُوَ

উপরোক্ত পাঠের উপর মন্তব্য

লাইন ৩, ৪, ৫, ৬, ৭, ৮ : ক্রিয়া-বিশেষ্যসমূহ যখন কর্ম (Object) হিসাবে কাজ করে তখন এই কর্মকে বিশুদ্ধ কর্ম (مَفْعُوْلٌ مُطْلَقٌ /Absolute Accusatives) বলা হয় ।

লাইন ৯ : مَسْجِدٌ শব্দটি সাজদাহের স্থান ও সময় উভয়ই বুঝায় এবং শুধু একটি মসজিদ নয়।

লাইন ১২ : লক্ষ্য করুন কেমন ভাবে لِ অব্যয়সহ كَانَ অতীতকালের অধিকার বোঝায়।

লাইন ১৪ : أَلْـهٰى ক্রিয়াটি لَـهَا ক্রিয়ার ৪নং ফরম (অর্থ ঃ আনন্দ করা, খেলা করা, উড়িয়ে দেওয়া, নিজেকে একপাশে সরিয়ে আনা) । لَـهَا থেকে বিশেষ্য হল لَـهْوٌ যার অর্থ আমোদপ্রমোদ, বিনোদন, একপাশে সরিয়ে আনা।

লাইন ১৫ : الْغَيْبِ শব্দটির একটি সুন্দর অর্থ হচ্ছে,'সেই সকল বিষয় যা মানুষের ধারণার বাইরে'।

অধ্যায় - ৩১

উদ্ভাবিত ক্রিয়া ২নং ফরম

এই মৌলিক ফরম (১নং ফরম) থেকে নিম্নরূপভাবে ক্রিয়ার উদ্ভাবিত ফরম গঠন করা হয় (সংযোজনী ৩ দেখুন)।

- একটি মূল অক্ষরকে দ্বিত্ব (doubling) করে,
- একটি মূল অক্ষরের সঙ্গে মদের অক্ষর যুক্ত করে,
- পূর্ব সংযুক্তি হিসাবে অথবা মূল অক্ষরগুলির মাঝে অন্য অক্ষরসমূহ যোগ করে,
- উপরের গুলির একটি সংমিশ্রণ করে।

উদ্ভাবিত নয়টি ফরমের মধ্যে ২, ৪ এবং ১০নং ফরমগুলি (Form II, IV এবং X) কুরআ'নে বারংবার ব্যবহৃত হয়েছে।

ক্রিয়ার ২নং উদ্ভাবিত ফরম (Form II) অতীতকাল

অতীতকালের সকল ক্রিয়ার ২নং ফরম গঠন করা হয় ক্রিয়ার মৌলিক বা ১নং ফরমের দ্বিতীয় মূল অক্ষরকে দ্বিত্ব করে।

১নং ফরম	সে জানত	عَلِمَ	كَذَبَ	সে মিথ্যা কথা বলেছিল
২নং ফরম	সে শিখিয়েছিল	عَلَّمَ	كَذَّبَ	সে অস্বীকার করেছিল

২নং ফরম ক্রিয়ার অতীতকালের একবচন, দ্বিবচন ও বহুবচন রূপগুলির অন্তে সংযুক্তি (Suffix) অতীতকালের ক্রিয়ার ১নং ফরম এর মত একই। প্রকৃতপক্ষে সকল ক্রিয়ার রূপের অন্তে সংযুক্তি একই ধরনের; উদাহরণস্বরূপ:

১নং ফরম	তুমি জানতে (পুং, একবচন)	عَلِمْتَ	كَذَبْتُمْ	তোমরা মিথ্যা বলেছেল (পুং, বহুবচন)
২নং ফরম	তুমি শিখিয়েছিল (পুং, একবচন)	عَلَّمْتَ	كَذَّبْتُمْ	সে অস্বীকার করেছিল(পুং, বহুবচন)

২নং ফরম (Form II) বর্তমানকাল:

ক্রিয়ার ২নং ফরম এর সকল বর্তমানকাল রূপ একই প্যার্টান বা নিয়ম মেনে চলে:

(১) পূর্বসংযুক্ত অক্ষরের হরকত হয় একটি **পেশ** ;
(২) কর্তৃবাচ্যীয় বর্তমানকালের (Active) এর দ্বিতীয় মূল অক্ষরের হরকত একটি **যের** হয়।
(৩) কর্মবাচ্যীয় বর্তমানকালের (Passive)- এর দ্বিতীয় মূল অক্ষরের হরকত একটি **যবর** হয়।

সকল ক্ষেত্রেই অন্তে সংযুক্তি (suffix) ১নং ফরমের ক্রিয়ার বর্তমানকাল এর মত। প্রকৃতপক্ষে ১নং থেকে ১০নং পর্যন্ত বর্তমানকালের ক্রিয়ার রূপ একই।

কর্তৃবাচ্যীয় অতীত	সে শিখিয়েছিল	عَلَّمَ	نَزَّلَ	সে নীচে পাঠিয়েছিল
কর্মবাচ্যীয় অতীত	শেখানো হয়েছিলো	عُلِّمَ	نُزِّلَ	নীচে পাঠানো হয়েছিল
কর্তৃবাচ্যীয় বর্তমান	সে শেখায়	يُعَلِّمُ	يُنَزِّلُ	সে নীচে পাঠায়
কর্মবাচ্যীয় বর্তমান	তাকে শেখান হয়	يُعَلَّمُ	يُنَزَّلُ	এটা নীচে পাঠানো হয়
অনুজ্ঞাভাব	শেখাও	عَلِّمْ	نَزِّلْ	নীচে পাঠাও

নীচের প্যাটার্নগুলি জানা থাকাও খুব গুরুত্বপূর্ণ কারণ শব্দাবলি কিভাবে গঠিত হয় এখানে তা দেখা যাবে। মনে রাখতে হবে যে আরবি ভাষায় কর্তাবাচক বিশেষ্য কাজ এবং যে কাজটির কর্তা উভয়কেই বোঝায়।

কর্তাবাচক বিশেষ্য	শেখানো, শিক্ষক	مُعَلِّمٌ	مُنَزِّلٌ	যিনি নীচে পাঠান
কর্মবাচক বিশেষ্য	যাকে শেখানো হয়েছে	مُعَلَّمٌ	مُنَزَّلٌ	যাকে নীচে পাঠানো হয়েছে
ক্রিয়াবাচক বিশেষ্য	একটি পাঠ, শিক্ষাদান	تَعْلِيْمٌ	تَنْزِيْلٌ	নীচে প্রেরণ, প্রত্যাদেশ

অর্থের প্যাটার্ন (Meaning Patterns): ২নং ফরম ক্রিয়ার অর্থ নিম্নরূপ হতে পারে:

(১) কারণ হওয়া (Causation):
عَلِمَ সে জানত, عَلَّمَ সে জানার কারণ হয়েছিল অর্থাৎ সে শিক্ষা দিয়েছিল, نَزَلَ সে অবতীর্ণ হয়েছিল, نَـزَّلَ সে অবতীর্ণ হবার কারণ হয়েছিল অর্থাৎ সে পাঠিয়েছিল অথবা সে নাজিল করেছিল।

(২) কর্মের তীব্রতা বা প্রচন্ডতা (Intensity of action):
قَتَلَ সে হত্যা করেছিল ; قَـتَّلَ সে নির্দয়ভাবে বহুজনকে হত্যা করেছিল।

(৩) মূল্যায়ন বা বিবেচনা (Estimation):
صَـدَقَ সে সত্য কথা বলেছিল صَدَّقَ সে সত্য বলে গণ্য করেছিল অর্থাৎ সে বিশ্বাস করেছিল।

নির্দ্ধারিত আয়াতসমূহ ও তাদের অর্থ

১।	তিনিই সৃষ্টি করেছেন মানুষ, তিনিই তাকে শিখিয়েছেন কথা বলতে (৫৫ ঃ ৩, ৪)	خَلَقَ الْإِنْسَانَ عَلَّمَهُ الْبَيَانَ
২।	তিনিই শিক্ষা দিয়েছেন মানুষকে, যা সে জানত না (৯৬ ঃ ৫)	عَلَّمَ الْإِنْسَانَ مَالَمْ يَعْلَمْ
৩।	তারা বলল, 'সকল গুণ-গরীমা আপনারই' আমাদের তো কোনো জ্ঞানই নেই, আপনি আমাদেরকে যা শিক্ষা দিয়েছেন তা ছাড়া (২ ঃ ৩২)	قَالُوْا سُبْحٰنَكَ لَاعِلْمَ لَنَآ إِلَّامَا عَلَّمْتَنَا
৪।	এবং তিনি তাদেরকে কিতাব ও হিকমত (প্রয়োগিক জ্ঞান) শিক্ষা দেবেন ও তাদেরকে পবিত্র করবেন (২ ঃ ১২৯)	وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتٰبَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيْهِمْ
৫।	কিন্তু শয়তানরাই কুফরী করেছিল, তারা মানুষদেরকে যাদু শিক্ষা দেয় (২ ঃ ১০২)	وَلٰكِنَّ الشَّيٰطِيْنَ كَفَرُوْا يُعَلِّمُوْنَ النَّاسَ السِّحْرَ
৬।	আমি ব্যাখ্যা করে দিয়েছি, তোমাদের জন্য, আমার নিদর্শনগুলি, যাতে তোমরা বুঝতে পার (৫৭ ঃ ১৭)	قَدْ بَيَّنَّا لَكُمُ الْاٰيٰتِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُوْنَ
৭।	এইভাবে আল্লাহ স্পষ্টভাবে ব্যক্ত করে দেন তোমাদের কাছে তাঁর আয়াতসমুহ যাতে তোমরা বুঝতে পার (২ ঃ ২৪২)	كَذٰلِكَ يُبَيِّنُ اللهُ لَكُمْ اٰيٰتِهٖ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُوْنَ
৮।	আল্লাহর পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করে থাকে যা কিছু আকাশমন্ডলী ও পৃথিবীতে আছে (৫৭ ঃ ১)	سَبَّحَ لِلّٰهِ مَا فِى السَّمٰوٰتِ وَالْأَرْضِ
৯।	পবিত্রতা ঘোষণা করছে তাঁর যে কেউ আকাশমন্ডলী ও পৃথিবীতে আছে (২৪ ঃ ৪১)	يُسَبِّحُ لَهٗ مَنْ فِى السَّمٰوٰتِ وَالْأَرْضِ
১০।	তুমি পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা কর তোমার প্রতিপালকের নামের যিনি অতি উচ্চ (৮৭ ঃ ১)	سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلٰى
১১।	এবং তিনি বলেছিলেন, 'হে মানুষ! আমাদেরকে শিক্ষা দেওয়া হয়েছে বিহঙ্গকুলের ভাষা (২৭ ঃ ১৬)	وَقَالَ يٰٓأَيُّهَا النَّاسُ عُلِّمْنَا مَنْطِقَ الطَّيْرِ
১২।	(তারা পছন্দ করে না) যে অবতীর্ণ হউক তোমাদের উপর ভাল কিছু তোমাদের প্রতিপালক হতে (২ ঃ ১০৫)	أَنْ يُّنَزَّلَ عَلَيْكُمْ مِّنْ خَيْرٍ مِّنْ رَّبِّكُمْ
১৩।	হে নবী! নিশ্চয় আমরা তোমাকে পাঠিয়েছি সাক্ষী এবং সুসংবাদ দাতা ও সতর্ককারী রূপে (৩৩ ঃ ৪৫)	يٰٓأَيُّهَا النَّبِىُّ إِنَّآ أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَّمُبَشِّرًا وَّنَذِيْرًا
১৪।	অতঃপর তারা মুখ ফিরিয়ে নিল তাঁর থেকে এবং বলল, সে তো এক শেখানো লোক, একজন পাগল (৪৪ ঃ ১৪)	ثُمَّ تَوَلَّوْا عَنْهُ وَقَالُوْا مُعَلَّمٌ مَّجْنُوْنٌ
১৫।	এবং কুরআন তিলাওয়াত কর ধীরে ধীরে, স্পষ্ট ও সুন্দরভাবে (৭৩ ঃ ৪)	وَرَتِّلِ الْقُرْاٰنَ تَرْتِيْلًا

উপরোক্ত পাঠের উপর মন্তব্য

লাইন ৬ : بَيَّنَّا (আমরা স্পষ্ট করেছি) শব্দটির সংকুচিত রূপ হল بَـيَّنَّا।

লাইন ১০ : سَبِّحِ (তুমি মহিমা ঘোষণা কর), শব্দটির শেষ অক্ষরে **সুকুন** এর পরিবর্তে একটা **যের** দিয়ে প্রতিস্থাপন করা হয়েছে। আরও দেখুন লাইন ১৫ তে رَتِّلِ ।

লাইন ১১ : عُلِّمْنَا কর্মবাচ্যীয় রূপ। এটা প্রথম অক্ষরের উপর **পেশ** দিয়ে দেখানো হয়েছে।

লাইন ১৩ : بَشَّرَ ২নং ফরম ক্রিয়ার কর্তৃবাচক বিশেষ্য مُـبَشِّرًا ; এখানে কর্ম হিসাবে অর্থ করে **'ভাল সংবাদ বহনকারী'**। مُبَشِّرًا ، شَاهِدًا এবং نَـذِيْرًا হাল গঠিত এবং তাই কর্ম (Object, দেখুন অধ্যায় ৩৭)।

অধ্যায় - ৩২

উদ্ভাবিত ক্রিয়ার ৩নং ফরম

অর্থের প্যাটার্ন : ক্রিয়ার উদ্ভাবিত ৩নং ফরম (Form III) বোঝাতে পারে:

- কারোর প্রতি একটি কাজ করা
- কারোর প্রতি কিছু করার প্রচেষ্টা।

পূর্বের অধ্যায়ে উল্লেখ করা হয়েছে যে ক্রিয়ার প্রত্যেক উদ্ভাবিত ফরম অতীতকালের জন্য তার নিজস্ব নির্দিষ্ট প্যাটার্ন এবং বর্ত্তমানকালের জন্য একটি নির্দিষ্ট প্যাটার্ন অনুসরণ করে। এই প্যাটার্নগুলির সঙ্গে পরিচিত হওয়া গুরুত্বপূর্ণ। শব্দাবলি গঠন করতে এবং শুদ্ধভাবে পড়তে এটা অনেক সাহায্য করবে।

৩নং ফরম (Form III) অতীতকাল

সকল ১নং ফরম এর ক্রিয়ার প্রথম মূল অক্ষরের পর একটি **আলিফ** (হরকত বিহীন) যুক্ত করে অতীতকালের উদ্ভাবিত ক্রিয়ার সকল ৩নং ফরম গঠন করা হয়।

১নং ফরম	সে অগ্রবর্তী হয়েছিল	سَبَقَ	قَتَلَ	সে হত্যা করেছিল
৩নং ফরম	সে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেছিল	سَابَقَ	قَاتَلَ	সে যুদ্ধ করেছিল

অতীতকালের সকল ক্রিয়ার ফরমের অন্তে সংযুক্তি (Suffixes) একই। উদাহরণস্বরূপ,

১নং ফরম	আমি লিখেছিলাম	كَتَبْتُ	قَتَلُوْا	তারা হত্যা করেছিল
	(উত্তম পুরুষ, পুংলিঙ্গ, একবচন)			
৩নং ফরম	আমি পত্র আদান-প্রদান করেছিলাম	كَاتَبْتُ	قَاتَلُوْا	সে যুদ্ধ করেছিল

৩নং ফরম বর্তমানকাল

বর্তমানকালের উদ্ভাবিত ক্রিয়ার ৩নং ফরম বর্তমানকালের উদ্ভাবিত ক্রিয়ার ২নং ফরমের মত একই বৈশিষ্ট্য রয়েছে:

(১) পূর্বসংযুক্ত অক্ষরের হরকত একটি **পেশ,**

(২) কর্তৃবাচ্যীয় বর্তমানকাল (Present Active) এর দ্বিতীয় মূল অক্ষরের হরকত একটি **যের,**

(৩) কর্মবাচ্যীয় বর্তমানকাল (Present Passive) এর দ্বিতীয় মূল অক্ষরের হরকত একটি **যবর**।

বর্তমানকালের সকল ক্রিয়ার ফরমের অন্তে সংযুক্তি (Suffix) একই। প্রকৃতপক্ষে সকল বর্তমানকালের ক্রিয়ার ১নং থেকে ১০নং ফরম এর অন্তে সংযুক্তি একই।

কর্তৃবাচ্যীয় অতীত	সে প্রতিযোগিতা করেছিল	سَابَقَ	قَاتَلَ	সে যুদ্ধ করেছিল
কর্তৃবাচ্যীয় বর্তমান	সে প্রতিযোগিতা করে	يُسَابِقُ	يُقَاتِلُ	সে যুদ্ধ করে
কর্মবাচ্যীয় বর্তমান		-----	يُقَاتَلُ	তার সঙ্গে যুদ্ধ করা হয়েছিল
অনুজ্ঞাভাব	প্রতিযোগিতা কর	سَابِقْ	قَاتِلْ	যুদ্ধ কর (একবচন)

নীচের প্যাটার্নগুলিও জানা গুরুত্বপূর্ণ, কারণ শব্দাবলি কিভাবে গঠিত হয় এটাতে তা দেখা যাবে।

কর্তাবাচক বিশেষ্য	প্রতিযোগিতাকারী	مُسَابِقٌ	مُقَاتِلٌ	লড়াই কারী, যোদ্ধা
কর্মবাচক বিশেষ্য	প্রতিদ্বন্দ্বী	مُسَابَقٌ	مُقَاتَلٌ	যাদের বিরুদ্ধে লড়াই
ক্রিয়াবাচক বিশেষ্য	প্রতিদ্বন্দ্বিতা	مُسَابَقَةٌ	قِتَالٌ	লড়াই/ যুদ্ধ

৩নং ফরম ক্রিয়ার ক্রিয়াবাচক বিশেষ্যর প্যাটার্ন مُفَاعَلَةٌ হতে পারে, যেমন: مُسَابَقَةٌ বা فِعَالٌ এর মত, যেমন: قِتَالٌ।

অর্থের প্যাটার্নসমূহ (Meaning Patterns): ক্রিয়ার ৩নং ফরম বুঝাতে পারে:

(১) কারোর প্রতি কোনো কাজ করা, উদাহরণস্বরূপ:

كَتَبَ	সে লিখেছিল	থেকে	كَاتَبَ	সে চিঠিপত্রের আদানপ্রদান বজায় রেখেছিল
قَامَ	সে দাঁড়িয়েছিল	থেকে	قَاوَمَ	সে প্রতিরোধ করেছিল

(২) কারোর প্রতি কিছু করার প্রচেষ্টা, উদাহরণস্বরূপ:

قَتَلَ	সে হত্যা করেছিল	থেকে	قَاتَلَ	সে হত্যা করার চেষ্টা করেছিল/ সে লড়াই করেছিল
سَبَقَ	সে অবস্থানে পূর্ববর্তী ছিল	থেকে	سَابَقَ	সে প্রতিযোগিতা করেছিল

নির্দ্ধারিত আয়াতসমূহ ও তাদের অর্থ

১। وَمَنْ جَاهَدَ فَإِنَّمَا يُجَاهِدُ لِنَفْسِهٖ — এবং যে কেউ কঠোর ভাবে চেষ্টা করে, তবে তো সে তার নিজের (মঙ্গলের) জন্যই করে (২৯ ঃ ৬)

২। فَلَا تُطِعِ الْكٰفِرِيْنَ وَجَاهِدْهُمْ بِهٖ جِهَادًا كَبِيْرًا — এবং তুমি কাফেরদের আনুগত্য করো না এবং তুমি তাদের বিরূদ্ধে সংগ্রাম কর ইহার দ্বারা (কুরআ'ন) প্রবল সংগ্রাম (২৫ ঃ ৫২)

৩। حٰفِظُوْا عَلَى الصَّلَوٰتِ وَالصَّلٰوةِ الْوُسْطٰى — তোমরা সংরক্ষণ কর সালাতগুলির, বিশেষ করে মধ্যবর্তী সালাতের (২ ঃ ২৩৮)

৪। وَقٰتَلُوْا وَقُتِلُوْا — এবং তারা যুদ্ধ করেছে ও তারা নিহত হয়েছে (৩ ঃ ১৯৫)

৫। وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُوْنَ فِيْ سَبِيْلِ الله — এবং তোমাদের কি হল যে, তোমরা সংগ্রাম করবে না আল্লাহর পথে (৪ ঃ ৭৫)

৬। وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَهَاجَرُوْا وَجٰهَدُوْا فِيْ سَبِيْلِ الله — আর যারা ঈমান এনেছে, হিজরত করেছে ও সংগ্রাম করেছে আল্লাহর পথে (৮ ঃ ৭৪)

৭। إِنَّ اللهَ يُحِبُّ الَّذِيْنَ يُقَاتِلُوْنَ فِى سَبِيْلِهٖ صَفًّا — নিশ্চয় আল্লাহ ভালবাসেন তাদেরকে যারা সংগ্রাম করে আল্লাহর পথে সারিবদ্ধভাবে (সুদৃঢ় প্রাচীরের মত) (৬১ ঃ ৪)

৮। وَشَارِكْهُمْ فِى الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ — এবং তুমি শরীক হও তাদের ধনে ও সন্তান-সন্ততিতে (১৭ ঃ ৬৪)

৯। وَشَاوِرْهُمْ فِى الْأَمْرِ — এবং তুমি পরামর্শ কর তাদের সঙ্গে কাজ-কর্মের ব্যাপারে (৩ ঃ ১৫৯)

১০। فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَآ إِنَّا هٰهُنَا قٰعِدُوْنَ — অতএব যাও তুমি এবং তোমার প্রতিপালক, সুতরাং তোমরা দুইজনে যুদ্ধ কর, আমরা এখানেই বসে থাকলাম (৫ ঃ ২৪)

১১। كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ وَهُوَ كُرْهٌ لَّكُمْ — লিখে/ বিধান দেওয়া হল তোমাদের উপর (জন্য) যুদ্ধের যদিও তোমাদের কাছে এটা অপ্রিয় (২ ঃ ২১৬)

১২। أُذِنَ لِلَّذِيْنَ يُقٰتَلُوْنَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوْا — অনুমতি দেওয়া হল তাদেরকে (যুদ্ধের) যারা আক্রান্ত হয়েছে কারণ তারা অত্যাচারীত (২২ঃ ৩৯)

১৩। لَقَدْ رَضِىَ اللهُ عَنِ الْمُؤْمِنِيْنَ إِذْ يُبَايِعُوْنَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ — অবশ্যই আল্লাহ সন্তুষ্ট হলেন মু'মিনদের প্রতি যখন তাঁরা তোমার কাছে বায়আত গ্রহণ করল বৃক্ষতলে (৪৮ ঃ ১৮)

১৪। إِذَا جَآءَكَ الْمُؤْمِنٰتُ يُبَايِعْنَكَ عَلٰى أَنْ لَّا يُشْرِكْنَ بِالله شَيْئًا — যখন মু'মিন নারীগণ তোমার কাছে এসে বায়আত গ্রহণ করে এই মর্মে যে, তারা আল্লাহর সাথে কোনো কিছু শরীক (স্থির) করবে না (৬০ ঃ ১২)

১৫। اِنَّ الَّذِيْنَ يُبَايِعُوْنَكَ إِنَّمَا يُبَايِعُوْنَ اللهَ — নিশ্চয় যারা তোমার বায়আত গ্রহণ করে, তারা তো আল্লাহরই বায়আত গ্রহণ করে (৪৮ ঃ ১০)

উপরোক্ত পাঠের উপর মন্তব্য

লাইন ১ : جَاهَدَ হল অতীতকাল, কিন্তু এর পূর্বে مَنْ থাকায় এটা বর্তমান বলে অনুবাদ করা হয়।

লাইন ৩ : الصَّلٰوةِ الْوُسْطٰى (মধ্যবর্তী সালাত) কে সালাতুল আসর অথবা সালাতুল ফজর বলে উল্লেখ করা হয়। وُسْطٰى শব্দটি তুলনামূলক বিশেষণ (Comperative Adjective) এর স্ত্রীলিঙ্গ রূপ; তুলনামূলক বিশেষণটি كُبْرٰى প্যাটার্নের ।

লাইন ৫ : مَا لَكُمْ কি ব্যাপার তোমার ?

লাইন ১০ : قَاتِلَا দ্বিবচন এবং অনুজ্ঞাভাব (Imperative)।

শব্দার্থ

صَفٌّ/ صُفُوْفٌ সারি / বহুবচন; بَايَعَ/ يُبَايِعُ বশ্যতা স্বীকার করা, বায়আত গ্রহণ করা;
كَرِهَ/ يَكْرَهُ অপছন্দ করা, ঘৃণা করা; كُرْهٌ , كَرْهٌ অত্যধিক ঘৃণ্য; قَعَدَ / يَقْعُدُ বসা।

অধ্যায় - ৩৩

উদ্ভাবিত ক্রিয়ার ৪নং ফরম

কুর'আনে যতগুলি উদ্ভাবিত ক্রিয়া ব্যবহৃত হয়েছে তার মধ্যে ৪নং ফরম এর ব্যবহার ব্যাপক।
অর্থের প্যার্টান: সাধারণত ৪নং ফরম, ক্রিয়ার **১**নং ফরম এর সঙ্গে সম্পর্কে নিমিত্তবাচক (Causative), উদাহরণস্বরূপ:
১নং ফরম - প্রবেশ করা (নিজে) কিন্তু ৪ নং ফরম - প্রবেশ করানো (অন্যকে)।

৪নং ফরম (Form IV) অতীতকাল

ক্রিয়ার অতীতকালের সকল ৪নং ফরম গঠিত হয় ক্রিয়ার **১**নং ফরম এর প্রথম মূল অক্ষরের উপর একটি **সুকুন** বসিয়ে দিয়ে এবং পূর্বসংযুক্তি হিসাবে একটি **হামযাতুল-কাত্ যবরসহ** বা **আলিফ** বসিয়ে।

১নং ফরম	সে প্রবেশ করেছিল	دَخَلَ	نَزَلَ	সে অবতীর্ণ হয়েছিল
৪নং ফরম	সে অন্যকে প্রবেশ করালো	أَدْخَلَ	أَنْزَلَ	সে নীচে পাঠিয়েছিল, অহী পাঠিয়েছিল

অতীতকালের একবচন, দ্বিবচন এবং বহুবচনে ক্রিয়ার ৪নং ফরমের অন্তে সংযুক্তি (Suffix) অতীতকালের **১**নং ফরমের মত একই। প্রকৃতপক্ষে, অতীতকালের সকল ক্রিয়ার ফরমের অন্তে সংযুক্তি একই প্রকার। উদাহরণস্বরূপ:

১নং ফরম	সে বের হয়েছিল (পুং, একবচন)	خَرَجَ	نَزَلْنَا	আমরা নেমে এসেছিলাম (পুংলিঙ্গ, বহুবচন)
৪নং ফরম	সে বের করে দিয়েছিল (পুং, একবচন)	اَخْرَجَ	اَنْزَلْنَا	আমরা নীচে পাঠিয়েছিলাম, (পুংলিঙ্গ, বহুবচন)

خَرَجَ শব্দটি **'সে বের হয়ে এসেছিল'** এই অর্থও হতে পারে।
أَخْرَجَ শব্দটি **'সে বের করে নিয়ে এসেছিল'** বা **'সে উৎপন্ন করেছিল'** এই অর্থও হতে পারে। সঠিক অর্থ কেবল মাত্র বর্ণনা প্রসঙ্গ থেকে নির্দ্ধারণ করা যেতে পারে।

৪নং ফরম (Form IV) বর্তমানকাল

বর্তমানকালের ক্রিয়ার সকল ৪নং ফরম একই প্যাটার্ন অনুসরণ করে

- পূর্বে সংযুক্ত প্রথম অক্ষরের উপর একটি **পেশ** দিতে হবে;
- কর্তৃবাচ্যীয় বর্তমানকাল এর দ্বিতীয় মূল অক্ষরে একটি **যের** দিতে হবে;
- কর্মবাচ্যীয় বর্তমান কালের এর দ্বিতীয় মূল অক্ষরের হরকত হল একটি **যবর;**
- পূর্বে সংযুক্তি আসার কারণে ফরমের অতিরিক্ত আলিফটি উঠে যাবে।

অন্তে সংযুক্তি (Suffix) বর্তমানকালের **১**নং ফরম এর মত একই।

কর্তৃবাচ্যীয় অতীতকাল	সে বের করে দিয়েছিল	أَخْرَجَ	أَنْزَلَ	সে নীচে পাঠিয়েছিল
কর্মবাচ্যীয় অতীতকাল	বের করা হয়েছিল	أُخْرِجَ	أُنْزِلَ	নীচে পাঠানো হয়েছিল
কর্তৃবাচ্যীয় বর্তমানকাল	সে বের করে দেয়	يُخْرِجُ	يُنْزِلُ	সে নীচে পাঠায়
কর্মবাচ্যীয় বর্তমান	তাকে বের করা হয়েছে	يُخْرَجُ	يُنْزَلُ	তাকে নীচে পাঠানো হয়েছে
অনুজ্ঞাভাব	বের করে দাও !	أَخْرِجْ	أَنْزِلْ	নীচে নামিয়ে দাও।

নীচের প্যার্টানগুলিও জানা গুরুত্বপূর্ণ কারণ শব্দাবলি কিভাবে গঠিত হয় এগুলি থেকে জানা যাবে:

কর্তাবাচক বিশেষ্য	বহিষ্কারকারী	مُخْرِجٌ	مُنْزِلٌ	প্রেরণকারী
কর্মবাচক বিশেষ্য	বহিষ্কৃত(যাকে বহিস্কার করা হয়েছে)	مُخْرَجٌ	مُنْزَلٌ	যা নীচে পাঠানো হয়েছে
ক্রিয়াবাচক বিশেষ্য	বহিষ্কার	إِخْرَاجٌ	إِنْزَالٌ	নীচে প্রেরণ, প্রত্যাদেশ

অর্থের প্যাটার্ন (Meaning Patterns)

৪নং ক্রিয়ার ফরম সাধারণত নিমিত্ত বাচক (Causative) হয়ে থাকে।

دَخَلَ	(প্রবেশ করা)	থেকে	أَدْخَلُ	(প্রবেশ করানো অর্থাৎ প্রবেশানুমতি দেওয়া)
نَزَلَ	(নীচে নামা)	থেকে	أَنْزَلَ	(অবতরণের কারণ হওয়া অর্থাৎ নীচে অবতীর্ণ করা)।
طَعَمَ	(চেখে দেখা, খাওয়া)	থেকে	أَطْعَمَ	(খাওয়ার কারণ হওয়া অর্থাৎ অন্যকে খাওয়ানো)

নির্দ্ধারিত আয়াতসমূহ ও তাদের অর্থ

১।	তিনি পাঠিয়েছিলেন তাঁর রাসূল হেদায়াত ও সত্য ধর্ম সহকারে (৯ ঃ ৩৩)	أَرْسَلَ رَسُوْلَهُ بِالْهُدٰى وَدِيْنِ الْحَقِّ
২।	আমিতো তোমাকে প্রেরণ করেছি কেবল রহমত রূপেই বিশ্ব-জগতের প্রতি (২১ ঃ ১০৭)	وَمَا أَرْسَلْنٰكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعٰلَمِيْنَ
৩।	যখন তাঁর প্রতিপালক তাঁকে বললেন,'আত্মসমর্পণ কর' (২ ঃ ১৩১)	إِذْ قَالَ لَهُ رَبُّهُ أَسْلِمْ
৪।	তিনি বললেন, 'আমি আত্মসমর্পণ করলাম জগতসমূহের প্রতিপালকের কাছে' (২ ঃ ১৩১)	قَالَ أَسْلَمْتُ لِرَبِّ الْعٰلَمِيْنَ
৫।	তাঁরা বললেন, 'আমাদেরকে প্রেরণ করা হয়েছে এক অপরাধী সম্প্রদায়ের বিরূদ্ধে (১৫ ঃ ৫৮)	قَالُوْا إِنَّا أُرْسِلْنَا إِلٰى قَوْمٍ مُّجْرِمِيْنَ
৬।	তাদেরকে দাখিল করবেন আল্লাহ তাঁর রহমতের মধ্যে (৯ ঃ ৯৯)	سَيُدْخِلُهُمُ اللهُ فِيْ رَحْمَتِهٖ
৭।	নিশ্চয় যারা কুফরী করেছে, তাদের পক্ষে সমান তুমি তাদেরকে সতর্ক কর (২ ঃ ৬)	إِنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا سَوَآءٌ عَلَيْهِمْ ءَأَنْذَرْتَهُمْ
৮।	অথবা তাদেরকে সর্তক না কর, তারা ঈমান আনবে না (২ ঃ ৬)	أَمْ لَمْ تُنْذِرْهُمْ لَا يُؤْمِنُوْنَ
৯।	আরব মরুবাসিরা বলেছিল, 'আমরা ঈমান আনলাম; তুমি বল, তোমরা ঈমান আন নাই (৪৯ ঃ ১৪)	قَالَتِ الْأَعْرَابُ اٰمَنَّا قُلْ لَّمْ تُؤْمِنُوْا
১০।	বরং তোমরা বল (তার পরিবর্তে), আমরা আত্মসমর্পণ করেছি (৪৯ ঃ ১৪)	وَلٰكِنْ قُوْلُوْا أَسْلَمْنَا
১১।	যখন বলা হয় তাদেরকে, 'ফ্যাসাদ করো না পৃথিবীতে' (২ ঃ ১১)	وَإِذَا قِيْلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوْا فِي الْأَرْضِ
১২।	তারা বলে, 'বাস্তবিকপক্ষে আমরা শান্তিতো স্থাপনকারী (২ ঃ ১১)	قَالُوْٓا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُوْنَ
১৩।	এবং তারা বিস্ময়াভিভূত হয়েছিল(এ কারণে) যে তাদের নিকট এসেছিল এক সতর্ককারী তাদের মধ্য হতেই (৩৮ ঃ ৪)	وَعَجِبُوْٓا أَنْ جَآءَهُمْ مُّنْذِرٌ مِّنْهُمْ
১৪।	নিশ্চয় আমরা, প্রেরণ করে থাকি (৪৪ ঃ ৫)	إِنَّا كُنَّا مُرْسِلِيْنَ
১৫।	তারা বললেন, 'আমাদের প্রতিপালক জানেন- আমরা অবশ্যই তোমাদের নিকট প্রেরিত হয়েছি (৩৬ ঃ ১৬)	قَالُوْا رَبُّنَا يَعْلَمُ إِنَّآ إِلَيْكُمْ لَمُرْسَلُوْنَ

উপরোক্ত পাঠের উপর মন্তব্য

লাইন ৭ এবং ৮ : أَ এর পরে أَمْ আসার অর্থ 'হোক .....অথবা'।

লাইন ৯ এবং ১০ : এখানে ءَامَنَ **(বিশ্বাস করা)** এবং أَسْلَمَ **(সমর্পণ করা)** এর মধ্যে পার্থক্য করা হয়েছে। আত্মসমর্পণ করা যেটা **'ইসলাম'** শব্দটির অর্থ (أَسْلَمَ এর ক্রিয়াবাচক বিশেষ্য), তা বিশ্বস্ততার শুধুমাত্র বাহ্যিক অথবা উপরিগত স্বীকৃতি হতে পারে। ঈমান (ءَامَنَ এর ক্রিয়াবাচক বিশেষ্য) যার অর্থ **'বিশ্বাস,** এমন কিছু প্রকাশ করে যা অন্তর থেকে আসে, এমন কিছু যা গভীর এবং স্থায়ী।

লাইন ১৪ এবং ১৫ : مُرْسِلِيْنَ এবং مُرْسَلُوْنَ শব্দ দু'টির মধ্যে একটি মাত্র হরকতের কারণে অর্থের বিরাট পার্থক্য লক্ষ্য করুন(অর্থাৎ প্রেরণকারী এবং প্রেরিতগণ)।

অধ্যায় - ৩৪

উদ্ভাবিত ক্রিয়ার ৫নং ও ৬নং ফরম

অর্থের প্যাটার্ন: উদ্ভাবিত ক্রিয়ার ৬নং ফরমের মধ্যে প্রায়ই বৈপরীত্যের অনুভূতি থাকে- অর্থাৎ অন্যের সঙ্গে কিছু করা। উদাহরণস্বরূপ, শব্দটির অর্থ **'পরস্পরকে সাহায্য করা'** অথবা **'সহযোগিতা করা'**। এই শব্দটি ক্রিয়ার ১নং ফরম, যার অর্থ **'সাহায্য করা'** থেকে আসে।

উদ্ভাবিত ক্রিয়ার ৫নং ও ৬নং ফরম (Form V, VI) এর গঠন এবং রূপান্তরের মধ্যে কিছু সাদৃশ্য আছে। যেমন, উভয় ফরমের অতীতকাল تَـ দিয়ে শুরু হয়। অতীতকাল এবং বর্তমানকালের মধ্যে **যবর** এর একটি যোগসূত্রও আছে।

৫নং ফরম (Form V) অতীতকাল

উদ্ভাবিত ক্রিয়ার ২নং ফরম এর পূর্বে পূর্ব সংযুক্তি হিসাবে একটি تَـ বসিয়ে অতীতকাল ক্রিয়ার ৫নং ফরম গঠন করা হয়। অতীতকাল ক্রিয়ার ৫নং ফরমের অন্তে সংযুক্তি (Suffix) সকল অতীতকাল ক্রিয়ার মত একই।

২নং ফরম	সে শিক্ষা দিয়েছিল	عَلَّمَ	نَزَّلَ	সে নীচে পাঠিয়েছিল
৫নং ফরম	সে শিখেছিল	تَعَلَّمَ	تَنَزَّلَ	সে নেমে এসেছিল

৫নং ফরম (Form V) বর্তমানকাল

১নং ফরম ক্রিয়ার মত ক্রিয়ার বর্তমানকালের সকল ৫নং ফরম ক্রিয়ার একই পূর্ব-সংযুক্তি রয়েছে। অন্তে সংযুক্তি (Suffix) সমূহ বর্ত্তমানকালের ১নং ফরম ক্রিয়ার মত একই। লক্ষ্য করুন, বর্তমানকাল ক্রিয়ার হরকত **যবর** এর যোগসূত্র।

কর্তৃবাচ্যীয় অতীত	সে নির্ভর করেছিল	تَوَكَّلَ	تَعَلَّمَ	সে শিখেছিল
কর্তৃবাচ্যীয় বর্তমান	সে নির্ভর করে	يَتَوَكَّلُ	يَتَعَلَّمُ	সে শিক্ষে
কর্তাবাচক বিশেষ্য	**অন্যের উপর** নির্ভরকারী	مُتَوَكِّلٌ	مُتَعَلِّمٌ	শিক্ষা গ্রহণকারী
কর্মবাচক বিশেষ্য	**যার উপর** নির্ভর করা হয়	مُتَوَكَّلٌ	–	
ক্রিয়াবাচক বিশেষ্য	নির্ভরশীলতা	تَوَكُّلٌ	تَعَلُّمٌ	শিক্ষা গ্রহণ

৬নং ফরম (Form VI) অতীতকাল

উদ্ভাবিত ৬নং ফরম ক্রিয়া প্রায় সময়ই পারস্পারিক সহযোগিতার অর্থ প্রকাশ করে, অর্থাৎ অন্যের সঙ্গে কিছু করা। অতীতকালের সকল ৬নং ফরম ক্রিয়া গঠিত হয় ঐ ক্রিয়ার ৩নং ফরমের পূর্বসংযুক্তি হিসাবে একটি تَ বসিয়ে।

অতীতকাল ৬নং ফরম উদ্ভাবিত ক্রিয়ার অন্তে সংযুক্তি (Suffix) সমূহ অতীতকালের সকল ক্রিয়ার মত একই।

৩নং ফরম	সে বিতর্ক করেছিল	نَازَعَ	قَاتَلَ	সে লড়াই করেছিল
৬নং ফরম	তারা পরস্পর বিতর্ক করেছিল	تَنَازَعُوْا	تَنَادَى	পরস্পর পরস্পরকে ডেকেছেন

৬নং ফরম (Form VI) বর্তমানকাল

বর্তমানকালের ক্রিয়ার ৬নং ফরম, ক্রিয়ার ১নং ফরমের মত একই পূর্বসংযুক্তি রয়েছে। অন্তে সংযুক্তি বর্তমানকালের ক্রিয়ার ১নং ফরমের মত একই। লক্ষ্য করুন বর্তমানকালের মত হরকত এর যোগসূত্র।

কর্তৃবাচ্যীয় অতীত	সে বিতর্ক করেছিল	تَنَازَعَ	تَعَارَفَ	পরস্পর পরস্পরকে চিনেছিল
কর্তৃবাচ্যীয় বর্তমান	তারা নিজেদের মধ্যে বিতর্ক করে	يَتَنَازَعُوْنَ	يَتَعَارَفُوْنَ	তারা পরস্পরকে চেনে
ক্রিয়াবাচক বিশেষ্য	পারস্পারিক বিতক	تَنَازُعٌ	تَعَارُفٌ	পারস্পারিক পরিচিতি

শব্দার্থ

نَزَعَ/ يَنْزِعُ (১নং) প্রত্যাহার করেছিল/ করা

نَازَعَ/ يُنَازِعُ (৩নং) কারোর সঙ্গে বিতর্ক করেছিল/ করা

تَنَازَعَ/ يَتَنَازَعُ	(৬নং) পরস্পরের মধ্যে বিতর্ক করা	تَقَبَّلَ / يَتَقَبَّلُ	(৫নং) সে গ্রহণ করেছিল/ করে
طَبَعَ/ يَطْبَعُ	সে সীল মোহর করেছিল/ সে সীল মোহর করে	قُرْبَانٌ	উৎসর্গীকৃত বস্তু, দান
تَدَايَنَ	(৬নং) ধার দেওয়া বা ধার নেওয়া	قَبُوْلٌ	গ্রহণ, স্বীকৃতি

নির্দ্ধারিত আয়াতসমূহ ও তাদের অর্থ

১।	অতএব কবুল করলেন তাকে তার প্রতিপালক উত্তম গ্রহণে (৩ ঃ ৩৭)	فَتَقَبَّلَهَا رَبُّهَا بِقَبُوْلٍ حَسَنٍ
২।	বস্তুতপক্ষে আল্লাহ কবুল করেন (কুরবানী) মুত্তাকীদের নিকট হতে (৫ ঃ ২৭)	إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللهُ مِنَ الْـمُتَّقِيْنَ
৩।	হে আমাদের প্রতিপালক! গ্রহণ করুণ, আমাদের নিকট হতে (এই কাজ) নিশ্চয় আপনি সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞাতা (২ ঃ ১২৭)	رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّآ إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيْعُ الْعَلِيْمُ
৪।	হে আমাদের প্রতিপালক, এবং আমার প্রার্থনা কবুল করুণ (১৪ ঃ ৪০)	رَبَّنَا وَتَقَبَّلْ دُعَآءِ
৫।	যখন তারা উভয়ে কুরবানী করেছিল তখন কবুল করা হয়েছিল তাদের দুইজনের মধ্যে একজনের (কুরবানী) (৫ ঃ ২৭)	إِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا
৬।	এবং কবুল করা হয় নাই অপরজনের (৫ ঃ ২৭)	وَلَـمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْأٰخَرِ
৭।	আল্লাহ মোহর করে দেন প্রত্যেক উদ্ধত ও স্বৈরাচারী ব্যক্তির হৃদয়কে (৪০ ঃ ৩৫)	يَطْبَعُ اللهُ عَلٰى كُلِّ قَلْبِ مُتَكَبِّرٍ جَبَّارٍ
৮।	জাহান্নামের মধ্যে কি আবাসস্থল নয় উদ্ধতদের ? (৩৯ঃ ৬০)	أَلَيْسَ فِيْ جَهَنَّمَ مَثْوًى لِّلْمُتَكَبِّرِيْنَ
৯।	অবতীর্ণ হয় তাদের কাছে ফিরিশ্‌তাগণ (৪১ ঃ ৩০)	تَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ الْـمَلٰئِكَةُ
১০।	যখন তোমরা একে অন্যের সঙ্গে ঋণের দেওয়া-নেওয়া কর নির্দ্ধারিত সময়ের জন্য তখন তা লিখে রাখ (২ ঃ ২৮২)	إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلٰى أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوْهُ
১১।	একে অপরকে কি বিষয়ে তারা জিজ্ঞাসাবাদ করছে? সেই মহা সংবাদ (ভয়ঙ্কর সংবাদ) সম্বন্ধে (৭৮ ঃ ১)	عَمَّ يَتَسَآءَلُوْنَ عَنِ النَّبَإِ الْعَظِيْمِ
১২।	এবং তোমাদেরকে (বিভক্ত) করেছি বিভিন্ন জাতি ও গোত্রে যাতে তোমরা একে অপরকে চিনতে পার (৪৯ ঃ ১৩)	وَجَعَلْنٰكُمْ شُعُوْبًا وَّقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوْا
১৩।	এবং তোমরা পরস্পরকে সাহায্য করবে সৎকর্ম ও তাক্‌ওয়ায় ব্যাপারে (৫ ঃ ২)	وَتَعَاوَنُوْا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّـقْوٰى
১৪।	এবং তোমরা পরস্পরকে সাহায্য করবে না পাপ ও সীমালংঘনে (৫ ঃ ২)	وَلَا تَعَاوَنُوْا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ
১৫।	এবং তারা পরস্পরকে উৎসাহ দেয় সত্যের ব্যাপারে এবং তারা পরস্পরকে উৎসাহ দেয় ধৈর্যের ব্যাপারে (১০৩ ঃ ৩)	وَتَوَا صَوْا بِالْـحَقِّ وَتَوَا صَوْا بِالصَّبْرِ

উপরোক্ত পাঠের উপর মন্তব্য

লাইন ৪ : دُعَاءِى (আমার মিনতি) শব্দটির সংক্ষিপ্ত হল دُعَاءِ ।

লাইন ৫ : تُقُبِّلَ ৫নং ফরম কর্মবাচ্যীয় রূপ।

লাইন ৭ : مُتَكَبِّرٍ (যে অযথা গর্বিত), শব্দটি تَكَبَّرَ (সে নিজেকে মহৎ মনে করেছিল অর্থাৎ সে গর্বিত ছিল), ক্রিয়ার (৫নং ফরম) এর কর্তাবাচক বিশেষ্য; مُتَكَبِّرِيْنَ (লাইন - ৮) শব্দটি কর্তাবাচক বিশেষ্য বহুবচন, সম্বন্ধকারক।

লাইন ১০ : دَيْنٍ একটি দেনা; একই মূল শব্দ থেকে تَدَايَنْتُمْ শব্দটি, অর্থ: 'ধার নেওয়া' এবং 'ধার দেওয়া' উভয় অর্থ প্রকাশ করে অর্থাৎ পরস্পরের মধ্যে ঋণ আদান-প্রদান।

লাইন ১৩ : تَعَاوَنُوْا এবং نَسْتَعِيْنُ (১০নং ফরম, দেখুন অধ্যায় ৩৬) শব্দ দুইটি একই মূল শব্দ হতে এসেছে, যার ক্রিয়াবাচক বিশেষ্য হল عَوْنٌ (**সাহায্য**)।

অধ্যায় - ৩৫

উদ্ভাবিত ক্রিয়ার ৭, ৮ ও ৯নং ফরম

হাম্‌যাতুল ওয়াস্‌ল: এই শব্দটির অর্থ হল একটি **সংযোগকারী 'হামযা'**। এর চিহ্ন হল **আলিফ** এর উপর বসানো একটি ছোট **'সোয়াদ'**(ٱ)।
যখন **হামযাতুল ওয়াস্‌ল** এর পূর্বে হরকত যুক্ত অক্ষর আসে তখন **হামযাতুল ওয়াস্‌ল** কে উচ্চারণ করার প্রয়োজন পড়ে না, উদাহরণ: وَ ٱنْطَلَقَ

মূল ক্রিয়া (১নং ফরম) থেকে অতীতকালের উদ্ভাবিত ৭, ৮ ও ৯নং ফরম ক্রিয়ার এই তিনটি ফরমের **আলিফ** (এর নীচে একটি **যের** থাকে) দিয়ে আরম্ভ হয় এবং **আলিফটির** উপরে একটি **ওয়াস্‌ল** দিতে হয়।

৭নং ফরম (Form VII) অতীতকাল ও বর্তমানকাল

এই ফরমটি কুর'আনে ঘনঘন পাওয়া যায় না। এই ফরমটি ১নং ফরম এর কর্মবাচ্যীয় (Passive) অথবা আত্মবাচক (Reflexive) অর্থ প্রকাশ করে। এটি সরাসরি কর্ম (Direct Object) নিতে পারে না। ক্রিয়ার ১নং ফরম এর পূর্বে اِنْـ যুক্ত করে ৭নং ফরম এর অতীতকাল গঠন করা হয়। ক্রিয়ার ১নং ফরম এর মত একই সংযুক্তির পর একটি সুকুনসহ নুন বসিয়ে বর্তমানকাল রূপ গঠন করা হয়। তখন দ্বিতীয় মূল অক্ষরে একটি **যের** দিতে হয়।

বর্তমানকাল		অতীতকাল	
সে ফিরে যায়	يَنْقَلِبُ	اِنْقَلَبَ	সে ফিরে গিয়েছিল
সে রওয়ানা দেয়	يَنْطَلِقُ	اِنْطَلَقَ	সে রওয়ানা করেছিল

ক্রিয়ার ৭নং ফরম এর কর্তাবাচক বিশেষ্য, কর্মবাচক বিশেষ্য এবং ক্রিয়াবাচক বিশেষ্য এর উদাহরণ নিম্নরূপ:

কর্তাবাচক বিশেষ্য	বিভক্তকারী -	مُنْفَطِرٌ	مُنْقَلِبٌ	যে ফিরে যায়/ আসে
কর্মবাচক বিশেষ্য	বিভক্ত -	مُنْفَطَرٌ	مُنْقَلَبٌ	যা বদলানো হয়েছে
ক্রিয়াবাচক বিশেষ্য	একটি বিভাজন, বিভক্তি -	اِنْفِطَارٌ	اِنْقِلَابٌ	উল্টানো, পরিবর্তন, একটি বিদ্রোহ।

৮নং ফরম (Form VIII) অতীতকাল:

প্রথম মূল অক্ষরের উপর একটি **সুকুন** বসিয়ে এবং পূর্ব সংযুক্তি হিসাবে একটি **যের** যুক্ত **আলিফ** এবং প্রথম ও দ্বিতীয় মূল অক্ষরের মাঝে একটি যবর ওয়ালা ت বসিয়ে উদ্ভাবিত ক্রিয়ার ৮নং ফরম গঠন করা হয়।

১নং ফরম	সে অনুসরণ করেছিল	تَبِعَ	سَمِعَ	সে শুনেছিল
৮নং ফরম	সে অনুসরণ করেছিল	اِتَّبَعَ	اِسْتَمَعَ	সে শুনেছিল (৮নং ফরম)

৮নং ফরম (Form VIII) বর্তমানকাল

উদ্ভাবিত ক্রিয়ার ৮নং ফরমের বর্তমানকালের নিম্নলিখিত বৈশিষ্ট আছে:

- প্রথম সংযুক্ত (Prefix) অক্ষরের উপর **যবর** থাকবে,
- কর্তৃবাচ্যীয় বর্তমানকাল (Present Active)- এর দ্বিতীয় মূল অক্ষরের নীচে **যের** থাকবে,
- কর্মবাচ্যীয় বর্তমান (Present Passive) এর দ্বিতীয় মূল অক্ষরের উপর **যবর** থাকবে।

সংযুক্তি সমূহ (suffixes) বর্তমানকালের ক্রিয়ার ১নং ফরম এর অন্তের মত একই ধরণের।

কর্তৃবাচ্যীয় অতীতকাল	সে অনুসরণ করেছিল	اِتَّبَعَ	اِسْتَمَعَ	সে শুনেছিল
কর্তৃবাচ্যীয় বর্তমানকাল	সে অনুসরণ করে	يَتَّبِعُ	يَسْتَمِعُ	সে শোনে
অনুজ্ঞাভাব	অনুসরণ কর	اِتَّبِعْ	اِسْتَمِعْ	শোন !

৮নং ফরম এর কর্তাবাচক, কর্মবাচক ও ক্রিয়াবাচক বিশেষ্যের উদাহরণ:

কর্তাবাচক বিশেষ্য	অনুসরণকারী-	مُتَّبِعٌ	مُسْتَمِعٌ	মনোযোগ সহকারে শ্রবণকারী
কর্মবাচক বিশেষ্য	অনুসৃত	مُتَّبَعٌ	مُسْتَمَعٌ	শ্রুত
ক্রিয়াবাচক বিশেষ্য	অনুসরণ	اِتِّبَاعٌ	اِسْتِمَاعٌ	শোনা

৮নং ফরম এর ক্রিয়াবাচক বিশেষ্য اِفْتِعَالٌ প্যাটার্নের হয়।

অর্থের প্যাটার্নসমূহ

সাধারণত ক্রিয়ার ১নং ফরমের আত্মবাচক (Reflexive) হল ৮নং ফরম। **'আত্মবাচক'** বলতে নিজের জন্য কিছু করাকে বোঝায়। উদাহরণস্বরূপ, أَخَذَ (১নং ফরম) এর অর্থ **'সে গ্রহণ করেছিল'**। إِتَّخَذَ (৮নং ফরম) এর অর্থ হল **'সে তার নিজের জন্য নিয়েছিল'**

অথবা **' সে পোষ্য করেছিল'**। কখনও কখনও **১ম** ও ৮ম ফরমের অর্থের পার্থক্য খুব বেশী হয় না, যেমন: شَرَى / يَشْرِىْ **সে ক্রয় করেছিল, সে ক্রয় করে** ; اِشْتَرَى / يَشْتَرِى **সে ক্রয় করেছিল, সে ক্রয় করে**।

নির্দ্ধারিত আয়াতসমূহ ও তাদের অর্থ

১।	আর সরে পড়েছিল তাদের মধ্যকার প্রধানগণ (৩৮ ঃ ৬)	وَ انْطَلَقَ الْـمَلَأُ مِنْهُمْ
২।	অতঃপর তারা উভয়ে চলতে লাগল, পরে যখন তারা নৌকায় আরোহণ করল তখন সে তাতে একটা ছিদ্র করে দিল (১৮ ঃ ৭১)	فَانْطَلَقَا حَتّٰى إِذَا رَكِبَا فِى السَّفِيْنَةِ خَرَقَهَا
৩।	অতঃপর তারা ঘুরে গেল; আল্লাহ তাদের হৃদয়কে (সত্য থেকে) উল্টিয়ে দিলেন (৯ঃ ১২৭)	ثُمَّ انْصَرَفُوْا ، صَرَفَ اللهُ قُلُوْبَهُمْ
৪।	যখন আকাশ বিদীর্ণ হবে এবং নক্ষত্রমন্ডলী বিক্ষিপ্তভাবে ছড়িয়ে পড়বে (৮২ ঃ ১-২)	إِذَا السَّمَـآءُ انْفَطَرَتْ، وَإِذَا الْكَوَاكِبُ انْتَثَرَتْ
৫।	তারা বলল, 'নিশ্চয় আমরা আমাদের প্রতিপালকের দিকে প্রত্যাবর্তনকারী (৭ ঃ ১২৫)	قَالُوْ إِنَّآ إِلٰى رَبِّنَا مُنْقَلِبُوْنَ
৬।	মনোযোগ সহকারে শ্রবণ করেছিল জ্বিনদের একটি দল (৭২ ঃ ১)	اِسْتَمَعَ نَفَرٌ مِّنَ الْجِنِّ
৭।	এবং সালাম তাদের উপর যারা অনুসরণ করে সঠিক পথ (২০ ঃ ৪৭)	وَالسَّلٰمُ عَلٰى مَنِ اتَّبَعَ الْـهُدٰى
৮।	তুমি কি তাকে দেখেছ (তার কথা ভেবে দেখেছ),যে ইলাহরূপে গ্রহণ করে তার কামনা-বাসনাকে?(২৫ ঃ ৪৩)	اَرَءَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ اِلٰـهَهٗ هَوٰهُ
৯।	তোমরা গ্রহণ করেছিলে আল্লাহর নিদর্শনাবলীকে বিদ্রূপের বস্তু হিসাবে (৪৫ ঃ ৩৫)	اِتَّخَذْتُمْ اٰيٰتِ اللهِ هُزُوًا
১০।	তারা অনুসরণ করে রাসূলের যিনি একজন নিরক্ষর (উম্মী) নবী (৭ ঃ ১৫৭)	يَتَّبِعُوْنَ الرَّسُوْلَ النَّبِىَّ الْأُمِّىَّ
১১।	গ্রহণ করবে না মু'মিনগণ কাফেরদেরকে বন্ধুরূপে মু'মিনগণ ব্যতীত (৩ ঃ ২৮)	لَايَتَّخِذِ الْـمُؤْمِنُوْنَ الْكٰفِرِيْنَ أَوْلِيَآءَ مِنْ دُوْنِ الْـمُؤْمِنِيْنَ
১২।	তুমি কি বলেছিলে লোকদেরকে গ্রহণ কর আমাকে ও আমার মাকে (দুই) ইলাহ্রূপে ? (৫ ঃ ১১৬)	أَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُوْنِىْ وَأُمِّىَ إِلٰـهَيْنِ
১৩।	অতএব তুমি বিচার কর লোকদের মধ্যে সত্যের সহিত এবং অনুসরণ কর না কামনা-বাসনার (৩৮ ঃ ২৬)	فَاحْكُمْ بَيْنَ النَّاسِ بِالْـحَقِّ وَلَا تَتَّبِعِ الْـهَوٰى
১৪।	অবশ্যই আমরা তোমাদের সঙ্গে আছি, শ্রবণ করছি (২৬ ঃ ১৫)	إِنَّا مَعَكُمْ مُّسْتَمِعُوْنَ
১৫।	সেদিন হবে উজ্জ্বল (কিছু) মুখ এবং (কিছু) মুখ কালিমাময় (৩ ঃ ১০৬)	يَوْمَ تَبْيَضُّ وُجُوْهٌ وَّتَسْوَدُّ وُجُوْهٌ

উপরোক্ত পাঠের উপর মন্তব্যঃ

লাইন ৮ : إِلٰـهَهُ কর্ম (Object) এবং অনুবাদ করা হয় **' তার দেবতা '**। কর্ম এর এই ধরণের ব্যবহার **হাল** (Hal) বলে পরিচিত; আরোও দেখুন লাইন নং ৯ : هُزُوًا (একটি রসিকতা) এবং লাইন নং **১২**; إِلٰـهَيْنِ (দু'টি দেবতা)।

লাইন ১১ : يَتَّخِذِ ক্রিয়াটি لا দ্বারা নিয়ন্ত্রিত যুসীভ (Jussive)। এটা নিষেধাজ্ঞা (Negative command) প্রকাশ করে। পরবর্তী শব্দের সঙ্গে উচ্চারণের যোগসূত্র প্রদানের জন্য শেষ অক্ষরের **সুকুনটিকে যের** দিয়ে প্রতিস্থাপন করা হয়েছে।

লাইন ১৫ : ক্রিয়ার ৯নং ফরম (Form IX) প্রধানত রং এবং খুঁত প্রকাশের জন্য ব্যবহৃত হয়; এর অতীতকাল রূপ হল اِحْمَرَّ **(সে লাল হয়ে গিয়েছিল/ সে লজ্জায় লাল হয়েছিল)** প্যাটার্নের; বিশেষণ أَحْمَرُ **(লাল)** থেকে গঠিত; বর্তমানকাল রূপ يَحْمَرُّ **(সে লজ্জায় লাল হয়)** । تَبْيَضُّ এবং تَسْوَدُّ (প্রথম পুরুষ, স্ত্রীলিঙ্গ, একবচন) এই রূপের দুইটি উদাহরণ, যারা উভয়েই বর্তমানকালের কিন্তু তাদের মধ্যে ভবিষ্যতের গূঢ়ার্থ রয়েছে।

অধ্যায় - ৩৬
উদ্ভাবিত ক্রিয়ার ১০নং ফরম

অর্থের প্যাটার্ন: মূল ক্রিয়ার বিষয়কে চাওয়া, গ্রহণ করা, ব্যবহার করা অর্থে ক্রিয়ার ১০নং ফরম ব্যবহার হয়, যেমন: اِسْتَغْفَرَ শব্দটিতে **'ক্ষমা চাওয়া'** অর্থ নিহিত, অনুরূপ ক্রিয়ার ১০নং ফরম এ প্রায়ই নিজের জন্য **'জিজ্ঞাসা করা', 'গ্রহণ করা'** অথবা **'ব্যবহার করা'** অর্থ বুঝায়। এর অর্থ **'বিবেচনা করা', 'অনুমোদন করা'** ও হতে পারে যেমন اِسْتَحْسَنَ **'ভাল বিবেচনা করা'**।

এই ফরমটি সচরাচর ব্যবহৃত হয় এবং মূল ক্রিয়ার অভিপ্রায়কে নিজের জন্য চাওয়া, গ্রহণ করা বা ব্যবহার করা অর্থে ব্যবহার হয়।

১০নং ফরম (Form X) অতীতকাল

উদ্ভাবিত ক্রিয়ার সকল ১০নং ফরম অতীতকাল গঠন করা হয় ১নং ফরম ক্রিয়ার প্রথম মূল অক্ষরের উপর একটি **সুকুন** স্থাপন করার পর পূর্বসংযুক্তি (Prefix) হিসাবে اِسْتَ সংযোগ করে। শুরুতে **অলিফ** এর উপর একটা **'হামযাতুল ওয়াসল'** বসে।

১নং ফরম	সে খেয়েছিল/ সে স্বাদ গ্রহণ করেছিল	طَعَمَ	غَفَرَ	সে ক্ষমা করেছিল
১০নং ফরম	সে খাবার চেয়েছিল	اِسْتَطْعَمَ	اِسْتَغْفَرَ	সে ক্ষমা চেয়েছিল

উদ্ভাবিত ক্রিয়ার সকল ১০নং ফরম অতীতকাল এর অন্তে সংযুক্তি অতীতকালের অন্যান্য ক্রিয়ার মত একই।

১০নং ফরম (Form X) বর্তমানকাল:

উদ্ভাবিত ক্রিয়ার সকল ১০নং ফরম এর কর্তৃবাচ্যীয় বর্তমানকাল রূপ একই প্যাটার্ন অনুসরণ করে:

- প্রথম পূর্ব সংযুক্ত (Prefixed) অক্ষরের উপর একটি **যবর** বসে,
- দ্বিতীয় মূল অক্ষরের নীচে একটা **যের** বসে,
- অন্তে সংযুক্তি (Suffixes) বর্তমানকালের ১নং ফরম ক্রিয়ার মত একই।

কর্তৃবাচ্যীয় অতীতকাল	সে ক্ষমা চেয়েছিল	اِسْتَغْفَرَ	اِسْتَعَانَ	সে সাহায্য চেয়েছিল
কর্তৃবাচ্যীয় বর্তমানকাল	সে ক্ষমা চায়	يَسْتَغْفِرُ	يَسْتَعِيْنُ	সে সাহায্য চায়
অনুজ্ঞাভাব	ক্ষমা চাও!	اِسْتَغْفِرْ	اِسْتَعِيْنُوْا	সাহায্য চাও, বহুবচন

কর্তাবাচক, কর্মবাচক ও ক্রিয়াবাচক বিশেষ্য- এর উদাহরণ :

কর্তাবাচক বিশেষ্য	যে ক্ষমা প্রার্থী	مُسْتَغْفِرٌ	مُسْتَعِيْنٌ	যে সাহায্য প্রার্থী
কর্মবাচক বিশেষ্য	যার কাছে ক্ষমা চাওয়া হয়	مُسْتَغْفَرٌ	مُسْتَعَانٌ	যার কাছ থেকে সাহায্য চাওয়া হয়
ক্রিয়াবাচক বিশেষ্য	ক্ষমা প্রার্থনা	اِسْتِغْفَارٌ	اِسْتِعَانَةٌ	সাহায্য প্রার্থনা

অর্থের প্যাটার্ন:

উদ্ভাবিত ক্রিয়ার ১০নং ফরম প্রায়ই মূল ক্রিয়ায় নিহিত নিজের জন্য চাওয়া, নেওয়া বা ব্যবহার করা অর্থ প্রকাশ করে, যেমন নীচের (১) নং উদাহরণ। এটি 'বিবেচনা করা' এই ধারণাও দিতে পারে, যেমন নীচের উদাহরণ (২):

(১) غَفَرَ **(সে ক্ষমা করেছিল)** থেকে اِسْتَغْفَرَ **(সে ক্ষমা চেয়েছিল)**।

(২) حَسُنَ **(এটি ভাল ছিল, চমৎকার)** থেকে اِسْتَحْسَنَ **(সে উত্তম বিবেচনা করেছিল, সে অনুমোদন দিয়েছিল)**।

শব্দার্থ ঃ

خَرَّ	সে পড়ে গিয়েছিল;	اِسْتَطَاعَ/ يَسْتَطِيْعُ	সে সক্ষম ছিল / সে সক্ষম
قَرْيَةٌ	একটি শহর, গ্রাম	مَائِدَةٌ	একটি টেবিল, একটি ভোজন
هَوَى/ يَهْوِى	কামনা করা	أَجَلٌ	একটি নির্দষ্ট সময়ের ব্যাপ্তি

নির্দ্ধারিত আয়াত ও তাদের অর্থ

১।	فَاسْتَغْفَرَ رَبَّهٗ وَخَرَّ رَاكِعًا وَّ اَنَابَ	অতএব সে ক্ষমা প্রার্থনা করল তার প্রতিপালকের কাছে এবং নত হয়ে রুকু করল (৩৮ ঃ ২৪)
২।	فَسَجَدَ الْمَلٰٓئِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُوْنَ	তখন সাজদাহ করল ফিরিশ্তাগণ প্রত্যেকেই সম্মিলিতভাবে (৩৮ ঃ ৭৩)
৩।	إِذَآ اَتَيَآ أَهْلَ قَرْيَةٍ اسْتَطْعَمَآ أَهْلَهَا فَأَبَوْا	যখন তারা উভয়ে এলো এক জনপদের অধিবাসীদের কাছে, খাদ্য চাইল তার অধিবাসীদের কাছে, তবে তারা প্রত্যাখ্যান করল (১৮ ঃ ৭৭)
৪।	أَفَكُلَّمَا جَآءَكُمْ رَسُوْلٌۢ بِمَا لَا تَهْوٰٓى أَنْفُسُكُمُ اسْتَكْبَرْتُمْ	তবে এটা কি নয় যে যখনই কোনো রাসূল এমন কিছু তোমাদের নিকট এনেছে যা তোমাদের মনঃপূত হয়নি, তখনই তোমরা উদ্ধত হয়েছিলে? (২ ঃ ৮৭)
৫।	وَلَقَدْ جَآءَهُمْ مُّوْسٰى بِالْبَيِّنٰتِ فَاسْتَكْبَرُوْا فِي الْأَرْضِ	এবং অবশ্যই মূসা এসেছিল তাদের কাছে সুস্পষ্ট নিদর্শনসহ তখন তারা পৃথিবীতে অহংকার করেছিল (২৯ ঃ ৩৯)
৬।	هَلْ يَسْتَطِيْعُ رَبُّكَ أَنْ يُّنَزِّلَ عَلَيْنَا مَآئِدَةً مِّنَ السَّمَآءِ	তোমার প্রতিপালক কি সক্ষম যে তিনি অবতরণ করাবেন আমাদের জন্য খাদ্য পরিপূর্ণ খাঞ্চা আসমান থেকে?(৫ ঃ ১১২)
৭।	سَوْفَ أَسْتَغْفِرُ لَكُمْ رَبِّىْ إِنَّهٗ هُوَ الْغَفُوْرُ الرَّحِيْمُ	অচিরেই আমি ক্ষমা প্রার্থনা করব তোমাদের জন্য আমার প্রতিপালকের কাছে; তিনি তো অতি ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু (১২ ঃ ৯৮)
৮।	إِيَّاكَ نَسْتَعِيْنُ	কেবলমাত্র তোমার নিকটই আমরা সাহায্য প্রার্থনা করি (১ ঃ ৫)
৯।	فَإِذَا جَآءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُوْنَ سَاعَةً وَّلَا يَسْتَقْدِمُوْنَ	অতএব যখন অতিক্রান্ত হয়ে আসে তাদের সময় সীমা, তখন তারা মুহূর্তকাল বিলম্ব বা এগিয়ে নিতে পারবে না (১৬ ঃ ৬১)
১০।	إِنْ تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ سَبْعِيْنَ مَرَّةً فَلَنْ يَّغْفِرَ اللهُ لَهُمْ	যদিও তুমি ক্ষমা প্রার্থনা কর তাদের জন্য সত্তর বার তবুও আল্লাহ ক্ষমা করবেন না তাদেরকে কখনও (৯ ঃ ৮০)
১১।	فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْهُ إِنَّهٗ كَانَ تَوَّابًا	সুতরাং তুমি প্রশংসাসহ পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা কর তোমার প্রতিপালকের এবং তাঁর নিকট ক্ষমা প্রার্থনা কর, নিশ্চয়ই তিনি সর্বাবস্থায় ক্ষমাকারী (১১০ ঃ ৩)
১২।	وَاسْتَعِيْنُوْا بِالصَّبْرِ وَالصَّلٰوةِ	এবং তোমরা সাহায্য প্রার্থনা কর ধৈর্য ও সালাতের মাধ্যমে (২ ঃ ৪৫)
১৩।	وَاذْكُرُوْٓا إِذْ أَنْتُمْ قَلِيْلٌ مُّسْتَضْعَفُوْنَ فِى الْأَرْضِ	এবং তোমরা স্মরণ কর যখন তোমরা পৃথিবীতে ছিলে স্বল্পসংখ্যক ও দুর্বল (৮ ঃ ২৬)
১৪।	إِنَّهٗ لَا يُحِبُّ الْمُسْتَكْبِرِيْنَ	অবশ্যই তিনি পছন্দ করেন না উদ্ধতদের (১৬ ঃ ২৩)
১৫।	وَمَا كَانَ اسْتِغْفَارُ إِبْرٰهِيمَ لِاَبِيْهِ إِلَّا عَنْ مَّوْعِدَةٍ	আর ইবরাহিমের ক্ষমা প্রার্থনা তাঁর পিতার জন্য, এ কারণে ছিল যে, তিনি তাকে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন (৯ ঃ ১১৪)

উপরোক্ত পাঠের উপর মন্তব্যঃ

লাইন ১ : ১০নং ফরম এর ক্রিয়ার প্রারম্ভিক **আলিফ** একটি **হাম্যাতুল-ওয়াস্ল,** কাজেই যখন এটা আগেকার অক্ষরের ও হরকতের সঙ্গে উচ্চারণের জন্য সংযোগ করা হয় তখন তা উচ্চারিত হয় না।

লাইন ৮ : نَسْتَعِيْنُ শব্দটি عَانَ/ يَعِيْنُ **(সে সাহায্য করেছিল / সে সাহায্য করে)** হতে উদ্ভূত।

লাইন ১০ : سَبْعِيْنَ مَرَّةً **'সত্তর বার'** একটি বাগধারা (Idiom), আরবি ভাষায় যার অর্থ করা হয় **'বহু গুণ'**।

লাইন ১৩ : مُسْتَضْعَفُوْنَ শব্দটি হল কর্মবাচক বিশেষ্য বহুবচন এবং আক্ষরিক অর্থ **'যাদেরকে দুর্বল বলে গণ্য করা হয়';** দ্বিতীয় মূল অক্ষরের উপর **যবর** লক্ষ্য করুন।

লাইন ১৪ : مُسْتَكْبِرِيْنَ শব্দটি কর্তাবাচক বিশেষ্য, বহুবচন এবং কর্ম (Accusative); দ্বিতীয় মূল অক্ষরের উপর **যের** লক্ষ্য করুন।

অধ্যায় - ৩৭

কর্ম হিসাবে বিশেষ্যের সমাপ্তি সম্বন্ধে আরও কিছু

আমরা ইতিমধ্যে জেনেছি যে একটি ক্রিয়ার মুখ্য কর্ম (Direct Object) হিসাবে কর্মকারক (Accusative) ব্যবহৃত হয়। সময়সূচক ক্রিয়া-বিশেষণ (Adverb) এবং প্রথাসূচক (Manner) কিছু ক্রিয়া-বিশেষণ এর কর্মকারকে ব্যবহারের উদাহরণ পাওয়া গিয়েছে। এই অধ্যায়ে আরবি ভাষায় কর্মকারক ব্যবহারের আরও কিছু উদাহরণ দেওয়া হল।

(১) মুখ্য কর্ম (مَفْعُوْلٌ بِه / Direct Object)

আপনি **'কাকে'** অর্থবা **'কি'** প্রশ্ন করে ক্রিয়ার মুখ্য কর্ম চিহ্নিত করতে পারেন :

وَخَلَقَ الَّيْلَ وَ النَّهَارَ وَ الشَّمْسَ وَ الْقَمَرَ আর তিনি রাত ও দিন এবং সূর্য ও চন্দ্র সৃষ্টি করেছেন।

উপরোক্ত বাক্যের সকল বিশেষ্য কর্মকারকে রয়েছে কারণ তারা মুখ্য কর্ম।

(২) সময়সূচক ক্রিয়া বিশেষণ (مَفْعُوْلٌ فِيْهِ বা Adverbs of Time)

একটি সময়সূচক ক্রিয়া বিশেষণ প্রকাশ করার জন্য সময়ের উপাদান আছে এমন একটি শব্দ কর্মকারকে বসানো হয় ঃ

সকালে ও সন্ধায়	بُكْرَةً وَ اَصِيْلاً	لَيْلاً وَ نَهَارًا	দিনে এবং রাত্রিতে
কিয়ামতের দিনে	يَوْمَ الْقِيَامَةِ	اَلْيَوْمَ	আজ
শীতকালের সফরে	رِحْلَةَ الشِّتَاءِ	غَـدًا	আগামীকাল

(৩) হাল (حَالٌ বা Hal)

حَالٌ শব্দটির অর্থ হল **'অবস্থা'** অথবা **'পরিবেশ';** শব্দটি আরবি ব্যাকরণে প্রধান ক্রিয়ার কাজ চলতে থাকাকালীন অবস্থা অথবা পরিবেশ বর্ণনার জন্য ব্যবহৃত হয়। প্রায়ই কর্মকারকে একটি বিশেষ্য দিয়ে **'হাল'** প্রকাশ করা হয়। পরবর্তী পৃষ্ঠায় ৭নং লাইনে উল্লেখকৃত قِيَامًا (দন্ডায়মান অবস্থায়) এবং قُعُوْدًا (বসা অবস্থায়) শব্দ দু'টি কর্মকারক (Accusative) এবং একটি হাল গঠনের উদাহরণ। হাল গঠনের অন্য একটি উদাহরণ হল সূরা আল-লাহাবে حَمَّالَةَ (বহনকারী হিসাবে) শব্দটি এবং সূরা আন-নাসর এ أَفْوَاجًا (দলে দলে) শব্দটি।

وَامْرَأَتُهُ حَمَّالَةَ الْحَطَبِ এবং তার স্ত্রীও যে জ্বালানী বহন করে (১১১ ঃ ৪)

يَدْخُلُوْنَ فِـىْ دِيْنِ اللهِ أَفْوَاجًا তারা দলে দলে আলাহর দ্বীনে প্রবেশ করে (১১০ ঃ ২)

(৪) তামিজ (اَلتَّمْيِيْزُ বা Specification)

কোনো ক্রিয়া বা বিশেষণকে কি ভাবে প্রয়োগ করা হয় তা বিশেষভাবে উল্লেখ করার জন্য কর্মকারকে একটি বিশেষ্য ব্যবহার করা হয়। এটাতে **'সম্পর্কে'** অথবা **'মধ্যে'** এর ধারণা নিহিত থাকে। যেমন, নীচের শব্দটির মধ্যে **'জ্ঞান সম্পর্কে'** অথবা **'জ্ঞানের মধ্যে'** অর্থ রয়েছে।

رَبِّ زِدْنِى عِلْمًا হে আমার প্রতিপালক! আমার জ্ঞান বৃদ্ধি করে দাও (অর্থাৎ আমাকে জ্ঞানে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত কর) ।

আরও উদাহরণের জন্য এই অধ্যায়ের নির্দ্ধারিত আয়াত সমুহ ১০ এবং ১১নং লাইন দেখুন।

(৫) বিশুদ্ধ কর্ম (مَفْعُوْلٌ مُطْلَقٌ বা Absolute Accusatives)

একটি কাজ সম্পুর্ণভাবে সমাপ্ত হয়েছে দেখানোর জন্য নিজস্ব ক্রিয়ার পরে কর্মকারকে একই ক্রিয়া থেকে উদ্ভুত একটি ক্রিয়াবাচক বিশেষ্য স্থাপন করা হয়।

فَصَّلْنَاهُ تَفْصِيْلا আমি সব কিছু বিশদভাবে বর্ণনা করেছি (১৭ ঃ ২)

تَفْصِيْلا শব্দটি فَصَّلَ উদ্ভাবিত ক্রিয়াটির ক্রিয়াবাচক বিশেষ্য (Verbal noun) যা فَصَلَ ক্রিয়ার ২নং ফরম; প্যাটার্নটি লক্ষ্য করুন। تَفْصِيْلا কে مَفْعُوْلٌ مُطْلَقٌ বা বিশুদ্ধ কর্ম (Absolute Accusative) বলে।

অভিব্যক্তিতে অতিরিক্ত জোর দেওয়ার জন্য একটি বিশুদ্ধ কর্ম কে একটি বিশেষণ দিয়ে বৈশিষ্ট্যযুক্ত করা যায়।

حُبًّا جَمًّا (**অপরিসীম ভালবাসা**) এর একটি উদাহরণ পরের পৃষ্ঠার লাইন ১৫ তে উল্লেখ আছে।

(৬) লক্ষ্য বা উদ্দেশ্য প্রকাশ করার জন্য কর্মকারক (Accusative for expressing aim or purpose)

এই ধরনের কর্মকারক এর উদাহরণের জন্য পরের পৃষ্ঠার লাইন ৪ দেখুন।

নির্দ্ধারিত আয়াতসমূহ ও তাদের অর্থ

১।	আজ আমি পূর্ণাঙ্গ করলাম তোমাদের জন্য তোমাদের দ্বীন (৫ ঃ ৩)	اَلْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِيْنَكُمْ
২।	অতএব আল্লাহ বিচার মীমাংসা করবেন তোমাদের মধ্যে কিয়ামতের দিন (৪ ঃ ১৪১)	فَاللهُ يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ
৩।	এবং তুমি স্মরণ কর তোমার প্রতিপালকের নাম সকালে ও সন্ধায় (৭৬ ঃ ২৫)	وَاذْكُرِاسْمَ رَبِّكَ بُكْرَةً وَّ أَصِيْلا
৪।	অতএব তাদের পশ্চাদ্ভাবন করল ফেরাউন ও তার সৈন্যবাহিনী বিদ্বেষ ও সীমালঙ্ঘনবশত (১০ ঃ ৯০)	فَأَتْبَعَهُمْ فِرْعَوْنُ وَجُنُوْدُه بَغْيًا وَّعَدْوًا
৫।	তুমি কি জানো তাদের সম্পর্কে যারা আল্লাহর অনুগ্রহের বদলে অকৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে (১৪ ঃ ২৮)	أَلَـمْ تَرَ إِلَى الَّذِيْنَ بَدَّلُوْا نِعْمَتَ اللهِ كُفْرًا
৬।	'রহমান' এর বান্দা তারাই যারা চলাফেরা করে পৃথিবীতে নম্রভাবে (২৫ ঃ ৬৩)	وَعِبَادُ الرَّحْمٰنِ الَّذِيْنَ يَمْشُوْنَ عَلَى الْاَرْضِ هَوْنًا
৭।	তারা স্মরণ করে আল্লাহকে দাঁড়িয়ে ও বসে (৩ ঃ ১৯১)	يَذْكُرُوْنَ اللهَ قِيمًا وَّقُعُوْدًا
৮।	এবং তারা তোমাকে রেখে গেল দাঁড়ানো অবস্থায় (৬২ ঃ ১১)	وَتَرَكُوْكَ قَائِمًا
৯।	এবং তোমরা দাঁড়াও আল্লাহর উদ্দেশ্যে বিনীতভাবে (২ ঃ ২৩৮)	وَقُوْمُوْا لله قٰنِتِيْنَ
১০।	তাদের অন্তরের মধ্যে রয়েছে ব্যাধি, ফলে আল্লাহ বৃদ্ধি করে দিলেন তাদের ব্যাধি (২ ঃ ১০)	فِيْ قُلُوْبِهِمْ مَّرَضٌ فَزَادَهُمُ اللهُ مَرَضًا
১১।	যদিও তুমি আমাকে দেখছ আমি স্বল্পতর তোমার চেয়ে ধনে ও সন্তানে(১৮ ঃ ৩৯)	إِنْ تَرَنِ أَنَا أَقَلَّ مِنْكَ مَالًا وَّوَلَدًا
১২।	আমরা এটি বর্ণনা করেছি বিশদভাবে (১৭ ঃ ১২)	فَصَّلْنٰهُ تَفْصِيْلا
১৩।	(এটা কেমন যে) আমরা বর্ষণ করি বারি প্রচুর (৮০ ঃ ২৫)	أَنَّا صَبَبْنَا الْـمَـآءَ صَبًّا
১৪।	যখন প্রকম্পিত হবে পৃথিবী প্রবলভাবে (৯৯ ঃ ১)	إِذَا زُلْزِلَتِ الْأَرْضُ زِلْزَالَـهَا
১৫।	এবং তোমরা ভালবাস ধনসম্পদ অনেক বেশী (৮৯ ঃ ২০)	وَتُحِبُّوْنَ الْـمَالَ حُبًّا جَمًّا

উপরোক্ত পাঠের উপর মন্তব্যঃ

লাইন ৪ : بَغْيًا শব্দটি কর্মকারকের একটি উদাহরণ যা লক্ষ্য (Aim) বা উদ্দেশ্য (Purpose) প্রকাশ করে; بَغْيًا শব্দটির ভাবার্থ হল **'পীড়ন হতে',** এবং عَدْوًا এর ভাবার্থ হল **'নিষ্ঠুরতা হতে';** এর অর্থ হল ফেরাউন এবং তার বাহিনী পীড়ন এবং নিষ্ঠুরতা করার বাসনায় প্ররোচিত হয়েছিল।

লাইন ১১ : আক্ষরিক অর্থে 'ধন সম্পদ এবং ছেলেমেয়েদের বিষয়ে আমি তোমার থেকে অপেক্ষাকৃত কম'। এই দুটা হল **তামিজ** (اَلتَّمْيِيْزُ) এর উদাহরণ ।

লাইন ১২ : আক্ষরিকভাবে, **আমরা একটি কৈফিয়তের ব্যাখ্যা করেছি**। এটা বিশুদ্ধ কর্মকারকের একটি উদাহরণ যা ক্রিয়ার উপর জোর দেয় এবং দেখায় যে একটা কাজ সমাপ্ত হয়েছে। বিশুদ্ধ কর্মকারকের অন্যান্য উদাহরণ লাইন ১৩, ১৪ এবং ১৫ তে রয়েছে।

অধ্যায় ৩৮
সংযোজক সর্বনাম

যে সকল বিশেষ্য বা সর্বনাম একটি বাক্যে ইতিমধ্যে ব্যবহার করা হয়েছে, তাদেরকে উল্লেখ করতে সংযোজক সর্বনাম (Relative/Conjunctive Pronoun) ব্যবহার করা হয়। দুটি বাক্যকে একসঙ্গে সংযোগ করতে এই ধরণের সর্বনাম খুবই প্রয়োজনীয়। সংযোজক সর্বনামের উদাহরণ হল: কে, কাকে, যে, ঐ। সংযোজক সর্বনাম যে বিশেষ্য বা সর্বনামকে উল্লেখ করে তাকে **পূর্ববর্তী** (Antecedent অর্থাৎ যে বিশেষ্য পদের পরিবর্তে সর্বনাম পদ ব্যবহৃত হয়) বলা হয়। আরবি ভাষায় সংযোজক সর্বনাম বচন (Number) ও লিঙ্গে (Gender) তাদের পূর্ববর্তীদের (Antecedents) সঙ্গে মানানসই হয়। দ্বিবচনে তারা কারকের সঙ্গেও মানানসই হয়।

ইবাদত কর তোমার প্রভুর যিনি তোমাকে সৃষ্টি করেছেন।

উপরোক্ত বাক্যে, **'যিনি'** শব্দটি সংযোজক সর্বনাম। এটা **'প্রভু'** শব্দটিকে উল্লেখ করে, যাকে **'পূর্ববর্তী'** (Antecedent) বলা হয়। পূর্ববর্তী এর অর্থ হল যে শব্দটিকে আপনি পুনরায় উল্লেখ করছেন।

সংযোজক সর্বনাম হল:

বহুবচন	দ্বিবচন	একবচন	
اَلَّذِيْنَ	اَللَّذَانِ/ اَللَّذَيْنِ	اَلَّذِىْ	**পুংলিঙ্গ**
اَللاَّئِى	اَللَّتَانِ / اَللَّتَيْنِ	اَلَّتِىْ	**স্ত্রীলিঙ্গ**

اَلَّذِىْ এবং اَلَّتِىْ শব্দ দু'টির অর্থ হতে পারে, **কে, কাকে, ঐ, যে, একজন যে।** اَلَّذِيْنَ শব্দটির অর্থ হতে পারে **কে, তারা যারা, তারা যাদের, তাদের যারা'।**

اَلَّذِىْ , اَلَّتِىْ এবং اَلَّذِيْنَ রূপগুলি খুব ঘন ঘন কুর'আনে আসে।

সম্বন্ধবাচক উপবাক্য (Relative Clause) বাক্যের ঐ অংশকে উল্লেখ করে যে অংশ সংযোজক সর্বনাম এর পরে অসে।

আরবি ভাষায় সম্বন্ধবাচক উপবাক্যকে অবশ্যই একটি পূর্ণাঙ্গ বাক্য হতে হবে। তাই সম্বন্ধবাচক উপবাক্যে অবশ্যই একটি বর্ণিত অথবা পরোক্ষভাবে প্রকাশ করা সর্বনাম থাকতে হবে, যা পিছনের পূর্ববর্তী (Antecedent)-কে উল্লেখ করে। আমরা বর্ণিত অথবা পরোক্ষভাবে প্রকাশ করা সর্বনামকে **সম্পর্কস্থাপক** (Referent) বলব। নীচের বাক্যগুলিতে সংযোজক সর্বনামগুলির নীচে দাগ দিয়ে চিহ্নিত করা হয়েছে ঃ

(১) اُعْبُدُوْا رَبَّكُمُ الَّذِى خَلَقَكُمْ
ইবাদত কর তোমাদের প্রতিপালকের / যিনি **(তিনি) তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন**

(২) اِتَّقُوْا النَّارَ الَّتِىْ وَقُوْدُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ
আগুন হতে সাবধান, যার **(এর) জ্বালানি হবে মানুষ ও পাথর** ।

(৩) صِرَاطَ الَّذِيْنَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ
তাদের পথে যাদেরকে **আপনি অনুগ্রহ করেছেন।**

উপরোক্ত **১**নং বাক্যে সম্বন্ধবাচক উপবাক্য হল **' তিনি তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন'**। সম্পর্কস্থাপক হল**' যিনি'** যা خَلَقَ ক্রিয়ার মধ্যে পরোক্ষভাবে প্রকাশ করে এবং এটা পিছনের পূর্ববর্তী (Referent) رَبَّ কে উল্লেখ করে যা পুংলিঙ্গ, একবচন।

২নং বাক্যে, **পূববর্তী** (Referent) হল সংযুক্ত সর্বনাম هَا যা স্ত্রীলিঙ্গ, কারণ এটা পিছনের পূর্ববর্তী النَّار কে উল্লেখ করে যা স্ত্রীলিঙ্গ। সংযোজক সর্বনাম اَلَّتِىْ কে অবশ্যই স্ত্রীলিঙ্গ হতে হবে।

৩নং বাক্যে, পূর্ববর্তী (Referent) হল সংযুক্ত সর্বনাম هِـمْ যা সংযোজক সর্বনাম اَلَّذِيْنَ এর সঙ্গে মানানসই হবার জন্য পুংলিঙ্গ বহুবচন। আরবি ভাষায় সর্বনাম هِـمْ এর প্রয়োজন হয় সম্বন্ধবাচক উপবাক্য (relative clause) কে একটি পূর্ণাঙ্গ বাক্য করার জন্য। তবে, অনুবাদ করার সময় সম্পর্কস্থাপক **'তাদের'** কথাটি বাদ দেওয়া হয়।

দুটি বৈশিষ্ট্যসূচক বিশেষ্য (Special Noun)

সম্বন্ধসূচক কারক	কর্মকারক	কর্তৃকারক	
أَبِىْ	أَبَا	أَبُو	(আব্বা)
ذِىْ	ذَا	ذُو	(এর দখলকারী) পুংলিঙ্গ,একবচন
ذَاتِ	ذَاتَ	ذَاتُ	(এর দখলকারী) স্ত্রীলিঙ্গ, একবচন

ذُوْ এবং ذَاتُ শব্দ দুটির দ্বিবচন ও বহুবচন রূপও আছে। নীচের লাইন নং- ১৩ দেখুন।
اُوْلُوْا (পুংলিঙ্গ, বহুবচন) এবং اُوْلَاتِ (স্ত্রীলিঙ্গ, বহুবচন) শব্দ দু'টির অর্থ **'অধিকারীরা'**। এই বিশেষ্যগুলি এবং ذُوْ এর বিভিন্নরূপ সর্বদাই إِضَافَةٌ গঠনের অংশ।

নির্দ্ধারিত আয়াতসমূহ ও তাদের অর্থ

১।	তিনিই যিনি পাঠিয়েছেন তাঁর রাসূলকে সঠিক পথ নির্দেশ ও সত্য দ্বীনসহ (৪৮ ঃ ২৮)	هُوَ الَّذِىْٓ أَرْسَلَ رَسُوْلَهٗ بِالْـهُدٰى وَدِيْنِ الْحَقِّ
২।	সেই মহাসংবাদ বিষয়ে, যে বিষয়ে তারা মতাভেদকারী (৭৮ ঃ ২, ৩)	عَنِ النَّبَإِ الْعَظِيْمِ الَّذِىْ هُمْ فِيْهِ مُخْتَلِفُوْنَ
৩।	(মন্দ) প্রতিহত কর তার দ্বারা যা উৎকৃষ্ট (৪১ ঃ ৩৪)	اِدْفَعْ بِالَّتِىْ هِىَ اَحْسَنُ
৪।	এই মূর্তিগুলি কী, যাদের স্তুতিতে তোমরা নিবেদিত (২১ ঃ ৫২)	مَا هٰذِهِ التَّمَاثِيْلُ الَّتِىْٓ أَنْتُمْ لَـهَا عٰكِفُوْنَ
৫।	কাফিরগণ বলবে, হে আমাদের প্রতিপালক, আমাদেরকে দেখিয়ে দাও তাদেরকে যারা আমাদেরকে পথভ্রষ্ট করেছিল (৪১ ঃ ২৯)	وَقَالَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا رَبَّنَآ أَرِنَا الَّذَيْنِ أَضَلّٰنَا
৬।	কেউ তাদের জননী নয় তারা ছাড়া যারা তাদেরকে জন্ম দিয়েছে (৫৮ ঃ ২)	إِنْ أُمَّهٰتُهُمْ إِلَّا الّٰئِىْ وَلَدْنَهُمْ
৭।	আমাদের পিতা অতি বৃদ্ধ (২৮ ঃ ২৩)	أَبُوْنَا شَيْخٌ كَبِيْـرٌ
৮।	মুহাম্মদ (সঃ) নন তোমাদের মধ্যে কোনো পুরুষের পিতা, বরং তিনি আল্লাহর রাসূল (৩৩ ঃ ৪০)	مَا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِّن رِّجَالِكُمْ وَلٰكِنْ رَّسُوْلَ اللهِ
৯।	এবং নিশ্চয় তোমার প্রতিপালক ক্ষমাশীল মানুষের প্রতি তাদের অন্যায় আচরণ সত্ত্বেও (১৩ ঃ ৬)	وَإِنَّ رَبَّكَ لَذُوْ مَغْفِرَةٍ لِّلنَّاسِ عَلٰى ظُلْمِهِمْ
১০।	ব্যয় করুক বিত্তবান তার সামর্থ্য অনুযায়ী (৬৫ ঃ ৭)	لِيُنْفِقْ ذُوْ سَعَةٍ مِّنْ سَعَتِهٖ
১১।	আর দাও আত্মীয়-স্বজনকে তাদের প্রাপ্য অংশ (১৭ ঃ ২৬)	وَاٰتِ ذَا الْقُرْبٰى حَقَّهٗ
১২।	এবং মাতা-পিতার প্রতি সদয় ব্যবহার করবে, আত্মীয়-স্বজন, এতিম এবং অভাবগ্রস্তদের (২ ঃ ৮৩)	وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَّذِى الْقُرْبٰى وَالْيَتٰمٰى وَالْـمَسٰكِيْنِ
১৩।	এবং দান করবে তার প্রতি(ধন-সম্পদ) আসক্তি থাকা সত্ত্বেও নিকট আত্মীয় ও এতিমদের (২ ঃ ১৭৭)	وَاٰتَى الْـمَالَ عَلٰى حُبِّهٖ ذَوِى الْقُرْبٰى وَالْيَتٰمٰى
১৪।	এবং ফেলে দিবে প্রত্যেক গর্ভবতী তার গর্ভের (বোঝা) (২২ ঃ ২)	وَتَضَعُ كُلُّ ذَاتِ حَمْلٍ حَمْلَهَا
১৫।	কেবলমাত্র, উপদেশ গ্রহণ করে বোধশক্তিসম্পন্ন লোকেরাই (৩৯ ঃ ৯)	إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُولُوا الْأَلْبَابِ

উপরোক্ত পাঠের উপর মন্তব্য

লাইন ৪ : تَمَاثِيْلُ শব্দটি হল تِمْثَالٌ শব্দটির বিদীর্ণ বহুবচন (Broken Plural) এবং তাই ব্যাকরণগতভাবে স্ত্রীলিঙ্গ একবচন। সুতরাং এর সংযোজক সর্বনাম الَّتِىْ হল স্ত্রীলিঙ্গ এবং সংযুক্ত সর্বনাম هَا ও স্ত্রীলিঙ্গ ।

লাইন ৯ : عَلٰى ظُلْمِهِمْ এবং লাইন ১৩ তে عَلٰى حُبِّهٖ শব্দগুলির عَلٰى হল সম্বন্ধসূচক অব্যয় এবং অর্থ করে **'সত্ত্বেও'**।

লাইন ১৪ : تَضَعُ **'সে (স্ত্রীলোক) নামিয়ে রাখে' / 'সে, (স্ত্রীলোক) নামিয়ে রাখবে'** শব্দটি দূর্বল ক্রিয়া وَضَعَ থেকে এসেছে, যার অর্থ **'রেখে দেওয়া বা জন্ম দেওয়া'**।

লাইন ১৫ : أَلْبَبِ শব্দটি لُبٌّ শব্দটির বহুবচন, যার অর্থ **'বোধশক্তি'** অথবা **'অন্তর'** এবং ভাবার্থ করে **'অন্তর্দৃষ্টি'** এবং **'বিচক্ষণতা'**।

অধ্যায় ৩৯

বিযুক্ত বহুবচন সম্বন্ধে আরও কিছু

বিযুক্ত বহুবচন (اَلْـجَمْعُ الْـمُكَسَّرُ /Broken Plurals): যখন আপনি কোনো নতুন শব্দ শেখেন, তখন তার বহুবচন বা একবচন বের করুন এবং দু'টি একসঙ্গে শেখেন। কিছু শব্দের একাধিক বিযুক্ত বহুবচন থাকতে পারে।

অধ্যায় ৬ এ আমরা সংক্ষেপে বিশেষ্য এর **বিযুক্ত** বহুবচন উল্লেখ করেছি এবং লক্ষ্য করেছি যে নির্দিষ্ট প্যাটার্ন অনুসারে এই ধরনের বহু বহুবচন তৈরি হয়। এই ধরনের কিছু বহুবচন **'তানভীন'** গ্রহণ করে। মূল অক্ষর فَعَلَ প্যাটার্ন ব্যবহার করে কিছু উদাহরণ নীচে দেওয়া হল:

তানভীনসহ বিযুক্ত বহুবচন (Broken Plural with Tanwin)

	প্যাটার্ন	বহুবচন	একবচন		প্যাটার্ন	বহুবচন	একবচন
(১)	أَفْعَالٌ	أَوْلَادٌ	وَلَدٌ	(২)	فُعُوْلٌ	نُفُوْسٌ	نَفْسٌ
		سُوْقٌ	اَسْوَاقٌ			قُلُوْبٌ	قَلْبٌ
(৩)	فُعُلٌ	كُتُبٌ	كِتَابٌ	(৪)	فِعَالٌ	جِبَالٌ	جَبَلٌ
		سُبُلٌ	سَبِيْلٌ			رِجَالٌ	رَجُلٌ
(৫)	أَفْعُلٌ	أَنْفُسٌ	نَفْسٌ	(৬)	فِعْلَانٌ	وِلْدَانٌ	وَلَدٌ
		اَعْيُنٌ	عَيْنٌ			صِبْيَانٌ	صَبِيٌّ

তানভীন বিহীন বিযুক্ত বহুবচন (Broken Plural without Tanwin)

	প্যাটার্ন	বহুবচন	একবচন		প্যাটার্ন	বহুবচন	একবচন
(১)	فُعَلَاءُ	عُلَمَاءُ	عَالِـمٌ	(২)	أَفْعِلَاءُ	أَنْبِيَاءُ	نَبِيٌّ
		فُقَرَاءُ	فَقِيْرٌ			أَغْنِيَاءُ	غَنِيٌّ
(৩)	فَعَالِلُ	مَسَاجِدُ	مَسْجِدٌ	(৪)	فَعَالِيْلُ	تَمَاثِيْلُ	تِمْثَالٌ
		مَسَاكِنُ	مَسْكَنٌ			مَحَارِيْبُ	مِحْرَابٌ

কর্মকারক (Accusative) ও সম্বন্ধসূচক কারক (Genitive) উভয়ের জন্য 'অনির্দিষ্ট-তে **তানভীন** ব্যতীত বিযুক্ত বহুবচন একটি **যবর** দিয়ে শেষ হয়। পরের পৃষ্ঠার **১৩**নং লাইনে **'মাহারিবা'** এবং **'তামাছিলা'** শব্দটি উভয়ে **যবর** দিয়ে শেষ হয়েছে, কিন্তু তারা সম্বন্ধসূচক (Genitive)। কর্মকারক ও সম্বন্ধসূচক কারক-এ কিছু নামবাচক বিশেষ্য এর একই সমাপ্তি রয়েছে, যেমন: مَرْيَمَ , فِرْعَوْنَ ।

মনে রাখুন যে, বিশেষ্যসমূহের বিযুক্ত বহুবচন যেগুলি প্রাণহীন সত্ত্বা বা বস্তু, সেগুলি ব্যাকরণগত ভাবে **স্ত্রীলিঙ্গ** ও **একবচন**। এর অর্থ হল এই যে:

- এই ধরনের বিযুক্ত বহুবচনের বিশেষণ স্ত্রীলিঙ্গ একবচন হবে। উদাহরণস্বরূপ, পরের পৃষ্ঠার ৫নং লাইনের **'মুতাহহারাতান'** এবং **'কাইয়্যিমাতুন'** একবচন অথচ তারা যে সব বিশেষ্যকে বৈশিষ্ট্যযুক্ত করে সেগুলি বহুবচন।
- যে সব সর্বনাম বিযুক্ত বহুবচনের বিশেষ্যকে উল্লেখ করে তারা স্ত্রীলিঙ্গ ও একবচন হবে, পরের পৃষ্ঠার লাইন ৩, ৫, ৮, ১২ এবং ১৫ তে সংযুক্ত সর্বনাম **'হা'** দেখুন।
- যদি বিযুক্ত বহুবচন একটি ক্রিয়ার উদ্দেশ্য (Subject of a verb) হয়, তাহলে ক্রিয়াটি স্ত্রীলিঙ্গ ও একবচন হবে, উদাহরণস্বরূপ দেখুন ১নং লাইনের ক্রিয়া تَطْمَئِنُّ এবং ৬ নং লাইনের زُوِّجَتْ।

নির্দ্ধারিত আয়াতসমূহ ও তাদের অর্থ

أَلَا بِذِكْرِ اللهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوْبُ

১। আল্লাহর স্মরণেই প্রশান্ত হয় চিত্ত (১৩ঃ ২৮)

قَالَتْ إِنَّ الْـمُلُوْكَ إِذَا دَخَلُوْا قَرْيَةً أَفْسَدُوْهَا

২। সে (স্ত্রী) বলল, 'নিশ্চয় রাজা-বাদশাহরা যখন প্রবেশ করে কোনো জনপদে, তখন সেটাকে লন্ডভন্ড করে দেয় (২৭ ঃ ৩৪)

وَالْخَيْلَ وَالْبِغَالَ وَالْحَمِيْرَ لِتَرْكَبُوْهَا وَزِيْنَةً

৩। (তিনি সৃষ্টি করেছেন) অশ্ব, খচ্চর ও গর্দভ (তোমাদের) আরোহণ ও শোভার জন্য (১৬ ঃ ৮)

رِجَالٌ لَّا تُلْهِيْهِمْ تِجَارَةٌ وَّلَا بَيْعٌ عَنْ ذِكْرِ اللهِ

৪। এমন লোক আছে যাদেরকে আল্লাহর স্মরণ হতে বিরত রাখতে পারে না ব্যবসা-বাণিজ্য এবং ক্রয়-বিক্রয় (২৪ ঃ ৩৭)

رَسُوْلٌ مِّنَ اللهِ يَتْلُوْا صُحُفًا مُّطَهَّرَةً، فِيْهَا كُتُبٌ قَيِّمَةٌ

৫। একজন রাসূল আল্লাহর নিকট হতে যিনি আবৃত্তি করেন পবিত্র সহিফা সমূহ, যাতে আছে সুপ্রতিষ্ঠিত বিধান সমূহ (৯৮ ঃ ২,৩)

وَ إِذَا النُّفُوْسُ زُوِّجَتْ

৬। এবং যখন (দেহে)আত্মা সংযোজিত করা হবে (৮১ ঃ ৭)

وَمَا ظَلَمْنٰهُمْ وَلٰكِنْ كَانُوْا أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُوْنَ

৭। এবং আমি যুলুম করি নাই তাদের উপর, কিন্তু তারাই তাদের নিজেদের প্রতি যুলুম করত (১৬ ঃ ১১৮)

لَـهُمْ قُلُوْبٌ لَّا يَفْقَهُوْنَ بِهَا وَلَـهُمْ أَعْيُنٌ لَّا يُبْصِرُوْنَ بِهَا

৮। তাদের হৃদয় আছে কিন্তু তারা উপলব্ধি করে না তা দিয়ে, তাদের চোখ আছে তারা দেখে না তা দিয়ে (৭ ঃ ১৭৯)

وَقَالُوْا رَبَّنَآ إِنَّآ أَطَعْنَا سَادَتَنَا وَكُبَرَآءَنَا فَأَضَلُّوْنَا السَّبِيْلَا

৯। এবং তারা বলবে, 'হে আমাদের প্রতিপালক! আমরা আনুগত্য করেছিলাম আমাদের নেতা ও বড়দের, তাই তারা আমাদেরকে ভ্রষ্ট করেছিল পথ থেকে (৩৩ ঃ ৬৭)

إِنَّمَا يَخْشَى اللهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَـمٰٓؤُ

১০। বাস্তবিকপক্ষে তারাই ভয় করে আল্লাহকে, যারা তাঁর বান্দাদের মধ্যে জ্ঞানী (৩৫ ঃ ২৮)

لَقَدْ سَمِعَ اللهُ قَوْلَ الَّذِيْنَ قَالُوْا إِنَّ اللهَ فَقِيْرٌ وَّنَحْنُ أَغْنِيَآءُ

১১। অবশ্যই শুনেছেন আল্লাহ তাদের কথা যারা বলে, 'আল্লাহ অভাবগ্রস্ত ও আমরা অভাবমুক্ত (৩ ঃ ১৮১)

وَمَسٰجِدُ يُذْكَرُ فِيْهَا اسْمُ اللهِ كَثِيْرًا

১২। এবং মসজিদসমূহ স্মরণ করা হয় সেখানে আল্লাহর নাম অধিক পরিমাণে (২২ ঃ ৪০)

يَعْمَلُوْنَ لَهٗ مَا يَشَآءُ مِنْ مَّحَارِيْبَ وَتَمَاثِيْلَ وَجِفَانٍ

১৩। তারা (নিমাণ) করছিল তার (সুলায়মানের) জন্য যা তিনি ইচ্ছা করেন, (যেমন) প্রাসাদ, মূর্তি, বৃহদাকার পাত্র (৩৪ ঃ ১৩)

كَالْجَوَابِ وَقُدُوْرٍ رّٰسِيٰتٍ

১৪। হাওয-সদৃশ এবং বৃহদাকার ডেগ সুদৃঢ়ভাবে স্থাপিত (৩৪ ঃ ১৩)

مَا هٰذِهِ التَّمَاثِيْلُ الَّتِىْ أَنْتُمْ لَهَا عٰكِفُوْنَ

১৫। কী, এই মুর্তিগুলি যাদের স্তুতিতে তোমরা নিবেদিত? (২১ ঃ ৫২)

উপরোক্ত পাঠের উপর মন্তব্য

লাইন ৫ : আক্ষরিক অর্থে صُحُفٌ শব্দটি অর্থ **' পাতা'** এবং এখানে **'প্রত্যাদেশ'** উল্লেখ করা হয়েছে; এটা صَحِيْفَةٌ শব্দটির বহুবচন। সাধারণত كُتُبٌ শব্দটি অনুবাদ করা হয় **'ধর্মগ্রন্থাদি'** অথবা **'বাইবেল'**। এখানে এটাকে ব্যবস্থাপত্র অথবা অধ্যাদেশ হিসাবেও অনুবাদ করা যায়। একবচনে হল كِتَابٌ। মূল শব্দের মৌলিক অর্থ হল **' লেখা'** অথবা **' ব্যবস্থাপত্র দেওয়া'**।

লাইন ৬ এবং ৭ : লক্ষ্য করুন نَفْسٌ শব্দটির দু'টি বিযুক্ত বহুবচন রয়েছে। এখানে نُفُوْسٌ এর অর্থ **'মানবকুল'** অথবা **'আত্মা'** এবং أَنْفُسٌ অর্থ **'নিজেকে'**।

লাইন ১৩ : مَحَارِيبَ এবং تَمَاثِيلَ শব্দ দু'টি উভয়েই সম্বন্ধসূচক. কারণ এটা অব্যয় দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। তবে লক্ষ্য করুন এরা উভয়ে **যবর** দিয়ে শেষ হয়েছে।

অধ্যায় - ৪০
শর্তাধীন বাক্য

সতর্কতার সাথে লক্ষ্য করুন যে, আরবি ভাষায় ক্রিয়ার অতীতকালের রূপের ব্যবহারকে অতীতের একটি ঘটনা ঘটার উল্লেখ বলে আপনা আপনি ধরে নেওয়া উচিত হবে না । আপনাকে অবশ্যই বর্ণনাপ্রসঙ্গ দেখতে হবে যেখানে কাল নির্ণয়ের জন্য একটি ক্রিয়া ব্যবহার করা হয় ।

শর্তাধীন বাক্যের অংশসমূহ (Parts of a Conditional Sentence)

إِنْ تَنْصُرُوا اللهَ يَنْصُرْكُمْ যদি তুমি আল্লাহকে (অর্থাৎ তাঁর বিধান প্রতিষ্ঠায়) সাহায্য কর, তিনি তোমাকে সাহায্য করবেন (৪৭ ঃ ৭)। উপরোক্ত বাক্য একটি শর্তাধীন বাক্য বলে পরিচিত। এটি দুই অংশে গঠিত। প্রথম অংশ: **'যদি তুমি সাহায্য কর আল্লাহকে';** এই বাক্য শুরু হয় **'যদি'** শব্দটি দিয়ে। এই অংশটি শর্তাধীন বলে পরিচিত এবং আরবি ভাষায় شَرْطٌ বলা হয়।

বাক্যের দ্বিতীয় অংশ হল **'তিনি তোমাকে সাহায্য করবেন'**। এই অংশটি হল শর্ত কার্যকর হওয়া। আরবি ভাষায় এটাকে جَوَابٌ বা **'শর্তের উত্তর'** বলা হয়। আরবি ভাষায় শর্তাধীন বাক্যসমূহে شَرْطٌ **(শর্ত)** প্রায় সব সময়ই جَوَابٌ **(উত্তর)** এর পূর্বে আসে।

শর্তের উপস্থাপন (Introducing the Condition)

'যদি' শব্দটির জন্য আরবি ভাষায় বিভিন্ন ধরণের ছোট শব্দাবলি (Short Words) অথবা অব্যয় (Particle) আছে। এইগুলির মধ্যে সবচেয়ে বহুল প্রচলিত হল: لَوْ, إِنْ এবং إِذَا ।

لَوْ প্রায়শই প্রকল্পিত শর্তাবলির জন্য ব্যবহার করা হয়। এই অধ্যায়ের নিদ্ধারিত আয়াতসমূহের লাইন ৩ দেখুন।

إِذَا শব্দটির অনুবাদ করা যেতে পারে **' যখন'** বা **' তখন'** বা **'যখনই'**। إِذَا কে অবশ্যই لَـمَّا থেকে স্বতন্ত্র করতে হবে; لَـمَّا শর্তাধীন বাক্য প্রবর্তন করে না তবে স্পষ্টভাবে অতীতকালের ক্রিয়াকে উপস্থাপন করে। নিম্নোক্ত দু'টি উদাহরণ তুলনা করুন:

(১) إِذَا جَاءَكَ الْـمُنَافِقُوْنَ قَالُوْا نَشْهَدُ যখন মুনাফিকরা তোমার কাছে আসে, তারা বলে, 'আমরা সাক্ষ্য দিচ্ছি ..... (৬৩ ঃ ১)

(২) وَلَـمَّا جَاءَهُمُ الْـحَقُّ قَالُوْا هٰذَا سِحْرٌ وَّ اِنَّابِهٖ كٰفِرُوْنَ যখন তাদের কাছে সত্য আসল, তারা বলল, 'এটা পরিস্কার যাদু' আমরা এটা প্রত্যাখ্যান করি' (৪৩ ঃ ৩০) ।

শর্তাধীন বাক্যাবলি উপস্থাপন করার জন্য অন্যান্য অব্যয় আছে। এইগুলির মধ্যে কুর'আনে সবচেয়ে প্রচলিত হল مَنْ ।

مَنْ এর অর্থ হতে পারে 'যে **কেউ ', 'সে যে', 'তারা যারা'**; كُلَّمَا অর্থ **'যখনই'**; أَيْنَمَا অর্থ **'যেখানেই'।**

শর্তাধীন বাক্যে ক্রিয়ার রূপ (Verbs in Conditional Sentences)

আরবি ভাষায় ক্রিয়ার অতীতকাল অথবা যুসীভভাব ব্যবহার করা হয় শর্তাধীন বাক্যাবলির জন্য।

(১) شَرْطٌ **শর্ত** এবং جَوَابٌ **জবাব** উভয় ক্ষেত্রে ক্রিয়ার অতীতকাল রূপ ব্যবহার করা যেতে পারে; দেখুন এই অধ্যায়ের নির্দ্ধারিত আয়াত সমুহের লাইন ১, ২, ৩, ৭ এবং ১৩ ,

(২) **শর্ত** এবং **জবাব** উভয় ক্ষেত্রে যুসীভ ব্যবহার করা যেতে পারে; দেখুন এই অধ্যায়ের নির্দ্ধারিত আয়াত সমুহের লাইন ৫, ৬, এবং ১৪,

(৩) অতীতকাল রূপ এবং যুসীভভাব এর সংমিশ্রনও হতে পারে; দেখুন লাইন ১২,

(৪) **জবাব** এ অনুজ্ঞাভাব (Imperative) ও থাকতে পারে; দেখুন লাইন ৮,

(৫) শুরুতে কোনো ক্রিয়া নাও থাকতে পারে; দেখুন লাইন ৪,

(৬) **জবাব**-এ আদৌও কোনো ক্রিয়া না থাকতে পারে; দেখুন লাইন ১০,

জবাব-এর উপস্থাপন (Introducing the jawab)

জবাব প্রায়ই **'لَ'** অথবা **'فَ'** দ্বারা উপস্থাপিত হয়- উভয়ই অনুবাদবিহীনভাবে থেকে যেতে পারে।

যদি **শর্ত** 'لَوْ' দ্বারা উপস্থাপিত হয়, **জবাব** ও প্রায়ই **'لَ'** দ্বারা উপস্থাপন করা হয়; দেখুন লাইন ১, ২, ৩ এবং ৪ ।

জবাব 'فَ' দিয়ে উপস্থাপন করা হয় যদি:

- ক্রিয়া ছাড়া যে কোনো কিছু দিয়ে جَوَاب শুরু হতে পারে; দেখুন লাইন ৯,
- অনুজ্ঞাভাব (Imperative) এর ক্রিয়া দিয়ে **জবাব** শুরু হতে পারে; দেখুন লাইন ৮।

নির্দ্ধারিত আয়াতসমূহ ও তাদের অর্থ

১।	যদি আমি অবতীর্ণ করতাম এই কুর'আনকে পবর্তের উপর (৫৯ ঃ ২১)	لَوْ أَنْزَلْنَا هٰذَا الْقُرْاٰنَ عَلٰى جَبَلٍ
২।	অবশ্যই তুমি দেখতে তাকে আল্লাহর ভয়ে বিনীত এবং বিদীর্ণ হয়ে গেছে (৫৯ ঃ ২১)	لَرَأَيْتَهٗ خَاشِعًا مُّتَصَدِّعًا مِّنْ خَشْيَةِ اللهِ
৩।	এবং যদি তোমার প্রতিপালক ইচ্ছা করতেন সমস্ত মানুষকে এক জাতি করে দিতেন (১১ ঃ ১১৮)	وَلَوْ شَآءَ رَبُّكَ لَـجَعَلَ النَّاسَ أُمَّةً وَّاحِدَةً
৪।	অতএব যদি না আল্লাহর অনুগ্রহ এবং রহমত তোমাদের প্রতি থাকত, অবশ্যই তোমরা হতে ক্ষতিগ্রস্ত (২ ঃ ৬৪) ?	فَلَوْلَا فَضْلُ اللهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهٗ لَكُنْتُمْ مِّنَ الْخٰسِرِيْنَ
৫।	যদি তোমরা আল্লাহকে সাহায্য কর, তিনি তোমাদেরকে সাহায্য করবেন (৪৭ ঃ ৭)	إِنْ تَنْصُرُوا اللهَ يَنْصُرْكُمْ
৬।	যদি তোমরা আনুগত্য কর তাঁর, তোমরা সৎ পথ পাবে (২৪ ঃ ৫৪)	إِنْ تُطِيْعُوْهُ تَهْتَـدُوْا
৭।	এবং যখন সম্বোধন করে তাদেরকে অজ্ঞ ব্যক্তিরা, তারা বলে, **'সালাম'**, (২৫ ঃ ৬৩)	وَّإِذَا خَاطَبَهُمُ الْـجٰهِلُوْنَ قَالُوْا سَلٰمًا
৮।	অতএব যখন সালাত সমাপ্ত হবে তখন তোমরা ছড়িয়ে পড়বে পৃথিবীতে (৬২ ঃ ১০)	فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلٰوةُ فَانْتَشِرُوْا فِى الْأَرْضِ
৯।	অতএব যে আমার হুদা অনুসরণ করবে, তাহলে তার কোনো ভয় থাকবে না এবং তারা চিন্তিতও হবে না (২ ঃ ৩৮)	فَمَنْ تَبِعَ هُدَاىَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُوْنَ
১০।	যে কেউ সমর্পণ করবে আল্লাহর নিকট এবং সৎকর্মপরায়ণ হবে তবে তার প্রতিফল তার প্রতিপালকের নিকট রয়েছে (২ ঃ ১১২)	مَنْ اَسْلَمَ وَجْهَهٗ لِلّٰهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ فَلَهٗ اَجْرُهٗ عِنْدَ رَبِّهٖ
১১।	এবং যে শোকর করবে, তবে তো সে তার নিজের জন্যই শোকর করে (৩১ ঃ ১২)	وَمَنْ يَّشْكُرْ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهٖ
১২।	সুতরাং যে প্রত্যক্ষ(পাবে) করবে তোমাদের মধ্যে মাসটি, তার সিয়াম পালন করা উচিত (২ ঃ ১৮৫)	فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ
১৩।	যখনই আহবান করি আমি ওদেরকে যাতে ওদেরকে ক্ষমা করা হয়, ওরা তাদের কানে আঙ্গুল দেয় (৭১ ঃ ৭)	كُلَّمَا دَعَوْتُهُمْ لِتَغْفِرَلَـهُمْ جَعَلُوْٓا أَصَابِعَهُمْ فِىْ اٰذَانِهِمْ
১৪।	যেখানেই তোমরা থাক না কেন, আল্লাহ তোমাদের সকলকে একত্র করবেন (২ ঃ ১৪৮)	اَيْنَ مَا تَكُوْنُوْا يَاْتِ بِكُمُ اللهُ جَمِيْعًا
১৫।	অতএব যে দিকেই তোমরা মুখ ফিরাও না কেন, সেদিকেই আল্লাহর মুখমন্ডল (চেহারা) আছে (২ ঃ ১১৫)	فَاَيْنَمَا تُوَلُّوْا فَثَمَّ وَجْهُ اللهِ

উপরোক্ত পাঠের উপর মন্তব্য

লাইন ১০ : وَجْهَهٗ (তার মুখমন্ডল) শব্দটির অর্থ করা হয় **'তার নিজেকে'**। এটি একটা বাক্যালঙ্কার (figure of speech) এর একটি উদাহরণ যেখানে অংশ দ্বারা সম্পূর্ণকে উল্লেখ করা হয়।

লাইন ১১ : لِنَفْسِهٖ শব্দটিতে لِ অব্যয় এর অর্থ হল 'উপকারার্থে'।

লাইন ১৪ : أَيْنَ مَا (যেখানেই) এখানে দু'টি শব্দে লেখা হয়েছে, কিন্তু লাইন ১৫ তে একটা শব্দ হিসাবে দেখানো হয়েছে।

লাইন ১৫ : এই আয়াতটির এই অর্থ ধরা হবে না যে আল্লাহ তাঁর সৃষ্টির একটি অংশ অথবা সৃষ্টি আল্লাহর একটি অংশ। বরং জগৎ সৃষ্টি আল্লাহর সৃষ্টি করার ক্ষমতা ও তাঁর অস্তিত্বের বিস্ময়কর প্রমাণ যোগান দেয়।

শব্দ তালিকা

যে সমস্ত শব্দ কুরআ'নে ঘন ঘন এসেছে ঐ সমস্ত শব্দ এই তালিকায় দেওয়া হয়েছে। শব্দগুলি আরবি বর্ণ সমূহের ক্রমানুসারে সাজানো হয়েছে।

প্রথমেই শব্দগুলি মুখস্ত করে ফেলতে হবে এমনটা আশা করা হচ্ছে না। কিন্তু যত তাড়াতাড়ি তা পারবেন শেখার অগ্রগতি তত তাড়াতাড়ি হবে। কারণ এই গুলিই প্রধান শব্দ যা কুরআ'নে ব্যবহার করা হয়েছে।

এই তালিকায়, অধিকাংশ শব্দের প্রাথমিক ও সহজ রূপ প্রদান করা হয়েছে। এই রূপটা (Form) হচ্ছে একটি ক্রিয়া যা সাধারণত তিন অক্ষর দ্বারা গঠিত এবং যার অর্থ দাড়ায় **সে (প্রথম পুরুষ) + ক্রিয়ার অতীতকাল**। যেমন خَلَقَ **সে সৃষ্টি করেছিল**।

ক্রিয়ার এই রূপকে (Form) **মুল** শব্দ (Root Word) অথবা **মূল** (Root) বলে, যার থেকে অন্যান্য শব্দ উদ্ভাবিত হয় বা গঠিত হয়। সাধারণভাবে মূল শব্দ ছাড়া নতুন উদ্ভাবিত সকল শব্দবলি এই তালিকায় দেওয়া হয়নি। শব্দ তালিকা তিনটি গ্রুপে ভাগ করে পরিবেশন করা হয়েছে। শব্দ তালিকা-১ এর অধিকাংশ মুল শব্দ (নতুন উদ্ভাবিত শব্দসহ) ১০০ বারের বেশী কুরআ'নে এসেছে। যে সব শব্দাবলি কুরআনে ৫০ থেকে ১০০ বার ব্যবহৃত হয়েছে সেগুলি শব্দ তালিকা-২ এ এবং যে সব শব্দাবলি ২৫ থেকে ৪৯ বার ব্যবহৃত হয়েছে সেগুলি শব্দ তালিকা-৩ এ পরিবেশন করা হয়েছে।

আরবি ভাষা শেখার সময়, অতীতকালের সঙ্গে সঙ্গে বর্তমানকালের রূপ শেখা উপকারী,

যেমন: خَلَقَ /يَخْلُقُ - তিনি সৃষ্টি করেছিলেন/ তিনি সৃষ্টি করেন।

কোনো কোনো বিশেষ্যের পাশে / চিহ্ন দিয়ে ঐ বিশেষ্যের বহুবচন দেওয়া হয়েছে যেমন:

قَلْبٌ	হৃৎপিন্ড	قُلُوْبٌ	হৃৎপিন্ড সমূহ (বহুবচন)
أَبٌ	পিতা	ءَابَاءٌ	পূর্ব পুরুষ (বহুবচন)

কিছু কিছু বিশেষ্য এর পূর্বে নির্দিষ্ট আর্টিকেল (Definite Article) হিসাবে اَلْ বসানো হয়, যেমন:

اَلْأَرْضُ- পৃথিবীটি ।

আপনি যদি পুনঃপুন শব্দ তালিকা পড়েন তবে আপনার জন্য উপকারী হবে। উচ্চস্বরে পড়বেন এবং যথাসম্ভব মুখস্ত করে নিবেন।

(১) শব্দ তালিকায় মূল ক্রিয়া হতে উদ্ভাবিত ক্রিয়ার জন্য II হতে X পর্যন্ত রোমান সংখ্যা প্রতীক হিসাবে ব্যবহার করা হয়েছে।

(২) **"তিনি সৃষ্টি করেছিলেন/ তিনি সৃষ্টি করেন"** পূরা না লিখে আরবি অভিধানগুলিতে শুধু পুরুষ বা বচন ব্যতিরেকে **ক্রিয়াভাব-প্রকাশক** (Infinitive) ব্যবহার করা হয়। এটি শুধূমাত্র সুবিধার জন্য। এই তালিকায় আরবি ক্রিয়া এর অর্থ দেওয়ার সময় ক্রিয়াভাব-প্রকাশক (Infinitive) ব্যবহার করা হয়েছে, যেমন:

جَعَلَ/ يَجْعَلُ - **তৈরি করা (‘সে তৈরি করে’ বা ‘সে তৈরি করেছিল’ এর পরিবর্তে)**

শব্দ তালিকা - ১

(কুরআ'নে ১০০ বারের বেশী বার ব্যবহৃত শব্দসমূহের তালিকা)

ا

اَبٌ/ ءاَبَاءٌ - পিতা, পূর্বপুরুষ বহুবচন

اَتَى/ يَاتِى - আসা

أَجْرٌ/ أُجُورٌ - পুরষ্কার/ পুরষ্কারসমূহ

أَخَذَ/ يَأْخُذُ - লওয়া, গ্রহণ করা

اِتَّخَذَ/ يَتَّخِذُ - VIII অবলম্বন করা; লওয়া

اَلْأٰخِرَةُ - পরকাল

اَلْأٰخِرُ - অন্তিম, শেষ

ءَاخَرٌ/ ءَاخَرُوْنَ - অন্য/ অন্যগুলি

أُخْرَى - অন্য (স্ত্রীলিংঙ্গ)

اَلْاَرْضُ - পৃথিবী

أَكَلَ/ يَأْكُلُ - খাওয়া

أَلِيْمٌ - বেদনাদায়ক

إِلٰـهٌ/ ءَالِـهَةٌ - ইলাহ / বহুবচন

اَللّٰهُ - আল্লাহ

أَمَرَ/ يَأْمُرُ - আদেশ করা

أَمْرٌ/ أُمُوْرٌ - বিষয়বস্তু, ব্যাপার; / বহুবচন

أَمِنَ/ يَأْمَنُ - নিরাপদ হওয়া

أَمِيْنٌ - বিশ্বস্ত, নিরাপদ

ءَامَنَ/ يُؤْمِنُ - IV. বিশ্বাস করা

مُؤْمِنٌ/ مُؤْمِنُوْنَ - বিশ্বাসী/ বিশ্বাসীগণ (পুংলিঙ্গ)

مُؤْمِنَةٌ / مُؤْمِنَاتٌ - বিশ্বাসী/ বিশ্বাসীগণ (স্ত্রীলিংঙ্গ)

إِيْمَانٌ - ঈমান, বিশ্বাস

إِنْسٌ - মানবজাতি, মানুষ

اِنْسَان - মানুষ

نَاسٌ - মনুষ্যজাতি, জাতি, সম্প্রদায়

أَهْلٌ - পরিবার

أَوْلٰئِكَ (اُولَاءِ+كَ) - যারা, যেগুলি

ءَايَةٌ/ ءَايَاتٌ - আয়াত, নিদর্শন, বার্তা/ বহুবচন

ب

بَصُرَ/ يَبْصُرُ - দেখা, অনুভব করা

بَصَرٌ/ أَبْصَارٌ - দৃষ্টি, দৃষ্টি সীমা/ বহুবচন

بَصِيْرٌ - সর্ব-দর্শনকারী, সতর্ক (আল্লাহর একটি গুণ)

بَعْدَ - পরে

بَعِيْدٌ - দূরে

بُعْدًالِ - নির্মুল হওয়া

بَعْضٌ - কিছু অংশ

بَيَّنَ/ يُبَيِّنُ - II. ব্যাখ্যা করা

بَـيِّنَاتٌ - স্পষ্ট উপদেশ ; দৃঢ়ভাবে বা নিশ্চিতভাবে রায়দান

مُبِيْنٌ - স্পষ্ট, সহজবোধ্য, স্পষ্টভাবে প্রতীয়মান

بَيْنَ - দুইয়ের মধ্যে/ বহুর মধ্যে একটি

اِبْنٌ/ بَنُوْنَ، أَبْنَاءٌ - পুত্র/ পুত্রগণ, সন্তানগণ

أَحْسَنَ/ يُحْسِنُ - IV ভাল করা

مُحْسِنٌ / مُحْسِنُوْنَ - (IV এর কর্তাবাচক বিশেষ্য) যে ভাল কাজ করে/বহুবচন

حَـقٌّ - সত্যতা, সঠিক

اَلْحَقُّ - সত্য, বাস্তবতা (আল্লাহর একটি গুণ)

أَحَقُّ - অধিক উপযুক্ত

حَكَمَ/ يَحْكُمُ - বিচারপূর্বক সীমাংসা করা

حُكْمٌ - একটি নির্দেশ, বিধি

حِكْمَةٌ - বিজ্ঞতা, বিচক্ষণতা

اَلْحَكِيْمُ - সবচেয়ে বেশী জ্ঞানী বা বিচক্ষণ (আল্লাহর একটি গুণ)

حَىَ/ يَحْيَى - বেঁচে থাকা, জীবন-যাপন করা

أَحْيَا/ يُحْيِى - IV জীবন দান করা, বাঁচিয়ে তোলা

حَىٌّ/ أَحْيَاءٌ - জীবিত একজন/ বহুবচন

اَلْحَيُّ - চিরঞ্জীব (আল্লাহর গুণ)

حَيَاةٌ - জীবন

خ

خَرَجَ / يَخْرُجُ - বাইরে যাওয়া, ত্যাগ করা

خُرُوْجٌ - বাইরে যাচ্ছে ; ত্যাগ করছে ; প্রস্থান

أَخْرَجَ/ يُخْرِجُ - IV বের করা, বিতাড়ন করা

إِخْرَاجٌ - বাহির্গমন, বিতাড়ন

بَنِيْنَ - সন্তানগণ(কর্ম/ সম্বন্ধকারকে)

اِبْنَةٌ / بَنَاتٌ - কন্যা / কন্যাগণ

ت

تَبِعَ - অনুসরণ করা

اِتَّبَعَ/ يَتَّبِعُ - VIII. অনুসরণ করা; অলম্বন করা

ج

جَزَى/ يَجْزِى - পুরস্কৃত করা, প্রতিদান দেওয়া

جَزَاءٌ - পুরস্কার, প্রতিদান

جَعَلَ/ يَجْعَلُ - তৈরী করা ; ধার্য বা নির্দিষ্ট করা

جَمَعَ/ يَجْمَعُ - একত্রিত করা

جَمِيْعًا - একত্র

أَجْمَعِيْنَ - সকলে একত্রে

جَنَّةٌ/ جَنَّاتٌ - উদ্যান / উদ্যানসমূহ

اَلْجَنَّةُ - জান্নাত, বেহেশ্‌ত

جَاءَ / يَجِىءُ - আসা

ح

حَتَّى - যতক্ষণ পর্যন্ত

حَسِبَ/ يَحْسَبُ - গণনা করা, মনে করা

حِسَابٌ - হিসাব, গণনা

حَسُنَ - ভাল হওয়া

حَسَنَةٌ/ حَسَنَاتٌ - একটি ভাল কাজ/বহুবচন

أَحْسَنُ - উত্তম

الدُّنْيَا - জগৎ, দুনিয়া
حَيَاةُ الدُّنْيَا - এই দুনিয়ার জীবন
دُوْنَ - ব্যতীত
الدِّيْنُ - ধর্ম ; সত্য বিশ্বাস ;
دَيْنٌ - একটি ঋণ

ذ

ذَكَرَ/ يَذْكُرُ - উলেখ করা, স্মরণ করা
ذِكْرٌ - উল্লেখ, অনুস্মারক, স্মৃতিচিহ্ন
ذَكَّرَ / يُذَكِّرُ - II. স্মরণ করিয়ে দেওয়া
تَذَكَّرَ / يَتَذَكَّرُ - V. কাউকে স্মরণ করিয়ে দেওয়া
ذَكَرٌ/ ذُكُورٌ - পুরুষ/ পুরুষগণ
ذُو، ذَا ، ذِى - (কর্তৃকারক, কর্মকারক ও সম্বন্ধকারক) অধিকারী

ر

رَأَى / يَرَى - দেখা
رَأْىٌ - একটি দৃশ্য ; ধারণা
أَرَى/ يُرِى - ওঠ দেখানো
رِيَاءٌ - কৃত্রিম আচরণ/ লোক দেখানো কাজ
رَبٌّ - প্রভু, প্রতিপালক
رَجَعَ/ يَرْجِعُ - ফিরে আসা
مَرْجِعٌ - একটি প্রত্যাবর্তন
رَحِمَ / يَرْحَمُ - দয়া করা
رَحْمَةٌ - করুণা, দয়া
اَلرَّحْمٰنُ - সর্বাধিক করুণাময়

خَلَفَ / يَخْلُفُ - পিছিয়ে থাকা
خَلْفَ - পিছনে
خَلَّفَ / يُخَلِّفُ - II উত্তরাধীকারী হিসাবে নিয়োগ দেওয়া, সঙ্গে না নিয়ে ফেলে যাওয়া
خَالَفَ/ يُخَالِفُ - III বিরোধিতা করা ; সম্মত না হওয়া
إِخْتَلَفَ/ يَخْتَلِفُ - VIII অসম্মত হওয়া
إِخْتِلَافٌ - অমিল, মতভেদ, বিবাদ
إِسْتَخْلَفَ
يَسْتَخْلِفُ - X উত্তরাধিকারী হিসাবে দেওয়া
خَلَقَ / يَخْلُقُ - সৃষ্টি করা
خَلْقٌ - সৃষ্টি
خَالِقٌ - স্রষ্টা
أَلْخَالِقُ - সৃষ্টিকর্তা (আল্লাহর গুণ)
خَافَ/ يَخَافُ - ভীত হওয়া
خَوْفٌ - ভয়
خَيْرٌ - উত্তম
خَيْرٌ مِنْ - হতে উত্তম
خَيْرَاتٌ - উত্তম কার্যাদি, কৃতিত্ব, দানশীলতা, দান

د

دَخَلَ/ يَدْخُلُ - প্রবেশ করা
أَدْخَلَ/ يُدْخِلُ - ওঠ প্রবেশ করানো ; প্রবেশানুমতি দেওয়া
دَعَا/ يَدْعُوْ - ডাকা, সনির্বন্ধ আবেদন করা, আমন্ত্রণ করা
دُعَاءٌ/ أَدْعِيَاءُ - সনির্বন্ধ আবেদন/বহুবচন

أَسْلَمَ/ يُسْلِمُ - IV. সমর্পণ করা

إِسْلَامٌ - আত্মসমর্পণ

أَلْإِسْلَامُ - ইসলাম

مُسْلِمٌ/

مُسْلِمُونَ - (কর্তা বিশেষ্য) যিনি আত্মসমর্পণ করেন, একজন মুসলামন (পুংলিঙ্গ)/বহুবচন

مُسْلِمَةٌ /

مُسْلِمَاتٌ - (কর্তা বিশেষ্য) যিনি আত্মসমর্পণ করেন (স্ত্রীলিঙ্গ), একজন মহিলা মুসলামন /বহুবচন

سَلَامٌ - শান্তি

سَمِعَ/ يَسْمَعُ - শোনা, শ্রবণ করা

سَمْعٌ - শ্রবণ শক্তি, শ্রবণ

السَّمِيْعُ - সর্বশ্রোতা (আল্লাহর গুণ)

اِسْتَمَعَ/ يَسْتَمِعُ - VIII. শ্রবণ করা

مُسْتَمِعٌ/

مُسْتَمِعُونَ - (VIII এর কর্তাবাচক বিশেষ্য) একজন শ্রবণকারী

سَمَاءٌ /

سَمٰوٰتٌ - আসমান / বহুবচন

سَاءَ/ يَسُوْءُ - দুষ্ট হওয়া, মন্দ হওয়া

سُوْءٌ - মন্দ

سَيِّئَةٌ/ سَيِّئَاتٌ - মন্দ কাজ/ বহুবচন

(আল্লাহর গুণ)

الرَّحِيْمُ - সর্বাধিক ক্ষমাশীল (আল্লাহর গুণ)

أَرْحَامٌ - গর্ভসমূহ

رَزَقَ / يَرْزُقُ - জীবিকা দান করা

رِزْقٌ - জীবন ধারনের সামগ্রী

اَلرَّزَّاقُ - সরবরাহকারী, জীবিকা প্রদানকারী (আল্লাহর গুণ)

أَرْسَلَ/ يُرْسِلُ - IV পাঠানো, প্রেরণ করা

مُرْسَلٌ/ مُرْسَلُوْنَ - (কর্মবাচক বিশেষ্য) বার্তা বাহক

رَسُوْلٌ/ رُسُلٌ - রাসুল / বহুবচন

رِسَالَةٌ / رِسَالَاتٌ - বার্তা/ বহুবচন

أَرَادَ / يُرِيْدُ - IV ইচ্ছা করা

س

سَأَلَ / يَسْأَلُ - জিজ্ঞাসা করা

سُؤَالٌ - একটি প্রশ্ন, জিজ্ঞাসা

سَائِلٌ / سَائِلُونَ - (কর্তাবাচক বিশেষ্য) একজন প্রশ্নকারী/ বহুবচন

مَسْؤُوْلٌ/

مَسْؤُولُونَ - (কর্মবাচক বিশেষ্য) প্রশ্ন করা হয়েছে এমন জন, একজন দায়িত্বশীল ব্যক্তি/ বহুবচন

تَسَاءَلَ/ يَتَسَاءَلُ - VI. পরস্পর পরস্পরকে প্রশ্ন করা

سَبِيْلٌ/ سُبُلٌ - পথ, রাস্তা (স্ত্রীলিংঙ্গ) / বহুবচন

شَيْءٌ/ أَشْيَاءُ - একটি বস্তু / বহুবচন

ص

صَبَرَ / يَصْبِرُ - ধৈর্যশীল হওয়া, অবিচলিত, ধৈর্য ধারণ করা

صَبْرٌ - ধৈর্য, অবিচল, বীরত্ব

صَابِرٌ/ صَابِرُوْنَ - ধৈর্যধারণকারী (পুংলিঙ্গ) / বহুবচন

صَابِرَةٌ/ صَابِرَاتٌ - একজন ধৈর্যশীলা (স্ত্রীলিঙ্গ)/ বহুবচন

صَبَّارٌ - একজন অতি অদম্য ব্যক্তি

صَدَقَ/ يَصْدُقُ - সত্যবাদি হওয়া, সত্য কথা বলা

صِدْقٌ - সত্যবাদীতা

صَادِقٌ/

صَادِقُوْنَ - একজন সত্যবাদী ব্যক্তি (পুংলিঙ্গ)/ বহুবচন

صَدَقَةٌ/ صَدَقَاتٌ - সদাকা, যাকাত/ - বহুবচন

صَلَحَ - আচরণে অকপট হওয়া, ন্যায়পরায়ণ হওয়া

أَصْلَحَ / يُصْلِحُ - IV. ঠিকভাবে করা, সংস্কার সাধন করা,

إِصْلَاحُ - সঠিক করা, সংস্কার সাধন করা

صَالِحٌ/ صَالِحُوْنَ - একজন ন্যায়পরায়ণ ব্যক্তি / বহুবচন

اَلصَّالِحَاتُ - ন্যায়পরায়ণ কার্যাদি

ش

شَدَّ - বলিষ্ঠ হওয়া, দৃঢ় হওয়া

شَدِيدٌ - বলিষ্ঠ; কঠোর

أَشَدُّ - অধিক বলিষ্ঠ, অধিক কঠোর

أَشْرَكَ/ يُشْرِكُ - IV. সম্বন্ধযুক্ত করা বা অংশীদার করা (আল্লাহর সঙ্গে অন্যকে)

شِرْكٌ - অংশীদার (আল্লাহর সঙ্গে অন্যদের) ; বহু-ঈশ্বরবাদ, প্রতিমা-উপাসনা

شَرِيْكٌ/ شُرَكَاءُ - অংশীদার/ বহুবচন

مُشْرِكٌ/

مُشْرِكُونَ - (IV - এর কর্তাবাচক বিশেষ্য ; পুংলিঙ্গ) যারা আল্লাহর শরীক করে/ বহুবচন

مُشْرِكَةٌ/

مُشْرِكَاتُ - (IV - এর কর্তাবাচক বিশেষ্য; স্ত্রীলিঙ্গ) বহু-ঈশ্বরবাদীনি/ বহুবচন

شَهِدَ/ يَشْهَدُ - সাক্ষ্য দেওয়া

أَشْهَدَ/ يُشْهِدُ - IV. সাক্ষী হিসাবে গ্রহণ করা

اِسْتَشْهَدُ - X. সাক্ষী হিসাবে ডাকা

شَاهِدٌ/ شَاهِدُوْنَ - একটি সাক্ষী/ সাক্ষীগণ

شَهِيْدٌ/ شُهَدَاءُ - সাক্ষী, শহীদ/ বহুবচন

شَهَادَةٌ - প্রামাণিক সাক্ষ্য, শহীদত্ব

شَاءَ/ يَشَاءُ - কামনা করা, ইচ্ছা করা

ظُلُمَاتٌ - অন্ধকার (বহুবচন)

ع

عَبَدَ / يَعْبُدُ - দাসত্ব করা

عَبْدٌ / عِبَادٌ ـ عَبِيدٌ - একজন দাস / বহুবচন

عِبَادَةٌ - ইবাদত

اِعْتَدٰى/ يَعْتَدِى - VIII. সীমালঙ্ঘন করা, আক্রমণ করা, অমান্য করা

عَدَاوَةٌ - শত্রুতা

عَدُوٌّ/ أَعْدَاءٌ - একটি শত্রু / বহুবচন

عَذَّبَ/ يُعَذِّبُ - II. শাস্তি দেওয়া

عَذَابٌ - শাস্তি

اَلْعَزِيْزُ - অতি ক্ষমতাবান (আল্লাহর গুণ)

عَظِيْمٌ - মহান, মহৎ, ভয়ানক

اَلْعَظِيْمُ - অতি মহান (আল্লাহর গুণ)

عَلِمَ / يَعْلَمُ - জানা

عِلْمٌ - জ্ঞান

عَالِـمٌ/ عَالِمُونِ، عُلَمَاءُ - (কর্তাবাচক বিশেষ্য) যে জানে, একজন বিদ্বান ব্যক্তি/ বহুবচন

أَعْلَمُ - অধিক জ্ঞানসম্পন্ন

مَعْلُوْمٌ - (কর্মবাচক বিশেষ্য) পরিচিত, জ্ঞাত

اَلْعَلِيْمُ - সর্ব জ্ঞাত (আল্লাহর গুণ)

عَلَّمَ / يُعَلِّمُ - II. শিক্ষা দেয়া

تَعَلَّمَ / يَتَعَلَّمُ - V. শিক্ষা গ্রহণ করা

عَلٰى - (সম্বন্ধসূচক অব্যয়) প্রতি,

ض

ضَلَّ/ يَضِلُّ - বিপথে যাওয়া , ভুল পথে চলা, ভুল কাজ করা

أَضَلَّ/ يُضِلُّ - IV. (কারোর) বিপথে যাবার কারণ হওয়া, অন্যকে ভুল পথে পরিচালনা করা

ضَلَالٌ - ভুল, ভ্রান্তি

ضَالٌّ/ ضَالُّونَ - একজন যে বিপথগামী / বহুবচন

أَضَلُّ - অধিক ভুলপথে চালিত/ অধিক বিপথে

ط

طَاعَ/ يَطِيْعُ - আজ্ঞা পালন করা, মেনে চলা

طَاعَةٌ - আজ্ঞানুবর্তীতা

أَطَاعَ/ يُطِيْعُ - IV. আজ্ঞাপালন করা

إِسْتَطَاعَ/ يَسْتَطِيعُ - X. সমর্থ হওয়া

ظ

ظَلَمَ / يَظْلِمُ - অন্যায্য কাজ করা, অন্যায় করা, অত্যাচার করা

ظُلْمٌ - অন্যায়, অত্যাচার

ظَالِمٌ/ ظَالِمُوْنَ - একজন অন্যায্য ব্যক্তি, অত্যাচারী, অন্যায়কারী / বহুবচন

أَظْلَمَ / يُظْلِمُ - IV. ক্ষতি করা, অস্পষ্ট হওয়া

قَتَّلَ / يُقَتِّلُ - II. বেশী বেশী হত্যা করা
تَقْتِيْلٌ - বড় রকমের হত্যাযজ্ঞ
قَاتَلَ / يُقَاتِلُ - III. যুদ্ধ করা, লড়াই করা
قِتَالٌ - লড়াই, যুদ্ধ
اِقْتَتَلَ / يَقْتَتِلُ - VIII. ঝগড়া করা
قَدَرَ / يَقْدِرُ - সক্ষম হওয়া, নির্ধারন করা
قَدَّرَ / يُقَدِّرُ - II. ধার্য করা, মিমাংসা করা, নির্ধারণ করা
قَدْرٌ - শক্তি, ক্ষমতা, নিয়তি, ভাগ্য
اَلْقَدِيْرُ - সর্বশক্তিমান (আল্লাহর / আল্লাহর গুণ)
قَلَّبَ / يُقَلِّبُ - II. কোন জিনিস পর্যায়ক্রমে উল্টানো, পালাক্রমে অধিষ্ঠিত হওয়া
قَلْبٌ / قُلُوْبٌ - হৃৎপিন্ড/ হৃৎপিন্ডসমূহ
إِنْقَلَبَ / يَنْقَلِبُ - VII. অন্যদিকে ঘুরে দাঁড়ান বা অন্যদিকে মুখ ফেরান ; সম্পূর্ণ পরাস্ত করা
قَالَ / يَقُولُ - বলা, কথা বলা
قِيلَ - (কর্মবাচ্য) বলা হয়েছিল
قَوْلٌ - উক্তি, বক্তৃতা
قَامَ / يَقُوْمُ - দাঁড়ান
أَقَامَ / يُقِيْمُ - IV. প্রতিষ্ঠা করা, চালু রাখা, নির্মাণ করা
قِيَامٌ - সুপ্রতিষ্ঠিত, স্থায়ী, দাঁড়ান
اِسْتَقَامَ / يَسْتَقِيْمُ - X. অটলভাবে দাঁড়ানো
مُسْتَقِيْمٌ - সোজা, সরল, সঠিক

উপরে, বিরুদ্ধে, সত্ত্বেও
عَمِلَ / يَعْمَلُ - কাজ করা,
عَامِلٌ / عَامِلُوْنَ - (কর্তাবাচক বিশেষ্য) শ্রমিক, কর্মসম্পাদনকারী/ বহুবচন
عَمَلٌ / أَعْمَالٌ - কর্ম, ক্রিয়া/বহুবচন
عِنْدَ - (সম্বন্ধসূচক অব্যয়) তে, এতে, সঙ্গে, পাশে (প্রাপ্ত বস্তু প্রকাশ করাও)

غ

غَفَرَ / يَغْفِرُ - ক্ষমা করা
إِسْتَغْفَرَ / يَسْتَغْفِرُ - X. ক্ষমা চাওয়া
اَلْغَفُوْرُ - ক্ষমাশীল (আল্লাহর গুণ)
اَلْغَفَّارُ - অতি ক্ষমাশীল (আল্লাহর গুণ)
غَيْرَ - ব্যতীত

ف

فَضَّلَ / يُفَضِّلُ - II. অধিকতর পছন্দ করা
فَضْلٌ - অনুগ্রহ, দান
فَعَلَ / يَفْعَلُ - করা, তৈরি করা
فِى - মধ্যে, ভিতরে, (দুইয়ের অধিকের) মধ্যে, উপরে

ق

قَبْلَ - সম্মুখে, পূর্বে
قَتَلَ / يَقْتُلُ - হত্যা করা, বধ করা
قَتْلٌ - বধ, খুন, হত্যা

كَفَرَ/ يَكْفُرُ - অবিশ্বাস করা, অকৃতজ্ঞ হওয়া, গোপন করা

كُفْرٌ - অবিশ্বাস, প্রত্যাখ্যান (সত্যতা)

كَافِرٌ/ كَافِرُونَ، كُفَّارٌ - অবিশ্বাসী /অবিশ্বাসীগণ

كَفَّرَ / يُكَفِّرُ - II. প্রায়শ্চিত্ত করা, মুছে ফেলা (পাপ)

كُلٌّ - প্রত্যেক, সকল

كَانَ / يَكُونُ - হওয়া

مَكَانٌ - একটি জায়গা

ل

لِ - দিকে, তে, এর, কারণে, পক্ষে, জন্যে

لَعَلَّ - সম্ভবত, যাহাতে

لَقِيَ/ يَلْقَى - সাক্ষাৎ করা

لِـقَاءٌ - একটি সাক্ষাত

أَلْقَى/ يُلْقِي - IV. ছুঁড়ে ফেলা

تَلَقَّى/ يَتَلَقَّى - V. অর্জন করা, প্রাপ্ত হওয়া, জানা

اِلْتَقَى/ يَلْتَقِي - VIII. সম্মুখীন হওয়া

م

مَا - কি, যা কিছু ; না

مَتَى - যখন

مَثَلٌ / أَمْثَالٌ - একটি উদাহরণ, সাদৃশ্য, তুলনা, রূপক কাহিনী/ বহুবচন

مِثْلَ - সদৃশ, সমান

الْقِيَامَةُ - পুনরুত্থান, কিয়ামত

قَوْمٌ -একটি জাতি, একটি সম্প্রদায়

ك

كَبُرَ - বড় হওয়া, ভয়ানক হওয়া

كَبِيْرٌ - বৃহৎ, প্রধান ; প্রবীণ

أَكْبَرُ - বৃহত্তম, প্রধানতম, প্রবীণতম

اِسْتَكْبَرَ/ يَسْتَكْبِرُ - X. অহংকারী হওয়া, উদ্ধত হওয়া

اِسْتِكْبَارٌ - অহংকার, ঔদ্বত্য

كَتَبَ/ يَكْتُبُ - লেখা, নির্দিষ্ট করে দেয়া, ব্যবহার করতে উপদেশ দেওয়া

كِتَابٌ/ كُتُبٌ - বই, পুস্তক / বহুবচন

كَثُرَ - বেশী, অধিক পরিমাণ

كَثِيْرٌ - অনেক, বহু

أَكْثَرُ - অধিকতর মাত্রায়, সর্বাধিক

كَذِبَ/ يَكْذِبُ - মিথ্যা বলা

كِذْبٌ - একটি মিথ্যা

كَاذِبٌ/ كَاذِبُونِ - (কর্তাবাচক বিশেষ্য) মিথ্যাবাদী/ মিথ্যাবাদীগণ

كَذَّابٌ - একজন বড় মিথ্যাবাদী

كَذَّبَ / يُكَذِّبُ - II. অস্বীকার করা, প্রত্যাখ্যান করা

مُكَذِّبُونَ - (II এর বহুবচনের কর্তাবাচক বিশেষ্য) যারা অস্বীকার করে

تَنْزِيْلٌ - দৈব প্রত্যাদেশ, অহী

أَنْزَلَ / يُنْزِلُ - IV. নীচে পাঠান, প্রত্যাদেশ করা, প্রদান করা

نَصَرَ/ يَنْصُرُ - সাহায্য করা

نَصْرٌ - সাহায্য

نَاصِرٌ: نَاثِرُونَ - (কর্তাবাচক বিশেষ্য) সাহায্যকারী / বহুবচন

أَنْصَارٌ - সাহায্যকারীগণ

نَصِيْرٌ - সাহায্যকারী

نَظَرَ/ يَنْظُرُ - দেখা, তাকানো

اِنْتَظَرَ/ يَنْتَظِرُ - VIII. অপেক্ষা করা

نَفْسٌ/ أَنْفُسٌ ـ نُفُوسٌ - ব্যক্তি, আত্মা/ বহুবচন

نَارٌ - আগুন

نُوْرٌ - আলো

مُنِيْرٌ - আলো দানকারী , উজ্জ্বল

نَاسٌ - লোক, মানুষ্য বিশেষ, মানবজাতি

هـ

هَدَى/ يَهْدِى - সঠিক পথে পরিচালনা করা

هُدًى - পথ নির্দেশ, সঠিক নির্দেশনা

اِهْتَدَى / يَهْتَدِى - VIII. সঠিক পথে পরিচালিত হওয়া

مُهْتَادِ / مُهْتَدُوْنَ - (VIII এর কর্মবাচক বিশেষ্য) যিনি সঠিক পথে পরিচালিত / বহুবচন

مَعَ - সঙ্গে, মধ্যে, সহিত

مَلَكَ / يَمْلِكُ - মালিক হওয়া, শাসন করা, কর্তৃত্ব করা

مُـلْكٌ - আধিপত্য, রাজত্ব, সার্বভৌম ক্ষমতা

اَلْـمَلِكُ - মালিক, সার্বভৌম (আল্লাহর গুণ)

مَلَكٌ - একজন ফিরিশ্‌তা

اَلْمَلاَئِكَةُ - ফিরিশ্‌তাগণ

مِنْ - হইতে

مَنْ - কে বা কারা, যে কেউ

مَاتَ / يَمُوْتُ - মারা যাওয়া

مَوْتٌ - মৃত্যু

مَيْتٌ / اَمْوَاتٌ - মৃত, মৃত ব্যক্তি/বহুবচন

مَيِّتٌ/ مَيِّتُوْنَ– مَوْتَى - মৃত, মৃত ব্যক্তি/ বহুবচন

ن

نَبَأٌ/ أَنْبَاءٌ - সংবাদ/ বহুবচন

نَبِىٌّ/ نَبِيُّونَ– أَنْبِيَاءُ - একজন নবী/ নবীগণ

اَلنَّبِىُّ - নবী মহোদয়

اَلنُّبُوَّةُ - নবুয়ত

أَنْذَرَ/ يُنْذِرُ - IV. সতর্ক করা

نَذِيْرٌ - সতর্ককারী

مُنْذِرٌ / مُنْذِرونَ - (IV এর কর্তাবাচক বিশেষ্য) সতর্ককারী/ বহুবচন

نَزَلَ / يَنْزِلُ - নেমে আসা, অবরতণ করা

نَزَّلَ/ يُنَزِّلُ - II. নিম্নাভিমুখে পাঠান, অহী করা

ى

يَدٌ/ أَيْدِى - হাত/ হাতগুলি

يَسَّرَ/ يُيَسِّرُ - II. সহজ করা

يَمِيْنٌ - ডান ; ডান হাত ; একটি হলফ বাক্য

أَيْمَانٌ - হলফ বাক্যসমূহ

مَيْمَنَةٌ - ডান হাত

يَوْمٌ/ أَيَّامٌ - দিন, যুগ / বহুবচন

يَوْمَئِذٍ - ঐদিন

و

وَجَدَ / يَجِدُ - সামনে আবির্ভুত হওয়া, পাওয়া

وَعَدَ/ يَعْدُ - অঙ্গীকার করা

وعْدٌ - একটি অঙ্গীকার

وَلَدَ/ يَلِدُ - জন্মদান করা, উৎপাদন করা

وَلَدَتْ - সে (স্ত্রীজাতি) জন্ম দিয়েছিল

وَالِدٌ - (কর্তাবাচক বিশেষ্য, পুংলিঙ্গ) পিতা, জন্মদাতা

وَالِدَةٌ - (কর্তাবাচক বিশেষ্যঃ, স্ত্রীলিঙ্গ) মাতা, জন্মদাত্রী

وَالِدَانِ/ وَالِدَيْنَ - (উভয় লিঙ্গ) পিতামাতা/ কর্মকারক ও সম্বন্ধসূচক কারক

وَلَدٌ/ أَوْلاَدٌ - শিশু, ছেলে/ শিশুরা

وَقَى - রক্ষা করা

إِتَّقَى/ يَتَّقِى - VIII. সাবধান হওয়া, সতর্ক হওয়া, সচেতন থাকা (আল্লাহর) / ভয় করা (আল্লাহর)

مُتَّقٍ/ مُتَّقُونَ - যিনি সতর্ক, সচেতন (আল্লাহর), আল্লাহ-সচেতন ব্যক্তি /বহুবচন

تَقْوَى - আল্লাহ- সচেতনতা, ধর্মানুরাগ ; ভয় (আল্লাহর)

শব্দ তালিকা - ২
(কুরআনে ৫০ থেকে ১০০ বার ব্যবহৃত শব্দসমূহ)

ا

إِثْمٌ - পাপ, অপরাধ
أَثِيْمٌ - একটি দুষ্ট লোক
اَجَلٌ - একটি নির্দ্দিষ্ট সময়সীমা
اَحَدٌ - এক
إِحْدَى - এক (স্ত্রীলিঙ্গ)
أَخٌ/ إِخْوَانٌ ـ إِخْوَةٌ - ভাই/ বহুবচন
أُخْتٌ - বোন
أَذِنَ/ يَأْذَنُ - অনুমতি দেওয়া
إِذْنٌ - অনুমতি
أَلِيْمٌ - বেদনাদায়ক
أُمَّةٌ/ أُمَمٌ - একটি জনগোষ্ঠি, জাতি/ বহুবচন
أَمِنَ/ يَأْمَنُ - নিরাপদ হওয়া
أَمِيْنٌ - বিশ্বাসযোগ্য
أَوَّلٌ/ أَوَّلُوْنَ - প্রথম / বহুবচন
أُوْلى - প্রথম (স্ত্রীলিঙ্গ)
أَىٌّ - কে, কি, কোন্ ?

ب

بَأْسٌ - শক্তি, জোর, কঠোর, অশুভ
بَأْسَاءُ - ঝামেলা, দুর্ভোগ্য
بِئْسَ - মন্দ, দুর্দশাগ্রস্ত
بَشَّرَ/ يُبَشِّرُ - II. শুভ সংবাদ দেওয়া, ঘোষণা দেওয়া
بُشْرَى - শুভ সংবাদ
بَشِيْرٌ - শুভ সংবাদ আনয়নকারী
بَعَثَ/ يَبْعَثُ - পাঠান, ডেকে তোলা, পুনরুত্থান করা
اَلْبَعْثُ - পুনরুত্থান
اِبْتَغَى/ يَبْتَغِى - VIII. কামনা করা, তালাশ করা
بَلَغَ/ يَبْلُغُ - পৌঁছান
بَلاَغٌ - দাওয়াত/ নির্দেশ পৌঁছান, বিপদ সংকেত
بَيْتٌ/ بُيُوْتٌ - গৃহ /বহুবচন

ت

تَحْتَ - নিচে, অন্তরালে
تَلَى/ يَتْلُوْ - অনুসরণ করা, আবৃত্তি করা
تَابَ/ يَتُوْبُ (إِلى - অনুতপ্ত হওয়া, (আল্লাহর কাছে)
((تَابَ عَلى - কোমল হওয়া (লোকদের কাছে)
التَّوَّابُ - কোমল এমন (মার্জনাকারী) (আল্লাহর গুণ)
تَوْبَةٌ অনুতাপ

ج

أَجْرَمَ/ يُجْرِمُ - IV. অপরাাধী হওয়া

مُجْرِمٌ/ مُجْرِمُوْنَ - (IV. এর কর্তাবাচক বিশেষ্য) পাপী, অপরাধী/ বহুবচন

جَرَى/ يَجْرِى - প্রবাহিত হওয়া,

تَجْرِى - প্রবাহিত, তারা অবাধে বয়ে চলে

جَهَنَّمُ - জাহান্নাম (স্ত্রীলিঙ্গ)

ح

أَحَبَّ/ يُحِبُّ - IV. ভালবাসা, পছন্দ করা

حُبٌّ - ভালবাসা

حَبٌّ - শস্যকণা ; শস্য

حَبَّـةٌ - একটি শস্য দানা

حَرَّمَ/ يُحَرِّمُ - II. নিষেধ করা; বে-আইনী করা

حَرَامٌ - নিষিদ্ধ; পবিত্র, শ্রদ্ধেয়, পুজনীয়

حَلَّ/ يَحِلُّ - আইনসম্মত হওয়া

أَحَلَّ/ يُحِلُّ - IV. আইনসম্মত করা

حَلاَلٌ - আইনসম্মত

اَلْحَمْدُ - সমস্ত প্রশংসা

اَلْحَمِيْدُ - প্রশংসিত জন (আল্লাহর একটি গুণ)

حَمَلَ/ يَحْمِلُ - বহন করা

حَمَّلَ/ يُحَمِّلُ - II. বোঝা অর্পণ করা

حَمْلٌ/ أَحْمَالٌ - একটি বোঝা ; ভ্রূণ/ বহুবচন

حِيْنٌ - একটি সময়

حِيْنَ - যখন, সময়ে

خ

خَبَرٌ/ أَخْبَارٌ - সংবাদ, রিপোর্ট/বহুবচন

اَلْخَبِيْرُ - যিনি সব খবর রাখেন (আল্লাহর গুণ)

خَسِرَ/ يَخْسَرُ - ক্ষতি করা ; ধ্বংস করা

خُسْرٌ - ক্ষতি

خَاسِرُوْنَ - ক্ষতিগ্রস্তরা

يَخْلُدُ - চিরস্থায়ী হওয়া

خَالِدٌ/ خَالِدُنَ - IV. চিরদিন বাঁচা/ বহুবচন

اَخْلَدَ - IV চিরদিন বাঁচিয়ে রাখা

اَلْخُلْدُ - চিরস্থায়িত্ব, অমর

د

دِيْنٌ - ধর্ম ; রায়

اَلدِّيْنُ - সত্য বিশ্বাস, ধর্ম, রায়

دَيْنٌ - একটি ঋণ

ذ

ذَاقَ/ يَذُوْقُ - আস্বাদন করা, অভিজ্ঞতা লাভ করা

أَذَاقَ/ يُذِيْقُ - IV. আস্বাদন করার কারণ ওয়া, অন্যকে আস্বাদন করানো

زِيَادَةٌ - একটি বৃদ্ধি

مَزِيْدٌ - বৃদ্ধি, একত্রীকরণ

س

سَبَّحَ/ يُسَبِّحُ - II মহিমাকীর্তন, গৌরবান্বিত করা

تَسْبِيْحٌ - আল্লাহর গুনকীর্তন

سُبْحَانَ الله - মহিমা আল্লাহর

سَجَدَ/ يَسْجُدُ - সাজদাহ করা, প্রণত হওয়া

سَاجِدٌ/ سَاجِدُوْنَ - (কর্তাবাচক বিশেষ্য) সাজদাহ করা ; যে সাজদাহ করে/বহুবচন

سُجُوْدٌ - সাজদাহ

مَسْجِدٌ/ مَسَاجِدُ - সাজদাহ করার সময়/ জায়গা/ বহুবচন

سَحَرَ/ يَسْحَرُ - জাদু করা, মুগ্ধ করা

سِحْرٌ - জাদু ম্যাজিক

سَاحِرٌ/ سَحَرَةٌ - জাদুকারী/বহুবচন

سَمَّى/ يُسَمِّي - II. নাম রাখা

مُسَمّى - নামকরণ, স্থির করা

إِسْمٌ/ أَسْمَاءٌ - নাম / নামসমূহ

ش

شَجَرٌ - বৃক্ষাদি

شَكَرَ/ يَشْكُرُ - শোকর করা, কৃতজ্ঞ হওয়া

شُكْرٌ/ شُكُوْرٌ - কৃতজ্ঞতা, ধন্যবাদ দেয়া

شَاكِرٌ - যে ধন্যবাদ দেয়, কৃতজ্ঞ

ر

رَجُلٌ/ رِجَالٌ - একটি লোক/ লোকেরা

رَدَّ/ يَرُدُّ - পিছনে তাড়িয়ে দেয়া; প্রতিহত করা

اِرْتَدَّ/ يَرْتَدُّ - VIII. ফিরে যাওয়া; পিছনে ফেরত যাওয়া

رَضِيَ/ يَرْضى - পরিতৃপ্ত থাকা, সন্তুষ্ট থাকা, সম্মতি দেয়া

رِضْوَانٌ - সুখানুভব, ঐশ্বরিক করুণা

ز

زَكَّى/ يُزَكِّى - II. পবিত্র করা

تَزَكَّى/ يَتَزَكَّى - V.পবিত্র হবার চেষ্টা করা; দান করা

اَلزَّكٰوةُ - যাকাত, পবিত্রতার জন্য কর প্রদান

زَوَّجَ/ يُزَوِّجُ - II. বিবাহ দেওয়া; একত্রে মিলিত হওয়া

زَوْجٌ/ أَزْوَاجٌ - পতি বা পত্নী ; জোড়ার একজন ; একটি প্রজাতি/ বহুবচন

زَوْجَانِ/ زَوْجَيْنِ - দুই জোড়া; দুই প্রকার, স্বতন্ত্র দুই জনের জোড়া হওয়া

زَادَ/ يَزِيْدُ - বৃদ্ধি করা

اِزْدَادَ/ يَزْدَادُ - VIII. বৃদ্ধি পাওয়া, বৃদ্ধি ভোগ করা

ط

طَيِّبٌ/ طَيِّبُوْنَ - ভাল,স্বাস্থ্যকর, একজন ভাল লোক (পুংলিঙ্গ) / বহুবচন

طَيِّبَةٌ/ طَيِّبَاتٌ - ভাল, স্বাস্থ্যকর ; একজন ভাল লোক (স্ত্রীলিঙ্গ)/ বহুবচন

ظ

ظَنَّ/ يَظُنُّ - চিন্তা করা, কল্পনা করা

ظَنٌّ - ধারণা, সন্দেহ

ظَهَرَ/ يَظْهَرُ - প্রকাশিত হওয়া, বিস্তার লাভ করা

ظَهَرَ عَلى - আরোহণ করা, পৃথক করা

ظَاهَرَ/ يُظَاهِرُ - III. সাহায্য করা

أَظْهَرَ/ يُظْهِرُ - IV. হাজির হবার কারণ হওয়া

أَظْهَرَ عَلى - (কারোর সঙ্গে) পরিচিত হওয়া

ظَهْرٌ/ ظُهُوْرٌ - একটি পৃষ্ঠ/ বহুবচন

ظَاهِرٌ - স্পষ্ট, পরিষ্কার, প্রকাশ্য (বাতিন-এর উল্টা)

ع

عَدَّ/ يُعُدُّ - গণনা করা

أَعَدَّ – IV প্রস্তুত করা, সাজানো

عَدَدٌ - একটি সংখ্যা

ব্যক্তি

الشَّاكِرُ - কৃতজ্ঞ এবং আজ্ঞানুবর্তিতার জন্য লোকদের পুরস্কার প্রদান (আল্লাহর গুণ)

مَشْكُوْرٌ -কৃতজ্ঞতার সঙ্গে গ্রহণ, গ্রহণযোগ্য

ص

صَلَّى/ يُصَلى - II প্রার্থনা করা, সালাত আদায় করা

صَلَّى عَلى - আশীর্বাদ করা

اَلصَّلٰوةُ - সালাত, প্রার্থনা

صَلَوَاتٌ -আশীর্বাদ, করুণা (২২ঃ ৪১) ইহুদীদের উপাসনার স্থান

مُصَلِّى/ مُصَلُّوْنَ - সালাত আদায়কারী/ বহুবচন

مُصَلى - সালাত আদায়ের স্থান

أَصَابَ/ يُصِيْبُ - IV. আপতিত হওয়া, আঘাত করা, ক্ষত করা

ض

ضَرَبَ/ يَضْرِبُ - আঘাত করা, (কিন্তু বিভিন্ন অর্থে ব্যবহৃত হয়)

ضَرَّ/ يَضُرُّ - ক্ষত করা

ضَيْرٌ - ক্ষত, ক্ষতি

কারণে, সত্ত্বেও

عَيْنٌ/ أَعْيُنٌ - একটি চোখ/ বহুবচন

عَيْنٌ/ عُيُوْنٌ - একটি ঝরনা, ফোয়ারা/ বহুবচন

مَعِيْنٌ - স্বচ্ছ-প্রবাহমান

غ

أَغْنَى/ يُغْنِى - IV. সমৃদ্ধ করা, মুনাফা, সন্তুষ্ট করা

غَنِىٌّ/ أَغْنِيَاءُ - ধনী, স্বয়ংসম্পর্ণ/বহুবচন

اَلْغَنِىُّ - স্বয়ংসম্পূর্ণ (আল্লাহর গুণ)

اَلْغَيْبُ - অদৃশ্য, যা অনুভব করা যায় না

ف

فَتَنَ/ يَفْتِنُ - পরীক্ষা করা

فِتْنَةٌ - যে বস্তু প্রলুব্ধ করে; পরীক্ষা; বৈশাদৃশ্য; নির্যাতন করা, শাস্তি

فَحْشَاءٌ - লজ্জাকর (কার্যাদি) নীতিবিগর্হিত, অশ্লীল

فِرْعَوْنُ - ফেরাউন

فَرَقَ/ يَفْرَقُ - টুকরা টুকরা করে ভেঙ্গে ফেলা; বিভক্ত করা, পৃথক করা ; রায়

فَرَّقَ/ يُفَرِّقُ - II. ভেঙ্গে ফেলা, পৃথক করা, বিভেদ তৈরি করা

عِدَّةٌ - একটি সংখ্যা, নির্দ্দিষ্ট সময়কাল

عَرَضَ - প্রদর্শন করা, কোন দিকের অভিমুখী করানো,অস্থায়ী সামগ্র

عَرْضٌ - চওড়া, বিস্তার, পার্থিব বস্তুসমূহ

أَعْرَضَ/ يُعْرِضُ - IV. মুখ ফেরান, প্রত্যাখ্যান করা

إِعْرَاضٌ - একটি প্রস্থান, বিমুখতা, প্রত্যাখ্যান

مُعْرِضُوْنَ - (IV.এর কর্তাবাচক বিষেশ্য) যারা মুখ ফিরিয়ে নেয়

عَرَفَ/ يَعْرِفُ - চেনা

مَعْرُوْفٌ - (কর্মবাচক বিশেষ্য) পরিচিত, চেনা ; উত্তম, দয়া

عِقَابٌ - শাস্তি

عَاقِبَةٌ - সমাপ্তি, ফলাফল

عَلاَ/ يَعْلُو - উদ্ধত হওয়া, গর্বিত হওয়া

تَعَالى - VI. মহিমান্বিত হোক তিনি (আল্লাহর গুণ)

اَلْعَلِىُّ - মহিমান্বিত, মহান (আল্লাহর গুণ)

اَلاَعْلى - অতি মহান

عَلى - (অব্যয়) উপরে, বিরুদ্ধে,

فَرِيْقٌ - একটি পক্ষ,

اَلْفُرْقَانُ - বিচার করার মানদন্ড (ন্যায় এবং অন্যায়ের মধ্যে পার্থক্য করা); কুরআনের নাম

تَفَرَّقُ/ يَتَفَرَّقُ - V. একটার থেকে অন্যটা পৃথক করা

اِفْتَرَى/ يَفْتَرِى - VIII. নকল করা, উদ্ভাবন করা

فَسَدَ/ يَفْسُدُ - কলুষিত হওয়া, বিশৃংখলা সৃষ্টি করা

فَسَادٌ - বিশৃংখলা

أَفْسَدَ/ يُفْسِدُ - IV. কলুষিত করানো

مُفْسِدٌ/ مُفْسِدُوْنَ - (IV- এর কর্তাবাচক বিশেষ্য) একজন যে বিকৃত ভাবে কাজ করে, ঘুষের সঙ্ঘটক/বহুবচন

فَسَقَ/ يَفْسُقُ - অমান্য করা, ক্ষতিকর ভাবে কাজ করা

فِسْقٌ - পাপকর্ম, ক্ষতিসাধান

فَاسِقُ/ فَاسِقُوْنَ - (কর্তাবাচক বিশেষ্য) পাপী একজন পাপপূর্ণ ব্যক্তি / বহুবচন

فُسُوْقٌ - ক্ষতিসাধন, পাপ

ق

قَدَّمَ/ يُقَدِّمُ –II আগে পাঠান (অর্থাৎ দিনের পূর্বে ভাল কাজ)

تَقَدَّمَ/ يَتَقَدَّمُ –V অগ্রসর হওয়া, আগে যাওয়া

اِسْتَقْدَمَ/ يَسْتَقْدِمُ - X. অগ্রসর হবার ইচ্ছা করা

قَدَمٌ/ أَقْدَامٌ - পা ; দোষগুণ/বহুবচন

قَرَأَ/ يَقْرَأُ - পড়া

اَلْقُرْءَانُ - কুরআন

قَرِبَ/ يَقْرَبُ - নিকটবর্তী হওয়া, কাছে টানা

قَرَّبَ/ يُقَرِّبُ -II. নিকটবর্তী হবার কারণ হওয়া

اِقْتَرَبَ/ يَقْتَرِبُ -VIII.কাছে টেনে আনা, নিকটবর্তী হওয়া

قُرْبَى - ঘনিষ্ঠ আত্মীয়তা

ذُوالْقُرْبَى - একজন আত্মীয়

قَرِيْبٌ - নিকটবর্তী

أَقْرَبُ - অপেক্ষাকৃত নিকটবর্তী

مُقَرَّبُوْنَ - যাদেরকে নিকটবর্তী করা হয়েছে (অর্থাৎ -যাদেরকে নিকটবর্তী হবার অনুমতি দেয়া হয়)

قَضَى/ يَقْضِى - রায় দেওয়া ; সম্পূর্ণ করা

قُوَّةٌ - ক্ষমতা, শক্তি

قَوِىٌّ - বলিষ্ঠ, ক্ষমতাবান

مَالٌ/ أَمْوَالٌ - ধনসম্পদ, বিষয়সম্পত্তি/ বহুবচন

ن

نَجَّا/ يُنَجِّى - II. উদ্ধার করা , মুক্ত করা

نَجْوَى - একটি গোপন পরামর্শ

نَادَى/ يُنَادِى - III. ডাক পাড়া, একটি ঘোষণা দেয়া

نِدَاءٌ - একটি চিৎকার ঘোষণা

نِسَاءٌ - স্ত্রীলোকগণ

أَنْعَمَ/ يُنْعِمُ - IV. কাউকে বিশেষ অনুগ্রহ করা

نِعْمَةٌ/ نِعَمٌ، أَنْعُمٌ - অনুগ্রহ, আনুকুল্য/ বহুবচন

أَنْعَامٌ - গবাদি পশু

نَفَعَ/ يَنْفَعُ - উপযোগী হওয়া, উপকার করা

نَفْعٌ - ব্যবহার, সুবিধা,লাভ

مَنَافِعُ - সুবিধাদি, সুযোগাদি

نَافَقَ/ يُنَافِقُ - III. একটি গর্তে ঢোকা, একটি ভন্ড হওয়া

مُنَافِقٌ/ مُنَافِقُوْنَ - (III. এর কর্তাবাচক বিশেষ্য) ভন্ড ব্যক্তি/ বহুবচন

نِفَاقٌ - ভন্ডামী, কপটতা

أَنْفَقَ/ يُنْفِقُ - IV. খরচ করা

إِنْفَاقٌ - খরচ

ك

كَسَبَ/ يَكْسِبُ - অর্জন করা, উপার্জন করা

اِكْتَسَبَ/ يَكْتَسِبُ - VIII. সন্ধানে বের হওয়া, যোগ্য হওয়া

كَلَّمَ/ يُكَلِّمُ - II. কথা বলা (কারো সঙ্গে)

تَكَلَّمَ/ يَتَكَلَّمُ - V. কথা বলা

كَلَامٌ - একটি শব্দ, কথা

كَلِمَةٌ/ كَلِمَاتٌ - একটি শব্দ, একটি রায়/ বহুবচন

كَيْفَ - কেমন করে ?

ل

لَيْسَ - সে নয়, এটা নয়

اَللَّيْلُ - রাত্র

لَيْلاً - রাত্রিতে

لَيْلَةٌ/ لَيَالِى - একটি রাত/বহুবচন

م

مَتَّعَ/ يُمَتِّعُ - II. উপভোগ করতে দেয়া

تَمَتَّعَ/ يَتَمَتَّعُ - V. উপভোগ করা, একজনকে আনন্দিত করা

اِسْتَمْتَعَ/ يَسْتَمْتِعُ - X, উপভোগ করা ; আনন্দ অথবা সুবিধা পাওয়া

مَتَاعٌ - মালামাল, সরবরাহ

مَسَّ/ يَمُسُّ - স্পর্শ করা, ঘটা

مَلَكٌ - একজন ফিরিশ্‌তা

اَلْمَلَائِكَةُ - ফিরিশ্‌তা সকল

وَكِيْلٌ - অবিভাবক, বিষয়াাদির উপর ব্যবস্থা করা

تَوَلَّى/ يَتَوَلى -V. ফেরত যাওয়া

وَلِيٌّ/ أَوْلِيَاءُ - বন্ধু, সাহায্যকারী, রক্ষক/ বহুবচন

ى

يَمِيْنٌ -সঠিক, ডান হাত; একটি প্রতিশ্রুতি

أَيْمَانٌ - শপথসমূহ

مَيْمَنَةٌ - ডান হাত

نَهَرٌ/ أَنْهَارٌ - নদী/নদীসমূহ

نَهَارٌ - দিন (রাতের বিপরীতে)

نَهَى/ يَنْهَى - নিষেধ করা, বাধা দেয়া

اِنْتَهَى/ يَنْتَهِى - VIII বিরত করা, সংযত রাখা, সমাপ্ত করা

هـ

هَلَكَ/ يَهْلِكُ - ধ্বংস হওয়া, মারা যাওয়া

أَهْلَكَ/ يُهْلِكُ - IV ধ্বংস করা, বর্জিত, ধ্বংস হবার কারণ হওয়া

و

وَجَّهَ/ يُوَجِّهُ - II ঘুরে দাঁড়ানো, সরাসরি

وَجْهٌ/ وُجُوْهٌ - মুখমন্ডল/বহুবচন

لِوَجْهِ الله - আল্লাহর জন্য

وَاحِدٌ - এক

وَاحِدَةٌ - এক (স্ত্রীলিঙ্গ)

أَوْحَى/ يُوْحِى - IV প্রকাশ করা, অহী করা

وَحْىٌ - দৈব প্রত্যাদেশ, অহী

وَفَّى/ يُوَفى - II. সম্পূর্ণ পরিশোধ করা

أَوْفَى/ يُوْفى - IV. একটি চুক্তি পুরণ করা/ বাস্তবায়িত করা

تَوَفَّى/ يَتَوَفى - V. কারোর জীবন নেয়া (কর্মকারকে), মারা যাওয়া, (দেহ হতে রূহ বের করে নেওয়া)

تَوَكَّلَ/ يَتَوَكَّلُ - V.ভরসা করা, নির্ভর করা

শব্দ তালিকা - ৩

(কুরআনে ২৫ থেকে ৪৯ বার ব্যবহৃত শব্দসমূহ)

ا

أَبَدًا - চিরদিন, সর্বদা

أُمٌّ/ أُمَّهَاتٌ - মা /বহুবচন

أُمَّةٌ/ أُمَمٌ - একটি জনসমষ্টি সম্প্রদায়, জাতি/বহুবচন

أُنْثَى/ إِنَاثٌ - একটি মহিলা /বহুবচন

أَنَّى - কেমন করে, কোথা থেকে

آلٌ - পরিবার

أُوْلُوْا - এর অধিকারীগণ

أُوْلَى - কোন কিছুর অধিকারী (কর্মকারক ও সম্বন্ধসূচক)

أُوْلَئِكَ(أولاء+ك) - যারা

هٰؤُلاَءِ (هـ+أولاء) - এইগুলি

مَأْوَى - আশ্রয় গ্রহণের জায়গা

ب

بَحْرٌ/ بِحَارٌ،أَبْحُرٌ - সমুদ্র/সমুদ্রগুলি

بَدَّلَ/ يُبَدِّلُ - II. পরিবর্তন করা, বদালি

بَدَا/ يَبْدُوْ - প্রকাশিত হওয়া

بِرٌّ - ধর্মানুরাগ, ন্যায়পরায়ণতা

بَرٌّ/ أَبْرَارٌ - ন্যায়পরায়ণ ব্যক্তি/বহুবচন

بَرٌّ - অতি দয়ালু (আল্লাহর গুণ)

بَارَكَ/ يُبَارِكُ - III. আশীর্বাদ করা, কল্যাণ কামনা করা

تَبَارَكَ اللهُ - VI. আল্লাহ কল্যাণময়

بَسَطَ/ يَبْسُطُ - প্রসারিত করা, বিকশিত করা,

بَشَرٌ - রক্ত মাংসের মানুষ, মানবসুলভ সত্তাসমূহ

بَطَلَ/ يَبْطُلُ - বৃথা যাওয়া, বর্জন করা

بَاطِلٌ - মিথ্যা, ছলনা

بَطَنٌ/ بُطُوْنٌ - পেট/ বহুবচন

بَاطِنٌ - আধ্যাত্মিক ; গোপন, অপ্রকাশ্য

بَلاَ/ يَبْلُوْ - পরীক্ষা করা, চেষ্টা

بَلاَءٌ - পরীক্ষা, চরম দুর্দশা

بَابٌ/ أَبْوَابٌ - দরজা

ت

تَرَكَ/ يَتْرُكُ - ত্যাগ করা

تِلْكَ - ঐ, যারা (স্ত্রীলিঙ্গ)

ث

ثَلاَثَةٌ - তিন

ثَمَرَةٌ/ ثَمَرَاتٌ - ফল/বহুবচন

اِثْنَانِ/ اِثْنَيْنِ - দুই/কর্মকারক এবং সম্বন্ধসূচক কারক

ج

جَمَلٌ/ جِبَالٌ - পাহাড়/ বহুবচন

جَحِيْمٌ - দোজখ, জাহান্নাম

جَادَلَ/ يُجَادِلُ - III যুক্তি দেখান, তর্ক করা

جِدَالٌ - যুক্তি তর্ক

جُنَاحٌ - পাপ, নিন্দা

جُنْدٌ/ جُنُوْدٌ - একটি বাহিনী, একটি শক্তি/বহুবচন

جَانٌّ - একটি সাপ ; দৈত্য

اَلْجِنُّ - জ্বীনসমূহ

جَاهَدَ/ يُجَاهِدُ - III. সংগ্রাম করা, কঠোর ভাবে চেষ্টা করা, জিহাদ করা

جِهَادٌ - সংগ্রাম করা, কঠোর ভাবে চেষ্টা করা

مُجَاهِدٌ/ مُجَاهِدُوْنَ - III কর্তাবাচক বিশেষ্য) যে সংগ্রাম করে, কঠোরভাবে চেষ্টা করে/ বহুবচন

جَهِلَ/ يَجْهَلُ - অবিদিত থাকা, অজ্ঞ হওয়া

جَاهِلٌ/ جَاهِلُوْنَ - (কর্তাবাচক বিশেষ্য) মুর্খ ব্যক্তি /বহুবচন

اَلْجَاهِلِيَّةُ - মুর্খতা ; কুরআ'নীয় যুগের পূর্বকালের মূর্খতা

أَجَابَ/ يُجِيْبُ - IV. জবাব দেওয়া

اِسْتَجَابَ/ يَسْتَجِيْبُ - X. উত্তর দেওয়া

جَوَابٌ - একটি জবাব

ح

حَدِيْثٌ/ أَحَادِيْثُ - উক্তি, কাহিনী/বহুবচন

حَزِنَ/ يَحْزُنُ - শোক করা, চিন্তা ভাবনা করা

حَزِنَ/ يَحْزَنُ - দুঃখিত হওয়া

حَزَنٌ/ حُزْنٌ - দুঃখ ; বেদনা

حَشَرَ/ يَحْشُرُ - জড়ো করা

حَشْرٌ - সমাবেশ

اَلْحَشْرُ - সমাবেশ (এর দিনে) (মৃত্যুর পর)

حَفِظَ/ يَحْفَظُ - রক্ষা করা, পাহারা দেওয়া, হেফাজত করা প্রতিরক্ষা করা

حَافِظٌ/ حَافِظُوْنَ - (কর্তাবাচক বিশেষ্য) রক্ষাকারী পাহারাদার / বহুবচন

اَلْحَفِيْظُ - রক্ষাকারী (আল্লাহর গুণ)

حَيْثُ - কোথায়, যেখানেই হোক

مِنْ حَيْثُ - সেখান হতে ; এমন রীতিনীতিতে যা

أَحَاطَ/ يُحِيْطُ - IV. চতুর্দিকে পরিবেষ্টন করা ; উপলব্ধি করা

اَلْمُحِيْطُ - একজন যে পরিবেষ্টন করে, উপলব্ধি করে (সব কিছু)

خ

أَخْزَى/ يُخْزِى - IV অপমান করা

خِزْيٌ - নিন্দা, লজ্জা

خَشِيَ/ يَخْشَى - ভয় করা

خَشْيَةٌ - ভয়

خَلَصَ - পবিত্র হওয়া, আন্তরিক

أَخْلَصَ - IV বিশুদ্ধ করা

مُخْلِصٌ/ مُخْلِصُوْنَ - (IV কর্তাবাচক বিশেষ্য) খাঁটি বিশ্বাসসহ আন্তরিক ব্যক্তি /বহুবচন

জিব্রাইলকে উল্লেখ করে)

رِيْحٌ/ رِيَاحٌ - বাতাস, শক্তি, সাফল্য/ বহুবচন

ز

زَيَّنَ - II অলঙ্কৃত করা, সৌন্দর্যসাধন করা

زِيْنَةٌ - অলঙ্কার

س

سَخَّرَ/ يُسَخِّرُ - II. নিয়ন্ত্রণাধীন করা ; কারোর আয়ত্বে ন্যাস্ত করা

أَسَرَّ/ يُسِرُّ - IV. গোপন করা

سِرٌّ/ أَسْرَارٌ - গুপ্ত/গোপন বিষয়াদি

سِرًّا - গোপনভাবে, গোপনে

سَعَى/ يَسْعَى - দৌড়ানো, চেষ্টা করা

سَعْيٌ - সংগ্রাম করা, ত্বরান্বিত করা

سَقَى/ يَسْقِى - পান করতে দেওয়া

سَكَنَ/ يَسْكُنُ - বিশ্রাম করা, বাস করা

مَسْكَنٌ/ مَسَاكِنُ - আবাস, বাসস্থান/বহুবচন

سَكِيْنَةٌ - শান্তি

سَلَّطَ/ يُسَلِّطُ - II ক্ষমতা, আইনসম্মত অধিকার দেয়া ; বিজয়ী করা

سُلْطَانٌ - ক্ষমতা, আইনসম্মত অধিকার, প্রমাণ

اِسْتَوَى/ يَسْتَوِى - VIII সমান হওয়া, বলিষ্ঠভাবে অবস্থান করা

سَوَاءٌ - সমান, একই

د

دَبَّرَ/ يُدَبِّرُ - II. বিন্যস্ত করা, পরিচালনা করা

تَدَبَّرَ/ يَتَدَبَّرُ - V. গভীরভাবে বিবেচনা করা, ফিরিয়ে আনা, বিবেচনা করা

دُبُرٌ/ أَدْبَارٌ - পিছন, পিছনের অংশ, চরম অবস্থা/ বহুবচন

دَرَى/ يَدْرِى - জানা

أَدْرِى - আমি জানি

أَدْرَى/ يُدْرِى - IV. জানার কারণ হওয়া, শিক্ষা দেওয়া

دَارٌ/ دِيَارٌ - গৃহ, বাসস্থান/ বহুবচন

ذ

ذُرِّيَّةٌ - শিশুরা, বংশধরগণ

ذَنْبٌ/ ذُنُوْبٌ - পাপ, অপরাধ/বহুবচন

ذَهَبَ/ يَذْهَبُ - যাওয়া

أَذْهَبَ/ يُذْهِبُ - IV নিয়ে যাওয়া

ذَهَابٌ - নিয়ে যাওয়ার কাজ

اَلذَّهَبُ - স্বর্ণ

ر

رَجَا/ يَرْجُوْ - আশা করা, (না সূচক) ভয় করা

رَفَعَ/ يَرْفَعُ - উর্দ্ধে উঠানো; মহিমান্বিত করা

رُوْحٌ - আত্মা, জীবন

رُوْحُ الْقُدُسِ - পবিত্র আত্মা (ফিরিশ্‌তা

ص

أَصْبَحَ/ يُصْبِعُ - IV. হওয়া

صُبْحٌ - সকাল

صَدَّ/ يَصُدُّ - ফিরে যাওয়া, বাধা দেয়া

صَدْرٌ/ صُدُوْرٌ - বক্ষ/ বহুবচন

صِرَاطٌ - পথ, রাস্তা

صَرَفَ/ يَصْرِفُ - ফিরে যাওয়া

صَرَّفَ/ يُصَرِّفُ - II. ব্যাখ্যা করা, অন্যদিকে চালিত করা

تَصْرِيْفٌ - দিক পরিবর্তন (বাতাসকে)

أَصَابَ/ يُصِيْبُ - IV পতিত হওয়া, ঘটা ; আঘাত করা, ক্ষতি করা

مُصِيْبَةٌ - চরম দুর্দশা, দুর্ভাগ্য

صَارَ/ يَصِيْرُ - যাওয়া, কোনো উদ্দেশ্যে চালিত হওয়া, নোয়ানো

مَصِيْرٌ - নিয়তি, লক্ষ্য

ض

ضَعُفَ - দুর্বল হওয়া

ضَعْفٌ - দুর্বলতা

ضَعِيْفٌ/ ضُعَفَاءُ/ اِسْتَضْعَفَ/ - দুর্বল, দুর্বল ব্যক্তি/বহুবচন

يَسْتَضْعِفُ - X দুর্বলতার সুযোগ গ্রহণ করা, খারাপ ব্যবহার করা, শোষণ করা

مُسْتَضْعَفُوْنَ - দুর্বলজন, একজন যাকে শোষণ করা হয়েছে

ضَاعَفَ/ يُضَاعِفُ - III. দ্বিগুণ করা

سَوَاءَالسَّبِيْلِ - সঠিক পথ

سَارَ/ يَسِيْرُ - যাওয়া, ভ্রমণ করা

ش

شَجَرٌ - বৃক্ষাদি (সমষ্টিবাচক বিশেষ্য)

شَجَرَةٌ - একটি বৃক্ষ, উদ্ভিদ

شَرِبَ/ يَشْرَبُ - পান করা

شَرَابٌ - একটি পানীয়

شَرٌّ - দুষ্ট, মন্দ, ক্ষতিসাধক (বস্তু)

شَرَى/ يَشْرِى - বিক্রয় করা, পণ্য বিনিময়

اِشْتَرَى/ يَشْتَرِى - VIII. ক্রয় করা, পণ্য বিনিময়

شَيْطَانٌ/ شَيَاطِيْنُ - শয়তান, শয়তানসমূহ

شَعَرَ/ يَشْعُرُ - অনুভব করা, সুক্ষ্ম বিষয় উপলব্ধি করা, অনুভব করা

يَشْعُرُوْنَ - তারা স্পষ্টভাবে উপলব্ধি করে

تَشْعُرُوْنَ - তুমি (বহুবচন) উপলব্ধি কর

شَفَعَ/ يَشْفَعُ - মধ্যস্থতা করা, শাফায়াত করা

شَفِيْعٌ/ شُفَعَاءُ - মধ্যস্থতাকারী/ মধ্যস্থতাকারীগণ

شَفَاعَةٌ - মধ্যস্থতা

اَلشَّمْسُ - সূর্য

ظُلْمٌ - অন্যায়, অত্যাচার

ظَالِمٌ/ ظَالِمُوْنَ - অন্যায়কারী ব্যক্তি, অত্যাচারী, অপরাধী/ বহুবচন

أَظْلَمَ/ يُظْلِمُ - IV আহত করা, অন্ধকার হওয়া

ظُلُمَاتٌ - অন্ধকার (বহুবচন)

ع

عَجِبَ/ يَعْجَبُ - বিস্ময়বোধ করা

أَعْجَبَ/ يُعْجِبُ - IV. আনন্দিত হওয়া, সন্তুষ্ট হওয়া

عَجَبٌ - বিস্ময়

عَجِيْبٌ - বিস্ময়পূর্ণ, অদ্ভুত

أَعْجَزَ/ يُعْجِزُ - IV দুর্বল করে দেওয়া, ব্যর্থ করা

مُعْجِزٌ - (IV কর্তাবাচক বিশেষ) যে দুর্বল করে দেয় অথবা ব্যর্থ করে দেয়

عَجِلَ/ يَعْجَلُ - দ্রুত অগ্রসর হওয়া

اِسْتَعْجَلَ/ يَسْتَعْجِلُ - X দ্রুত অগ্রসর হতে চাওয়া

اَلْعَاجِلَةُ - অল্পকাল স্থায়ী জগৎ (এই জগৎ)

عَدَلَ/ يَعْدِلُ - ন্যায়পরায়ণ হওয়া

اَلْعَرْشُ - সিংহাসন

عَسَى أَنْ - যেটা হতে পারে

عَصَى/ يَعْصِى - অমান্য করা

مَعْصِيَةٌ - অবাধ্যতা

أَضْعَافٌ - সমান অংশ সমুহ ; দ্বিগুণ

ط

أَطْعَمَ/ يُطْعِمُ - IV খাওয়ানো

إِطْعَامٌ - খাওয়ানোর কাজ

طَعَامٌ - খাদ্য

طَعْمٌ - স্বাদ

طَغَى/ يَطْغَى - সীমালংঘন করা

طُغْيَانٌ - সীমালংঘন

طَاغُوْت - আল্লাহর পাশাপাশি যা কিছুর ইবাদত করা হয়; অশুভ শক্তি, মূর্তি

أَطْفَأَ/ يُطْفِأُ - IV. নিভানো

طَمَعَ/ يَطْمَعُ - ইচ্ছা পোষণ করা

طَهَّرَ/ يُطَهِّرُ - II পবিত্র করা

طَافَ/ يَطُوْفُ - চতুর্দিকে ঘোরা

طَائِفَةٌ - একটি দল

طَارَ/ يَطِيْرُ - উড়া

طَائِرٌ - একটি উড়ন্ত প্রাণী ; একটি শুভ-অশুভ এর পূর্বাভাস

ظ

ظَلَّ - অবিরত চলতে থাকা, হওয়া

ظِلٌّ/ ظُلَلٌ - ছায়া/ বহুবচন

ظِلَالٌ - ছায়া

ظَلَمَ/ يَظْلِمُ - অন্যায় করা, অত্যাচার করা

عَفَا/ يَعْفُوْ - ক্ষমা করা
عَفْوٌ - ক্ষমা
عَفُوٌّ - সবচেয়ে ক্ষমাশীল (আল্লাহর গুণ)
عَقَلَ/ يَعْقِلُ - উপলব্ধি করা, যুক্তি প্রয়োগ করা
يَعْقِلُوْنَ - তারা বুঝে
تَعْقِلُوْنَ - তোমরা বুঝ
عَمِىَ/ يَعْمَى - অন্ধ হওয়া
عَمْىٌ - অন্ধত্ব
عُمْىٌ - অন্ধ
أَعْمَى - অতি অন্ধ
عَهِدَ - চুক্তি করা
عَاهَدَ - III একটি চুক্তিতে আবদ্ধ হওয়া
عَهْدٌ - চুক্তি, চুক্তিনামা
عَادَ/ يَعُوْدُ - ফিরে আসা, বিপরীত কাজ করা
أَعَادَ/ يُعِيْدُ - ফিরে আসার কারণ হওয়া, পুনরূদ্ধার

غ

غَرَّ/ يَغُرُّ - প্রবঞ্চনা করা
غَرُوْرٌ - একজন প্রবঞ্চক
غُرُوْرٌ - প্রবঞ্চনা, বৃথা আশা
غَضِبَ/ يَغْضَبُ - রাগন্বিত হওয়া
غَضَبٌ - রাগ
مَغْضُوْبٌ - (কর্মবাচক বিশেষ্য) রাগান্বিত

غَفَرَ/ يَغْفِرُ - ক্ষমা করা
غَفَلَ - অমনোযোগী, অবহেলাকারী
غَافِلٌ/ غَافِلُوْنَ - (কর্তাবাচক বিশেষ্য) অমনোযোগী অসতর্ক/ বহুবচন
غَفْلَةٌ - অবহেলা, অসতর্কতা, অমনোযোগীতা , পরাস্ত করা,
غَلَبَ/ يَغْلِبُ - জয় করা
غَلَبٌ - বিজয়
غَالِبٌ/ غَالِبُوْنَ - (কর্তাবাচক বিশেষ্য) জয়ী/ বহুবচন

ف

فَتَحَ/ يَفْتَحُ - খোলা, ব্যাখ্যা করা বা প্রকাশ করা, দান করা (করুণা বা বিজয়)
فَتْحٌ - সূত্রপাত, বিজয়
فَحْشَاءٌ - লজ্জাকর (কার্যাদি), দর্ভাহ অপরাধ, নোংরা
فَاحِشَةٌ/ فَوَاحِشُ - লজ্জাকর কাজ, অপরাধ বা ব্যভিচার/ বহুবচন
فَرِحَ/ يَفْرَحُ - আনন্দিত হওয়া, আনন্দ করা
فَصَلَ/ يَفْصِلُ - বিভক্ত করা, বিচার করা
فَصَّلَ/ يُفَصِّلُ - II স্পষ্টভাবে ব্যাখ্যা দেয়া
فَصْلٌ - বিচ্ছিন্নতা, স্বাতন্ত্র্য
أَفْلَحَ/ يُفْلِحُ - IV উন্নতি লাভ করা,

قَصَصٌ - গল্পসমুহ
قِصَاصٌ - ন্যায্য প্রতিদান
قَضَى/ يَقْضِى - রায় দেয়া, সমাপ্ত করা
قَطَعَ/ يَقْطَعُ - কর্তন করা
قَطَّعَ/ يُقَطِّعُ - II বিচ্ছিন্ন করা ; ভাগ করা
قَعَدَ/ يَقْعُدُ - বসে থাকা, গৃহে থাকা
قُعُوْدٌ - বসা অবস্থা
قَاعِدٌ/ قَاعِدُوْنَ - (কর্তাবাচক বিশেষ্য) যে বসে আছে, গৃহে থাকে, বহুবচন
قَلَّبَ/ يُقَلِّبُ - II. উলট পালট করা, পালাক্রমে কৃতকার্য হওয়া
قَلْبٌ/ قُلُوْبٌ - হৃৎপিন্ড/ বহুবচন
اِنْقَلَبَ/ يَنْقَلِبُ - VII ঘূরে যাওয়া গিয়েছিল; উল্টিয়ে দেওয়া

ك

كَرَّمَ - II. সম্মানিত করা
أَكْرَمَ/ يُكْرِمُ - IV. সম্মানিত করা
كَرِيْمٌ - অভিজাত, মহৎ
اَلْكَرِيْمُ - অতি মহৎ (আল্লাহর গুণ)
كَرِهَ/ يَكْرَهُ - অপছন্দ করা
كَارِهُوْنَ - (কর্তাবাচক বিশেষ্য- বহুবচন) যারা অপছন্দ করে
أَكْرَهَ/ يُكْرِهُ - IV জোর করানো, বাধ্য করা
إِكْرَاهٌ - বাধ্য করা

কৃতকার্য হওয়া ; আনন্দিত হওয়া
مُفْلِحُوْنَ - (IV এর কর্তাবাচক বিশেষ্য) উন্নতিশীল, সার্থক একজন
فَازَ/ يَفُوْزُ - জয় করা, অর্জন করা , উদ্ধার পাওয়া
فَوْزٌ - বিজয়, উদ্ধার
فَوْقَ - উপরে, উর্দ্ধদিকে

ق

قَبِلَ/ يَقْبَلُ - গ্রহণ করা ; অধিকার দেয়া
أَقْبَلَ - IV. নিকটবর্তী হওয়া
تَقَبَّلَ/ يَتَقَبَّلُ - VI গ্রহণ করা
قَبُوْلٌ - স্বীকৃতি
اَلْقِبْلَةُ - ক্বিবলা, দিক
قَرْيَةٌ/ قُرًى - শহর, গ্রাম/বহুবচন
أَقْسَطَ/ يُقْسِطُ - IV. ন্যায়পরায়ণ হওয়া
مُقْسِطٌ/ مُقْسِطُوْنَ - (IV-এর কর্তাবাচক বিশেষ্য) একজন ন্যায়পরায়ণ ব্যক্তি/বহুবচন
أَقْسَطُ - অধিকতর ন্যায়পরায়ণ
قِسْطٌ - ন্যায্যতা, ন্যায়বিচার
قَسَمَ/ يَقْسِمُ - ভাগ করা
قِسْمَةٌ - একটি বিভাজন ; একটি হিস্যা
أَقْسَمَ/ يُقْسِمُ - IV একটি শপথ করা
قَسَمٌ - একটি শপথ
قَصَّ/ يَقُصُّ - উল্লেখ করা, বর্ণনা দেয়া

كَفَى/ يَكْفِى - যথেষ্ট হওয়া

كَلا - কোনভাবেই নয় ; অপর দিকে

كَادَ/ يَكَادُ (كَوَدَ) - উপক্রম হওয়া, (পড়ে যাওয়া বা নষ্ট হওয়া)

كَادَ/ يَكِيْدُ (كَيَدَ) - ষড়যন্ত্র করা

يَكِيْدُ - সে ষড়যন্ত্র করে

كَيْدٌ - একটি ষড়যন্ত্র

ل

لَبِثَ/ يَلْبَثُ - বাস করা, বিলম্ব করা

لَبَسَ/ يَلْبِسُ - আবৃত্ত করা, ঢেকে দেয়া

لَبْسٌ - বিভ্রান্তি

لَبِسَ/ يَلْبَسُ - পরিধান করা

لِبَاسٌ - কাপড় চোপড়, পোশাক

لِبَاسُ الْجُوْعِ - ক্ষুধার চরম সীমা

لِسَانٌ/ أَلْسِنَةٌ - জিহব্বা, একটি কথা, ভাষা/বহুবচন

لَعِبَ/ يَلْعَبُ - খেলা করা, তুচ্ছতাচ্ছিল্য করা

لَعِبٌ - একটি খেলা, খেলাধুলা

لَعَنَ/ يَلْعَنُ - অভিশাপ দেওয়া

لَعْنٌ - অভিশাপ

لَعْنَةٌ - একটি অভিশাপ

م

مَدَّ/ يَمُدُّ - বিস্তৃত করা, প্রসারিত করা

اِمْرُؤٌ/ اِمَرَأً، اِمْرِئٍ - একজন লোক (কর্মকারক, সম্বন্ধসূচক কারক)

مَرْءٌ - একজন লোক

اِمْرَأَةٌ - একজন স্ত্রীলোক, একজন স্ত্রী

مَرْيَمُ - মরিয়াম

مَكَرَ/ يَمْكُرُ - ষড়যন্ত্র করা, প্রতারণাপূর্ণভাবে কাজ করা

مَكْرٌ - একটি ষড়যন্ত্র, প্রতারণাপূর্ণ কৌশল

مَلَأٌ - একটি সংসর্গ, সমাবেশ, সর্দারগণ

اَلْـمَلأُ الْأَعْلى - মহিমান্বিত সঙ্গিগণ (অর্থাৎ ফিরিশতাসমূহ)

مَاءٌ - পানি

ن

أَنْبَتَ/ يُنْبِتُ - অঙ্কুরিত করা; উৎপন্ন করা

نَبَاتٌ - উদ্ভিদ, উৎপন্ন বস্তু

نَسِيَ/ يَنْسَى - ভুলে যাওয়া, অবহেলা করা

أَنْسَأَ/ يُنْشِئُ - IV উৎপন্ন করা, সৃষ্টি করা

نَكَحَ/ يَنْكِحُ - বিবাহ করা

نِكَاحٌ - বিবাহ

أَنْكَرَ/ يُنْكِرُ - IV বাতিল করা,

مُنْكَرٌ - (IV- এর কর্মবাচক বিশেষ্য) মন্দ, বিমুখ, বেআইনী

وَزَرَ/ يَزِرُ - বহন করা

وَسِعَ/ يَسَعُ - বিস্তৃত হওয়া

وَاسِعٌ - প্রশস্ত, বিস্তৃত

اَلْوَاسِعُ - সর্ব-আলিঙ্গনকারী (আল্লাহর গুণ)

وَصى - II. নির্দেশ দেয়া, আদেশ দেয়া

وَصِيَّةٌ - উইল প্রাপ্ত সম্পত্তি

تَوَاصى - VI. একে অন্যকে নির্দেশ দেয়া, একে অন্যকে উৎসাহ দান করা

وَضَعَ/ يَضَعُ - স্থাপন করা, পরিত্যাগ করা, রাখা, প্রসব করা

وَعَظَ/ يَعِظُ - সতর্ক করা, উপদেশ দেয়া

مَوْعِظَةٌ - সতর্কতা, উপদেশ

وَقَعَ/ يَقَعُ - পতিত হওয়া, ঘটা

وَاقِعٌ - উপরে পড়া , ঘটা

وَهَبَ/ يَهَبُ - প্রদান করা, দেয়া

اَلْوَهَّابُ - প্রদানকারী (আল্লাহর গুণ)

وَيْلٌ - দুর্দশা, সর্বনাশ

وَيْلَةٌ - লজ্জা

يَاوَيْلَتَى - হায়, আমার লজ্জা !

ى

يَتِيْمٌ/ يَتَامَى - এতিম / বহুবচন

يَسَّرَ/ يُـيَسِّرُ - II সহজ করা

يُسْرٌ - সহজ, সুযোগ-সুবিধা

يَسِيْرٌ - সহজ

هـ

هَاجَرَ/ يُهَاجِرُ - III অভিবাসন করা, হিজরত করা

مُهَاجِرٌ - (III -এর কর্তাবাচক বিশেষ্য) যে অভিবাসন করে, হিজরতকারী

اِسْتَهْزَأَ/ يَسْتَهْزِئُ - X. উপহাস করা, ঠাট্টা করা

هُزُوٌ - উপহাস, ঠাট্টা

هَوَى/ يَهْوِى - কামনা করা, ঝুকে পড়া

هَوًى/ أَهْوَاءٌ - ইচ্ছা, খেয়াল, প্রচন্ড আবেগ/ বহুবচন

و

مِيْثَاقٌ/ (و ث ق) - একটি চুক্তি

وَدَّ/ يَوُدُّ - ভালবাসা, ইচ্ছা পোষণ করা

وُدٌّ - ভালবাসা

مَوَدَّةٌ - ভালবাসা, আবেগ

اَلْوَدُوْدُ - সদয় (আলাহর গুণ)

وَذَرَ/ يَذِرُ - ত্যাগ করা, পালাতে দেয়া

ذَرْ - (অনুজ্ঞাভাব) ত্যাগ কর

وَرِثَ/ يَرِثُ - উত্তরাধিকার হওয়া

أَوْرَثَ/ يُوْرِثُ - IV. উইলের দ্বারা কাকেও দান করা ; উত্তরাধিকার প্রাপ্তি হিসাবে দেয়া

مِيْرَاثٌ - উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত বস্তু

وَرَاءَ - পিছনে, নাগালের বাইরে

সর্বনাম

আরবি ভাষায় সর্বনামগুলিকে প্রধানত চার ভাগে বিভক্ত করা হয়েছে। নিম্নে উহাদের তালিকা দেওয়া হলো:

১. সর্বনাম স্বতন্ত্র الضَّمَائِرُ الْـمُنْفَصِلَةُ

বচন			লিঙ্গ	পুরুষ
বহুবচন	দ্বিবচন	একবচন		
هُمْ	هُمَا	هُوَ	পুং	
তারা		সে/ইহা		প্রথম
هُنَّ	هُمَا	هِيَ	স্ত্রী	
তারা		সে/ইহা		
أَنْتُمْ	أَنْتُمَا	أَنْتَ	পুং	
তোমরা		তুমি		মধ্যম
أَنْتُنَّ	أَنْتُمَا	أَنْتِ	স্ত্রী	
তোমরা		তুমি		
نَحْنُ		أَنَا	পুং ও	উত্তম
আমরা		আমি	স্ত্রী	

২. সংযুক্ত সর্বনাম الضَّمَائِرُ الْـمُتَّصِلَةُ

বচন			লিঙ্গ	পুরুষ
বহুবচন	দ্বিবচন	একবচন		
هُمْ/ هِمْ	هُمَا/ هِمَا	هُ/ هِ	পুং	
তাদের/তাদেরকে		তার/তাকে		প্রথম
هُنَّ/ هِنَّ	هُمَا/ هِمَا	هَا	স্ত্রী	
তাদের/তাদেরকে		তার/তাকে		
كُمْ	كُمَا	كَ	পুং	
তোমাদের/তোমাদেরকে		তোমার/তোমাকে		মধ্যম
كُنَّ	كُمَا	كِ	স্ত্রী	
তোমাদের/তোমাদেরকে		তোমার/তোমাকে		
نَا		ـى/ يَ/ نِى	পুং ও	উত্তম
আমাদের/ আমাদেরকে		আমাকে/ আমার	স্ত্রী	

৩. সংযোজক সর্বনাম اَلْاِسْمُ الْـمَوْصُوْلُ

বহুবচন	দ্বিবচন, কর্ম/সম্বন্ধকারক	দ্বিবচন, কর্তৃকারক	একবচন	লিঙ্গ
اَلَّذِيْنَ যারা	اَللَّذَيْنِ	اَللَّذَانِ	اَلَّذِى যে/যিনি	পুং
اَللَّاتِى/ اَللَّاءِى যারা	اَللَّتَيْنِ	اَللَّتَانِ	اَلَّتِى যে/যিনি	স্ত্রী
			مَنْ কে, যে কেহ	পুং ও স্ত্রী
			مَا যা কিছু	পুং ও স্ত্রী
			أَىٌّ কে সে, যে কেউ, যেই হউক	পুং
			أَيَّةٌ কে সে, যে কেউ, যেই হউক	স্ত্রী

৪. নির্দেশক সর্বনাম اَلْاِسْمُ الْاِشَارَةِ

বহুবচন	দ্বিবচন, কর্ম/সম্বন্ধকারক	দ্বিবচন, কর্তৃকারক	একবচন	লিঙ্গ
هٰؤُلَاءِ/ هَاؤُلَاءِ এইগুলি/ ইহারা	هٰذَيْنِ	هٰذَانِ	هٰذَا এই/ ইহা	পুং
	هٰتَيْنِ/ هَاتَيْنِ	هٰتَانِ/ هَاتَانِ	هٰذِهِ এইটি/ ইহা	স্ত্রী
أُولَائِكَ ঐগুলি/উহারা			ذٰلِكَ ঐটি/উহা	পুং
			تِلْكِ ঐটি/উহা	স্ত্রী

শব্দের সঙ্গে সংযুক্ত সর্বনাম

একবচন

পুরুষ, লিঙ্গ	সংযুক্ত সর্বনাম		শব্দের সঙ্গে
৩য়, পুং	ـُهُ ـِهِ	তার, তাকে	رَبُّهُ مِنْهُ عَلَيْهِ
৩য় স্ত্রী	هَا	তার, তাকে	رَبُّهَا مِنْهَا عَلَيْهَا
২য়, পুং	كَ	তোমার, তোমাকে	رَبُّكَ مِنْكَ عَلَيْكَ
২য়, স্ত্রী	كِ	তোমার, তোমাকে	رَبُّكِ مِنْكِ عَلَيْكِ
১ম, পুং ও স্ত্রী	ـِي نِي	আমার, আমাকে	رَبِّي مِنِّي عَلَيَّ

বহুবচন

সংযুক্ত সর্বনাম		শব্দের সঙ্গে
هُمْ هِمْ	তাদের/ তাদেরকে	رَبُّهُمْ مِنْهُمْ عَلَيْهِمْ
هُنَّ هِنَّ	তাদের/ তাদেরকে	رَبُّهُنَّ مِنْهُنَّ عَلَيْهِنَّ
كُمْ	তোমাদের/ তোমাদেরকে	رَبُّكُمْ مِنْكُمْ عَلَيْكُمْ
كُنَّ	তোমারে/ তোমাদেরকে	رَبُّكُنَّ مِنْكُنَّ عَلَيْكُنَّ
نَا	আমাদের/ আমাদেরকে	رَبَّنَا مِنَّا عَلَيْنَا

দ্বিবচন

هُمَا هِمَا	তাদের উভয়ে/ তাদেরকে	৩য়, পুং ও স্ত্রী,
كُمَا	তোমার উভয়ে, তোমাদেরকে	২য়, পুং ও স্ত্রী,

رَبُّهُمَا مِنْهُمَا عَلَيْهِمَا

رَبُّكُمَا مِنْكُمَا عَلَيْكُمَا

অতীতকালের ক্রিয়ার সঙ্গে নিহিত থাকা অবিভক্তযোগ্য সর্বনাম

বহুবচন		দ্বিবচন		একবচন		পুরুষ, লিঙ্গ
তারা (পুং) লিখেছিল	(هُمْ) كَتَبُوا	তারা (উভয়ে) লিখেছিল	(هُمَا) كَتَبَا	সে(পুং) লিখেছিল	(هُوَ) كَتَبَ	৩য়, পুং
তারা (স্ত্রী) লিখেছিল	(هُنَّ) كَتَبْنَ	তারা (উভয়ে) লিখেছিল	(هُمَا) كَتَبَتَا	সে (স্ত্রী) লিখেছিল	(هِيَ) كَتَبَتْ	৩য়, স্ত্রী
তোমরা (পুং) লিখছিলে	(أَنْتُمْ) كَتَبْتُمْ	তোমরা (উভয়ে) লিখেছিলে	(أَنْتُمَا) كَتَبْتُمَا	তুমি (পুং) লিখেছিলে	(أَنْتَ) كَتَبْتَ	২য়, পুং
তোমরা (স্ত্রী) লিখেছিলে	(أَنْتُنَّ) كَتَبْتُنَّ	তোমরা (উভয়ে) লিখেছিলে	(أَنْتُمَا) كَتَبْتُمَا	তুমি (স্ত্রী) লিখেছিলে	(أَنْتِ) كَتَبْتِ	২য়, স্ত্রী
আমরা লিখেছিলাম	(نَحْنُ) كَتَبْنَا	আমরা লিখেছিলাম	(نَحْنُ) كَتَبْنَا	আমি লিখেছিলাম	(أَنَا) كَتَبْتُ	১ম, পুং ও স্ত্রী

বর্তমানকালের ক্রিয়ার সঙ্গে নিহিত থাকা অবিভক্তযোগ্য সর্বনাম

বহুবচন		দ্বিবচন		একবচন		পুরুষ, লিঙ্গ
তারা (পুং) লেখে	(هُمْ) يَكْتُبُوْنَ	তারা (উভয়ে) লেখে	(هُمَا) يَكْتُبَانِ	সে (পুং) লেখে	(هُوَ) يَكْتُبُ	৩য়, পুং
তারা (স্ত্রী) লেখে	(هُنَّ) يَكْتُبْنَ	তারা (উভয়ে) লেখে	(هُمَا) تَكْتُبَانِ	সে (স্ত্রী) লেখে	(هِيَ) تَكْتُبُ	৩য়, স্ত্রী
তোমরা (পুং) লেখ	(أَنْتُمْ) تَكْتُبُوْنَ	তোমরা (উভয়ে) লেখ	(أَنْتُمَا) تَكْتُبَانِ	তুমি (পুং) লেখ	(أَنْتَ) تَكْتُبُ	২য়, পুং
তোমরা (স্ত্রী) লেখ	(أَنْتُنَّ) تَكْتُبْنَ	তোমরা (উভয়ে) লেখ	(أَنْتُمَا) تَكْتُبَانِ	তুমি (স্ত্রী) লেখ	(أَنْتِ) تَكْتُبِيْنَ	২য়, স্ত্রী
আমরা লেখি	(نَحْنُ) نَكْتُبُ	আমরা লেখি	(نَحْنُ) نَكْتُبُ	আমি লেখি	(أَنَا) اَكْتُبُ	১ম, পুং ও স্ত্রী

উদ্ভাবিত ক্রিয়ার বিভিন্ন রূপ এবং ক্রিয়া হতে গঠিত বিশেষ্য

ক্রিয়া বি	কর্ম বি	কর্তা বি	অনুজ্ঞা	বর্তমান যুসীভ	বর্তমান সাপেক্ষ	বর্তমান নির্দেশক	অতীত	প্যাটার্ন	ফরম নং	ক্রিয়ার ১নং ফরম
شِرْبٌ	مَشْرُوْبٌ	شَارِبٌ	اِشْرَبْ	يَشْرَبْ	يَشْرَبَ	يَشْرَبُ	شَرِبَ	فَعَلَ	১	شَرِبَ
تَذْكِيْرٌ	مُذَكَّرٌ	مُذَكِّرٌ	ذَكِّرْ	يُذَكِّرْ	يُذَكِّرَ	يُذَكِّرُ	ذَكَّرَ	فَعَّلَ	২	ذَكَرَ
جِهَادٌ	مُجَاهَدٌ	مُجَاهِدٌ	جَاهِدْ	يُجَاهِدْ	يُجَاهِدَ	يُجَاهِدُ	جَاهَدَ	فَاعَلَ	৩	جَهَدَ
إِخْرَاجٌ	مُخْرَجٌ	مُخْرِجٌ	أَخْرِجْ	يُخْرِجْ	يُخْرِجَ	يُخْرِجُ	أَخْرَجَ	أَفْعَلَ	৪	خَرَجَ
تَعَلُّمٌ	مُتَعَلَّمٌ	مُتَعَلِّمٌ	تَعَلَّمْ	يَتَعَلَّمْ	يَتَعَلَّمَ	يَتَعَلَّمُ	تَعَلَّمَ	تَفَعَّلَ	৫	عَلِمَ
تَعَاوُنٌ	مُتَعَاوَنٌ	مُتَعَاوِنٌ	تَعَاوَنْ	يَتَعَاوَنْ	يَتَعَاوَنَ	يَتَعَاوَنُ	تَعَاوَنَ	تَفَاعَلَ	৬	عَانَ
اِنْصِرَافٌ	مُنْصَرَفٌ	مُنْصَرِفٌ	اِنْصَرِفْ	يَنْصَرِفْ	يَنْصَرِفَ	يَنْصَرِفُ	اِنْصَرَفَ	اِنْفَعَلَ	৭	صَرَفَ
اِسْتِمَاعٌ	مُسْتَمَعٌ	مُسْتَمِعٌ	اِسْتَمِعْ	يَسْتَمِعْ	يَسْتَمِعَ	يَسْتَمِعُ	اِسْتَمَعَ	اِفْتَعَلَ	৮	سَمِعَ
اِسْوِدَادٌ	......	مُسْوَدٌّ	اِسْوَدْ	يَسْوَدْ	يَسْوَدَّ	يَسْوَدُّ	اِسْوَدَّ	اِفْعَلَّ	৯	سَوِدَ
اِسْتِغْفَارٌ	مُسْتَغْفَرٌ	مُسْتَغْفِرٌ	اِسْتَغْفِرْ	يَسْتَغْفِرْ	يَسْتَغْفِرَ	يَسْتَغْفِرُ	اِسْتَغْفَرَ	اِسْتَفْعَلَ	১০	غَفَرَ

সংযোজনী

সংযোজনী ১

বাংলা, ইংরেজি ও আরবি পারিভাষিক শব্দাবলি

বাংলা	ইংরেজি	আরবী
শব্দ/পদ	Word/ Parts of Speach	كَلِمَةٌ
বাক্য	Sentence	جُمْلَةٌ
বিশেষ্য	Noun	اِسْمٌ
বিশেষণ	Adjective	النَّعْتُ
সর্বনাম	Pronoun	الضَّمِيْرُ
ক্রিয়া	Verb	فِعْلٌ
অব্যয়	Particle	حَرْفٌ
ক্রিয়াবাচক বিশেষ্য	Verbal Noun / Noun of Action	أَسْمَاءُ الْفِعْلِ / اَلْـمَصْدَرُ
কর্তাবাচক বিশেষ্য	Active Participle	أَسْمَاءُ الْفَاعِلِ
কর্মবাচক বিশেষ্য	Passive Participle	أَسْمَاءُ الْـمَفْعُوْلِ
স্থানবাচক ও সময়বাচক বিশেষ্য	Noun of Place & Time	أَسْمَاءُ الظَّرْفِ
স্থানবাচক বিশেষ্য	Noun of Place	أَسْمَاءُ الْـمَكَانِ
সময়বাচক বিশেষ্য	Noun of Time	أَسْمَاءُ الزَّمَانِ
যন্ত্রবাচক বিশেষ্য	Noun of Instrument	أَسْمَاءُ الْآلَةِ
জাতি বিশেষ্য	Generic Noun	اِسْمُ الْـجِنْسِ
একসংখ্যতা বিশেষ্য/	Noun of Unity	اِسْمُ الْوَحْدَةِ
সমষ্টিবাচক বিশেষ্য	Collective Noun	اِسْمُ الْجَمْعِ
আধিক্যবাচক বিশেষ্য	Noun of Intensity	اِسْمُ الْـمُبَالَغَةِ
তুলনামূলক বিশেষণ/ অগ্রাধিকারসূচক বিশেষ্য	Comparative Adjective/ Noun of Preeminence	اِسْمُ التَفْضِيْلِ
স্বতন্ত্র সর্বানাম	Seperate Pronoun	الضَّمَائِـرُ الْـمُنْفَصِلَةُ
সংযুক্ত সর্বানাম	Attached Pronoun	الضَّمَائِـرُ الْـمُتَّصِلَةُ
নির্দেশক সর্বানাম	Demonstrative Pronoun	أَسْمَاءُ الْإِشَارَةِ
সংযোজক সর্বানাম	Conjunctive Pronoun	أَسْمَاءُ الْـمَوْصُوْلَةِ
সম্বন্ধসূচক অব্যয়	Preposition	حُرُوْفُ الْـجَرِّ
সংযোজক অব্যয়	Conjunction	حُرُوْفُ الْعَطْفِ/ الْشَرْطِ
আবেগসূচক অব্যয়	Interjection	حُرُوْفُ النِّدَاءِ

ক্রিয়া বিশেষণ	Adverb	أَوْصَفُ الْفِعْلِ
প্রথম পুরুষ	Third person	اَلْغَائِبُ
মধ্যম পুরুষ	Second person	اَلْـمُخَاطَبُ
উত্তম পুরুষ	First person	اَلْـمُتَكَلِّمُ
একবচন	Singular	اَلْـمُفْرَدُ/ اَلْوَاحِدُ
দ্বিবচন	Dual	اَلْـمُثَنَّى/ التَّثْنِيَةُ
বহুবচন	Plural	اَلْـجَمْعُ
পুংলিঙ্গ	Masculine	اَلْـمُذَكَّرُ
স্ত্রীলিঙ্গ	Feminine	اَلْـمُؤَنَّثُ
নির্দেশকভাব	Indicative mood	مَرْفُوْعٌ
সাপেক্ষভাব	Subjunctive mood	مَنْصُوْبٌ
যুসীভভাব	Jussive mood	مَـجْزُوْمٌ
অনুজ্ঞাভাব	Imperative mood	فِعْلُ الْأَمْرِ
কর্তৃকারক	Nominative case	اَلرَّفْعُ
কর্মকারক	Accusative case	اَلنَّصْبُ
সম্বন্ধকারক	Genative case	اَلْـجَرُّ
কর্তৃবাচ্য	Active Voice	اَلْـمعْرُوْفُ / اَلْمَعْلُوْمُ
কর্মবাচ্য	Passive Voice	اَلْـمَجْهُوْلُ

সংযোজনী ২

পরিভাষা ও তাদের সংজ্ঞা

(১) **শব্দ/ পদ** (Word/Parts of Speech, كَلِمَةٌ)

এক বা তার বেশী বর্ণের পাশাপাশি অর্থ প্রকাশক মিলনকে **শব্দ** বলে এবং বাক্যে ব্যবহৃত শব্দকে **পদ** বলে; আরবিতে শব্দকে كَلِمَةٌ বলে, যেমন: –كَتَبَ সে লিখেছিল, عَبْدٌ একজন দাস, إِذَا যখন।

আরবি ভাষায় পদ তিন প্রকার; যথা اِسْمٌ (বিশেষ্য), فِعْلٌ (ক্রিয়া) এবং حَرْفٌ (অব্যয়)। আরবি اِسْمٌ এর মধ্যে বিশেষণ (نَعْتٌ) এবং সর্বনাম (ضَمِيْرٌ) অন্তর্ভূক্ত।

(২) **বাক্য** (Sentence, جُمْلَةٌ), **উদ্দেশ্য ও বিধেয়**

একটি বাক্যে যে ব্যক্তি বা বস্তুকে উদ্দেশ্য করে কোন কিছু বলা হয়, তাকে **উদ্দেশ্য** (Subject) বলে, আর উদ্দেশ্য সম্পর্কে যা বলা হয়, তাকে **বিধেয়** (Predicate) বলে । উদ্দেশ্যকে مُبْتَدَاءٌ এবং **বিধেয়**কে خَبَرٌ বলে।

(৩) **পুরুষ** (Person, شَخْصٌ)

বাংলা ও ইংরেজী ভাষার মত আরবি ভাষায় পুরুষ তিন প্রকার:

(৩.১) **উত্তম পুরুষ** (First Person, مُتَكَلِّمٌ)**:** যে ব্যক্তি নিজেই বক্তা তাকে উত্তম পুরুষ বলে। যেমন: نَحْنُ, اَنَا ইত্যাদি।

(৩.২) **মধ্যম পুরুষ** (Second Person, مُـخَاطَبٌ বা حَاضِرٌ)**:** যে ব্যক্তিকে উদ্দেশ্য করে কিছু বলা হয় তাকে মধ্যম পুরুষ বলে। যেমন: اَنْتُمْ, اَنْتَ ইত্যাদি।

(৩.৩) **প্রথম পুরুষ** বা নাম পুরুষ (Third Person, غَائِبٌ)**:** যে ব্যক্তি সম্পর্কে কিছু বলা হয়, সেই প্রথম পুরুষ । যেমন: هُمْ, هُو ইত্যাদি।

(৪) **বচন** (Number, عَدَدٌ)

আরবি ভাষায় বচন তিন প্রকার:

(৪.১) একবচন (Singular Number, الْـمُفْرَدُ)**:** যে বচন দ্বারা একটি মাত্র ব্যক্তি বা বস্তুকে বুঝায়, তাকে একবচন বলে। যেমন: رَجُلٌ, شَجَرٌ ইত্যাদি

(৪.২) দ্বিবচন (Dual Number, الْـمُثَـنّٰى)**:** যে বচন দ্বারা দুইজন ব্যক্তি বা দুইটি বস্তুকে বুঝায়, তাকে দ্বিবচন বলে। ইংরেজী ও বাংলা ভাষায় **দ্বিবচন** বলে কিছু নাই। যেমন: رَجُلَانِ, كِتَابَانِ ইত্যাদি

(৪.৩) বহুবচন (Plural Number, الْـجَمْعُ)**:** যে বচন দ্বারা দুইয়ের অধিক ব্যক্তি বা বস্তুকে বুঝায়, তাকে বহুবচন বলে। যেমন: رِجَالٌ, كُتُبٌ ইত্যাদি।

(৫) **লিঙ্গ** (Gender, جِنْسٌ)

ইংরেজী ও বাংলা ভাষায় লিঙ্গ তিন প্রকার: পুংলিঙ্গ, স্ত্রীলিঙ্গ, ক্লীবলিঙ্গ । কিন্তু আরবি ভাষায় লিঙ্গ দুই প্রকার: مُذَكَّرٌ বা পুংলিঙ্গ এবং مُؤَنَّثٌ বা স্ত্রীলিঙ্গ। ইংরেজী ভাষার Neuter Gender এবং বাংলা ভাষার ক্লীবলিঙ্গ , আরবি ভাষার পুংলিঙ্গ এবং স্ত্রীলিঙ্গ এর অন্তর্ভূক্ত।

(৬) **কারক** (Case)

একটি বাক্যে ব্যবহৃত বিশেষ্য এর সাথে ঐ বাক্যের অন্যান্য শব্দের যে সম্বন্ধ বা সম্পর্ক থাকে তাকে কারক বলে। বাংলা ও ইংরেজির ন্যায় আরবি ভাষায়ও কারক তিন শ্রেণীতে বিভক্ত ;

(৬.১) কর্তৃকারক (Nominative Case, اَلرَّفْعُ)**:** বিশেষ্য বা সর্বনাম ক্রিয়ার কর্তারূপে ব্যবহৃত হলে তখন ঐ বিশেষ্য বা সর্বনাম কর্তৃকারকের অন্তর্ভূক্ত । যেমন: كَانَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً; এখানে النَّاسُ শব্দটি কর্তৃকারকে আছে অর্থাৎ مَرْفُوْعٌ ।

(৬.২) কর্মকারক (Accusative Case বা Objective Case, اَلنَّصْبُ)**:** যখন কোনো বিশেষ্য বা সর্বনাম কোনো ক্রিয়ার কর্ম হিসাবে ব্যবহৃত হয়, তখন ঐ বিশেষ্য বা সর্বনামটি কর্মকারকে আছে। উপরের উদাহরণের أُمَّةً এবং وَاحِدَةً শব্দ দুইট কর্মকারকে আছে অর্থাৎ مَنْصُوْبٌ ।

(৬.৩) সম্বন্ধসূচক কারক (Genitive বা Possessive Case, اَلْجَرُّ)**:** যে বিশেষ্য বা সর্বনাম কোনো ব্যক্তি বা বস্তুর সঙ্গে সম্বন্ধ প্রকাশ করে তাকে সম্বন্ধসূচক কারক বলে। যেমন: لَيْلَةُ الْقَدْرِ ; এখানে الْقَدْرِ শব্দটি সম্বন্ধসূচক কারকে আছে অর্থাৎ مَجْرُوْرٌ।

(৭) বাচ্য (Voice)

কর্তার কাজ প্রকাশ করার দু'টি উপায় আছে (১) কর্তা নিজে কাজ করে এবং (২) কর্তার উপরে কোনো কাজ করা হয়। এমনিভাবে কর্তার কাজ প্রকাশ করার রীতিকে বাচ্য বলে। বাচ্য দুই প্রকার:

(৭.১) কর্তৃবাচ্য (Active Voice, مَعْلُوْمٌ)**:** যখন কর্তা নিজে কাজ করে, তখন ক্রিয়ার কর্তৃবাচ্য হয়। যেমন: خَلَقَ اللهُ الْاِنْسَانُ ।

(৭.২) কর্মবাচ্য (Passive Voice,مَجْهُوْلٌ)**:** যখন কর্তার উপর কাজ করা হয়, তখন ক্রিয়ার কর্মবাচ্য হয়। যেমন: خُلِقَ الْاِنْسَانُ।

(৮) আর্টিকেল (Article)

যে শব্দ বা অক্ষর বিশেষ্য-এর পূর্বে বসে তার নির্দিষ্টতা বা অনির্দিষ্টতা নির্দেশ করে সে সব অক্ষরকে নির্দেশক আর্টিকেল বলে। আর্টিকেল দুই প্রকার ঃ

(৮.১) নির্দিষ্ট আর্টিকেল (Definite Article)**:** যে আর্টিকেল দ্বারা কোনো ব্যক্তি বা বস্তুকে নির্দিষ্ট করে বুঝায়, তাকে নির্দিষ্ট আর্টিকেল বলে। আরবিতে নির্দিষ্ট আর্টিকেল একটি اَلْ যেমন: اَلْكِتَابُ।

(৮.২) অনির্দিষ্ট আর্টিকেল (Indefinite Article): যে আর্টিকেল দ্বারা কোন ব্যক্তি বা বস্তুকে নির্দিষ্ট করে বুঝায় না, তাকে অনির্দিষ্ট আর্টিকেল বলে, আরবিতে কোন অনির্দিষ্ট অনির্দিষ্ট নাই। বিশেষ্য/ বিশেষণ এর শেষ অক্ষরে তানভীন যুক্ত করে অনির্দিষ্ট আর্টিকেল এর কাজ সম্পন্ন করা হয়; যেমন:كِتَابٌ ।

(৯) কাল (Tense, زَمَانَ)

বাংলা ও ইংরেজিতে কাল তিন প্রকার, কিন্তু আরবিতে কাল দুই প্রকার :

(৯.১) অতীতকাল (Past Tense, مَاضِيٌ)**:** যখন ক্রিয়ার কাজ সম্পন্ন হয়ে যায় তখন ক্রিয়ার অতীতকাল হয়; যেমন: كَتَبَসে লিখেছিল।

(৯.২) বর্তমানকাল (Present Tense, مُضَارِعٌ)**:** যখন ক্রিয়ার কাজ চলছে বা চলবে এরকম অবস্থা বুঝায় তখন ক্রিয়ার 'বর্তমান' কাল হয়; যেমন: يَكْتُبُ সে লিখে। سَ এবং سَوْفَ যুক্ত করে বর্তমান কালের ক্রিয়ার রূপ দ্বারা ভবিষ্যৎ কাল এর অর্থ প্রকাশ করা হয়; যেমন: سَيَكْتُبُ সে লিখেবে ।

(১০) ক্রিয়ার ভাব (Mood)

ক্রিয়ার কাজের বিভিন্ন প্রকার রীতিকে ক্রিয়ার ভাব বলে অথবা ক্রিয়ার যে অবস্থার দ্বারা কোনো কাজের ধরন, প্রকার বা রীতি জানা যায়, তাকে ক্রিয়ার ভাব বলে। বাংলা ও ইংরেজী ভাষায় ক্রিয়ার ভাব বা Mood তিন প্রকার। যথা: **নির্দেশকভাব** (Indicative Mood, مَرْفُوْعٌ)**, সাপেক্ষভাব** (Subjunctive Mood, مَنْصُوْبٌ) এবং **অনুজ্ঞাভাব** (Imperative Mood, أَمْرٌ) । কিন্তু আরবি ভাষায় এই তিন প্রকার ক্রিয়ার ভাব ছাড়াও চতুর্থ এক প্রকার Mood বা ভাব আছে, যাকে **যুসীভভাব** (Jussive Mood) বা مَجْزُوْمٌ বলে। আরবি ভাষায় কেবল মাত্র বর্তমানকালের ক্রিয়ার জন্য ক্রিয়ার-ভাব ব্যবহার হয়।

(১০.১) নির্দেশকভাব: যে ক্রিয়াপদ দ্বারা কোন ঘটনা বর্ণনা করা হয়, সেই ধরণের ক্রিয়াপদ নির্দেশক ভাব এর অন্তর্ভূক্ত। যেমন: يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ। এখানে يَشَاءُ ক্রিয়াটি নির্দেশক ভাব এ আছে।

(১০.২) সাপেক্ষভাব: আরবি ভাষায় একটি বাক্যের অবস্থিত প্রধান ক্রিয়ার পরে যে ক্রিয়া আসে সে ক্রিয়টি সাপেক্ষ ভাব এ ব্যবহৃত হয়। প্রধান-ক্রিয়াটি সাধরণত আদেশ করা, কামনা বা ইচ্ছা করা, ভয় করা, ইত্যাদি অর্থ প্রকাশ করে; সাপেক্ষ ভাবের ক্রিয়ার

পূর্বে **কন্ট্রলার** (Controller) أَنْ, لِ, لَنْ, ইত্যাদি ব্যবহার করতে হয় যেমন:
أُرِيْدُ أَنْ أَذْهَبَ إِلَيْهِ , এখানে أَذْهَبَ ক্রিয়ার রূপটি সাপেক্ষ ভাব এ আছে।
نَسِيْتُ أَنْ أَكْتُبَ الدَّرْسَ , এখানে أَكْتُبَ ক্রিয়ার রূপটি সাপেক্ষ ভাব এ আছে।

(১০.৩) যুসীভভাব: যে ক্রিয়া দ্বারা কোন (মঙ্গল বা অমঙ্গল) কামনা করা, কোনো নিষেধাজ্ঞা দেওয়া, অতীতকালে কোনো কাজ না করার অস্বীকৃতি ইত্যাদি প্রকাশ করা, ইত্যাদি বুঝায়, আরবী ভাষায় সেই ভাবকে مَـجْزُوْمٌ বলে। ইংরেজী বা বাংলা ভাষায় এই ধরণের ক্রিয়া Imperative mood বা অনুজ্ঞাভাব এর অন্তর্ভূক্ত। যুসীভ ভাবে ব্যবহৃত ক্রিয়ার পূর্বে **কন্ট্রলার** (Controller) لَا , لَ , لَمْ, اِنْ ইত্যাদি ব্যবহার করতে হয়; যেমন:
لَا تَجْعَلْ مَعَ اللهِ إِلٰهًا آخَرَ, এখানে تَجْعَلْ ক্রিয়ার রূপটি যুসীভ ভাব এ আছে।
لَمْ يَعْلَمْ ; এখানে يَعْلَمْ ক্রিয়ার রূপটি যসীভ ভাব এ আছে।

(১০.৪) অনুজ্ঞাভাব أَمْرٌ) যে ক্রিয়া কোনো আদেশ, উপদেশ বা অনুরোধ প্রকাশ করে, সেই ধরণের ক্রিয়া পদ অনুজ্ঞাভাব (Imperative Mood) এর অন্তর্ভূক্ত। যেমন:
وَاعْبُدُوْا رَبَّكُمْ , এখানে اُعْبُدُوْ ক্রিয়ার রূপটি অনুজ্ঞা ভাবে আছে।
وَاغْفِرْ لَنَا رَبَّنَا , এখানে اِغْفِرْ ক্রিয়ার রূপটি অনুজ্ঞা ভাবে আছে।

(১১) আলিফ-মাকসুরা

কোন শব্দের শেষ অক্ষর যদি ي হয় এবং তার পূর্বের অক্ষরে যদি যবর থাকে, তখন সেই ي এর উচ্চারণ মাদ এর আলিফ এর মত হয়, সে ক্ষেত্রে ي এর নোক্তা উঠে যায়; তখন সেই ى কে আলিফ-মাকসুরা বলা হয়। যেমন: عِيْسَى।

(১২) মুদাফ এবং মুদাফ-ইলায়হি:

যখন দুইটি বিশেষ্য কিংবা তার সমার্থক শব্দ পাশাপাশি বসে তাদের মধ্যে যে সম্বন্ধ স্থাপিত হয়, আরবিতে এই সম্বন্ধকে ইদাফত (إِضَافَةٌ)বলে। প্রথম বিশেষ্যটিকে মুদাফ (مُضَافٌ) এবং দ্বিতীয় বিশেষ্যটি বা তার সমার্থক শব্দটিকে মুদাফ-ইলায়হি(مُضَافٌ اِلَيْهِ) বলে। যেমন: لَيْلَةُ الْقَدْرِ একটি ইদাফত । এখানে لَيْلَةُ শব্দটি মুদাফ এবং الْقَدْرِ শব্দটি মুদাফ-ইলায়হি। মুদাফ শব্দটি সব সময় নির্দিষ্ট; একটি বাক্যে তার অবস্থান অনুযায়ী মুদাফ শব্দটি কর্তা, কর্ম বা সম্বন্ধ কারকে হতে পারে; তবে তানভীন থাকলে তানভীন উঠে যাবে, দ্বিবচন হলে দ্বিবচনের نِ উঠে যাবে এবং অটুট বহুবচন হলে বহুবচনের نَ উঠে যাবে। মুদাফ-ইলায়হি সব সময় সম্বন্ধ কারকে হবে।

(১৩) গাইর মুনসারিফ বা الْـمَمْنُوْعُ مِنَ الصَّرْفِ

যে সমস্ত বিশেষ্য ও বিশেষণ কখনই তানভীন গ্রহন করে না, কিন্তু কারক পরিবর্তনে রূপ পরিবর্তন হয়, তবে কর্ম ও সম্বন্ধসুচক কারকে একইরূপ গ্রহণ করে তাকে **গাইর মুনসারিফ বলে**, পাশ্চাত্যের ব্যাকরণবিদগণ এই ধরনের বিশেষ্যকে Second Declension নাম করন করেছেন। যেমন: اَحْمَدُ, رَمَضَانُ।

(১৪) মাব্‌নিউন (مَبْنِىٌّ)

যে সমস্ত বিশেষ্য ও বিশেষণের ক্ষেত্রে কারক পরিবর্তন হলেও তাদের রূপ কখনই পরিবর্তন হয় না, সেই সমস্ত বিশেষ্য ও বিশেষণকে মাবনিউন বলে। যেমন: عَصَا, عِيْسَى , مُوْسَى ।

(১৫) বিশেষ্য (اِسْمٌ)

আরবি ভাষায় বিশেষ্যগুলি প্রাথমিকভাবে দুই ভাগে বিভক্ত করা হয়, যথা:-

(১৫.১) আদি (Premitive), যেমন: فَرَسٌ (ঘোড়া), رَجُلٌ(মানুষ), مَاءٌ (পানি), عَيْنٌ (চোখ) ইত্যাদি।

(১৫.১.১) সমষ্টিবাচক বিশেষ্য (اِسْمُ الْجَمْعِ , Collective Noun)

যে বিশেষ্য দ্বারা কোনো দল, গোষ্ঠি বা গ্রুপের একটিকে না বুঝিয়ে ঐ গোষ্ঠির সবগুলিকে বুঝায় তাকে সমষ্টিবাচক বিশেষ্য বলে; যেমন: مَـخَاضٌ(প্রসব বেদনা), رَجْلٌ(পা), مَـجُوْسُ(মাজুস), ইত্যাদি।

(১৫.১.২) একসংখ্যাবাচক বিশেষ্য (اِسْمُ الْوَحْدَةِ , Noun of unity)

যে বিশেষ্য দ্বারা একই জাতীয় ব্যক্তি, গোষ্টি বা প্রাণীর মাত্র একটিকে বুঝায়ে তাকে একসংখ্যাবাচক বিশেষ্য বলে; যেমন: بَقَرَةٌ (একটি গরু), ثَمَرَةٌ (একটি ফল), ইত্যাদি।

(১৫.১.৩) জাতিবাচক বিশেষ্য(اِسْمُ الْجِنْسِ **,** Generic Noun)

যে বিশেষ্য দ্বারা একই জাতীয় ব্যক্তি, বা প্রাণীর একটিকে না বুঝিয়ে ঐ জাতীয় সবগুলিকে বুঝায় তাকে **জাতিবাচক** বিশেষ্য বলে; যেমন: بَقَرٌ (গরু), نَحْلٌ (মৌমাছি),نَخِيْلٌ (তাল/ খেজুর গাছ), ইত্যাদি।

(১৫.২) উদ্ভাবিত (Derivative) **বিশেষ্য:** যে সকল বিশেষ্য ক্রিয়া বা অন্য বিশেষ্য হতে গঠিত হয় সেগুলি **উদ্ভাবিত বিশেষ্য বলে**। আরবি ভাষায় ক্রিয়া থেকে নিম্নবর্ণিত বিশেষ্যগুলি গঠিত হয়:

(১৫.২.১) أَسْمَآءُ الْفِعْل বা **ক্রিয়াবাচক বিশেষ্য** (Verbal Noun বা Noun of Action),
যেমন: نَصَرَ (সাহায্য করা) থেকে نَصْرٌ (সাহায্য)।

(১৫.২.২) أَسْمَآءُ الْفَاعِلِ বা **কর্তাবাচক বিশেষ্য** (Active Participle)
যেমন: نَصَرَ (সাহায্য করা) থেকে نَاصِرٌ (সাহায্যকারী)।

(১৫.২.৩) أَسْمَآءُ الْـمَفْعُولِ বা **কর্মবাচক বিশেষ্য** (Passive Participle)
যেমন: نَصَرَ (সাহায্য করা) থেকে مَنْصُورٌ (যাকে সাহায্য করা হয়েছে)।

(১৫.২.৪) أَسْمَآءُالْـمَكَانِ বা **স্থানবাচক বিশেষ্য** (Noun of Place)
যেমন: سَجَدَ (বিনীত হওয়া, অবনমিত হওয়া) থেকে مَسْجِدٌ (মসজিদ)।

(১৫.২.৫) أَسْمَآءُالْظَمَانِ বা **কাল বা সময়বাচক বিশেষ্য** (Noun of Time)
যেমন: غَرَبَ (চলে যাওয়া) থেকে مَغْرِبٌ (পশ্চিম, সূর্য অস্ড় যাওয়া)।

(১৫.২.৬) أَسْمَآءُ الْآلَةِ বা **যন্ত্রবাচক বিশেষ্য (** Noun of Instrument)
যেমন: فَتَحَ (খোলা) থেকে مِفْتَاحٌ (চাবি)।

(১৫.২.৭) اِسْمُ التَفْضِيْلِ **বা তুলনামূলক বিশেষণ/ অগ্রাধিকারসূচক বিশেষ্য** (Comparative Adjective/ Noun of Preeminence),
যেমন: كَبِيْرٌ (বড়) থেকে أَكْبَرُ (অধিক বড়)।

(১৫.২.৮) اِسْمُ الْمُبَالَغَةِ **আধিক্যবাচক বিশেষ্য (** Noun of Intensity)
যেমন: نَافِثٌ (ফুঁ দেওয়া) থেকে نَفَّاثٌ (ফুঁ দেওয়া যার অভ্যাস)।

সংযোজনী ৩

মূল ক্রিয়া হতে উদ্ভাবিত ক্রিয়ার বিভিন্ন রূপ

(Derived forms of the root verb)

আরবি ভাষায় সংখ্যাগরিষ্ঠ ক্রিয়া তিন অক্ষর বিশিষ্ট অর্থাৎ তিনটি মূল অক্ষর দ্বারা গঠিত। অবশ্য চার অক্ষর বিশিষ্ট ক্রিয়া একেবারে খুব কম নয়।

তিন অক্ষর বিশিষ্ট মূল ক্রিয়া এবং চার অক্ষর বিশিষ্ট মূল ক্রিয়ার সঙ্গে অতিরিক্ত অক্ষর যুক্ত করে আরও কিছু ক্রিয়ার রূপ আছে, যেগুলি মূল (তিন অক্ষর বিশিষ্ট) ক্রিয়ার বিভিন্ন ভাবার্থ প্রকাশ করে।

তিন অক্ষর বিশিষ্ট মূল ক্রিয়া হতে উদ্ভাবিত ক্রিয়ার সংখ্যা সাধারণতঃ ১৪টি, তবে শিক্ষার্থীরা শেষের চারটি উপেক্ষা করতে পারেন, কারণ (একাদশ নম্বরটি ব্যতীত) এগুলির ব্যবহার খুব কম।

فَعَلَ একটি তিন অক্ষর বিশিষ্ট মূল ক্রিয়া, যার অর্থ "সে করেছিল"। এই ক্রিয়াটিকে (فَعَلَ ফরম নং-১) নমুনা ধরে ২নং হতে ১৫নং পর্যন্ত উদ্ভাবিত ফরম (Derived Forms) নিম্নরূপ ঃ

ফরম নং	উদ্ভূত ক্রিয়ার রূপ	ফরম নং	উদ্ভূত ক্রিয়ার রূপ	ফরম নং	উদ্ভূত ক্রিয়ার রূপ
২	فَعَّلَ	৭	اِنْفَعَلَ	১২	اِفْعَوْعَلَ
৩	فَاعَلَ	৮	اِفْتَعَلَ	১৩	اِفْعَوَّلَ
৪	أَفْعَلَ	৯	اِفْعَلَّ	১৪	اِفْعَنْلَلَ
৫	تَفَعَّلَ	১০	اِسْتَفْعَلَ	১৫	اِفْعَنْلٰى
৬	تَفَاعَلَ	১১	اِفْعَالَّ		

চার অক্ষর বিশিষ্ট মূল ক্রিয়া فَعْلَلَ (ফরম নং-১) কে নমুনা হিসাবে গ্রহণ করে উদ্ভাবিত ফরমগুলি নিম্নরূপ:

২	تَفَعْلَلَ
৩	اِفْعَنْلَلَ
৪	اِفْعَلَلَّ

সংযোজনী ৪

মূল ক্রিয়ার ক্রিয়াবাচক বিশেষ্যে এর নমুনা (Pattern)

তিন অক্ষর বিশিষ্ট মূল ক্রিয়া (ফরম নং-১) থেকে উদ্ভাবিত ক্রিয়াবাচক বিশেষ্য (Verbal Noun বা Noun of Action) গঠনের কোন নির্দ্ধারিত নিয়ম নাই। فَعَلَ ক্রিয়াকে নমুনা (Pattern) হিসাবে ব্যবহার করে মূল ক্রিয়া থেকে গৃহীত ক্রিয়াবাচক বিশেষ্যের একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ **নমুনা** তালিকা নীচে দেওয়া হল। সাধারণতঃ একটি নির্দিষ্ট ক্রিয়ার একাধিক ক্রিয়াবাচক বিশেষ্য হয় না। তবে সীমিতসংখ্যক ক্রিয়ার দুই বা তিনের অধিক ক্রিয়াবাচক বিশেষ্য হতে পারে। ক্রিয়াবাচক বিশেষ্যগুলিকে **মাস্‌দার** (اَلْمَصْدَرُ) ও বলা হয়। অধিকাংশ আরবিয় ব্যাকরণবিদগণের মতে এই মাস্‌দার হতেই মূলক্রিয়াগুলি উদ্ভাবিত হয়েছে।

ক্রিয়াবাচক বিশেষ্যের নমুনা সমূহ	নমুনা অনুযায়ী গঠিত বিভিন্ন ক্রিয়ার ক্রিয়াবাচক বিশেষ্যের উদাহরণ							
১	فَعْلٌ	ضَرْبٌ	رَدٌّ	عَجْرٌ	فَهْمٌ	قَوْلٌ	سَيْرٌ	غَزْوٌ
২	فَعَلٌ	طَلَبٌ	هَرَبٌ	جَلَبٌ	نَظَرٌ	كَرَمٌ	عَمَلٌ	سَخَطٌ
৩	فَعِلٌ	كَذِبٌ	ضَحِكٌ	حَرِمٌ	سَرِقٌ	حَلِفٌ		
৪	فِعْلٌ	حِفْظٌ	عِلْمٌ	ذِكْرٌ	فِسْقٌ			
৫	فِعَلٌ	كِبَرٌ	عِظَمٌ	صِغَرٌ	ثِقَلٌ	سِمَنٌ	رِضى	
৬	فُعْلٌ	جُبْنٌ	شُغْلٌ	زُهْدٌ	شُكْرٌ	شُرْبٌ	سُخْطٌ	وُدٌّ
৭	فُعَلٌ	هُدًى	سُرًى					
৮	فَعْلَةٌ	رَحْمَةٌ	كَثْرَةٌ	غَيْرَةٌ	حَيْرَةٌ			
৯	فَعَلَةٌ	غَلَبَةٌ	ضَبَعَةٌ	عَظَمَةٌ	شَكَاةٌ			
১০	فَعِلَةٌ	سَرِقَةٌ						
১১	فِعْلَةٌ	جِمْيَةٌ	عِصْمَةٌ	نِشْدَةٌ				
১২	فُعْلَةٌ	اُدْمَةٌ	سُمْرَةٌ					
১৩	فُعُلَّةٌ	غُلُبَّةٌ	غَلْبَّةٌ (ও লেখা হয়)					
[১৩	فِعِلَّةٌ	جِبِلَّةٌ]	কদাচিৎ ব্যবহৃত					

ক্রিয়াবাচক বিশেষ্যের নমুনা সমূহ	নমুনা অনুযায়ী গঠিত বিভিন্ন ক্রিয়ার ক্রিয়াবাচক বিশেষ্যের উদাহরণ						
১৪	فَعْلٰى	دَعْوَى	تَقْوَى				
১৫	فَعَلٰى	جَمَزَى	مَرَطَى				
১৬	فِعْلٰى	ذِكْرَى					
১৭	فُعْلٰى	بُشْرَى	رُجْعَى				
১৮	فُعُلّٰى	غُلُبَّى	(غِلِبَّى)				
১৯	فَعْلاَءُ	رَغْبَاءُ	رَهْبَاءُ				
১৯	فُعْلاَءُ	رُهْبَاءُ					
২০	فَعْلاَنٌ	لَيَّانٌ	شَنْئَانٌ	زَيْدَانٌ			
২১	فَعَلاَنٌ	خَفَقَانٌ	جَوَلاَنٌ	طَوَفَانٌ	هَيَجَانٌ	نَزَوَانٌ	شَنَئَانٌ
২২	فِعْلاَنٌ	حِرْمَانٌ	نِسْيَانٌ	رِضْيَانٌ			
২৩	فُعْلاَنٌ	رُجْحَانٌ	شُكْرَانٌ	غُفْرَانٌ	كُفْرَانٌ		
২৪	فَعَلُوْتٌ	جَبَرُوْتٌ	رَحَمُوْتٌ	رَهَبُوْتٌ			
২৪]	فَعَلُوْتَى	جَبَرُوْى	رَحَمُوتَى	رَهَبُوْتَى	]কদাচিৎ ব্যবহৃত		
২৫	فَعَالٌ	صَلاَحٌ	فَسَادٌ	ذَهَابٌ	نَفَادٌ	نَفَاذٌ	رَوَاحٌ
২৬	فِعَالٌ	حِجَابٌ	نِكَاحٌ	قِيَامٌ	اِيَابٌ	شِرَادٌ	نِفَارٌ
২৭	فُعَالٌ	سُؤَالٌ	سُعَالٌ	زُكَامٌ	مُشَآءٌ	اُزَازٌ	نُعَاقٌ
২৮	فَعَالَةٌ	ظَرَافَةٌ	نَظَافَةٌ	جَزَالَةٌ	فَصَاحَةٌ	ضَخَامَةٌ	زَهَادَةٌ
২৯	فِعَالَةٌ	كِتَابَةٌ	سِفَارَةٌ	عِبَادَةٌ	صِيَانَةٌ		

ক্রিয়াবাচক বিশেষ্যের নমুনা সমূহ	নমুনা অনুযায়ী গঠিত বিভিন্ন ক্রিয়ার ক্রিয়াবাচক বিশেষ্যের উদাহরণ						
৩০	فُعَالَةٌ	بُغَايَةٌ	خُفَارَةٌ				
৩১	فَعَالِيَةٌ	كَرَاهِيَةٌ	طَمَاعِيَةٌ	عَلاَنِيَةٌ	رَكَانِيَةٌ		
৩২	فَعُوْلٌ	قَبُوْلٌ	وَلُوْعٌ	وَقُوْدٌ	وَضُوْءٌ		
৩৩	فُعُوْلٌ	خُرُوْجٌ	دُخُوْلٌ	وُرُوْدٌ	غُدُوٌّ	جُحُوْدٌ	لُزُوْمٌ	قُدُوْمٌ
৩৩]	فَعُوْلَةٌ	اَلْوُكَةٌ	কদাচিৎ ব্যবহৃত					
৩৪	فُعُوْلَةٌ	سُهُوْلَةٌ	صُعُوْبَةٌ	عُذُوْبَةٌ				
৩৫	فَعُوْلِيَّةٌ	خَصُوْصِيَّةٌ	لَصُوْصِيَّةٌ					
৩৬	فُعُوْلِيَّةٌ	خُصُوْصِيَّةٌ	جُهُوْلِيَّةٌ	شُيُوْخِيَّةٌ				
৩৭	فَعِيْلٌ	صَهِيْلٌ	نَعِيْقٌ	نَعِيْبٌ	اَزِيْزٌ	ذَمِيْلٌ		
৩৮	فَعِيْلَةٌ	شَكِيَّةٌ	حَمِيَّةٌ					
৩৯	مَفْعَلٌ	مَدْخَلٌ	مَحْبَسٌ	مَحْمَلٌ	مَفَرٌّ			
৪০	مَفْعِلٌ	مَكْبِرٌ	مَرْجِعٌ	مَوْثِقٌ	مَوْعِدٌ	مَسِيْرٌ	مَصِيْرٌ	
৪১	مَفْعُلٌ	مَهْلُكٌ						
৪২	مَفْعَلَةٌ	مَحْمَدَةٌ	كَرَمَّةٌ	مَوَدَّةٌ	مَرْضَاةٌ			
৪৩	مَفْعِلَةٌ	مَحْمِدَةٌ	مَرْجِعَةٌ	مَعْرِفَةٌ	مَوْجِدَةٌ	مَسِيْرَةٌ	مَاْوِيَةٌ	
৪৪	مَفْعُلَةٌ	مَهْلُكَةٌ	مَقْدُرَةٌ					

সংযোজনী ৫

উদ্ভাবিত ক্রিয়ার ক্রিয়াবাচক বিশেষ্য এর নমুনা (Pattern)

(Verbal Noun/ Noun of Action of the Derived Verbs)

উদ্ভাবিত ক্রিয়ার (তিন অক্ষর বিশিষ্ট মূল ক্রিয়া, ২নং ফরম হতে ১০নং ফরম পর্যন্ত) ক্রিয়াবাচক বিশেষ্য গঠন প্রকৃতির তালিকা নীচে দেওয়া হল (فَعَلَ ক্রিয়া নমুনা হিসাবে ধরা হয়েছে):

উদ্ভাবিত ক্রিয়ার ফরম নং		ক্রিয়াবাচক বিশেষ্যের নমুনা	নমুনা অনুযায়ী গঠিত বিভিন্ন ক্রিয়ার ক্রিয়াবাচক বিশেষ্যের উদাহরণ					
২	ক.	تَفْعِيْلٌ						
	খ.	تَفْعِلَةٌ	تَبْصِرَةٌ	تَفْرِقَةٌ	تَكْمِلَةٌ	تَقْدِمَةٌ	تَكْرِمَةٌ	تَذْكِرَةٌ
	গ.	تَفْعُلَةٌ	تَهْلُكَةٌ	تَسُرَّةٌ	تَضُرَّةٌ			
	ঘ.	تَفْعَالٌ	تَوْمَاضٌ	تَكْرَارٌ	تَرْدَادٌ	تَهْدَاقٌ	تَهْطَالٌ	تَصْهَالٌ
	ঙ.	تِفْعَالٌ	تِمْثَالٌ	تِبْكَاءٌ	تِشْرَابٌ	تِمْشَاءٌ	تِلْقَاءُ	تِبْيَانٌ
	চ.	فِعَّالٌ	قِدَّامٌ	خِرَّاقٌ	فِسَّارٌ	عِلاَّمٌ	كِلاَّمٌ	كِذَّابٌ
৩	ক.	مُفَاعَلَةٌ						
	খ.	فِعَالٌ						
৪		اِفْعَالٌ						
৫	ক.	تَفَعُّلٌ						
	খ.	تِفَعَّالٌ	تِنِقَّامٌ	تِمِلاَّقٌ	تِكِلاَّمٌ	تِحِمَّالٌ		
৬	ক.	تَفَاعَلٌ						
	খ.	تَفَاعُلٌ	تَفَاوُتٌ					
	গ.	تَفَاعِلٌ	تَفَاوِتٌ					
৭		اِنْفِعَالٌ						
৮	ক.	اِفْتِعَالٌ						
	খ.	فِعَّالٌ	سِتَّارٌ	قِتَّالٌ				
৯		اِفْعِلاَلٌ						
১০		اِسْتِفْعَالٌ						

সংযোজনী ৬

উদ্ভাবিত ক্রিয়া হতে কর্তাবাচক বিশেষ্য ও কর্মবাচক বিশেষ্য গঠনের নমুনা (Pattern)

উদ্ভাবিত ক্রিয়া (তিন অক্ষর বিশিষ্ট মূল ক্রিয়া) হতে اِسْمِ فَاعِلٌ (কর্তা বিশেষ্য বা Participle Active) এবং اِسْمِ مَفْعُوْلٌ (কর্ম বিশেষ্য বা Participle Passive) গঠনের **নমুনা** তালিকা নীচে দেওয়া হল (فَعَلَ ক্রিয়াকে নমুনা হিসাবে ধরা হয়েছে)।

উদ্ভাবিত ক্রিয়ার ফরম নং	উদ্ভাবিত ক্রিয়ার নমুনা ফরম	উদ্ভাবিত ক্রিয়ার কর্তাবাচক বিশেষ্য	উদ্ভাবিত ক্রিয়ার কর্মবাচক বিশেষ্য
২	فَعَّلَ	مُفَعِّلٌ	مُفَعَّلٌ
৩	فَاعَلَ	مُفَاعِلٌ	مُفَاعَلٌ
৪	أَفْعَلَ	مُفْعِلٌ	مُفْعَلٌ
৫	تَفَعَّلَ	مُتَفَعِّلٌ	مُتَفَعَّلٌ
৬	تَفَاعَلَ	مُتَفَاعِلٌ	مُتَفَاعَلٌ
৭	اِنْفَعَلَ	مُنْفَعِلٌ	مُنْفَعَلٌ
৮	اِفْتَعَلَ	مُفْتَعِلٌ	مُفْتَعَلٌ
৯	اِفْعَلَّ	مُفْعَلٌّ	.....
১০	اِسْتَفْعَلَ	مُسْتَفْعِلٌ	مُسْتَفْعَلٌ

সংযোজনী ৭

মু'তাল ক্রিয়া اَلْـمِثَالُ এর রূপান্তরের বিশেষ নিয়ম

(প্রথম মূল অক্ষর و বা ي)

১. মু'তাল ক্রিয়া اَلْـمِثَالُ এর যে সমস্ত ক্রিয়ার প্রথম মূল অক্ষর و এবং বর্তমানকাল রূপে দ্বিতীয় মূল অক্ষরে যের গ্রহণ করে সে সকল ক্রিয়ার ক্ষেত্রে বর্তমানকাল রূপে و বিলুপ্ত হবে; যেমন:

وَلَـدَ	يَلِـدُ	সন্তান প্রসব করা
وَعَـدَ	يَعِـدُ	অঙ্গিকার করা

২. মু'তাল ক্রিয়া اَلْـمِثَالُ এর যে সমস্ত ক্রিয়ার প্রথম মূল অক্ষর و এবং বর্তমানকাল রূপে দ্বিতীয় মূল অক্ষরে যবর বা পেশ গ্রহণ করে সে সকল ক্রিয়ার ক্ষেত্রে বর্তমানকাল রূপে و বিলুপ্ত হবে না; যেমন:

وَجِلَ	يَوْجَلُ	ভীত হওয়া
وَبِقَ	يَوْبَقُ	ধ্বংস হওয়া
وَبُلَ	يَوْبُلُ	অস্বাস্থ্যকর হওয়া

৩. মু'তাল ক্রিয়া اَلْـمِثَالُ এর নিম্নে উল্লেখিত ৮টি ক্রিয়ার প্রথম মূল অক্ষর و এবং বর্তমানকাল রূপে দ্বিতীয় মূল অক্ষরে যবর হলেও বর্তমানকাল রূপে و বিলুপ্ত হবে; যেমন:

وَدَعَ	يَدَعُ	নামানো
وَذَرَ	يَذَرُ	স্বেচ্ছায় চলতে দেওয়া
وَزَعَ	يَزَعُ	নিয়ন্ত্রণ করা
وَسِعَ	يَسَعُ	প্রশস্ত হওয়া
وَضَعَ	يَضَعُ	স্থাপন করা
وَطِئَ	يَطَئُ	পদদলিত করা
وَقَعَ	يَقَعُ	পতিত হওয়া
وَهَبَ	يَهَبُ	প্রদান করা

সংযোজনী ৮

মু'তাল ক্রিয়া اَلْأَجْوَفُ এর রূপান্তরের বিশেষ নিয়ম

(দ্বিতীয় মূল অক্ষর و বা ي)

যে সমস্ত ক্রিয়ার দ্বিতীয় মূল অক্ষর و বা ي সে সমস্ত ক্রিয়ার ১, ৪, ৬, ৮ এবং ১০ নং ফরমে রূপান্তরের নিয়ম, Strong Verb (অর্থাৎ যে সমস্ত ক্রিয়ার মূল অক্ষরে و। ও ي নেই) হতে রূপান্তরের নিয়মের সঙ্গে কিছু ব্যতিক্রম আছে। প্রধান ব্যতিক্রমগুলি নীচে উল্লেখ করা হল:

নিয়ম ১ :

তিনটি মূল অক্ষরই যদি ধারাবাহিক ভাবে হরকত থাকে এবং ১ম মূল অক্ষরে জবর (ـَ) ও ৩য় মূল অক্ষরে যে কোন হরকত থাকে তা হলে ২য় মূল অক্ষর (অর্থাৎ و বা ي) মাদ্দ এর। (আলিফ) এ রূপান্তরিত হবে, যেমন:

আজওয়াফ ক্রিয়া	নিয়ম-১ অনুসারে পরিবর্তীত রূপ	আজওয়াফ ক্রিয়ার ব্যাকরণগত অবস্থান
قَوَمَ	قَامَ	অতীতকাল, কর্তৃবাচ্য Form I
خَوِفَ	خَافَ	- ঐ -
طَوُلَ	طَالَ	- ঐ -
سَيَرَ	سَارَ	- ঐ -
هَيِبَ	هَابَ	- ঐ -
اِنْقَوَدَ	اِنْقَادَ	অতীতকাল, ফরম নং-৭
يَنْقَوِدُ	يَنْقَادُ	বর্তমানকাল, কর্তৃবাচ্য ফরম নং-৭
اِقْتَوَدَ	اِقْتَادَ	অতীতকাল, কর্তৃবাচ্য ফরম নং- ৮
اِزْدَيَدَ	اِزْدَادَ	- ঐ -
يَزْدَيِدُ	يَزْدَادُ	বর্তমানকাল, ফরম নং-৭

নিয়ম–২:

অতীত থেকে বর্তমানকালে রূপান্তরের কারণে যদি ১ম মূল অক্ষর হরকত বিহীন হয়ে যায় এবং ৩য় মূল অক্ষরে হরকত থাকে তাহলে ২য় মূল অক্ষরের হরকত ১ম মূল অক্ষরে চলে যাবে এবং ২য় মূল অক্ষরটি (و বা ى) প্রথম মূল অক্ষরে এখন যে হরকত পেল তার সঙ্গে সম্পর্কিত মাদ্দের অক্ষরে রূপান্তরিত হবে, যেমন:

আজওয়াফ ক্রিয়া	অর্থ	পরিবর্তীত রূপ	আজওয়াফ ক্রিয়ার ব্যাকরণগত অবস্থান
يَقْوُلُ	সে বলে	يَقُوْلُ	বর্তমানকাল, কর্তৃবাচ্যীয়, ফরম নং-১
يَسْيِرُ	সে যায়	يَسِيْرُ	- ঐ -
يَخْوَفُ	সে ভীত	يَخَافُ	- ঐ -
يَهْيَبُ	সে ভীত	يَهَابُ	- ঐ -
يُقْوَلُ	বলা হয়	يُقَالُ	বর্তমান কাল, কর্মবাচ্যীয়, ফরম নং-১
يُقْيَلُ	ক্ষমা প্রদান করা হয়েছে	يُقَالُ	- ঐ- ফরম নং-৪

আজওয়াফ ক্রিয়া	অর্থ	পরিবর্তীত রূপ	আজওয়াফ ক্রিয়ার ব্যাকরণগত অবস্থান
يُقْوِمُ	সে থেকে যায়	يُقِيْمُ	বর্তমান কাল, কর্তৃবাচ্যীয়, ফরম নং-৪
يُلْيِنُ	সে নমনীয় হয়	يُلِيْنُ	- ঐ -
اَقْوِمُوْا	থাকা	اَقِيْمُوْا	আদেশসূচক, বহুবচন, ফরম নং-৪
اَلْيِنُوْا	নমনীয় হওয়া	اَلِيْنُوْا	- ঐ -
اَقْوَمَ	সে ছিল	اَقَامَ	অতীত কাল, কর্তৃবাচ্যীয়, ফরম নং-৪
اَلْيَنَ	সে নমনীয় হয়েছিল	اَلاَنَ	- ঐ -
يَسْتَقْوِمُ	সে সোজা হয়ে দাড়ায়	يَسْتَقِيْمُ	বর্তমান কাল, কর্তৃবাচ্যীয়, ফরম নং-১০
اُسْتُلْيِنَ	তাকে ভদ্র মনে করা হয়েছিল	اُسْتُلِيْنَ	অতীকাল, কর্মবাচ্যীয়, ফরম নং-১০
يُسْتَقْيَلُ	ক্ষমা চাওয়া হয়েছে	يُسْتَقَالُ	বর্তমানকাল, কর্মবাচ্যীয়, ফরম নং-১০

নিয়ম–৩ :

যুসীভ এবং অনুজ্ঞাভাব এ রূপান্তরের কারণে ৩য় মূল অক্ষরের হরকত অপসারিত হওয়ায় দুইটি পাশাপাশি অক্ষরে জযম চলে আসে; দুইটি পাশাপাশি অক্ষরে জযম হওয়ায় উচ্চারণের সুবিধার্থে মদ্দের অক্ষরটি উঠে যাবে, যেমন:

আজওয়াফ ক্রিয়া	নিয়ম-২ অনুসারে পরিবর্তীত রূপ	নিয়ম-৩ অনুসারে পরিবর্তীত	আজওয়াফ ক্রিয়ার ব্যাকরণগত অবস্থান
(يَقْوُلْ)	يَقُوْلْ	يَقُلْ	যুসীভ, কর্তৃবাচ্যীয় ফরম নং-১
(يَسْيِرْ)	يَسِيْرْ	يَسِرْ	- ঐ -
(يَخْوَفْ)	يَخَافْ	يَخَفْ	- ঐ -
(يُقْوَلْ)	يُقَالْ	يُقَلْ	যুসীভ, কর্মবাচ্যীয় ফরম নং-১
(يُقْوِمْ)	يُقِيْمْ	يُقِمْ	যুসীভ, কর্তৃবাচ্যীয় ফরম নং-১
(اَقْيِلْ)	اَقِيْلْ	اَقِلْ	অনুজ্ঞা ফরম নং-৪
(اَقْوِمْ)	اَقِيْمْ	اَقِمْ	- ঐ -
(اَقْوَمْتَ)	اَقَامْتَ	اَقَمْتَ	মধ্যম পুরুষ, একবচন, পুংলিঙ্গ, অতীত কাল, কর্তৃবাচ্যীয়, ফরম নং-৪
(اَقْوِدْتَ)	اَقِيْدْتَ	اَقِدْتَ	ঐ– কর্মবাচ্যীয়, ফরম নং-৪
(اُسْتُلْيِنْتَ)	اُسْتُلِيْنْتَ	اُسْتُلِنْتَ	ঐ– কর্মবাচ্যীয়, ফরম নং-৪
(اَقْوَمْنَ)	اَقَامْنَ	اَقَمْنَ	প্রথম পুরুষ, বহুবচন, স্ত্রী লিঙ্গ, অতীত কাল, কর্তৃবাচ্যীয়, ফরম নং-৪
(اَقْوِمْنَ)	اَقِيْمْنَ	اَقِمْنَ	মধ্যম পুরুষ, বহুবচন, স্ত্রীলিঙ্গ, অনুজ্ঞা ফরম নং-৪

দ্রষ্টব্য ঃ يَكُوْن এর জন্য كَانَ اَيَكُنَ ক্রিয়া (হওয়া) এর যুসীভ; অনেক সময় বিশেষ করে কবিগণ আরও সংক্ষেপে করে يَكُ লেখেন।

নিয়ম ৪ :

পূর্ববর্তী দুই ধরনের পরিবর্তনের ফলে (**নিয়ম-২ ও নিয়ম-৩**) ১নং ফরমের আদেশ সূচক ফরমে (Imperative) প্রদত্ত অতিরিক্ত । (আলিফ) টি উঠে যাবে, যেমন ঃ

আজওয়াফ ক্রিয়ার অনুজ্ঞা ভাব	নিয়ম-২ অনুসারে পরিবর্তীত রূপ	নিয়ম-৩ অনুসারে পরিবর্তীত রূপ	নিয়ম-৪ অনুসারে পরিবর্তীত রূপ
اُقْوُلْ	اُقُوْلْ	اُقُلْ	قُلْ
اِسْيِرْ	اِسِيْرْ	اِسِرْ	سِرْ
اَخْوَفْ	اِخَافْ	اِخَفْ	خَفْ
اِهْوَفْ	اِهَافْ	اِهَبْ	هَبْ
اُقْوُلُوْا	اُقُوْلُوْا	...	قُوْلُوْا
اِسْيِرُوْا	اِسِيْرُوْا	...	سِيرُوا
اِخْوَفُوْا	اِخَافُوْا	...	خَافُوْا
اِهْيَبُوْا	اِهَابُوْا	...	هَابُوْا

নিয়ম ৫ :

যদি ১ম মূল অক্ষরের হরকত ـُ (পেশ) হয় এবং ২য় মূল অক্ষরে (و বা ى) জের থাকে, তাহলে ১ম মূল অক্ষরের পেশ (ـُ) টি উঠে গিয়ে ২য় মূল অক্ষরের (و বা ـِ) (ى) জেরটি ১ম মূল অক্ষরে স্থানান্তরিত হবে ফলে ২য় মূল অক্ষরটি (و বা ى) মাদ এর ى তে রূপান্তরিত হবে, যেমন ঃ

আজওয়াফ ক্রিয়ার কর্মবাচ্য রূপ	নিয়ম–৫ অনুসারে পরিবর্তীত রূপ	আজওয়াফ ক্রিয়ার ব্যাকরণগত অবস্থান
قُوِلَ	قِيْلَ	অতীতকাল, কর্মবাচ্য ফরম নং-১
سُيِرَ	سِيْرَ	- ঐ -
اُسْتُوِقَ	اُسْتِيْقَ	অতীতকাল, কর্মবাচ্য ফরম নং-৮
اُخْتُيِرَ	اُخْتِيْرَ	- ঐ -

নিয়ম ৬ :

যদি ১ম মূল অক্ষরে যবর (ـَ) থাকে এবং ৩য় মূল অক্ষরে কোন হরকত না থাকে তাহলে তিন ভাবে সমাধান করা হয় যেমন ঃ

(ক) ২য় মূল অক্ষরে (و বা ى) জবর (ـَ) থাকলে, ২য় মূল অক্ষরটি তার হরকতসহ উঠে যাবে, কিন্তু তার প্রভাবে কারণে ১ম মূল অক্ষরের জবর (ـَ) জের (ـِ) এ রূপান্তরিত হবে যদি অক্ষরটি ى হয় অথবা পেশ (ـُ) এ রূপান্তরিত হতে যদি অক্ষরটি و হয়, যেমন ঃ

قَوَمْتَ	হতে	قُمْتَ	মধ্যম পুরুষ, একবচন, পুংলিঙ্গ, অতীত কাল, কর্তৃবাচ্য ফরম-১
سَيَرْتَ	হতে	سِرْتَ	মধ্যম পুরুষ, একবচন, পুংলিঙ্গ, অতীত কাল, কর্তৃবাচ্য ফরম-১

(খ) ২য় মূল অক্ষরটি পেশসহ و অথবা জেরসহ ى হলে, এক্ষেত্রে ২য় মূল অক্ষর হরকতসহ উঠে যাবে কিন্তু তার প্রভাবে ১ম মূল অক্ষরের যবর (ـَـ) পেশে রূপান্তরিত হবে যদি ২য় মূল অক্ষরটি و হয় এবং ى এর ক্ষেত্রে জের (ـِـ) হবে, যেমন :

طَوُلْتَ	হতে	طُلْتَ	মধ্যম পুরুষ, একবচন, পুংলিঙ্গ, অতীত কাল, কর্তৃবাচ্য ফরম-১
هَيِبْتَ	হতে	هِبْتَ	মধ্যম পুরুষ, একবচন, পুংলিঙ্গ, অতীত কাল, কর্তৃবাচ্য ফরম-১

(গ) ২য় মূল অক্ষর জের (ـِـ) সহ و এর ক্ষেত্রেও একইভাবে ২য় মূল অক্ষর হরকতসহ উঠে যাবে কিন্তু ২য় মূল অক্ষরে জের (ـِـ) এর প্রভাবে ১ম মূল অক্ষরের জবর (ـَـ) জের (ـِـ) এ রূপান্তরিত হবে, যেমন:

خَوِفْتَ	হতে	خِفْتَ	মধ্যম পুরুষ, একবচন, পুংলিঙ্গ, অতীত কাল, কর্তৃবাচ্য ফরম-১
مَوِتَّ (مَوِتْتَ)	হতে	مِتَّ	মধ্যম পুরুষ, একবচন, পুংলিঙ্গ, অতীত কাল, কর্তৃবাচ্য ফরম-১

নিয়ম ৭ :

ক্রিয়ার অতীত কাল I, VII এবং VIII ফরমে যদি ৩য় মূল অক্ষরের হরকত উঠে যায় তখন মাদ্দ এর ى টি উঠে যাবে, যেমন ঃ

আজওয়াফ ক্রিয়া	নিয়ম–৫ অনুসারে পরিবর্তীত রূপ	নিয়ম–৭ অনুসারে পরিবর্তীত রূপ
بُيِعْتَ	بِيْعْتَ	بِعْتَ
لُوِمْتَ	لِيْمْتَ	لِـمْتَ
اُسْتُوِقْتَ	اُسْتِيْقْتَ	اُسْتِقْتَ

সংযোজনী ৯

মু'তাল ক্রিয়া اَلْنَاقِصُ এর রূপান্তরের বিশেষ নিয়ম

(তৃতীয় মূল অক্ষর و বা ي)

১. অতীতকাল:

১.১ মূল ফরমে (১নং ফরম, প্রথম পুরুষ, পুংলিঙ্গ,একবচন) و এবং ي উভয়েরই উচ্চারণ মাদ্দের ا (আলিফ) এর মত হয়, তবে লেখাতে و পরিবর্তীত হয়ে ا (আলিফ) হয় এবং ي পরিবর্তীত হয়ে ى হয়; যেমন:

لَـهَوَ	হতে	لَـهَا	খেল তামাশা করা
جَلَوَ	হতে	جَلا	পরিস্কার বা প্রকাশিত করা
رَمَيَ	হতে	رَمَى	নিক্ষেপ করা

কিন্তু দ্বিতীয় মূল অক্ষরে যের থাকলে কোন পরিবর্তন আসবে না; যেমন:

رَضِيَ রাজি হওয়া, نَسِيَ ভূলে যাওয়া

১.২ নিম্নোক্ত ক্ষেত্রে তৃতীয় মূল অক্ষর বিলুপ্ত হয়:-

১.২.১ প্রথম পুরুষ, পুংলিঙ্গ, বহুবচন; যেমন:

دَعَا	دَعَوُوْا	হতে	دَعَوْا	কর্তৃবাচ্য	তারা ডেকেছিল
رَضِيَ	رَضِيُوْا	হতে	رَضُوْا	কর্তৃবাচ্য	দ্বিতীয় মূল অক্ষরে যের এর পরিবর্তে পেশ হয়েছে, কারণ আরবি ভাষায়
دُعِوَ	دُعِوُوْا	হতে	دُعُوْا	কর্মবাচ্য	و এর পূর্বে যের হয় না

১.২.২ প্রথম পুরুষ, স্ত্রীলিঙ্গ; যেমন:

خَلَاتْ	হতে	خَلَتْ	একবচন	খালি/ শূন্য/ ফাঁকা/ গত হওয়া
خَلَاتَا	হতে	خَلَتَا	দ্বিবচন	তারা দুইজন গত হয়েছিল

বিঃদ্রঃ ي বিলুপ্ত হবে না যদি দ্বিতীয় মূল অক্ষরে যের থাকে;
যেমন: بَقِيَتْ, نَسِيَتْ

১.৩ তৃতীয় মূল অক্ষর বিলুপ্ত হবে না যদি শেষের সংযুক্তি অক্ষরে হরকত থাকে; যেমন:

১.৩.১ তৃতীয় মূল و অক্ষর হলে:

دَعَا	دَعَوْنَ	প্রথম পুরুষ, বহুবচন, স্ত্রী	তারা(স্ত্রী) আমন্ত্রণ করেছিল
دَعَا	دَعَوْتَ	মধ্যম পুরুষ, একবচন, পুং	তুমি আমন্ত্রণ করেছিলে
دَعَا	دَعَوْتُ	উত্তম পুরুষ, একবচন,	(আমি আমন্ত্রণ করেছিলাম)
دَعَا	دَعَوْنَا	উত্তম পুরুষ, বহুবচন,	(আমরা আমন্ত্রণ করেছিলাম)

১.৩.২ তৃতীয় মূল ي অক্ষর হলে:

نَسِيْتُمْ , نَسِيْتِ , نَسِيْتُنَّ , نَسِيْتُ , نَسِيْنَا

২. বর্তমানকাল:

২.১ ক্রিয়া রূপের শেষে তৃতীয় মূল অক্ষর থাকলে তৃতীয় মূল অক্ষরের পেশ বিলুপ্ত হয়ে যজম হবে; যেমন:

دَعَا	يَدْعُوُ	হতে	يَدْعُوْ	প্রথম পুরুষ, একবচন, পুং	সে আমন্ত্রণ করছে
مَشَى	تَمْشِيُ	হতে	تَمْشِيْ	মধ্যম পুরুষ, একবচন, পুং	তুমি হাঁটছ
رَضِيَ	نَرْضَيُ	হতে	نَرْضَيْ	উত্তম পুরুষ, বহুবচন	আমরা রাজি হয়েছি
عَفَا	اَعْفُوُ	হতে	اَعْفُوْ	উত্তম পুরুষ, একবচন	আমি ক্ষমা করি

২.২ নিম্নোক্ত ক্ষেত্রে তৃতীয় মূল অক্ষর বিলুপ্ত হয়:-

২.২.১ প্রথম পুরুষ এবং মধ্যম পুরুষ পুংলিঙ্গ বহুবচন; যেমন:

خَشِيَ	يَـخْشَيُوْنَ	হতে	يَـخْشَوْنَ	তারা ভয় করছে
رَمَي	يَرْمِيُوْنَ	হতে	يَرْمُوْنَ	তারা নিক্ষেপ করছে
رَجَا	يَرْجُوُوْنَ	হতে	يَرْجُوْنَ	তারা আশা করছে
دَعَا	يَدْعُوُوْنَ	হতে	يَدْعُوْنَ	তারা ডাকছে
رَضِيَ	تَرْضَيُوْنَ	হতে	تَرْضَوْنَ	তোমরা রাজি হয়েছ
مَشي	تَمْشِيُوْنَ	হতে	تَمْشُوْنَ	তোমরা হাঁটছ

বি:দ্রঃ تَمْشُوْنَ এর দ্বিতীয় মূল অক্ষরে যের এর পরিবর্তে পেশ হয়েছে, কারণ আরবি ভাষায় و এর পূর্বে যের হয় না ।

২.২.২ মধ্যম পুরুষ স্ত্রীলিঙ্গ একবচন; যেমন:

تَدْعُوِيْنَ	হতে	تَدْعِيْنَ	তোমরা (স্ত্রী) ডাকছ

বি:দ্রঃ تَدْعِيْنَ তে দ্বিতীয় মূল অক্ষর ع এ পেশ পরিবর্তে এর যের লেখা হয়েছে, কারণ আরবি ভাষায় ي এর পূর্বে পেশ হয় না ।

২.৩ সাপেক্ষ ভাব:

তৃতীয় মূল অক্ষর و এবং ى এর যবর উচ্চারিত হবে, তবে আলিফ/ আলিফ-মাকসুরা এর যবর উচ্চারিত হবে না; যেমন: لَنْ يَنْسَى ; لَنْ يَبْكِيَ ; لَنْ تَدْعُوَ

২.৪ যুসীভ ভাব:

যুসীভ ভাব এ তৃতীয় মূল অক্ষর বিলুপ্ত হয়; যেমন :

يَرْمِيْ	হতে	يَرْمِ	তারা নিক্ষেপ করুক
نَعْفُوْ	হতে	نَعْفُ	আমরা ক্ষমা করব
تُوَلُّيُوْا	হতে	تُوَلُّوْا	তোমরা পিছনে ফিরে যাও

২.৫ অনুজ্ঞা ভাব:

অনুজ্ঞা ভাব এ তৃতীয় মূল অক্ষর বিলুপ্ত হয়; যেমন :

اُدْعُوْ	হতে	اُدْعُ	তুমি ডাক
اُعْفُوْ	হতে	اُعْفُ	তুমি মুছে দাও
اِهْدِيْ	হতে	اِهْدِ	তুমি সঠিক পথ দেখাও
أَوْفُوْا	হতে	أَوْفُوْا	তোমরা পূর্ণ কর
اِتَّقُيُوْا	হতে	اِتَّقُوْا	তোমরা সাবধান হও
صَلُّوُوْا	হতে	صَلُّوْا	তোমরা প্রার্থনা কর

৩. কর্তাবাচক বিশেষ্য(اِسمِ فَاعِلٌ) এর ক্ষেত্রে তৃতীয় মূল অক্ষর লোপ পাবে;যেমন:

رَامِيٌ	হতে	رَامٍ	নিক্ষেপকারী
رَامِيٍ	হতে	رَامٍ	নিক্ষেপকারী
رَاقِيٌ	হতে	رَاقٍ	রক্ষাকারী

৪. সকল উদ্ভাবিত ফরম (অর্থাৎ ২ নং হতে ১০ নং ফরম) এ তৃতীয় মূল অক্ষর و পরিবর্তীত হয়ে ى হবে, যেমন:

ফরম-২	جَلَّوَ	হতে	جَلى
ফরম-৩	عَادَوَ	হতে	عَادَى
ফরম-৫	تَـجَلَّوَ	হতে	تَـجَلى
ফরম-৭	اِنْجَلَوَ	হতে	اِنْجَلى
ফরম-৮	اِشْتَهَوَ	হতে	اِشْتَهَى

সংযোজনী ১০

মু'তাল ক্রিয়া اَلْـمُضَعَّفُ এর রূপান্তরের বিশেষ নিয়ম

(দ্বিতীয় ও তৃতীয় মূল অক্ষর একই)

আরবিভাষাবিদগণ এই সমস্ত ক্রিয়া সমুহকে اَلْفِعْلُ ٱلأَصَمُّ অথবা اَلْفِعْلُ ٱلْـمُضَاعَفُ বলেন।
নিম্নে বর্ণিত দুইটি ক্ষেত্রে এই সমস্ত ক্রিয়া অন্যান্য সাধারণ ক্রিয়া হতে আলাদা:

১. যখন প্রথম মূল অক্ষর এবং তৃতীয় মূল অক্ষর উভয়তেই হরকত থাকে, তখন দ্বিতীয় মূল অক্ষরের হরকত উঠে যায় এবং দ্বিতীয় মূল অক্ষরটি তৃতীয় মূল অক্ষরের সঙ্গে যুক্ত হয়ে দ্বিত্ব গঠন করে যা তাশদিদ দিয়ে প্রকাশ করা হয়:-

فَرَّ	হতে	فَرَرَ
مَسَّ	হতে	مَسِسَ
حَبَّ	হতে	حَبُبَ

২. যদি তৃতীয় মূল অক্ষরে হরকত থাকে এবং প্রথম মূল অক্ষরে হরকত না থাকে, তাহলে দ্বিতীয় মূল অক্ষরের হরকতটি প্রথম মূল অক্ষরে দিয়ে দেয়া হয় এবং দ্বিতীয় মূল অক্ষরটি তৃতীয় মূল অক্ষরের সঙ্গে যুক্ত হয়ে দ্বিত্ব গঠন করে যা তাশদিদ দিয়ে প্রকাশ করা হয়:-

يَضُرُّ	হতে	يَـضْرُرُ
يَحِقُّ	হতে	يَـحْقِقُ
يَعَضُّ	হতে	يَعْضَضُ

সংযোজনী ১১

চমক ও বিস্ময় প্রকাশক ক্রিয়ার গঠন প্রণালী

আরবী ভাষায় দুই ভাবে চমক ও বিস্ময় প্রকাশের নিয়ম আছে। আরবি ভাষাবিদগণ ইহাকে أَفْعَالُ ٱلتَعَجُّبِ বলে থাকেন।

ক) ক্রিয়ার ৪নং ফরমের অতীতকাল, নাম পুরুষ, পুংলিঙ্গ, একবচন এর পূর্বে مَا এবং পরে বিশেষ্যের কর্মকারক রূপ বসিয়ে:-

مَا أَطْوَلَ حَامِدًا হামিদ কতই না লম্বা;

مَا أَجْمَلَهُ সে কতই না সুন্দর

খ) ক্রিয়ার ৪নং ফরমের অনুজ্ঞাভাব এর একবচন পুংলিঙ্গ রূপ এবং পরে بِ অব্যয় এবং বিশেষ্যের সম্বন্ধকারক রূপ বসিয়ে:-

أَجْمِلْ بِحَامِدٍ হামিদ কতই না সুন্দর

أَسْمِعْ بِهِمْ وَأَبْصِرْ তারা কতই না পরিষ্কারভাবে দেখবে এবং শুনবে

সংযোজনী ১২

অব্যয় বা Particles (حُرُوْفٌ)

যে পদ অন্য পদের সাহায্য ব্যতীত একক ভাবে নিজের অর্থ প্রকাশ করতে পারে না তাকে অব্যয় (حَرْفٌ) বলে। ব্যবহারিক বিবেচনায় আরবি ভাষায় অব্যয়কে প্রধানত চার শ্রেণীতে বিভক্ত করা যেতে পারে; যথা:-

১. সম্বন্ধসূচক অব্যয় বা Prepositions (حُرُوْفُ الْجَرِّ)
২. ক্রিয়া বিশেষণ বা Adverbs (اَوْصَافُ الْفِعلِ)
৩. সংযোজক অব্যয় বা Conjunctions (حُرُوْفُ الشَّرْطِ বা حُرُوْفُ الْعَطْفِ)
৪. আবেগসূচক অব্যয় বা Interjections. (حُرُوْفُ نِدَاءِ)

১. সম্বন্ধসূচক অব্যয়

যে সকল অব্যয় কোনো বিশেষ্য বা সর্বনাম এর পূর্বে বসে বাক্যের অন্য শব্দের সাথে ঐ বিশেষ্য বা সর্বনামের সম্বন্ধ প্রকাশ করে তাকে সম্বন্ধসূচক অব্যয় বা (Preposition) বলে। আরবি ব্যাকরণবিদগণ এই অব্যয়গুলিকে حُرُوْفُ الْجَرِّ বলেন। এই অব্যয়গুলি যে বিশেষ্যের পূর্বে বসে সেই বিশেষ্যের শেষ অক্ষরে যের প্রদান করে বা সম্বন্ধকারকে রূপান্তরিত করে।

সম্বন্ধসূচক অব্যয় আবার দুই ধরণের, যথা:

১.১ সংযুক্ত বা Attached অর্থাৎ যে সকল অব্যয় অন্য শব্দের সঙ্গে যুক্ত করে লেখা হয়।

بِ	দ্বারা, তে, এ, নিকট, সহিত	تَ	কসম অর্থে
لِ	জন্য, এই কারণে	وَ	কসম অর্থে
كَ	ন্যায়, মত		

১.২ স্বতন্ত্র বা Separate অর্থাৎ যে সকল অব্যয় আলাদা শব্দ হিসাবে লিখিত হয়।
এই অব্যয়গুলি দুই শ্রেণীর। প্রথম শ্রেণীর সম্বন্ধসূচক অব্যয়গুলি দুই অক্ষর বা তিন অক্ষর বিশিষ্ট এবং বিভিন্ন ধরনের সমাপ্তি আছে। দ্বিতীয় শ্রেণীর গুলি মূলতঃ বিভিন্ন ধরনের বিশেষ্য (কর্মকারকে, একবচন) এবং সেগুলির সমাপ্তি যবর (ـَـ) দিয়ে হয়।

১.২.১ প্রথম শ্রেণীর স্বতন্ত্র সম্বন্ধসূচক অব্যয়:

اِلٰى	দিকে, অভিমুখে	حَتّٰى	পর্যন্ত, তখন অবধি যখন ..... ,
عَلٰى	উপর, ব্যাপারে, বিরূদ্ধে	عَنْ	হইতে, ব্যাপারে
فِى	মধ্যে, ব্যাপার	لَدٰى বা لَدُنْ	সহিত, নিকট
مِنْ	এর হইতে	مَعَ	সহিত
		مُذْ এবং مُنْذُ	কোন গত সময় হতে

১.২.২ দ্বিতীয় শ্রেণীর স্বতন্ত্র সম্বন্ধসূচক অব্যয় ঃ

اَمَامَ	সামনে	بَيْنَ	দুইয়ের মধ্যে, পরস্পরের মধ্যে পরিবেষ্টিত
بَعْدَ	পরে	تَحْتَ	নীচে
حَوْلَ	চতুর্দিকে, বেষ্টিত করে	دُوْنَ	ব্যতীত
عِنْدَ	নিকট	فَوْقَ	উপরে
قَبْلَ	পূর্বে	وَرَاءَ	পিছনে, পরে

২. ক্রিয়া বিশেষণ

যে সকল অব্যয় ক্রিয়ার প্রথমে বসে ক্রিয়ার কাজ কখন, কোথায় ও কিরূপ হবে ইত্যাদি প্রশ্নের উত্তর দেয় তাকে ক্রিয়া বিশেষণ বা اَوْصَافُ الْفِعِلِ বলে। ক্রিয়া বিশেষণগুলি দুই শ্রেণীতে বিভক্ত।

২.১ প্রথম শ্রেণীর ক্রিয়া বিশেষণগুলি বিভিন্ন উৎস হতে গৃহীত আংশিক সংযুক্ত ও আংশিক স্বতন্ত্র ।

২.২ দ্বিতীয় শ্রেণীর ক্রিয়া বিশেষণগুলি কর্মকারকীয় বিশেষ্য অর্থাৎ যবর (ـَ) দিয়ে সমাপ্ত হয় এবং বিভক্তযোগ্য।

২.১.১ প্রথম শ্রেণীর ক্রিয়া বিশেষণ(সংযুক্ত)

اَ - কি (প্রশ্ন অর্থে) سَ - ভবিষ্যৎ কাল গঠনে ক্রিয়ার পূর্বে বসে

لَ - নিশ্চয়, অবশ্যই

২.১.২ প্রথম শ্রেণীর সচরাচর ব্যবহৃত ক্রিয়া বিশেষণ (স্বতন্ত্র) সমূহ

اِذْ বা اِذَا	যখন, স্বরণ কর	اَلَا	নয় কি
اِذًا বা اِذَنْ	তাহলে	اَلَا	যে, নয়
اَمْ	কি (প্রশ্ন অর্থে), অথবা	اَنَّى	কি কারণে, কিভাবে,
اِنَّ	নিশ্চয়ই, প্রকৃতপক্ষে	لَا	না
اِنْ	না, নিশ্চয়ই	اِنَّمَا	প্রকৃতপক্ষে
اَىْ	হ্যাঁ	اِىْ	অর্থাৎ
اَيْنَ	কোথায়,	اَيَّانَ	কখন, কোন্ সময়ে
بَلَى	হাঁ	بَلْ	বরং
قَدْ	ইতঃপূর্বে, এর আগেই, বাস্তবিকই	ثَمَّ	সেখানে
كَاذَا	এই বা ঐ ধরনের, এতদনুসারে	كَذٰلِكَ	এই ভাবে
كَلَا	কখনই না, সাবধান	لَـمْ	না
		لَكِنَّ বা لَكِنْ	কিন্তু
لَـمَّا	(তাই বলে) এখনও না	لَنْ	কখনই না
لَوْلَا	কেন নয়	مَا	না
مَتَى	কখন	نَعَمْ	হ্যাঁ
هَلْ	কি, প্রশ্নবোধক	هُنَا	এখানে

২.২ দ্বিতীয় শ্রেণীর সচরাচর ব্যবহৃত ক্রিয়াবিশেষণ সমূহ ঃ

حَيْثُ	কোথায়	حَيْثُمَا	যেখানেই (হোক না কেন)
غَيْرَ	ব্যতীত	حَسْبُ	যথেষ্ট, একমাত্র
اَبَدَ	সর্বদা, চিরকাল, কখনো নয়	اَنِفَا	এই মাত্র
اَلْاَنَ	এখন	غَدًا	আগামীকাল

حِيْنَ	যখন	رُبَّمَا	সম্ভবতঃ সর্বদা, কখনও কখনও
سَوْفَ	সত্যিকার ভবিষ্যতার ইঙ্গিত দেয়া	كَيْفَ	কি ভাবে
لَعَلَّ	যাহাতে	اَمْسِ	গতকাল
لَيْتَ	যদি হত		

৩. সংযোজক অব্যয়

যে সকল অব্যয় দুই বা দুইয়ের অধিক শব্দ বা বাক্যকে যুক্ত করে তাকে সংযোজক অব্যয় বা বলে। এই অব্যয়গুলিকে আরবি ব্যাকরণবিদগণ বলে। এই অব্যয়গুলি স্বতন্ত্র ও সংযুক্ত উভয়ই হয়ে থাকে।حُرُوْفُ الْعَطْفِ বা حُرُوْفُ السَّرْطِ

৩.১ সংযুক্ত সংযোজক অব্যয় সমূহ

وَ	এবং	فَ	অতএব, তবে, ফলশ্রুতিতে
لِ	আদেশসূচক লাম, সাধারণতঃ Jussive এ ব্যবহার হয়		

৩.২ সচরাচর ব্যবহৃত স্বতন্ত্র সংযোজক অব্যয় সমূহ

اَمَّا	সম্পর্কে, বিষয়ে	اَنْ	যে
اَوْ	অথবা	اِنْ	যদি
اَنَّ	যে	لَوْ	যদি (উপপ্রমেয়মূলক)
لِكَىْ বা كَىْ	উদ্দেশে, যাতে	اِمَّا	- হয়তো বা
ثُمَّ	অতঃপর	مَتَى	যখন
اَمْ	বা, অথবা	مَا	যতক্ষণ ..... ততক্ষণ (as long as)

৪. আবেগসূচক অব্যয়

যে সকল অব্যয় মনের আবেগ সুখ, দুঃখ, ঘৃণা, ভয়, হর্ষ, বিষাদ, ইত্যাদি প্রকাশ করে থাকে তাকে আবেগসূচক অব্যয় বা Interjection বলে। বলেন। সচরাচর ব্যবহৃত আবেগসূচক অব্যয়গুলি নিম্নরূপ ঃحُرُوْفُ نِدَاءِআরবি ব্যাকরণবিদগণ এই অব্যয়গুলিকে

يَا	হে	اَيْ	হে
اَيُّهَا	হে	اَيَّتُهَا	হে (স্ত্রী) লিঙ্গ
هَلُمَّ	- এখানে এসো	هَيْهَاتَ	প্রকৃত ব্যাপার থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন
حَىَّ	এসো		